ঝাড়গ্রাম-গ্রন্থপ্রকাশ-তহবিলের অর্থে মুদ্রিত

রামমোহন-গ্রন্থাবলী

(১ম খণ্ড—বেদান্ত গ্রন্থ, বেদান্তসার ও পঞ্চোপনিষৎ)

সম্পাদক :

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
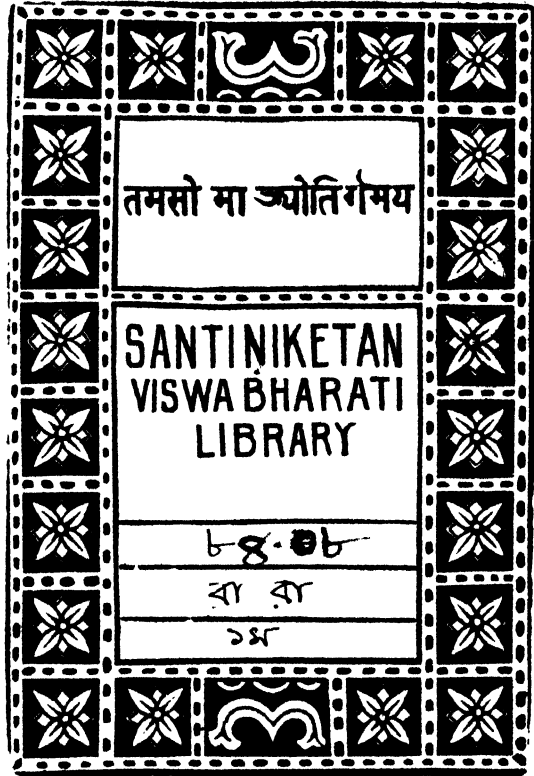
শ্রীসজনীকান্ত দাস

রামমোহন-গ্রন্থাবলী

সম্পাদক :
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩/১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা-৬

প্রারম্ভেই পরিষৎ-সংস্করণ 'রামমোহন-গ্রন্থাবলী'র বৈশিষ্ট্য নির্দ্দেশ করা প্রয়োজন। খণ্ড খণ্ড ভাবে ও সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলীর আকারে অনেকগুলি সংস্করণ এতাবৎ প্রকাশিত হইয়াছে, নূতন একটা সংস্করণের কি প্রয়োজন ছিল ?

রামমোহনের বহু রচনা বিতর্কমূলক, সমসাময়িক পণ্ডিত ও সুধীসমাজের সহিত বাদ-প্রতিবাদ উত্তর-প্রত্যুত্তরের ফলে তাঁহার অনেক পুস্তক-পুস্তিকা রচিত হইয়াছিল। প্রতিপক্ষের বক্তব্য এ পর্য্যন্ত কোনও গ্রন্থাবলীতে স্থান পায় নাই, ফলে রামমোহনের উক্তিও অনেক স্থলেই দুর্ব্বোধ্য রহিয়া গিয়াছে। পাঠকের সুবিধার্থ আমরা রামমোহনের প্রতিপক্ষের বক্তব্যও যথাসম্ভব মুদ্রিত করিতেছি। ইহাতে অনেক অস্পষ্টতা দূর হইবে।

পরবর্ত্তী কালে, অর্থাৎ ১৮৮০ সনে রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্ত-বাগীশ কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও পুনঃপ্রকাশিত 'রামমোহন-গ্রন্থাবলি'র পর, যাঁহারা রামমোহনের গ্রন্থাবলী মুদ্রিত করিয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই রামমোহনের জীবিতকালে প্রকাশিত গ্রন্থগুলি দেখেন নাই, নকলের নকল করিয়াছেন, ফলে মুদ্রাকর-প্রমাদের বাহুল্য ঘটায় অনেক স্থলে অর্থপরিগ্রহ হয় না। আমরা মূল সংস্করণগুলি মিলাইয়া পাঠ নির্দ্ধারণ এবং বন্ধনী [ ] চিহ্নমধ্যে মূল পুস্তকের পত্রাঙ্ক নির্দ্দেশ করিয়াছি ; কয়েকখানি পুস্তক-পুস্তিকার মূল সংস্করণ সংগ্রহ করা যায় নাই, সেগুলির পুনর্মুদ্রণে সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য বসু-বেদান্ত-বাগীশ সংস্করণের সাহায্য লইতে হইয়াছে।

পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থাবলীতে ভ্রমক্রমে অপরের কোন কোন রচনাও রামমোহনের নামে ছাপা হইয়াছে। আমরা বিচার করিয়া, সেগুলি পরিত্যাগ এবং পূর্ব্বে অনাবিষ্কৃত গ্রন্থ রামমোহনের রচনা জানিয়া নূতন সন্নিবিষ্ট করিয়াছি।

সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী সাত খণ্ডে সমাপ্ত হইবে। বিভিন্ন খণ্ডের "সম্পাদকীয়"-পরিশিষ্টে সেই সেই খণ্ডে প্রকাশিত গ্রন্থগুলির সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য দেওয়া হইবে।

বেদান্ত গ্রন্থ

[১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত]

THE

BENGALEE TRANSLATION

OF THE

V E D A N T,

OR

RESOLUTION

OF ALL THE

V E D S;

THE MOST CELEBRATED AND REVERED WORK

OF

BRAHMINICAL THEOLOGY,

ESTABLISHING THE UNITY

OF

The Supreme Being.

AND

THAT HE IS THE ONLY OBJECT OF WORSHIP.

TOGETHER WITH

A PREFACE,

BY THE TRANSIATOR.

CALCUTTA.

FROM THE PRESS OF FERRIS AND CO.

1815.

ভূমিকা

॥ ওঁ তৎ সৎ ॥ বেদের পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞার দ্বারা এবং বেদান্তশাস্ত্রের বিবরণের দ্বারা এই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে সকল বেদের প্রতিপাদ্য সদ্রূপ পরব্রহ্ম হইয়াছেন। যদি সংস্কৃত শব্দের ব্যুৎপত্তিবলের দ্বারা ব্রহ্ম পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞ ভূমা ইত্যাদি ব্রহ্মবাচক প্রসিদ্ধ শব্দ হইতে কোন কোন দেবতা কিম্বা মনুষ্যকে প্রতিপন্ন কর তবে সংস্কৃত শব্দে যে সকল শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণিত হইয়াছে তাহার অর্থের স্থৈর্য্য কোন মতে থাকে না যেহেতু ব্যুৎপত্তিবলেতে কৃষ্ণ শব্দ আর রাম শব্দ পশুপতি শব্দ এবং কালী দুর্গাদি শব্দ হইতে অন্য২ বস্তু প্রতিপাদ্য হইয়া কোন শাস্ত্রের কি প্রকার তাৎপর্য্য তাহার নিশ্চয় হইতে পারে না ইহার কারণ এই যে সংস্কৃতে নিয়ম করিয়াছেন যে শব্দ সকল প্রায়শ ধাতু হইতে বিশেষ২ প্রত্যয়ের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় সেই ধাতুর অনেকার্থ এবং প্রত্যয়ো নানা প্রকার অর্থে হয় অতএব প্রতি শব্দের নানা প্রকার ব্যুৎপত্তিবলেতে অনেক প্রকার অর্থ হইতে পারে অধিকন্তু কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিলে সকলে অনায়াসে নিশ্চয় করিবেন যে যদি রূপগুণবিশিষ্ট কোন দেবতা কিম্বা মনুষ্য বেদান্তশাস্ত্রের বক্তব্য হইতেন তবে বেদান্ত পঞ্চাশদধিক [২] পাঁচ শত সূত্রে কোন স্থানে সে দেবতার কিম্বা মনুষ্যের প্রসিদ্ধ নামের কিম্বা রূপের বর্ণন অবশ্য হইত কিন্তু ওই সকল সূত্রে ব্রহ্মবাচক শব্দ বিনা দেবতা কিম্বা মনুষ্যের কোন প্রসিদ্ধ নামের চর্চ্চার লেশ নাই। যদি বল বেদে কোন কোন স্থানে রূপগুণবিশিষ্ট দেবতার এবং মনুষ্যের ব্রহ্মত্বরূপে বর্ণন করিয়াছেন অতএব তাঁহারা সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপে উপাস্য হয়েন ইহার উত্তর এই অত্যল্প মনোযোগ করিলেই প্রতীতি হইবেক যে এমত কথনের দ্বারা ওই দেবতা কিম্বা মনুষ্যের সাক্ষাৎ ব্রহ্মত্ব প্রতিপন্ন হয় নাই যেহেতু বেদেতে যেমন কোন কোন দেবতার এবং মনুষ্যের ব্রহ্মত্বকথন দেখিতেছি সেইরূপ আকাশের এবং মনের এবং অন্নাদির স্থানে২ বেদে ব্রহ্মত্বরূপে বর্ণন আছে এ সকলকে ব্রহ্ম কথনের তাৎপর্য্য বেদের এই হয় যে ব্রহ্ম সর্ব্বময় হয়েন তাহার অধ্যাস করিয়া সকলকে ব্রহ্মরূপে স্বীকার করা যায় পৃথক্ পৃথক্‌কে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বর্ণন করা বেদের তাৎপর্য্য নহে এইমত সিদ্ধান্ত বেদ আপনি অনেক স্থানে করিয়াছেন তবে অনেকেই কখন পশু পক্ষীকে কখন মৃত্তিকা পাষাণ ইত্যাদিকে উপাস্য কল্পনা করিয়া ইহাতে মনকে কি বুদ্ধির

দ্বারা বদ্ধ করেন বোধগম্য করা যায় না এরূপ কল্পনা কেবল অল্পকা[৩]লের পরম্পরা দ্বারা এদেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। লোকেতে বেদান্তশাস্ত্রের অপ্রাচুর্য্য নিমিত্ত স্বার্থপর পণ্ডিত সকলের বাক্যপ্রবন্ধে এবং পূর্ব্বশিক্ষা ও সংস্কারের বলেতে অনেক অনেক সুবোধ লোকো এই কল্পনাতে মগ্ন আছেন এ নিমিত্ত এ অকিঞ্চন বেদান্তশাস্ত্রের অর্থ ভাষাতে একপ্রকার যথাসাধ্য প্রকাশ করিলেক ইহার দৃষ্টিতে জানিবেন যে আমাদের মূল শাস্ত্রানুসারে ও অতিপূর্ব্ব পরম্পরায়ে এবং বুদ্ধির বিবেচনাতে জগতের স্রষ্টা পাতা সংহর্ত্তা ইত্যাদি বিশেষণগুণে কেবল ঈশ্বর উপাস্য হইয়াছেন অথবা সমাধি বিষয়ে ক্ষমতাপন্ন হইলে সকল ব্রহ্মময় এমতরূপে সেই ব্রহ্ম সাধনীয় হয়েন ॥—

তিন চারি বাক্য লোকের প্রবৃত্তির নিমিত্ত রচনা করিয়াছেন ওই লোকেও তাহার পূর্ব্বাপর না দেখিয়া আপন আপন মতের পুষ্টি নিমিত্ত ওই সকল বাক্যকে প্রমাণের ন্যায় জ্ঞান করেন এবং সর্ব্বদা বিচারকালে কহেন ॥ ॥ প্রথমত এই যাহাকে ব্রহ্ম জগৎকর্ত্তা কহ তিহোঁ বাক্য মনের অগোচর সুতরাং তাঁহার উপাসনা অসম্ভব হয় এই নিমিত্ত কোন রূপগুণবিশিষ্টকে জগতের কর্ত্তা জানিয়া উপাসনা না করিলে নির্ব্বাহ হইতে পারে নাই অতএব রূপগুণবিশিষ্টে উপাসনা আবশ্যক হয়। ইহার সামান্য উত্তর এই। [৪] যে কোন ব্যক্তি বাল্যকালে শত্রুগ্রস্ত এবং দেশান্তর হইয়া আপনার পিতার নিরূপণ কিছু জানে নাই এনিমিত্ত সেই ব্যক্তি যুবা হইলে পরে যে কোন বস্তু সম্মুখে পাইবেক তাহাকে পিতারূপে গ্রহণ করিবেক এমত নহে বরঞ্চ সেই ব্যক্তি পিতার উদ্দেশে কোন ক্রিয়া করিবার সময়ে অথবা পিতার মঙ্গল প্রার্থনা করিবার কালে এই কহে যে যে জন জন্মদাতা তাহার শ্রেয় হউক সেই মত এখানেও জানিবে যে ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞেয় নহে কিন্তু তাঁহার উপাসনাকালে তাঁহাকে জগতের স্রষ্টা পাতা সংহর্ত্তা ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা লক্ষ্য করিতে হয় তাহার কল্পনা কোন নশ্বর নামরূপে কিরূপ করা যাইতে পারে সর্ব্বদা যে সকল বস্তু যেমন চন্দ্র সূর্য্যাদি আমরা দেখি ও তাহার দ্বারা ব্যবহার নিষ্পন্ন করি তাহারো যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারি না ইহাতেই বুঝিবে যে ঈশ্বর ইন্দ্রিয়ের অগোচর তাঁহার স্বরূপ কিরূপে জানা যায় কিন্তু জগতের নানাবিধ রচনার এবং নিয়মের দৃষ্টিতে তাহার কর্ত্তৃত্ব এবং নিয়ন্তৃত্ব নিশ্চয় হইলে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভব হয়। সামান্য অবধানে নিশ্চয় হয় যে এই দুর্গম্য নানাপ্রকার রচনাবিশিষ্ট জগতের কর্ত্তা ইহা হইতে ব্যাপক এবং অধিক শক্তিমান্ অবশ্য হইবেক ইহার এক অংশ কিম্বা ইহার ব্যাপ্য কোন বস্তু

ইহার কর্ত্তা [৫] কি যুক্তিতে অঙ্গীকার করা যায় আর এক অধিক আশ্চর্য্য এই যে স্বজাতীয় বিজাতীয় অনেকেই নিরাকার ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উপাসনা করিতেছেন ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন অথচ কহিতেছেন যে নিরাকার ঈশ্বর তাহার উপাসনা কোনমতে হইতে পারে না ॥ ১ ॥ দ্বিতীয় বাক্যরচনা এই যে পিতা পিতামহ এবং স্ববর্গেরা যে মতকে অবলম্বন করিয়াছেন তাহার অন্যথা করণ অতি অযোগ্য হয়। লোক সকলের পূর্ব্বপুরুষ এবং স্ববর্গের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ সুতরাং এ বাক্যকে পর পূর্ব্ব বিবেচনা না করিয়া প্রমাণ স্বীকার করেন ইহার সাধারণ উত্তর এই যে কেবল স্ববর্গের মত হয় এই প্রমাণে মত গ্রহণ করা পশুজাতীয়ের ধর্ম্ম হয় যে সর্ব্বদা স্ববর্গের ক্রিয়ানুসারে কার্য্য করে। মনুষ্য যাহার সৎ অসৎ বিবেচনার বুদ্ধি আছে সে কিরূপে ক্রিয়ার দোষ গুণ বিবেচনা না করিয়া স্ববর্গে করেন এই প্রমাণে ব্যবহার এবং পরমার্থকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারে এই মত সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে হইলে পর পৃথক্২ মত এ পর্য্যন্ত হইত না বিশেষত আপনাদের মধ্যে দেখিতেছি যে এক জন বৈষ্ণবের কুলে জন্ম লইয়া শাক্ত হইতেছে দ্বিতীয় ব্যক্তি শাক্তকুলে বৈষ্ণব হয় আর স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের পরে যাহাকে এক শত বৎসর হয় না যাবতীয় পরমার্থ কর্ম্ম স্নান দান [৬] ব্রতোপবাস প্রভৃতি পূর্ব্ব মতের ভিন্ন প্রকারে হইতেছে আর সকলে কহেন যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ যে কালে এ দেশে আইসেন তাঁহাদের পায়েতে মোজা এবং জামা ইত্যাদি বেশ এবং গোযান ছিল তাহার পরে পরে সে সকল ব্যবহার কিছুই রহিল না আর ব্রাহ্মণের যবনাদির দাসত্ব করা এবং যবনের শাস্ত্র পাঠ করা এবং যবনকে শাস্ত্র পাঠ করান কোন পূর্ব্বধর্ম্ম ছিল অতএব স্ববর্গে যে উপাসনা ও ব্যবহার করেন তাহার ভিন্ন উপাসনা করা এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব নিয়মের ত্যাগ আপনারাই সর্ব্বদা স্বীকার করিতেছি তবে কেন এমত বাক্যে বিশ্বাস করিয়া পরমার্থের উত্তম পথের চেষ্টা না করা যায় ॥ ২ ॥ তৃতীয় বাক্য এই যে ব্রহ্ম উপাসনা করিলে মনুষ্যের লৌকিক ভদ্রাভদ্র জ্ঞান এবং দুর্গন্ধি সুগন্ধি আর অগ্নি ও জলের পৃথক্ জ্ঞান থাকে না অতএব সুতরাং ঈশ্বরের উপাসনা গৃহস্থ লোকের কিরূপে হইতে পারে। উত্তর। তাঁহারা কি প্রমাণে এ বাক্য রচনা করেন তাহা জানিতে পারি নাই যেহেতু আপনারাই স্বীকার করেন যে নারদ জনক সনৎকুমারাদি শুক বশিষ্ঠ ব্যাস কপিল প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন অথচ ইহারা অগ্নিকে অগ্নি জলকে জল ব্যবহার করিতেন এবং রাজ্যকর্ম্ম আর গার্হস্থ্য এবং শিষ্য সকলকে জ্ঞানোপদেশ যথাযোগ্য করিতেন তবে কি রূপে [৭] বিশ্বাস করা যায় যে ব্রহ্মজ্ঞানীর ভদ্রাভদ্রাদি জ্ঞান কিছুই থাকে নাই

আর কিরূপে এ কথার আদর লোকে করেন তাহা জানিতে পারি না। বিশেষত আশ্চর্য্য এই যে নশ্বরের উপাসনাতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান থাকে আর ব্রহ্ম উপাসনাতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞানের বহির্ভূত হইয়া লোক ক্ষিপ্ত হয় ইহাও লোকের বিশ্বাস জন্মে। যদি কহ সর্ব্বত্র ব্রহ্ম জ্ঞান করিলে ভেদ জ্ঞান আর ভদ্রাভদ্রের জ্ঞান কেন থাকিবেক তাহার উত্তর এই যে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ নিমিত্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্রহ্মজ্ঞানীর ন্যায় চক্ষু কর্ণ হস্তাদির কর্ম্ম চক্ষু কর্ণ হস্তাদির দ্বারা অবশ্য করিতে হয় এবং পুত্রের সহিত পিতার কর্ম্ম পিতার সহিত পুত্রের ধর্ম্ম আচরণ করিতে হইবেক যেহেতু এ সকল নিয়মের কর্ত্তা ব্রহ্ম হয়েন, যেমন দশ জন ভ্রমবিশিষ্ট মনুষ্যের মধ্যে একজন অভ্রান্ত যদি কালক্ষেপ করিতে চাহে সেই ভ্রমবিশিষ্ট লোক সকলের অভিপ্রায়ে দেহযাত্রার নির্ব্বাহার্থ লৌকিক আচরণ করিবেক ॥ ৩॥ চতুর্থ বাক্যপ্রবন্ধ এই যে পুরাণে এবং তন্ত্রাদিতে নানাবিধ সাকার উপাসনার প্রয়োগ আছে অতএব সাকার উপাসনা কর্ত্তব্য তাহার উত্তর এই ॥ পুরাণ এবং তন্ত্রাদিতে যেমন সাকার উপাসনার বিধি আছে সেইরূপ জ্ঞানপ্রকরণে তাহাতেই লিখেন যে এ সকল যত কহি সকল ব্রহ্মের রূপকল্পনামাত্র। [৮] অন্যথা মনের দ্বারা যেরূপ কৃত্রিম হইয়া উপাস্য হইবেন সেইরূপ ওই মনের অন্য বিষয়ে সংযোগ হইলে ধ্বংসকে পায় আর হস্তের কৃত্রিম রূপ হস্তাদির দ্বারা কালে কালে নষ্ট হয় অতএব যাবৎ নামরূপবিশিষ্ট বস্তু সকল নশ্বর ব্রহ্মই কেবল জ্ঞেয় উপাস্য হয়েন অতএব এইরূপ পুরাণ তন্ত্রের বর্ণন দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব যে সাকার বর্ণন কেবল দুর্ব্বলাধিকারীর মনোরঞ্জনের নিমিত্ত করিয়াছেন এই নিশ্চয় হয় আর বিশেষত বুদ্ধির অত্যন্ত অগ্রাহ্য বস্তু কেবল পরস্পর অনৈক্য বচনবলেতে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির গ্রাহ্য হইতে পারে না অথচ পূর্ব্ববাক্যের মীমাংসা পরবচনে ওই পুরাণাদিতে দেখিতেছি। যাঁহারা সকল বেদান্তপ্রতিপাদ্য পরমাত্মার উপাসনা না করিয়া পৃথক্২ কল্পনা করিয়া উপাসনা করেন তাঁহাদিগ্যে জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য যে ওই সকল বস্তুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহেন কিম্বা অপর কাহাকেও ঈশ্বর কহিয়া তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি জানিয়া ওই সকল বস্তুর পূজাদি করেন ইহার উত্তরে তাঁহারা ওই সকল বস্তুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহিতে পারিবেন না যেহেতু ওই সকল বস্তু নশ্বর এবং প্রায় তাঁহাদের কৃত্রিম অথবা বশীভূত হয়েন অতএব যে নশ্বর এবং কৃত্রিম তাঁহার ঈশ্বরত্ব কিরূপে আছে স্বীকার করিতে পারেন এবং ওই প্রশ্নের উত্তরে [৯] ও সকল বস্তুকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি কহিতেও তাঁহারা সঙ্কুচিত হইবেন যেহেতু ঈশ্বর যিনি অপরিমিত অতীন্দ্রিয় তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি পরিমিত এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য

হইতে পারে না ইহার কারণ এই যে যেমন তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি তদনুযায়ী হইতে চাহে এখানে তাহার বিপরীত হইতে দেখা যায় বরঞ্চ উপাসক মনুষ্য হয়েন সে মনুষ্যের বশীভূত ওই সকল বস্তু হয়েন এই প্রশ্নের উত্তরে এরূপ যদি কহেন যে ব্রহ্ম সর্ব্বময় অতএব ওই সকল বস্তুর উপাসনায় ব্রহ্মের উপাসনা সিদ্ধ হয় এই নিমিত্ত ওই সকল বস্তুর উপাসনা করিতে হইয়াছে। তাহার উত্তর এই যে যদি ব্রহ্ম সর্ব্বময় জানেন তবে বিশেষ বিশেষ রূপেতে পূজা করিবার তাৎপর্য্য হইত না। এ স্থানে এমত যদি কহেন যে ঈশ্বরের আবির্ভাব যে রূপেতে অধিক আছে তাহার উপাসনা করা যায় তাহার উত্তর এই। যে ন্যূনাধিক্য এবং হ্রাস বৃদ্ধি দ্বারা পরিমিত হইল সে ঈশ্বর পদের যোগ্য হইতে পারে না অতএব ঈশ্বর কোন স্থানে অধিক আছেন কোন স্থানে অল্প এ অত্যন্ত অসম্ভাবনা বিশেষত এ সকল রূপে প্রত্যক্ষে কোন অলৌকিক আধিক্য দেখা যায় না ঃ যদি কহেন এ সকল রূপেতে মায়িক উপাধি [১০] ঐশ্বর্য্যের বাহুল্য আছে অতএব উপাস্য হয়েন তাহার উত্তর এই যে মায়িক উপাধি ঐশ্বর্য্যের ন্যূনাধিক্যের দ্বারা লৌকিক লঘুতা গুরুতার স্বীকার করা যায় পরমার্থের সহিত লৌকিক উপাধির কি বিষয় আছে যেহেতু লৌকিক ঐশ্বর্য্যের দ্বারা পরমার্থে উপাস্য হয় এমত স্বীকার করিলে অনেক দোষ লোকে উপস্থিত হইবেক বস্তুত কারণ এই যে বহুকাল অবধি এই সংস্কার হইয়াছে যে কোন দৃশ্য কৃত্রিম বস্তুকে সম্মুখে রাখাতে তাহাকে পূজা এবং আহারাদি নিবেদন করাতে অত্যন্ত প্রীতি পাওয়া যায়। প্রায়শ আমারদের মধ্যে এমত সুবোধ উত্তম ব্যক্তি আছেন যে কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিলে এ সকল কাল্পনিক হইতে চিত্তকে নিবর্ত্ত করিয়া সর্ব্বসাক্ষীস্বরূপ পরব্রহ্মের প্রতি চিত্তনিবেশ করেন এবং এ অকিঞ্চনকে পরে পরে তুষ্ট হয়েন আমি এই বিবেচনায় এবং আশাতে তাঁহারদের প্রসন্নতা উদ্দেশে এই যত্ন করিলাম। বেদান্তশাস্ত্রের ভাষাতে বিবরণ করাতে সংস্কৃতের শব্দ সকল স্থানে স্থানে দিয়া গিয়াছে এহার দোষ যাঁহারা ভাষা এবং সংস্কৃত জানেন তাঁহারা লইবেন না কারণ বিচারযোগ্য বাক্য বিনা সংস্কৃত শব্দের দ্বারা কেবল স্বদেশীয় ভাষাতে বিবরণ করা যায় না আর আমি সাধ্যানুসারে সুলভ করিতে [১১] ত্রুটি করি নাই উত্তম ব্যক্তি সকল যেখানে অশুদ্ধ দেখিবেন তাহার পরিশোধ করিবেন আর ভাষানুরোধে কোন কোন শব্দ লিখা গিয়াছে তাহারো দোষ মার্জ্জনা করিবেন উত্তরের লাঘব গৌরব প্রশ্নের লঘুতা গুরুতার অনুসারে হয় অতএব পূর্ব্বলিখিত উত্তর সকলের গুরুত্ব লঘুত্ব তাহার প্রশ্নের গৌরব লাঘবের অনুসারে জানিবেন ওই সকল প্রশ্ন সর্ব্বদা

শ্রবণে আইসে এ নিমিত্ত এমত অযুক্ত প্রশ্ন সকলেরো উত্তর অনিচ্ছিত হইয়াও লিখা গেল ইতি শকাব্দা ১৭৩৭ কলিকাতা ॥—

দৌর্জ্জেয়মস্য শাস্ত্রস্য তথালোচ্য মমাজ্ঞতাং। কৃপয়া সুজনৈঃ শোধ্যাস্ত্রুটয়োস্মিন্নিবন্ধনে ॥—

অনুষ্ঠান

ওঁ তৎ সৎ ।—

প্রথমত বাঙ্গলা ভাষাতে আবশ্যক গৃহব্যাপার নির্ব্বাহের যোগ্য কেবল কথকগুলিন শব্দ আছে এ ভাষা সংস্কৃতের যেরূপ অধীন হয় তাহা অন্য ভাষার ব্যাখ্যা ইহাতে করিবার সময় স্পষ্ট হইয়া থাকে দ্বিতীয়ত এ ভাষায় গদ্যতে অদ্যাপি কোনো শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণনে আইসে না ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাসপ্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থ বোধ করিতে হঠাৎ পারেন না ইহা প্রত্যক্ষ কানুনের তরজমার অর্থবোধের সময় অনুভব হয় অতএব বেদান্তশাস্ত্রের ভাষার বিবরণ সামান্য আলাপের ভাষার ন্যায় সুগম না পাইয়া কেহ২ ইহাতে মনোযোগের ন্যূনতা করিতে পারেন এ নিমিত্ত ইহার অনুষ্ঠানের প্রকরণ লিখিতেছি। যাঁহাদের সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিতো থাকিবেক আর যাঁহারা ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস দ্বারা সাধু ভাষা কহেন আর শুনেন তাঁহাদের অল্প শ্রমেই ইহাতে অধিকার জন্মিবেক। বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুইয়ের বিবেচনা বিশেষ মতে করিতে উচিত হয়। যে২ স্থানে যখন যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতিশব্দ তখন তাহা সেই[২৩]রূপ ইত্যাদিকে পূর্ব্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎ পর্য্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন। কোন্ নামের সহিত কোন্ ক্রিয়ার অন্বয় হয় ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন যেহেতু এক বাক্যে কখন২ কয়েক নাম এবং কয়েক ক্রিয়া থাকে ইহার মধ্যে কাহার সহিত কাহার অন্বয় ইহা না জানিলে অর্থজ্ঞান হইতে পারে না তাহার উদাহরণ এই। ব্রহ্ম যাঁহাকে সকল বেদে গান করেন আর যাঁহার সত্তার অবলম্বন করিয়া জগতের নির্ব্বাহ চলিতেছে সকলের উপাস্য হয়েন। এ উদাহরণে যদ্যপি ব্রহ্ম শব্দকে সকলের প্রথমে দেখিতেছি তত্রাপি সকলের শেষে হয়েন এই যে ক্রিয়া শব্দ তাহার সহিত ব্রহ্ম শব্দের অন্বয় হইতেছে আর মধ্যেতে গান করেন যে ক্রিয়া শব্দ আছে তাহার অন্বয় বেদ শব্দের সহিত আর চলিতেছে এ ক্রিয়া শব্দের সহিত নির্ব্বাহ শব্দের অন্বয় হয়। অর্থাৎ করিয়া যেখানে২ বিবরণ আছে সেই বিবরণকে পর পূর্ব্ব পদের সহিত অন্বিত যেন না করেন এই অনুসারে অনুষ্ঠান করিলে অর্থ বোধ হইবাতে বিলম্ব হইবেক না। আর যাহাদের ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিতো নাই এবং

ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস নাই তাঁহারা [১৪] ব্যুৎপন্ন ব্যক্তির সহায়তাতে অর্থ বোধ কিঞ্চিৎ কাল করিলে পশ্চাৎ স্বয়ং অর্থ বোধে সমর্থ হইবেন বস্তুত মনযোগ আবশ্যক হয় এই বেদান্তের বিশেষ জ্ঞানের নিমিত্ত অনেক বর্ষ উত্তম পণ্ডিতেরা শ্রম করিতেছেন যদি দুই তিন মাস শ্রম করিলে এ শাস্ত্রের এক, প্রকার অর্থ বোধ হইতে পারে তবে অনেক সুলভ জানিয়া ইহাতে চিত্ত নিবেশ করা উচিত হয়।—

কেহো২ এ শাস্ত্রে প্রবৃত্তি হইবার উৎসাহের ভঙ্গ নিমিত্ত কহেন যে বেদের বিবরণ ভাষায় করাতে এবং শুনাতে পাপ আছে এবং শূদ্রের এ ভাষা শুনিলে পাতক হয় তাঁহাদিগ্যে জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য যে যখন তাঁহারা শ্রুতি স্মৃতি জৈমিনিসূত্র গীতা পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্র ছাত্রকে পাঠ করান তখন ভাষাতে তাহার বিবরণ করিয়া থাকেন কি না আর ছাত্রেরা সেই বিবরণকে শুনেন কি না আর মহাভারত যাহাকে পঞ্চম বেদ আর সাক্ষাৎ বেদার্থ কহা যায় তাহার শ্লোক সকল শূদ্রের নিকট পাঠ করেন কি না এবং তাহার অর্থ শূদ্রকে বুঝান কি না শূদ্রেরাও সেই বেদার্থের অর্থ এবং ইতিহাস পরস্পর আলাপেতে কহিয়া থাকেন কি না আর শ্রাদ্ধাদিতে শূদ্রনিকটে ঐ সকল উচ্চারণ করেন কি না যদি এইরূপ সর্ব্বদা করিয়া থাকেন [১৫] তবে বেদান্তের এ অর্থের বিবরণ ভাষাতে করিবাতে দোষের উল্লেখ কিরূপে করিতে পারেন। সুবোধ লোক সত্য শাস্ত্র আর কাল্পনিক পথ ইহার বিবেচনা অবশ্য করিতে পারিবেন। কেহ২ কহেন ব্রহ্ম প্রাপ্তি যেমন রাজপ্রাপ্তি হয় সেই রাজপ্রাপ্তি তাহার দ্বারীর উপাসনা ব্যতিরেক হইতে পারে না সেইরূপ রূপগুণবিশিষ্টের উপাসনা বিনা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইবেক না। যদ্যপিও এ বাক্য উত্তরযোগ্য নহে তত্রাপি লোকের সন্দেহ দূর করিবার নিমিত্ত লিখিতেছি। যে ব্যক্তি রাজপ্রাপ্তি নিমিত্ত দ্বারীর উপাসনা করে সে দ্বারীকে সাক্ষাৎ রাজা কহে না এখানে তাহার বিপরীতি দেখিতেছি যে রূপগুণবিশিষ্টকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম কহিয়া উপাসনা করেন দ্বিতীয়ত রাজা হইতে রাজার দ্বারী সুসাধ্য এবং নিকটস্থ সুতরাং তাহার দ্বারা রাজপ্রাপ্তি হয় এখানে তাহার অন্যথা দেখি ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী আর যাঁহাকে তাঁহার দ্বারী কহ তেহো মনের অথবা হস্তের কৃত্রিম হয়েন কখন তাঁহার স্থিতি হয় কখন স্থিতি না হয় কখন নিকটস্থ কখন দূরস্থ অতএব কিরূপে এমত বস্তুকে অন্তর্যামী সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা হইতে নিকটস্থ স্বীকার করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন কহা যায় তৃতীয়ত চৈতন্যাদিরহিত বস্তু কিরূপে এইমত মহৎ সহায়[১৬]তার ক্ষমতাপন্ন হইতে

পারেন॥ মধ্যে২ কহিয়া থাকেন যে পৃথিবীর সকল লোকের যাহা মত হয় তাহা ত্যাগ করিয়া তুই এক ব্যক্তির কথা গ্রাহ্য কে করে আর পূর্ব্বে কেহো পণ্ডিত কি ছিলেন না এবং অন্য কেহ পণ্ডিত কি সংসারে নাই যে তাঁহারা এই মতকে জানিলেন না এবং উপদেশ করিলেন না। যদ্যপিও এমত সকল প্রশ্নের শ্রবণে কেবল মানস দুঃখ জন্মে তত্রাপি কার্য্যানুরোধে উত্তর দিয়া যাইতেছে। প্রথমত এ কাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর যে সীমা আমরা নির্দ্ধারণ করিয়াছি এবং যাতায়াত করিতেছি তাহার বিংশতি অংশের এক অংশ এই হিন্দোস্থান না হয়। হিন্দুরা যে দেশেতে প্রচুররূপে বাস করেন তাহাকে হিন্দোস্থান কহা যায়। এই হিন্দোস্থান ভিন্ন অর্দ্ধেক হইতে অধিক পৃথিবীতে এক নিরঞ্জন পরব্রহ্মের উপাসনা লোকে করিয়া থাকেন এই হিন্দোস্থানেতেও শাস্ত্রোক্ত নির্ব্বাণ সম্প্রদা এবং নানক সম্প্রদা আর দাদু সম্প্রদা এবং শিবনারায়ণী প্রভৃতি অনেকে কি গৃহস্থ কি বিরক্ত কেবল নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা করেন তবে কিরূপে কহেন যে তাবৎ পৃথিবীর মতের বহির্ভূত এই ব্রহ্মোপাসনার মত হয়। আর পূর্ব্বেও পণ্ডিতেরা যদি এই মতকে কেহো না জানিতেন এবং [১৭] উপদেশ না করিতেন তবে ভগবান্ বেদব্যাস এই ব্রহ্মসূত্র কিরূপে করিয়া লোকের উপকারের নিমিত্ত প্রকাশ করিলেন এবং বাদরি বশিষ্ঠাদি আচার্য্যেরা কি প্রকারে এইরূপ ব্রহ্মোপদেশে প্রচুর গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এবং ভাষ্যের টীকাকার সকলেই কেবল ব্রহ্ম স্থাপন এবং ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ করিয়াছেন নব্য আচার্য্য গুরু নানক প্রভৃতি এই ব্রহ্মোপাসনাকে গৃহস্থ এবং বিরক্তের প্রতি উপদেশ করেন এবং আধুনিকের মধ্যে এই দেশ অবধি পঞ্জাব পর্য্যন্ত সহস্র২ লোক ব্রহ্মোপাসক এবং ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশকর্ত্তা আছেন তবে আমি যাহা না জানি সে বস্তু অপ্রসিদ্ধ হয় এমত নিয়ম যদি করহ তবে ইহার উত্তর নাই। এতদ্দেশীয়েরা যদি অনুসন্ধান আর দেশ ভ্রমণ করেন তবে কদাপি এ সকল কথাতে যে পৃথিবীর এবং সকল পণ্ডিতের মতের ভিন্ন এ মত হয় বিশ্বাস করিবেন না। আমাদিগ্যের উচিত যে শাস্ত্র এবং বুদ্ধি উভয়ের নির্দ্ধারিত পথের সর্ব্বথা চেষ্টা করি এবং ইহার অবলম্বন করিয়া ইহলোকে পরলোকে কৃতার্থ হই।—

ওঁ তৎ সৎ ॥ কোন কোন শ্রুতির অর্থের এবং তাৎপর্য্যের হঠাৎ অনৈক্য বুঝায় যেমন এক শ্রুতি ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি আর এক শ্রুতি আকাশ হইতে বিশ্বের জন্ম কহেন আর যেমন এক শ্রুতি ব্রহ্মের উপাসনাতে প্রবর্ত্ত করেন অন্য শ্রুতি সূর্য্যের কিংবা বায়ুর উপাসনার জ্ঞাপক হয়েন এবং কোন কোন শ্রুতি বিশেষ করিয়া বিবরণের অপেক্ষা করেন যেমন এক শ্রুতি কহেন যে পাঁচ পাঁচ জন। ইহাতে কিরূপ পাঁচ পাঁচ জন স্পষ্ট বুঝায় নাই এই নিমিত্ত পরমকারুণিক ভগবান্ বেদব্যাস পাঁচ শত ও পঞ্চাশত অধিক সূত্রঘটিত বেদান্তশাস্ত্রের দ্বারা সকল শ্রুতির সমন্বয় অর্থাৎ অর্থ ও তাৎপর্য্যের ঐক্য এবং বিশেষ বিবরণ করিয়া কেবল ব্রহ্ম সমুদায় বেদের প্রতিপাদ্য হয়েন ইহা স্পষ্ট করিলেন যেহেতু বেদে পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞা করিতেছেন যে সমুদায় বেদে ব্রহ্মকে কহেন এবং ব্রহ্মই বেদের প্রতিপাদ্য হয়েন ভগবান্ পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য ভাষ্যের দ্বারা ঐ শাস্ত্রকে পুনরায় লোকশিক্ষার্থে সুগম করিলেন এ বেদান্তশাস্ত্রের প্রয়োজন মোক্ষ হয় আর ইহার বিষয় অর্থাৎ তাৎপর্য্য বিশ্ব এবং ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান অতএব এ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম আর এ শাস্ত্র ব্রহ্মের প্রতিপাদক হয়েন ॥ ০ ॥— [২]

॥ ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ওঁ তৎ সৎ ॥

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ॥ ১ ॥

চিত্তশুদ্ধি হইলে পর ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার হয় এই হেতু তখন ব্রহ্মবিচারের ইচ্ছা জন্মে ॥ ১ ॥ ব্রহ্ম লক্ষ্য এবং বুদ্ধির গ্রাহ্য না হয়েন তবে কিরূপে ব্রহ্মতত্ত্বের বিচার হইতে পারে এই সন্দেহ পরসূত্রে দূর করিতেছেন ॥

জন্মাদ্যস্য যতঃ ॥ ২ ॥

এই বিশ্বের জন্ম স্থিতি নাশ যাহা হইতে হয় তিনি ব্রহ্ম। অর্থাৎ বিশ্বের জন্ম স্থিতি ভঙ্গের দ্বারা ব্রহ্মকে নিশ্চয় করি। যেহেতু কার্য্য থাকিলে কারণ থাকে। কার্য্য না থাকিলে কারণ থাকে না। ব্রহ্মের এই তটস্থ লক্ষণ হয় তাহার কারণ এই জগতের দ্বারা ব্রহ্মকে নির্ণয় ইহাতে করেন। ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ বেদে কহেন যে সত্য সর্ব্বজ্ঞ এবং মিথ্যা জগৎ যাহার সত্যতা দ্বারা সত্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। যেমন মিথ্যা সর্প সত্যরজ্জুকে আশ্রয় করিয়া সর্পের ন্যায় দেখায় ॥ ২ ॥ শ্রুতি এবং স্মৃতির প্রমাণের দ্বারা বেদের নিত্যতা দেখি অতএব ব্রহ্ম বেদের কারণ না হয়েন। এ সন্দেহ পরসূত্রে দূর করিতেছেন ॥

শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ॥ ৩ ॥

শাস্ত্র অর্থাৎ বেদ তাহার কারণ ব্রহ্ম অতএব সুতরাং জগৎকারণ ব্রহ্ম হয়েন। অথবা শাস্ত্র বেদ সেই বেদে ব্রহ্মের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যেহেতু বেদের দ্বারা ব্রহ্মের জগৎকর্তৃত্ব নিশ্চিত হয় ॥ ৩ ॥ বেদ ব্রহ্মকে কহেন [৩] এবং কর্ম্মকেও কহেন তবে সমুদায় বেদ কেবল ব্রহ্মের প্রমাণ কিরূপ হইতে পারেন এই সন্দেহ দূর করিতেছেন ॥

তত্তু সমন্বয়াৎ ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মই কেবল বেদের প্রতিপাদ্য হয়েন সকল বেদের তাৎপর্য্য ব্রহ্মে হয়। যেহেতু বেদের প্রথমে এবং শেষে আর মধ্যে পুনঃ২ ব্রহ্ম কথিত হইয়াছেন ॥ সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি ইত্যাদি শ্রুতি ইহার প্রমাণ। কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতি পরম্পরায় ব্রহ্মকেই দেখান। যেহেতু শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মে প্রবর্ত্ত থাকিলে ইতর কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি হইয়া চিত্তশুদ্ধি হয় পশ্চাৎ জ্ঞানের ইচ্ছা জন্মে ॥ ৪ ॥ বেদে কহেন সৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলেন অতএব সৎ শব্দের দ্বারা প্রকৃতির জ্ঞান কেন না হয় এই সন্দেহ দূর করিতেছেন ॥

ঈক্ষতের্নাশব্দং ॥ ৫ ॥

স্বভাব জগৎকারণ না হয় যেহেতু শব্দে অর্থাৎ বেদে স্বভাবের জগৎকর্তৃত্ব কহেন নাই সৎ শব্দ যে বেদে কহিয়াছেন তাহার নিত্য ধর্ম্ম চৈতন্য। কিন্তু স্বভাবের চেতন নাই যেহেতু ঈক্ষতি অর্থাৎ সৃষ্টির সংকল্প করা চৈতন্য অপেক্ষা রাখে সে চৈতন্য ব্রহ্মের ধর্ম্ম হয় প্রকৃতি প্রভৃতির ধর্ম্ম নহে ॥ ৫ ॥

গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাৎ ॥ ৬ ॥

যেমত তেজের দৃষ্টি এবং জলের দৃষ্টি বেদে গৌণরূপে কহিতেছেন সেইরূপ এখানে প্রকৃতির গৌণ দৃষ্টির অঙ্গীকার করিতে পারা যায় এমত নহে। যে[৪]হেতু এই শ্রুতির পরে পরে সকল শ্রুতিতে আত্মশব্দ চৈতন্যবাচক হয় এমত দেখিতেছি অতএব এই স্থানে ঈক্ষণকর্ত্তা কেবল চৈতন্যস্বরূপ আত্মা হয়েন ॥ ৬ ॥

আত্মাশব্দ নানার্থবাচী অতএব এখানে আত্মাশব্দ দ্বারা প্রকৃতি বুঝায় এমত নহে ॥

তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ ॥ ৭ ॥

যেহেতু আত্মনিষ্ঠ ব্যক্তির মোক্ষ ফল হয় এইরূপ উপদেশ শ্বেতকেতুর প্রতি শ্রুতিতে দেখা যাইতেছে। আত্মশব্দ দ্বারা এখানে জড়রূপা প্রকৃতি অভিপ্রায়

করহ তবে শ্বেতকেতুর চৈতন্যনিষ্ঠতা না হইয়া জড়নিষ্ঠতা দোষ উপস্থিত হয় ॥ ৭ ॥ লোক বৃক্ষশাখাতে কখন আকাশস্থ চন্দ্রকে দেখায়। সেইরূপ সৎ শব্দ প্রকৃতিকে কহিয়াও পরম্পরায় ব্রহ্মকে কহে এমত না হয় ॥

হেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥ ৮ ॥

যেহেতু শাখা দ্বারা যে ব্যক্তি চন্দ্র দেখায় সে ব্যক্তি কখন শাখাকে হেয় করিয়া কেবল চন্দ্রকে দেখায় কিন্তু সৎ শব্দেতে কোন মতে হেয়ত্ব করিয়া বেদেতে কথন নাই। সূত্রে যে চ শব্দ আছে তাহার দ্বারা অভিপ্রায় এই যে একের অর্থাৎ প্রকৃতির জ্ঞানের দ্বারা অন্যের অর্থাৎ ব্রহ্মের জ্ঞান কিরূপে হইতে পারে ॥ ৮ ॥

স্বাপ্যয়াৎ ॥ ৯ ॥

এবং আত্মাতে জীবের অপ্যয় অর্থাৎ লয় হওয়া বেদে শুনা যাইতেছে প্রকৃতিতে লয়ের শ্রুতি নাই ॥ ৯ ॥

গতিসামান্যাৎ ॥ ১০ ॥

এইরূপ বেদেতে সমভাবে চৈতন্যস্বরূপ [৫] আত্মার জগৎকারণত্ব বোধ হইতেছে ॥ ১০ ॥

শ্রুতত্বাচ্চ ॥ ১১ ॥

সর্ব্বজ্ঞের জগৎকারণত্ব সর্ব্বত্র শ্রুত হইতেছে। অতএব জড়স্বরূপ স্বভাব জগৎকারণ না হয় ॥ ১১ ॥ আনন্দময় জীব এমত শ্রুতিতে আছে অতএব জীব সাক্ষাৎ আনন্দময় হয় এমত নহে ॥

আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ ॥ ১২ ॥

ব্রহ্ম কেবল সাক্ষাৎ আনন্দময় যেহেতু পুনঃ পুনঃ শ্রুতিতে ব্রহ্মকে আনন্দময় কহিতেছেন। যদি কহ শ্রুতি পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মকে আনন্দ শব্দে কহিতেছেন আনন্দময় শব্দের কথন পুনঃ পুনঃ নাই। তাহার উত্তর এই যেমন জ্যোতিষের দ্বারা যাগ করিবেক যেখানে বেদে কহিয়াছেন সেখানে তাৎপর্য্য জ্যোতিষ্টোমের দ্বারা যাগ করিবেক সেইরূপ আনন্দ শব্দ আনন্দময়বাচক। তবে আনন্দময় ব্রহ্মলোকে জীবরূপে শরীরে প্রতীতি পান সে কেবল উপাধি দ্বারা অর্থাৎ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্মে প্রকাশ পাইতেছেন। যেমন সূর্য্য জলাধারস্থিত হইয়া অধস্থ এবং কম্পান্বিত হইতেছেন। বস্তুত সেই জলাধার উপাধির ভগ্ন হইলে সূর্য্যের অধস্থিতি এবং কম্পাদির অনুভব আর থাকে নাই। সেইরূপ জীব মায়াঘটিত উপাধি হইতে দূর [৬] হইলে আনন্দময় ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন এবং

উপাধিজন্য সুখ দুঃখের যে অনুভব হইতেছিল সে অনুভব আর হইতে পারে নাই ॥ ১২ ॥

বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ ॥ ১৩ ॥

আনন্দ শব্দের পর বিকারার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হয়। এই হেতু আনন্দময় শব্দ বিকারীকে কয় অতএব যে বিকারী সে আনন্দময় ঈশ্বর হইতে পারে নাই এইমত সন্দেহ করিতে পার না। যেহেতু যেমন ময়ট্ প্রত্যয় বিকারার্থে হয় সেইরূপ প্রচুর অর্থেও ময়ট্ প্রত্যয় হয় এখানে আনন্দের প্রচুরতা অভিপ্রায় হয় বিকার অভিপ্রায় নয় ॥ ১৩ ॥

তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ ॥ ১৪ ॥

আনন্দের হেতু ব্রহ্ম হয়েন যেহেতু শ্রুতিতে এইরূপ ব্যপদেশ অর্থাৎ কথন আছে অতএব ব্রহ্মই আনন্দময়। যদি কহ ব্রহ্ম মায়াকে আশ্রয় করিয়া জীব হয়েন তবে জীব আনন্দের হেতু কেন না হয়। তাহার উত্তর এই যে নির্ম্মল জল হইতে যে কার্য্য হয় তাহা জলবৎ দুগ্ধ হইতে হইবেক নাই ॥ ১৪ ॥

মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে ॥ ১৫ ॥

মন্ত্রে যিনি উক্ত হয়েন তিহো মান্ত্রবর্ণিক সেই মান্ত্রবর্ণিক ব্রহ্ম তাঁহাকেই শ্রুতিতে আনন্দময়রূপে গান করেন ॥ ১৫ ॥

নেতরোঽনুপপত্তেঃ ॥ ১৬ ॥

ইতর অর্থাৎ জীব আনন্দময় জগৎকারণ না হয় যেহেতু জগৎ সৃষ্টি করিবার [৭] সংকল্প জীবে আছে এমত বেদে কহেন নাই ॥ ১৬ ॥

ভেদব্যপদেশাচ্চ ॥ ১৭ ॥

জীব আনন্দময় না হয় যেহেতু জীবের ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় এমতে জীব আর ব্রহ্মের ভেদ বেদে দেখিতেছি ॥ ১৭ ॥

কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা ॥ ১৮ ॥

অনুমান শব্দের দ্বারা প্রধান বুঝায়। প্রধানের অর্থাৎ স্বভাবের আনন্দময় রূপে স্বীকার করা যায় নাই। যেহেতু কাম শব্দ বেদে দেখিতেছি অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বসৃষ্টির কামনা ঈশ্বরের হয় প্রধান জড়স্বরূপ তাহাতে কামনার সম্ভাবনা নাই ॥ ১৮ ॥

অস্মিন্নস্য চ তদ্‌যোগং শাস্তি ॥ ১৯ ॥

অস্মিন্ অর্থাৎ ব্রহ্মেতে অস্য অর্থাৎ জীবের মুক্তি হইলে সংযোগ অর্থাৎ একত্র হওয়া বেদে কহেন অতএব ব্রহ্মই আনন্দময় ॥ ১৯ ॥ সূর্য্যের অন্তর্বর্ত্তী দেবতা যে বেদে শুনি সে জীব হয় এমত নহে ॥

অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ ॥ ২০ ॥

অন্তঃ অর্থাৎ সূর্য্যান্তর্বর্ত্তীরূপে ব্রহ্ম হয়েন জীব না হয় যেহেতু ব্রহ্মধর্ম্মের কথন সূর্য্যান্তর্বর্ত্তী দেবতাতে আছে অর্থাৎ বেদে কহেন সূর্য্যান্তর্বর্ত্তী ঋগ্বেদ হয়েন এবং সাম হয়েন উকৃথ হয়েন যজুর্ব্বেদ হয়েন এরূপে সর্ব্বত্র হওয়া ব্রহ্মের ধর্ম্ম হয় জীবের ধর্ম্ম নয় ॥ ২০ ॥

ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ ॥ ২১ ॥

সূর্য্যান্তর্বর্ত্তী পুরুষ সূর্য্য হইতে অন্য হয়েন যেহেতু সূর্য্যের এবং সূর্য্যান্তর্বর্ত্তীর [৮] ভেদকথন বেদে আছে ॥ ২১ ॥ এ লোকের গতি আকাশ হয় বেদে কহেন এ আকাশশব্দ হইতে ভূতাকাশ তাৎপর্য্য হয় এমত নহে।

আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ ॥ ২২ ॥

লোকের গতি আকাশ যেখানে বেদে কহেন সে আকাশশব্দ হইতে ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য হয়েন যেহেতু বেদে আকাশকে ব্রহ্মরূপে কহিয়াছেন। যে আকাশ হইতে সকল ভূত উৎপন্ন হইতেছেন সকল ভূতকে উৎপন্ন করা ব্রহ্মের কার্য্য হয় ভূতাকাশের কার্য্য নয় ॥ ২২ ॥ বেদে কহেন ঈশ্বর প্রাণ হয়েন অতএব এই প্রাণ শব্দ হইতে বায়ু প্রতিপাদ্য হয় এমত নহে ॥

অতএব প্রাণঃ ॥ ২৩ ॥

বেদে কহিতেছেন যে প্রাণ হইতে সকল বিশ্ব হয়েন এই প্রমাণে এখানে প্রাণশব্দ হইতে ব্রহ্ম তাৎপর্য্য হয়েন বায়ু তাৎপর্য্য নয় যেহেতু বায়ুর সৃষ্টিকর্তৃত্ব নাই ॥ ২৩ ॥ বেদে যে জ্যোতিকে স্বর্গের উপর কহিয়াছেন সে জ্যোতি পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূতের এক ভূত হয় এমত নহে ॥

জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ ॥ ২৪ ॥

জ্যোতি শব্দে এখানে ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য হয়েন যেহেতু বিশ্ব সংসারকে জ্যোতি-ব্রহ্মের পাদরূপ করিয়া অভিধান অর্থাৎ কথন আছে। সামান্য জ্যোতির পাদ বিশ্ব হইতে পারে না ॥ ২৪ ॥

ছন্দোঽভিধানান্নেতি চেন্ন তথা চেতোঽর্পণনিগদাত্তথাহি দর্শনং [৯] ॥ ২৫ ॥

বেদে গায়ত্রীকে বিশ্বরূপ করিয়া কহেন অতএব ছন্দ অর্থাৎ গায়ত্রী শব্দের দ্বারা ব্রহ্ম না হইয়া গায়ত্রী কেবল প্রতিপাদ্য হয়েন এমত নহে যেহেতু ব্রহ্মের অধিষ্ঠান গায়ত্রীতে লোকের চিত্ত অর্পণের জন্যে কথন আছে এইরূপ অর্থ বেদে দৃষ্ট হইল ॥ ২৫ ॥

ভূতাদিপাদব্যপদেশোপপত্তেশ্চৈবং ॥ ২৬ ॥

এবং অর্থাৎ এইরূপ গায়ত্রীবাক্যে ব্রহ্মই অভিপ্রায় হয়েন যেহেতু ভূত পৃথিবী শরীর হৃদয় এ সকল ঐ গায়ত্রীর পাদরূপে বেদে কথন আছে। অক্ষর-সমূহ গায়ত্রীর এ সকল বস্তু পাদ হইতে পারে নাই। কিন্তু ব্রহ্মের পাদ হয় অতএব ব্রহ্মই এখানে অভিপ্রেত ॥ ২৬ ॥

উপদেশভেদান্নেতি চেন্ন উভয়স্মিন্নপ্যবিরোধাৎ ॥ ২৭ ॥

এক উপদেশেতে ব্রহ্মের পাদের স্থিতি স্বর্গে পাওয়া যায় দ্বিতীয় উপদেশে স্বর্গের উপর পাদের স্থিতি বুঝায় অতএব এই উপদেশভেদে ব্রহ্মের পাদের ঐক্যতা না হয় এমত নহে যদ্যপিও আধারে ও অবধিতে ভেদ হয় কিন্তু উভয় স্থলে উপরে স্থিতি উভয় পাদের কথন আছে অতএব অবিরোধেতে দুইয়ের ঐক্য হইল। ব্রহ্মকে যখন বিরাট্‌রূপে স্থূল জগৎস্বরূপ করিয়া বর্ণন করেন তখন জগতের এক এক দেশকে ব্রহ্মের হস্ত পাদাদি করিয়া কহেন বস্তুত তাহার হস্ত পাদ আছে এমত [১০] তাৎপর্য্য না হয় ॥ ২৭ ॥ আমি প্রাণ প্রজ্ঞাত্মা হই ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা প্রাণবায়ু উপাস্য হয় কিম্বা জীব উপাস্য হয় এমত নহে।

প্রাণস্তথানুগমাৎ ॥ ২৮ ॥

প্রাণ শব্দের এখানে ব্রহ্ম কথনের অনুগম অর্থাৎ উপলব্ধি হইতেছে অতএব প্রাণ শব্দ এই স্থলে ব্রহ্মবাচক কারণ এই যে সেই প্রাণকে পরশ্রুতিতে অমৃত অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ করিয়া কহিয়াছেন ॥ ২৮ ॥

ন বক্তুরাত্মোপদেশাদিতি চেৎ অধ্যাত্মসম্বন্ধভূমা হ্যস্মিন্ ॥ ২৯ ॥

ইন্দ্র আপনার উপাসনার উপদেশ করেন অতএব বক্তার অর্থাৎ ইন্দ্রের প্রাণ উপাস্য হয় এমত নয় যেহেতু এই প্রাণ বাক্যে বেদে কহিতেছেন যে প্রাণ তুমি প্রাণ সকল ভূত এইরূপ অধ্যাত্ম সম্বন্ধের বাহুল্য আছে বস্তুত আত্মাকে ব্রহ্মের সহিত ঐক্য জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মাভিমানী হইয়া ইন্দ্র আপনার প্রাণের উপাসনার নিমিত্ত কহিয়াছেন ॥ ২৯ ॥

শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ ॥ ৩০ ॥

আমার উপাসনা করহ এই বাক্য আমি ব্রহ্ম হই এমত শাস্ত্রদৃষ্টিতে ইন্দ্র কহিয়াছেন স্বতন্ত্ররূপে আপনাকে উপাস্য করিয়া কহেন নাই যেমত বামদেব আপনাকে ব্রহ্মাভিমান করিয়া আমি মনু হইয়াছি আমি সূর্য্য হইয়াছি এইমত বাক্য সকল কহিয়াছেন ॥ ৩০ ॥

জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেন্নোপাসাত্রৈবিধ্যাদাশ্রিত[১১]ত্বাদিহ তদ্‌যোগাৎ ॥ ৩১ ॥

জীব আর মুখ্য প্রাণের পৃথক্ কথন বেদে দেখিতেছি অতএব প্রাণ শব্দ এখানে ব্রহ্মপর না হয় এমত নয়। উভয় শব্দ ব্রহ্মপ্রতিপাদক এ স্থলে হয় যেহেতু এরূপ জীব আর মুখ্য প্রাণ এবং ব্রহ্মের পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা হইলে তিন প্রকার উপাসনার আপত্তি উপস্থিত হয়। তিন প্রকার উপাসনা অগত্যে অঙ্গীকার করিতে হইলে এমত কহিতে পারিবে নাই যেহেতু জীব আর মুখ্য প্রাণ এই দুই অধ্যাসরূপে ব্রহ্মের আশ্রিত হয়েন আর সেই ব্রহ্মের ধর্ম্মের সংযোগ রাখেন যেমত রজ্জুকে আশ্রয় করিয়া ভ্রমরূপ সর্প পৃথক্ উপলব্ধি হইয়াও রজ্জুর আশ্রিত হয় আর রজ্জুর ধর্ম্মও রাখে অর্থাৎ রজ্জু না থাকিলে সে সর্পের উপলব্ধি আর থাকে না। এক বস্তুতে অন্য বস্তুর জ্ঞান হওয়া অধ্যাস কহেন ॥ ৩১ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে প্রথমঃ পাদঃ ॥ ০ ॥

॥ ০ ॥ ওঁ তৎ সৎ। বেদে কহেন যে মনোময়কে উপদেশ করিয়া ধ্যান করিবেক। এখানে মনোময়াদি বিশেষণের দ্বারা জীব উপাস্য হয়েন এমত নয় ॥

সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ ॥ ১ ॥

সর্ব্বত্র বেদান্তে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মের উপাসনার উপদেশ আছে অতএব ব্রহ্মই উপাস্য হয়েন। যদি কহ মনোময়ত্ব জীব বিনা ব্রহ্মের বিশেষণ কিরূপে [১২] হইতে পারে তাহার উত্তর এই। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা যাবৎ বিশ্ব ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন অতএব সমুদায় বিশেষণ ব্রহ্মের সম্ভব হয় ॥ ১ ॥

বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ ॥ ২ ॥

যে শ্রুতি মনোময় বিশেষণ কহিয়াছেন সেই শ্রুতিতে সত্যসঙ্কল্লাদি বিশেষণ দিয়াছেন এ সকল সত্যসঙ্কল্লাদি গুণ ব্রহ্মেতেই সিদ্ধ আছে ॥ ২ ॥

অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ ॥ ৩ ॥

শারীর অর্থাৎ জীব উপাস্য না হয়েন যেহেতু সত্যসঙ্কল্লাদি গুণ জীবেতে সিদ্ধি নাই ॥ ৩ ॥

কর্ম্মকর্তৃব্যপদেশাচ্চ ॥ ৪ ॥

বেদে কহেন মৃত্যুর পরে মনোময় আত্মাকে জীব পাইবেক এ শ্রুতিতে প্রাপ্তির কর্ম্মরূপে ব্রহ্মকে আর প্রাপ্তির কর্ত্তারূপে জীবকে কথন আছে অতএব কর্ম্মের আর কর্ত্তার ভেদ দ্বারা মনোময় শব্দের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম হয়েন জীব না হয় ॥ ৪ ॥

শব্দবিশেষাৎ ॥ ৫ ॥

বেদে হিরণ্ময় পুরুষরূপে ব্রহ্মকে কহিয়াছেন জীবকে কহেন নাই অতএব এই সকল শব্দ সর্ব্বময় ব্রহ্মের বিশেষণ হয় জীবের বিশেষণ হইতে পারে নাই ॥ ৫ ॥

স্মৃতেশ্চ ॥ ৬ ॥

গীতাদি স্মৃতির প্রমাণে ব্রহ্মই উপাস্য হয়েন অতএব জীব উপাস্য না হয় ॥ ৬ ॥

অর্ভকৌকস্ত্বাত্তদ্ব্যপদেশাচ্চ নেতি চেন্ন নিচায্যত্বাদেবং ব্যোমবচ্চ ॥ ৭ ॥

বেদে কহেন ব্রহ্ম হৃদয়ে থাকেন [১৩] আর বেদে কহেন ব্রহ্ম ব্রীহি ও যব হইতেও ক্ষুদ্র হয়েন অতএব অল্প স্থানে যাহার বাস এবং যে এ পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র হয় সে ঈশ্বর না হয়। এমত নহে এ সকল শ্রুতি দুর্ব্বলাধিকারী ব্যক্তির উপাসনার নিমিত্ত ব্রহ্মকে হৃদয়দেশে ক্ষুদ্রস্বরূপে বর্ণন করিয়াছেন যেমন সূচের ছিদ্রকে সূত্র প্রবেশ করিবার নিমিত্ত আকাশশব্দে লোকে কহে ॥ ৭ ॥

সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতি চেন্ন বৈশেষ্যাৎ ॥ ৮ ॥

জীবের ন্যায় ঈশ্বরের সম্ভোগের প্রাপ্তি আছে এমত নয় যেহেতু চিৎশক্তির বিশেষণ ঈশ্বরে আছে জীবে নাই ॥ ৮ ॥ বেদে কোন স্থানে অগ্নিকে ভোক্তারূপে বর্ণন করিয়াছেন কোন স্থানে জীবকে ভোক্তা কহিয়াছেন অতএব অগ্নি কিম্বা জীব ভোক্তা হয় ঈশ্বর জগৎভোক্তা না হয়েন এমত নয় ॥

অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ ॥ ৯ ॥

জগতের সংহারকর্ত্তা ঈশ্বর হয়েন যেহেতু চরাচর অর্থাৎ জগৎ ঈশ্বরের ভক্ষ্য হয় এমত বেদেতে দেখিতেছি তথাহি ব্রহ্মের ঘৃতস্বরূপ ভক্ষ্য সামগ্রী মৃত্যু হয় ॥ ৯ ॥

প্রকরণাচ্চ ॥ ১০ ॥

বেদে কহেন ব্রহ্মের জন্ম নাই মৃত্যু নাই ইত্যাদি প্রকরণের দ্বারা ঈশ্বর জগৎভোক্তা অর্থাৎ সংহারক হয়েন ॥ ১০ ॥ বেদে কহেন হৃদয়াকাশে দুই বস্তু [১৪] প্রবেশ করেন কিন্তু পরমাত্মার পরিমিত স্থানে প্রবেশের সম্ভাবনা হইতে পারে নাই অতএব বেদে এই দুই শব্দ দ্বারা বুদ্ধি আর জীব তাৎপর্য্য হয়। এমত নহে ॥

গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ ॥ ১১ ॥

জীব আর পরমাত্মা হৃদয়াকাশে প্রবিষ্ট হয়েন যেহেতু এই দুইয়ের চৈতন্য স্বীকার করা যায় আর ঈশ্বরের হৃদয়াকাশে প্রবেশ হওয়া অসম্ভব নহে যেহেতু

ঈশ্বরের হৃদয়ে বাস হয় এমত বেদে দেখিতেছি আর সর্ব্বময়ের সর্ব্বত্র বাসে আশ্চর্য্য কি হয় ॥ ১১ ॥

বিশেষণাচ্চ ॥ ১২ ॥

বেদে ঈশ্বরকে গম্য জীবকে গন্তা বিশেষণের দ্বারা কহেন অতএব বিশেষণের দ্বারা জীব আর ঈশ্বরের ভেদের প্রতীতি আছে ॥ ১২ ॥ বেদে কহিতেছেন ইহো অক্ষিগত হয়েন। এ শ্রুতি দ্বারা বুঝায় যে জীব চক্ষুগত হয় এমত নহে ॥

অন্তর উপপত্তেঃ ॥ ১৩ ॥

অক্ষির মধ্যে ব্রহ্মই হয়েন যেহেতু সেই শ্রুতির প্রকরণে ব্রহ্মের বিশেষণ শব্দ অক্ষিগত পুরুষের বিশেষণ করিয়া কহিয়াছেন ॥ ১৩ ॥

স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ ॥ ১৪ ॥

চক্ষুস্থিত যদি ব্রহ্ম হয়েন তবে তাহার সর্ব্বগতত্ব থাকে নাই এমত নহে বেদে ব্রহ্মকে অক্ষিস্থিত ইত্যাদি বিশেষণেতে উপাসনার নিমিত্ত কহিয়াছেন অতএব ব্রহ্মের চক্ষুস্থিতি বিশেষণের দ্বারা সর্ব্বগতত্ব বিশেষণের হানি নাই ॥ ১৪ ॥

সুখবিশিষ্টা[১৫]ভিধানাদেব চ ॥ ১৫ ॥

ব্রহ্মকে সুখস্বরূপ বেদে কহেন অতএব সুখস্বরূপ ব্রহ্মের বেদেতে কথন দেখিতেছি ॥ ১৫ ॥

শ্রুতোপনিষৎকগত্যভিধানাচ্চ ॥ ১৬ ॥

বেদে কহেন যে উপনিষৎ শুনে এমত জ্ঞানীর প্রাপ্তব্য বস্তু চক্ষুস্থিত পুরুষ হয়েন অতএব চক্ষুস্থিত শব্দের দ্বারা এখানে ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য হয়েন ॥ ১৬ ॥

অনবস্থিতেরসম্ভবাচ্চ নেতরঃ ॥ ১৭ ॥

অন্য উপাস্যের চক্ষুতে অবস্থিতির সম্ভাবনা নাই আর অমৃতাদি বিশেষণ অপরেতে সম্ভব হয় নাই অতএব এখানে পরমাত্মা প্রতিপাদ্য হয়েন ইতর অর্থাৎ জীব প্রতিপাদ্য নহে ॥ ১৭ ॥ পৃথিবীতে থাকেন তেঁহো পৃথিবী হইতে ভিন্ন এ শ্রুতিতে পৃথিবীর অভিমানী দেবতা কিম্বা অপর কোন ব্যক্তি ব্রহ্ম ভিন্ন তাৎপর্য্য হয় এমত নহে ॥

অন্তর্যাম্যধিদৈবাদিষু তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ ॥ ১৮ ॥

বেদে অধিদৈবাদি বাক্য সকলেতে ব্রহ্মই অন্তর্যামী হয়েন যেহেতু অন্তর্যামীর অমৃতাদি ধর্ম্ম বিশেষণেতে বর্ণন বেদে দেখিতেছি আর অমৃতাদি ধর্ম্ম কেবল ব্রহ্মের হয় ॥ ১৮ ॥

নচ স্মার্ত্তমতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ ॥ ১৯ ॥

সাংখ্যস্মৃতিতে উক্ত যে প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি সে অন্তর্যামী না হয় যেহেতু প্রকৃতির ধর্ম্মের অন্য ধর্ম্মকে অন্তর্যামীর বিশেষণ করিয়া বেদে কহিতেছেন তথাহি অন্তর্যামী অদৃষ্ট অথচ সকলকে [১৬] দেখেন অশ্রুত কিন্তু সকল শুনেন এ সকল বিশেষণ ব্রহ্মের হয় স্বভাবের না হয় ॥ ১৯ ॥

শারীরশ্চোভয়েপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে ॥ ২০ ॥

শারীর অর্থাৎ জীব অন্তর্যামী না হয় যেহেতু কাণ্ব এবং মাধ্যন্দিন উভয়তে ব্রহ্মকে জীব হইতে ভিন্ন এবং জীবের অন্তর্যামিস্বরূপে কহেন ॥ ২০ ॥ বেদেতে ব্রহ্মকে অদৃশ্য বিশেষণেতে কহেন আর বেদে কহেন যে পণ্ডিত সকল বিশ্বের কারণকে দেখেন অতএব অদৃশ্য ব্রহ্ম বিশ্বের কারণ না হইয়া প্রধান অর্থাৎ স্বভাব বিশ্বের কারণ হয় এমত নহে।

অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ ॥ ২১ ॥

অদৃশ্যাদি গুণবিশিষ্ট হইয়া জগৎকারণ ব্রহ্ম হয়েন যেহেতু সেই প্রকরণের শ্রুতিতে সর্ব্বজ্ঞাদি ব্রহ্মধর্ম্মের কথন আছে। যদি কহ পণ্ডিতেরা অদৃশ্যকে কি মতে দেখেন তাহার উত্তর এই জ্ঞানের দ্বারা দেখিতেছেন ॥ ২১ ॥

বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাঞ্চ নেতরৌ ॥ ২২ ॥

বেদে ব্রহ্মকে অমূর্ত্ত পুরুষ বিশেষণের দ্বারা কহিয়াছেন আর প্রকৃতির এবং জীব হইতে শ্রেষ্ঠ করিয়া ব্রহ্মকে কহিয়াছেন অতএব এই বিশেষণ আর জীব ও প্রকৃতি হইতে ব্রহ্ম পৃথক্ এমত দৃষ্টির দ্বারা জীব এবং প্রকৃতি বিশ্বের কারণ না হয়েন ॥ ২২ ॥

রূপোপন্যাসাচ্চ ॥ ২৩ ॥

বেদে কহেন বিশ্বের কারণের মস্তক অগ্নি দুই চক্ষু চন্দ্র সূর্য্য এইমত রূপের আরোপ সর্ব্বগত [১৭] ব্রহ্ম ব্যতিরেক জীবে কিম্বা স্বভাবে হইতে পারে নাই অতএব ব্রহ্মই জগৎকারণ ॥ ২৩ ॥ বেদে কহেন বৈশ্বানরের উপাসনা করিলে সর্ব্বফলপ্রাপ্তি হয় অতএব বৈশ্বানর শব্দের দ্বারা জঠরাগ্নি প্রতিপাদ্য হয় এমত নহে ॥

বৈশ্বানরঃ সাধারণশব্দবিশেষাৎ ॥ ২৪ ॥

যদ্যপি আত্মা শব্দ সাধারণেতে জীবকে এবং ব্রহ্মকে বলে এবং বৈশ্বানর শব্দ জঠরাগ্নিকে এবং সামান্য অগ্নিকে বলে কিন্তু ব্রহ্মধর্ম্ম বিশেষণের দ্বারা এখানে বৈশ্বানর শব্দ হইতে ব্রহ্ম তাৎপর্য্য হয়েন যেহেতু ঐ শ্রুতিতে স্বর্গকে

বৈশ্বানরের মস্তকরূপে বর্ণন করিয়াছেন এ ধর্ম্ম ব্রহ্ম বিনা অপরের হইতে পারে নাই ॥ ২৪ ॥

স্মর্য্যমাণমনুমানং স্যাদিতি ॥ ২৫ ॥

স্মৃতিতে উক্ত যে অনুমান তাহার দ্বারা এখানে বৈশ্বানর শব্দ পরমাত্মাবাচক হয় যেহেতু স্মৃতিতেও কহিয়াছেন যে অগ্নি ব্রহ্মের মুখ আর স্বর্গ ব্রহ্মের মস্তক হয় ॥ ২৫ ॥

শব্দাদিভ্যোঽন্তঃপ্রতিষ্ঠানান্নেতি চেন্ন তথা দৃষ্ট্যুপদেশাদসম্ভবাৎ পুরুষমপি চৈনমধীয়তে ॥ ২৬ ॥

পৃথক্ পৃথক্ শ্রুতি শব্দের দ্বারা এবং পুরুষে অন্তঃ প্রতিষ্ঠিতং এ শ্রুতির দ্বারা বৈশ্বানর এখানে প্রতিপাদ্য হয় পরমাত্মা প্রতিপাদ্য নহেন যেহেতু উপাসনা নিমিত্ত এ সকল কাল্পনিক উপদেশ হয় আর স্বর্গ এই সামান্য বৈশ্বা[১৮]নরের মস্তক হয় এমত বিশেষণ অসম্ভব এবং বাজসনেয়ীরা আত্মা পুরুষকে বৈশ্বানর বলিয়া গান করেন। অতএব বৈশ্বানর শব্দে এখানে ব্রহ্ম তাৎপর্য্য হয়েন ॥ ২৬ ॥

অতএব ন দেবতা ভূতঞ্চ ॥ ২৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত কারণসকলের দ্বারা বৈশ্বানর শব্দ হইতে অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অথবা পঞ্চ ভূতের তৃতীয় ভূত তাৎপর্য্য নহে পরমাত্মাকে উপাসনার নিমিত্ত বৈশ্বানরাদি শব্দ দ্বারা বর্ণন করিয়াছেন ॥ ২৭ ॥

সাক্ষাদপ্যবিরোধং জৈমিনিঃ ॥ ২৮ ॥

বিশ্বসংসারের নর অর্থাৎ কর্ত্তা বৈশ্বানর শব্দের সাক্ষাৎ অর্থ আর অগ্র্য অর্থাৎ উত্তম জন্ম দেন অগ্নি শব্দের অর্থ এই দুই সাক্ষাৎ অর্থের দ্বারা বৈশ্বানর ও অগ্নি শব্দ হইতে পরমাত্মা প্রতিপাদ্য হইলে অর্থবিরোধ হয় নাই এমত জৈমিনিও কহিয়াছেন ॥ ২৮ ॥ যদি বৈশ্বানর এবং অগ্নি শব্দের দ্বারা পরমাত্মা তাৎপর্য্য হয়েন তবে সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মার প্রাদেশমাত্র হওয়া কিরূপে সম্ভব হয় ॥

অভিব্যক্তেরিত্যাশ্মরথ্যঃ ॥ ২৯ ॥

আশ্মরথ্য কহেন উপলব্ধিনিমিত্ত পরমাত্মাকে প্রাদেশমাত্র কহা অনুচিত নহে ॥ ২৯ ॥

অনুস্মৃতের্ব্বাদরিঃ ॥ ৩০ ॥

পরমাত্মাকে প্রাদেশমাত্র কহা অনুস্মৃতি অর্থাৎ ধ্যাননিমিত্ত বাদরি মুনি কহিয়াছেন ॥ ৩০ ॥

সম্পত্তেরিতি জৈমিনিস্তথাহি দর্শয়তি ॥ ৩১ ॥

উপাসনার নিমিত্ত [১৯] প্রাদেশমাত্র এরূপে পরমাত্মাকে কহা সুসিদ্ধ বটে জৈমিনি কহিয়াছেন এবং শ্রুতিও ইহা কহিয়াছেন ॥ ৩১ ॥

আমনন্তি চৈনমস্মিন্ ॥ ৩২ ॥

এই পরমাত্মাকে বৈশ্বানরস্বরূপে শ্রুতিসকল স্পষ্ট কহিয়াছেন তথাহি তেজোময় অমৃতময় পুরুষ অগ্নিতে আছেন অতএব সর্ব্বত্র এ পরমাত্মা উপাস্য হয়েন ॥ ৩২ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ০ ॥

বেদে কহেন যাহাতে স্বর্গ এবং পৃথিবী আছেন অতএব স্বর্গ এবং পৃথিবীর আধারস্থান প্রকৃতি কিম্বা জীব হয় এমত নহে ॥

দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ ॥ ১ ॥

স্বর্গ এবং পৃথিবীর আধার ব্রহ্মই হয়েন যেহেতু ঐ শ্রুতি যাহাতে স্বর্গাদের আধাররূপে বর্ণন করিয়াছেন স্ব অর্থাৎ আত্মা শব্দ তাহাতে আছে ॥ ১ ॥

মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ ॥ ২ ॥

এবং মুক্তের প্রাপ্য ব্রহ্ম হয়েন এমত কথন ঐ সকল শ্রুতিতে আছে তথাহি মর্ত্য ব্যক্তি অমৃত হয় ব্রহ্মকে সে পায়। অতএব ব্রহ্মই স্বর্গাদের আধার হয়েন ॥ ২ ॥

নানুমানমতচ্ছব্দাৎ ॥ ৩ ॥

অনুমান অর্থাৎ প্রকৃতি স্বর্গাদের আধার না হয় যেহেতুক সর্ব্বজ্ঞাদি শব্দ প্রকৃতির বিশেষণ হইতে পারে নাই ॥ ৩ ॥

প্রাণভৃচ্চ ॥ ৪ ॥

প্রাণভৃৎ অর্থাৎ জীব স্বর্গাদের আধার না হয় যেহেতু সর্ব্বজ্ঞাদি বিশেষণ জীবেরো হইতে পারে নাই ॥ ৪ ॥ অমৃতের সেতু[২০]রূপে আত্মাকে বেদসকল কহেন কিন্তু এখানে আত্মা শব্দ হইতে জীব প্রতিপাদ্য হয় এমত নহে ॥

ভেদব্যপদেশাৎ ॥ ৫ ॥

জীব আর আত্মার ভেদকথন আছে অতএব এখানে আত্মা শব্দ জীবপর নয় তথাহি সেই আত্মাকে জান ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবকে জ্ঞাতা আত্মাকে জ্ঞেয়রূপে কহিয়াছেন ॥ ৫ ॥

প্রকরণাৎ ॥ ৬ ॥

ব্রহ্মপ্রকরণের শ্রুতি আত্মাকে সেতুরূপে কহিয়াছেন অতএব প্রকরণবলের দ্বারা জীব প্রতিপাদ্য হইতে পারে নাই ॥ ৬ ॥

স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ ॥ ৭ ॥

বেদে কহেন দুই পক্ষী এই শরীরে বাস করেন এক ফলভোগী দ্বিতীয় সাক্ষী অতএব জীবের স্থিতি এবং ভোগ আছে ব্রহ্মের ভোগ নাই অতএব জীব এখানে শ্রুতির প্রতিপাদ্য না হয় ॥ ৭ ॥ বেদে কহেন যে দিক্ হইতেও প্রাণ ভূমা অর্থাৎ বড় হয় অতএব ভূমা শব্দের প্রতিপাদ্য প্রাণ হয় এমত নহে ॥

ভূমা সংপ্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ ॥ ৮ ॥

ভূমাশব্দ হইতে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য হয়েন যেহেতু প্রাণ উপদেশের শ্রুতির পরে ভূমা শব্দ হইতে ব্রহ্মই নিষ্পন্ন হয়েন এইমত উপদেশ আছে ॥ ৮ ॥

ধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ॥ ৯ ॥

ভূমাশব্দ ব্রহ্মবাচক যেহেতু বেদেতে অমৃতত্ব যে ব্রহ্মের ধর্ম্ম তাহাকে ভূমাতে প্রসিদ্ধরূপে বর্ণন করিয়াছেন ॥ ৯ ॥ প্রণবোপাসনা প্রকরণে যে অক্ষর শব্দ বেদে কহিয়াছেন [২১] সেই অক্ষর বর্ণস্বরূপ হয় এমত নহে ॥

অক্ষরমম্বরান্তধৃতেঃ ॥ ১০ ॥

অক্ষর শব্দে এখানে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য হয়েন যেহেতু বেদে কহেন আকাশ পর্য্যন্ত যাবৎ বস্তুর ধারণা অক্ষর করেন অতএব ব্রহ্ম বিনা সর্ব্ব বস্তুর ধারণা বর্ণস্বরূপ অক্ষরে সম্ভব হয় নাই ॥ ১০ ॥

সা চ প্রশাসনাৎ ॥ ১১ ॥

এইরূপ বিশ্বের ধারণা ব্রহ্ম বিনা প্রকৃতি প্রভৃতির হইতে পারে নাই যেহেতু বেদে কহিতেছেন যে সেই অক্ষরের শাসনে সূর্য্য চন্দ্র ইত্যাদি সকলে আছেন অতএব এরূপ শাসন ব্রহ্ম বিনা অপরে সম্ভব নয় ॥ ১১ ॥

অন্যভাবব্যাবৃত্তেশ্চ ॥ ১২ ॥

বেদেতে অক্ষরকে অদৃষ্ট এবং দ্রষ্টারূপে বর্ণন করেন শাসনকর্ত্তাতে দৃষ্টি সম্ভাবনা থাকিলে অন্য অর্থাৎ প্রকৃতি তাহার জড়তা ধর্ম্মের সম্ভাবনা শাসন-কর্ত্তাতে কিরূপে থাকিতে পারে অতএব দ্রষ্টা এবং শাসনকর্ত্তা ব্রহ্ম হয়েন ॥ ১২ ॥ শ্রুতিতে কহেন ওঁকারের দ্বারা পরম পুরুষের উপাসনা করিবেক আর উপাসকের ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির শ্রবণ আছে অতএব ব্রহ্মা এখানে উপাস্য হয়েন এমত নহে ॥

ঈক্ষতিকর্ম্মব্যপদেশাৎ সঃ ॥ ১৩ ॥

ঐ শ্রুতির বাক্যশেষে কহিতেছেন যে উপাসক ব্রহ্মার পরাৎপরকে ঈক্ষণ করেন অতএব এখানে ব্রহ্মার পরাৎপরকে [২২] ঈক্ষণ অর্থাৎ উপাসনা করা দ্বারা প্রণবমন্ত্রে উপাস্য না হয়েন কিন্তু ব্রহ্মার পরাৎপর ব্রহ্ম উপাস্য হয়েন ॥ ১৩॥ বেদে কহেন হৃদয়ে অল্পাকাশ আছেন অতএব অল্পাকাশ শব্দের দ্বারা পঞ্চ ভূতের মধ্যে যে আকাশ গণিত হইয়াছে সেই আকাশ এখানে পতিপাদ্য হয় এমত নহে ॥

দহর উত্তরেভ্যঃ ॥ ১৪ ॥

ঐ শ্রুতির উত্তর২ বাক্যেতে ব্রহ্মের বিশেষণ শব্দ আছে অতএব দহরাকাশ অর্থাৎ অল্পাকাশ হইতে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য হয়েন ॥ ১৪ ॥

গতিশব্দাভ্যাং তথা হি দৃষ্টং লিঙ্গঞ্চ ॥ ১৫ ॥

গতি জীবের হয় আর ব্রহ্ম গম্য হয়েন এবং সৎ করিয়া বিশেষণপদ বেদে এই স্থানে কহিতেছেন অতএব এই সকল বিশেষণ দ্বারা ব্রহ্মই হৃদয়াকাশ হয়েন ॥ ১৫ ॥

ধৃতেশ্চ মহিম্নোঽস্যাস্মিন্নুপলব্ধেঃ ॥ ১৬ ॥

বেদে কহেন সকল লোকের ধারণা ব্রহ্মতে এবং ভূতের অধিপতিরূপ মহিমা ব্রহ্মতে অতএব হৃদয়দহরাকাশ শব্দ হইতে ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য হয়েন ॥ ১৬ ॥

প্রসিদ্ধেশ্চ ॥ ১৭ ॥

হৃদয়ে ঈশ্বরের উপাসনার প্রসিদ্ধি হয় আকাশের উপাসনার প্রসিদ্ধি নহে অতএব দহরাকাশ এখানে তাৎপর্য্য নহে ॥ ১৭ ॥

ইতরপরামর্শাৎ স ইতি চেন্নাসম্ভবাৎ ॥ ১৮ ॥

ইতর অর্থাৎ জীব তাহার উপলব্ধি দহরাকাশ শব্দের দ্বারা হইতেছে অতএব জীব এখানে তাৎপর্য্য হয় এমত নহে যেহেতু প্রাপ্তা আর প্রাপ্য [২৩] দুইয়ের এক হইবার সম্ভব হইতে পারে নাই ॥ ১৮ ॥

উত্তরাচ্চেদাবির্ভূতস্বরূপস্তু ॥ ১৯ ॥

ইন্দ্র বিরোচনের প্রশ্নেতে প্রজাপতির উত্তরের দ্বারা জ্ঞান হয় যে জীব উত্তম পুরুষ হয়েন তাহার মীমাংসা এই যে ব্রহ্মের আবির্ভূত স্বরূপ জীব হয়েন অতএব জীবেতে ব্রহ্মের উপন্যাস এবং দহরাকাশেতে জীবের উপন্যাস অর্থাৎ আরোপণ ব্যর্থ না হয় যেমন সূর্য্যের প্রতিবিম্বতে সূর্য্যের উপন্যাস অযোগ্য নয় ॥ ১৯ ॥

অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ ॥ ২০ ॥

জীবের জ্ঞান হইতে এখানে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজন হয় যেমন বিম্ব হইতে সাক্ষাৎ স্বরূপের প্রয়োজন হয় ॥ ২০ ॥

অল্পশ্রুতেরিতি চেত্তদুক্তং ॥ ২১ ॥

হৃদয়াকাশকে অল্পস্বরূপে বেদে বর্ণন করেন অতএব সর্ব্বব্যাপী আত্মা কিরূপে অল্প হইতে পারেন তাহার উত্তর পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে উপাসনার নিমিত্ত অল্প বোধে অভ্যাস করা যায় বস্তুত অল্প নহেন ॥ ২১ ॥ বেদে কহেন সেই শুভ্র সকল জ্যোতির জ্যোতি হয়েন অতএব এখানে প্রসিদ্ধ জ্যোতি প্রতিপাদ্য হয় এমত নহে ॥

অনুকৃতেস্তস্য চ ॥ ২২ ॥

বেদে কহেন যে ব্রহ্মের পশ্চাৎ সূর্য্যাদি দীপ্ত হয়েন অতএব ব্রহ্মই জ্যোতি শব্দের প্রতিপাদ্য হয়েন আর সেই ব্রহ্মের তেজের দ্বারা সকলের তেজ সিদ্ধ হয় ॥ ২২ ॥

অপি চ স্মর্য্যতে ॥ ২৩ ॥

সকল তেজের তেজ ব্রহ্মই হয়েন স্মৃতি[২৪]তেও এ কথা কহিতেছেন ॥ ২৩ ॥ বেদে কহেন অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ হৃদয়মধ্যে আছেন অতএব অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ জীব হয়েন এমত নহে ॥

শব্দাদেব প্রমিতঃ ॥ ২৪ ॥

ঐ পূর্ব্বশ্রুতির পরে পরে কহিয়াছেন যে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ সকল বস্তুর ঈশ্বর হয়েন অতএব এই সকল ব্রহ্মের বিশেষণ শব্দের দ্বারা ব্রহ্মই প্রমাণ হইতেছেন ॥ ২৪ ॥

হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ ॥ ২৫ ॥

মনুষ্যের হৃদয়পরিমাণে অঙ্গুষ্ঠমাত্র করিয়া ঈশ্বরকে বেদে কহিয়াছেন হস্তী কিম্বা পিপীলিকার হৃদয়ের অভিপ্রায়ে কহেন নাই যেহেতু মনুষ্যেতে শাস্ত্রের অধিকার হয় ॥ ২৫ ॥ বেদে কহেন দেবতার ও ঋষির এবং মনুষ্যের মধ্যে যে কেহো ব্রহ্মজ্ঞান অভ্যাস করেন তিঁহো ব্রহ্ম হয়েন কিন্তু পূর্ব্বসূত্রের দ্বারা অনুভব হয় যে মনুষ্যেতে কেবল ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার আছে দেবতাতে নাই এমত নহে ॥

তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ ॥ ২৬ ॥

মনুষ্যের উপর এবং দেবতার উপর ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার আছে বাদরায়ণ কহিয়াছেন যেহেতু বৈরাগ্যের সম্ভাবনা যেমন মনুষ্যে আছে সেইরূপ বৈরাগ্যের সম্ভাবনা দেবতাতেও হয় ॥ ২৬ ॥

বিরোধঃ কর্ম্মণীতি চেন্নানেকপ্রতিপত্তের্দর্শনাৎ ॥ ২৭ ॥

দেবতার অধিকার ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ে অঙ্গীকার করিলে স্বর্গের এবং মর্ত্ত্য লোকের [২৫] কর্ম্মের নিষ্পত্তি এককালে দেবতা হইতে হয় এমতরূপ বিরোধ স্বীকার করিতে হইবেক এমত নহে যেহেতু দেবতা অনেক রূপ ধারণ করিতে পারেন এমত বেদে কহেন অতএব বহু দেহে বহু দেশীয় কর্ম্ম এককালে হইতে পারে অর্থাৎ দেবতা স্বর্গের কর্ম্ম এক রূপে করিতে পারেন দ্বিতীয় রূপে মর্ত্ত্য লোকের যে কর্ম্ম উপাসনা তাহাও করিতে পারেন ॥ ২৭ ॥

শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং ॥ ২৮ ॥

নিত্যস্বরূপ বেদ হয়েন অনিত্যস্বরূপ দেবতা তাহার প্রতিপাদক বেদকে স্বীকার করিলে বেদেতে নিত্যানিত্যের বিরোধ উপস্থিত হয় এমত নহে যেহেতু বেদ হইতে যাবৎ বস্তু প্রকট হইয়াছে এ কথা সাক্ষাৎ বেদে এবং স্মৃতিতে কহিয়াছেন অতএব যাবৎ বস্তুর সহিত বেদের জাতিপুরঃসরে সম্বন্ধ হয় ব্যক্তির সহিত সম্বন্ধ না হয় ইহার কারণ এই জাতি নিত্য এবং বেদ নিত্য হয়েন ॥ ২৮ ॥

অত এব চ নিত্যত্বং ॥ ২৯ ॥

যাবৎ বস্তুর সৃষ্টির প্রকাশক বেদ হয়েন অতএব মহাপ্রলয় বিনা বেদ সর্ব্বদা স্থায়ী হয়েন ॥ ২৯ ॥

সমাননামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধো দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ ॥ ৩০ ॥

সৃষ্টি এবং প্রলয়ের যদ্যপিও পুনঃ২ আবৃত্তি হইতেছে তত্রাপি নূতন বস্তুর উৎপন্ন হইবার দোষ বেদে হইতে পারে নাই যেহেতু পূর্ব্বসৃষ্টিতে যে যে রূপে ও [২৬] যে যে নামে বস্তুসকল থাকেন পরসৃষ্টিতে সেই রূপে সেই নামে উপস্থিত হয়েন অতএব পূর্ব্বে এবং পরে ভেদ নাই এই মত বেদে দেখা যাইতেছে তথাহি যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ এবং স্মৃতিতেও এমত কহেন ॥ ৩০ ॥ এখন পরের দুই সূত্রের দ্বারা আশঙ্কা করিতেছেন।

মধ্বাদিষ্বসম্ভবাদনধিকারং জৈমিনিঃ ॥ ৩১ ॥

বেদে কহেন বসুর উপাসনা করিলে বসুর মধ্যে এক বসু হয়। এ বিদ্যাকে মধুতুল্য জানিয়া মধু সংজ্ঞা দিয়াছেন আদি শব্দের দ্বারা সূর্য্য উপাসনা করিলে সূর্য্য হয় এই শ্রুতির গ্রহণ করিয়াছেন এই সকল বিদ্যার অধিকার মনুষ্য ব্যতিরেক দেবতার না হয় যেহেতু বসুর বসু হওয়া সূর্য্যের সূর্য্য হওয়া অসম্ভব সেইমত ব্রহ্ম-বিদ্যার অধিকার দেবতাতে নাই জৈমিনি কহিয়াছেন ॥ ৩১ ॥ যদি কহ যেমন ব্রাহ্মণের রাজসূয় যজ্ঞেতে অধিকার নাই কিন্তু রাজসূয় যজ্ঞ ব্যতিরেকে অন্যেতে

অধিকার আছে সেইমত মধ্বাদি বিদ্যাতে দেবতার অধিকার না থাকিয়া ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার থাকিবার কি হানি তাহার উত্তর এই।

জ্যোতিষি ভাবাচ্চ ॥ ৩২ ॥

সূর্য্যাদি ব্যবহার জ্যোতির্ম্মণ্ডলেই হয় অতএব সূর্য্যশব্দে জ্যোতির্ম্মণ্ডল প্রতিপাদ্য হয়েন নতুবা মন্ত্রাদের স্বকীয় অর্থের প্রমাণ থাকে নাই কিন্তু মণ্ডলাদের চৈতন্য নাই অতএব অচৈত[২৭]ন্যের ব্রহ্মবিদ্যাতে অধিকার থাকিতে পারে নাই জৈমিনি কহিয়াছেন ॥ ৩২ ॥

ভাবন্তু বাদরায়ণোঽস্তি হি ॥ ৩৩ ॥

সূত্রে তু শব্দ জৈমিনির শঙ্কা দূর করিবার নিমিত্ত দিয়াছেন ব্রহ্মবিদ্যাতে দেবতার অধিকারের সম্ভাবনা আছে বাদরায়ণ কহিয়াছেন যেহেতু যদ্যপিও সূর্য্যমণ্ডল অচেতন হয় কিন্তু সূর্য্যমণ্ডলাভিমানী দেবতা সচৈতন্য হয়েন ॥ ৩৩ ॥ ছান্দোগ্য উপনিষদে বিদ্যাপ্রকরণে শিষ্যকে শূদ্র কহিয়া সম্বোধন করাতে জ্ঞান হয় যে শূদ্রে ব্রহ্মবিদ্যার অধ্যাপনের অধিকার আছে এমত নহে ॥

শুগস্য তদনাদরশ্রবণাত্তদাদ্রবণাৎ সূচ্যতে হি ॥ ৩৪ ॥

শূদ্রকে অঙ্গ কহিয়া সম্বোধন ঊর্দ্ধগামী হংস করিয়াছিলেন এই অনাদরবাক্য শুনিয়া শূদ্রের শোক উপস্থিত হইল ঐ শোকেতে ব্যাকুল হইয়া শূদ্র শীঘ্র রৈক্য নামক গুরুর নিকটে গেলেন গুরু আপনার সর্ব্বজ্ঞতা জানাইবার নিমিত্ত শূদ্র কহিয়া সম্বোধন করিলেন অতএব শূদ্র কহিয়া সম্বোধন করাতে শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারের জ্ঞাপক না হয় ॥ ৩৪ ॥

ক্ষত্রিয়ত্বগতেশ্চোত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ ॥ ৩৫ ॥

পরে পরশ্রুতিতে চৈত্ররথনামা প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় শব্দের দ্বারা ক্ষত্রিয়ের উপলব্ধি হয় শূদ্রের উপলব্ধি হয় নাই ॥ ৩৫ ॥

সংস্কারপরামর্শাত্তদভাবাভিলাপাচ্চ ॥ ৩৬ ॥

বেদে কহেন উপনীতি যাহার হয় তাহাকে [২৮] অধ্যয়ন করাবেক অতএব উপনয়নসংস্কার অধ্যয়নের প্রতি কারণ কিন্তু শূদ্রে উপনয়নসংস্কারের কথন নাই ॥ ৩৬ ॥ যদি কহ গৌতম মুনি শূদ্রের উপনয়নসংস্কার করিয়াছেন তাহার উত্তর এই হয়।

তদভাবনির্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ ॥ ৩৭ ॥

শূদ্র নয় এমত নির্ধারণ জ্ঞান হইলে পর শূদ্রের সংস্কার করিতে গৌতমের প্রবৃত্তি হইয়াছিল অতএব শূদ্র জানিয়া সংস্কারে প্রবৃত্তি করেন নাই ॥ ৩৭ ॥

শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ স্মৃতেশ্চাস্ত ॥ ৩৮ ॥

শ্রবণ এবং অধ্যয়নের অনুষ্ঠানের নিষেধ শূদ্রের প্রতি আছে অতএব শূদ্র অধিকারী না নয় এবং স্মৃতিতেও নিষেধ আছে। এ পাঁচ সূত্র শূদ্র অধিকার বিষয়ে প্রসঙ্গাধীন করিয়াছেন ॥ ৩৮ ॥ বেদে কহেন প্রাণের কম্পনে শরীরের কম্পন হয় অতএব প্রাণ সকলের কর্ত্তা হয় এমত নহে।

কম্পনাৎ ॥ ৩৯ ॥

প্রাণ শব্দের দ্বারা ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য হয়েন যেহেতু বেদে কহেন যে ব্রহ্ম প্রাণের প্রাণ হয়েন অতএব প্রাণের কম্পন ব্রহ্ম হইতেই হয় ॥ ৩৯ ॥ বেদে কহেন পরম জ্যোতি উপাস্য হয় অতএব পরম জ্যোতি শব্দের দ্বারা সূর্য্য প্রতিপাদ্য হয়েন এমত নহে ॥

জ্যোতির্দর্শনাৎ ॥ ৪০ ॥

ঐ শ্রুতিতেই ব্রহ্মকেই জ্যোতি শব্দে কহিয়াছেন এমত দৃষ্টি হইয়াছে ॥ ৪০ ॥ বেদে কহেন নামরূপের কর্ত্তা আকাশ হয় অতএব [২৯] ভূতাকাশ নামরূপের কর্ত্তা হয় এমত নহে।

আকাশোঽর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ ॥ ৪১ ॥

বেদে কহিয়াছেন যে নামরূপের ভিন্ন হয় সেই ব্রহ্ম আর নামাদের মধ্যে আকাশ গণিত হইতেছে অতএব আকাশের নামাদের মধ্যে গণিত হওয়াতে এবং ব্রহ্মশব্দ কথনের দ্বারা আকাশশব্দ হইতে এখানে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য হয়েন ॥ ৪১ ॥ জনক রাজা যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে আত্মা দেহাদি ভিন্ন হয়েন কি না তাহাতে যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করেন যে সুষুপ্তি আদি ধর্ম্ম যাহার তিহোঁ বিজ্ঞানময় হয়েন অতএব জীব এখানে তাৎপর্য্য হয় এমত নহে।

সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন ॥ ৪২ ॥

বেদে কহেন জীব সুষুপ্তিকালে প্রাজ্ঞ পরমাত্মার সহিত মিলিত হয়েন আর প্রাজ্ঞ আত্মার অবলম্বনের দ্বারা জীব শব্দ করেন অতএব জীব হইতে সুষুপ্তি-সময়ে এবং উত্থানকালে বিজ্ঞানময় পরমাত্মার ভেদকথন আছে এই হেতু বিজ্ঞানময় শব্দ হইতে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য হয়েন ॥ ৪২ ॥

পত্যাদিশব্দেভ্যঃ ॥ ৪৩ ॥

উত্তর২ শ্রুতিতে পতি প্রভৃতি শব্দের কথন আছে অতএব বিজ্ঞানময় ব্রহ্ম হয়েন সংসারী জীব বিজ্ঞানময় না হয় ॥ ৪৩ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৩ ॥—

[৩০] ওঁ। আনুমানিকমপ্যেকেষামিতি চেন্ন শরীররূপকবিন্যস্তগৃহীতের্দর্শয়তি চ ॥ ১ ॥

বেদে কহেন জীব হইতে অব্যক্ত সূক্ষ্ম হয় অতএব কোন শাখাতে অব্যক্ত শব্দ হইতে এখানে প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি বোধ্য হয় এমত নহে যেহেতু শরীরকে যেখানে রথরূপে বেদে বর্ণন করিয়াছেন সেখানে অব্যক্ত শব্দ হইতে লিঙ্গশরীর বোধ্য হইতেছে অতএব লিঙ্গশরীর অব্যক্ত হয় এমত বেদে দেখাইতেছেন ॥ ১ ॥

সূক্ষ্মন্তু তদর্হত্বাৎ ॥ ২ ॥

সূক্ষ্ম এখানে লিঙ্গশরীর হয় যেহেতু অব্যক্ত শব্দের প্রতিপাদ্য হইবার যোগ্য লিঙ্গশরীর কেবল হয় তবে স্থূল শরীরকে অব্যক্ত শব্দে যে কহে সে কেবল লক্ষণার দ্বারা জানিবে ॥ ২ ॥

তদধীনত্বাদর্থবৎ ॥ ৩ ॥

যদি সেই অব্যক্ত শব্দ হইতে প্রধান অর্থাৎ ঈশ্বরের শক্তির তাৎপর্য্য হয় তবে সৃষ্টির প্রথমে ঈশ্বরের সহকারী দ্বারা সেই প্রধানের কার্য্যকারিত্ব শক্তি থাকে ॥ ৩ ॥

জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥ ৪ ॥

সাংখ্যমতে যাহাকে প্রধান কহেন সে অব্যক্ত শব্দের বোধ্য নহে যেহেতু সে প্রধান জ্ঞাতব্য হয় এমত বেদে কহেন নাই ॥ ৪ ॥

বদতীতি চেন্ন প্রাজ্ঞো হি প্রকরণাৎ ॥ ৫ ॥

যদি কহ বেদে কহিতেছেন মহতের পরবস্তুকে ধ্যান করিলে মুক্তি হয় তবে প্রধান এ শ্রুতির দ্বারা জ্ঞেয় হয়েন এমত কহিতে পারিবে না যেহেতু সেই প্রকরণে [৩১] কহিতেছেন যে পুরুষের পর আর নাই অতএব প্রাজ্ঞ যে পরমাত্মা তিহোঁ কেবল জ্ঞেয় হয়েন ॥ ৫ ॥

ত্রয়াণামেব চৈবমুপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ ॥ ৬ ॥

পিতৃতুষ্টি আর অগ্নি এবং পরমাত্মা এই তিনের প্রশ্ন নচিকেত করেন এবং কঠবল্লীতে এই তিনের স্থাপন করিয়াছেন অতএব প্রধান জ্ঞেয় না হয় যেহেতু এই তিনের মধ্যে প্রধান গণিত নহে ॥ ৬ ॥

মহদ্বচ্চ ॥ ৭ ॥

যেমন মহান্ শব্দ প্রধানবোধক নয় সেইরূপ অব্যক্ত শব্দ প্রধানবাচী না হয় ॥ ৭ ॥ বেদে কহেন যে অজা লোহিতশুক্লকৃষ্ণবর্ণা হয় অতএব অজাশব্দ হইতে প্রধান প্রতিপাদ্য হইতেছে এমত নয়।

চমসবদবিশেষাৎ ॥ ৮ ॥

অজা অর্থাৎ জন্ম নাই আর লোহিতাদি শব্দ বর্ণকে কহে এই দুই অর্থের অন্যত্র সম্ভাবনা আছে প্রধানে এ শব্দের শক্তি হয় এমত বিশেষ নিয়ম নাই যেমত চমস শব্দ বিশেষণাভাবে কোন বস্তুকে বিশেষ করিয়া কহেন নাই ॥ ৮ ॥ যদি কহ চমস শব্দ বিশেষণের দ্বারা যজ্ঞশিরোভাগকে যেমত কহে সেইরূপ অজা শব্দ বিশেষণের দ্বারা প্রধানকে কহিতেছে এমত কহিতে পার না ॥

জ্যোতিরুপক্রমা তু তথা হ্যধীয়ত একে ॥ ৯ ॥

জ্যোতি যে মায়ার প্রথম হয় এমত তেজ আর জল এবং অন্নাত্মিকা মায়া অজাশব্দ হইতে বোধ্য হয় ছন্দোগেরা ঐ মায়ার লোহিতাদি রূপ বর্ণন [৩২] করেন এবং কহেন এইরূপ মায়া ঈশ্বরাধীন হয় স্বতন্ত্র নহে ॥ ৯ ॥

কল্পনোপদেশাচ্চ মধ্বাদিবদবিরোধঃ ॥ ১০ ॥

সূর্য্যকে যেমন সুখ দানে মধুর সহিত তুল্য জানিয়া মধু কহিয়া বেদে বর্ণন করেন এবং বাক্যকে অর্থদানে ধেনুর সহিত তুল্য জানিয়া ধেনু কহিয়া বর্ণন করেন সেইরূপ তেজ অপ্ অন্নস্বরূপিণী যে মায়া তাহার অজা অর্থাৎ ছাগের সহিত ত্যাজ্য হইবাতে সমতা আছে সেই সমতার কল্পনার বর্ণন মাত্র অতএব এ মায়ার জন্ম হইবাতে কোন বিরোধ নাই ॥ ১০ ॥ বেদে কহেন পাঁচ পাঁচ জন অর্থাৎ পঁচিশ তত্ত্ব হয় অতএব এই পঁচিশ তত্ত্বের মধ্যে প্রধানের গণনা আছে এমত নহে ॥

ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি নানাভাবাদতিরেকাচ্চ ॥ ১১ ॥

তত্ত্বের পঞ্চবিংশতি সংখ্যা না হয় যেহেতু পরস্পর এক তত্ত্বে অন্য তত্ত্ব মিলে এই নিমিত্ত নানা সংখ্যা তত্ত্বের কহিয়াছেন যদি পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব কহ তবে আকাশ আর আত্মা লইয়া পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব হইতে অতিরেক তত্ত্ব হয় ॥ ১১ ॥ যদি কহ যদ্যপি তত্ত্ব পঁচিশ না হয় তবে বেদে পঞ্চ পঞ্চ জন অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব কিরূপে কহিতেছেন তাহার উত্তর এই ॥

প্রাণাদয়ো বাক্যশেষাৎ ॥ ১২ ॥

পঞ্চ পঞ্চ জন যে শ্রুতিতে আছে সেই শ্রুতির বাক্যশেষেতে কহিয়াছেন [৩৩] প্রাণের প্রাণ চক্ষুর চক্ষু শ্রোত্রের শ্রোত্র অন্নের অন্ন মনের মন অতএব এই প্রাণাদি পঞ্চ বস্তু পঞ্চ জনের অর্থাৎ পঞ্চ পুরুষের তুল্য হয়েন এই পাঁচ আর অবিদ্যারূপ আকাশ এই ছয় যে আত্মাতে থাকেন তাহাকে জান এখানে শ্রুতির এই অর্থ তাৎপর্য্য হয় পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব তাৎপর্য্য নহে ॥ ১২ ॥

জ্যোতিষৈকেষামসত্যন্নে ॥ ১৩ ॥

কাণ্বদের মতে অন্নের স্থানে জ্যোতির জ্যোতি এমত পাঠ হয় সেমতে অন্ন লইয়া পঞ্চ প্রাণাদি না হইয়া জ্যোতি লইয়া পঞ্চ প্রাণাদি হয় ॥ ১৩ ॥ বেদে কোন স্থানে কহেন আকাশ সৃষ্টির পূর্ব্ব হয় কোথাও তেজকে কোথাও প্রাণকে সৃষ্টির পূর্ব্ব বর্ণন করেন অতএব সকল বেদের পরস্পর সমন্বয় অর্থাৎ একবাক্যতা হইতে পারে নাই এমত নহে ॥

কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্ম সকলের কারণ অতএব অবিরোধ হয় এবং বেদের অনৈক্য না হয় যেহেতু আকাশাদি বস্তুর কারণ করিয়া ব্রহ্মকে সর্ব্বত্র বেদে যথাবিহিত কথন আছে আর আকাশ তেজ প্রাণ এই তিন অপর সৃষ্টির পূর্ব্বে হয়েন এ বেদের তাৎপর্য্য হয় এ তিনের মধ্যে এক অন্যের পূর্ব্ব হয় এমত তাৎপর্য্য নহে যে বেদের অনৈক্যতা দোষ হইতে পারে সূত্রের যে চ শব্দ আছে তাহার এই অর্থ হয় ॥ ১৪ ॥ বেদে কহেন [৩৪] সৃষ্টির পূর্ব্ব জগৎ অসৎ ছিল অতএব জগতের অভাবের দ্বারা ব্রহ্মের কারণত্বের অভাব সে কালে স্বীকার করিতে হয় এমত নহে ।

সমাকর্ষাৎ ॥ ১৫ ॥

অন্যত্র বেদে যেমন অসৎ শব্দের দ্বারা অব্যাকৃত সৎ তাৎপর্য্য হইতেছে সেইরূপ পূর্ব্বশ্রুতিতেও অসৎ শব্দ হইতে অব্যাকৃত সৎ তাৎপর্য্য হয় অর্থাৎ নামরূপ ত্যাগপূর্ব্ব কারণেতে সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ লীন থাকে অতএব সে কালেও কারণত্ব ব্রহ্মের রহিল ॥ ১৫ ॥ কৌষীতকী শ্রুতিতে আদিত্যাদি পুরুষকে বলাকি মুনির বর্ণন করাতে অজাতশত্রু তাহার বাক্যকে অশ্রদ্ধা করিয়া গার্গের শ্রবণার্থ কহিলেন যে ইহার কর্ত্তা যে তাহাকে জানা কর্ত্তব্য হয় অতএব এ শ্রুতির দ্বারা জীব কিংবা প্রাণ জ্ঞাতব্য হয় এমত নহে ।

জগদ্বাচিত্বাৎ ॥ ১৬ ॥

এই যাহার কর্ম্ম অর্থাৎ এই জগৎ যাহার কর্ম্ম ঐ স্থানে বেদের তাৎপর্য্য হয় আর প্রাণ কিম্বা জীবের জগৎকর্ম্ম নহে যেহেতু জগৎকর্তৃত্ব কেবল ব্রহ্মের হয় ॥ ১৬ ॥

জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেত্তদ্ব্যাখ্যাতং ॥ ১৭ ॥

বেদে কহেন প্রাজ্ঞস্বরূপ আত্মা ইন্দ্রিয়ের সহিত ভোগ করেন এই শ্রুতি জীববোধক হয় আর প্রাণ যে সে সকলের মুখ্য হয় এ শ্রুতি প্রাণবোধক হয়

এমত নহে। যদি কহ এ সকল শ্রুতি জীব এবং প্রাণের প্রতিপাদক [৩৫] হয়েন ব্রহ্মপ্রতিপাদক না হয়েন তবে ইহার উত্তর পূর্ব্বসূত্রে ব্যাখ্যান করিয়াছি অর্থাৎ কোন শ্রুতি ব্রহ্মকে এবং কোন শ্রুতি প্রাণ ও জীবকে যদি কহেন তবে উপাসনা তিন প্রকার হয় এ মহাদোষঃ ॥ ১৭ ॥

অন্যার্থন্তু জৈমিনিঃ প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যামপি চৈবমেকে ॥ ১৮ ॥

এক শ্রুতি প্রশ্ন কহেন যে কোথায় এ পুরুষ অর্থাৎ জীব শয়ন করেন অন্য শ্রুতি উত্তর দেন যে প্রাণে অর্থাৎ ব্রহ্মেতে সুষুপ্তিকালে জীব থাকেন এই প্রশ্ন উত্তরের দ্বারা জৈমিনি ব্রহ্মকে প্রতিপাদ্য করেন এবং বাজসনেয়ীয়া এই প্রশ্নের দ্বারা যে নিদ্রাতে এ জীব কোথায় থাকেন তার এই উত্তরের দ্বারা যে হৃদাকাশে থাকেন ঐরূপ ব্রহ্মকে প্রতিপাদ্য করেন ॥ ১৮॥ শ্রুতিতে কহেন আত্মাতে দর্শন শ্রবণ ইত্যাদিরূপ সাধন করিবেক এখানে আত্মা শব্দে জীব বুঝায় এমত নহে।

বাক্যান্বয়াৎ ॥ ১৯ ॥

যেহেতু ঐ শ্রুতির উপসংহারে অর্থাৎ শেষে কহিয়াছেন যে এই মাত্র অমৃত হয় অর্থাৎ আত্মার শ্রবণাদি অমৃত হয় অতএব উপসংহারের দ্বারা ব্রহ্মের সহিত পূর্ব্বশ্রুতির সম্বন্ধ হইলে জীবের সহিত অন্বয় হয় না। ॥ ১৯ ॥

প্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্লিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ ॥ ২০ ॥

এক ব্রহ্মের জ্ঞানে সর্ব্বজ্ঞান হয় এই প্রতিজ্ঞা সিদ্ধি নিমিত্ত যেখানে জীবকে ব্রহ্মরূপে কহিয়াছেন সে ব্রহ্মরূপে [৩৬] কথন সঙ্গত হয় আশ্মরথ্য এইরূপে কহিয়াছেন ॥ ২০ ॥

উৎক্রমিষ্যত এবংভাবাদিত্যৌড়ুলোমিঃ ॥ ২১ ॥

সংসার হইতে জীবের যখন উৎক্রমণ অর্থাৎ মোক্ষ হইবেক তখন জীব আর ব্রহ্মের ঐক্য হইবেক সেই হইবেক যে ঐক্য তাহা কে হইয়াছে এমত জানিয়া জীবকে ব্রহ্মরূপে কথন সঙ্গত হয় এ ঔড়ুলোমি কহিয়াছেন ॥ ২১ ॥

অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ ॥ ২২ ॥

ব্রহ্মই জীবরূপে প্রতিবিম্বের ন্যায় অবস্থিতি করেন অতএব জীব আর ব্রহ্মের ঐক্য সঙ্গত হয় এমত কাশকৃৎস্ন কহিয়াছেন ॥ ২২ ॥ বেদে কহেন ব্রহ্ম সঙ্কল্পের দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন অতএব ব্রহ্ম জগতের কেবল নিমিত্তকারণ হয়েন যেমন ঘটের নিমিত্তকারণ কুম্ভকার হয় এমত নহে।

প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ ॥ ২৩ ॥

ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ হয়েন এবং প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদানকারণো জগতের ব্রহ্ম হয়েন যেমন ঘটের উপাদানকারণ মৃত্তিকা হয় যেহেতু বেদে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে এক জ্ঞানের দ্বারা সকলের জ্ঞান হয় এ প্রতিজ্ঞা তবে সিদ্ধ হয় যদি জগৎ ব্রহ্মময় হয় আর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন যে এক মৃৎপিণ্ডের জ্ঞানের দ্বারা যাবৎ মৃত্তিকার বস্তুত জ্ঞান হয় এ দৃষ্টান্ত তবে সিদ্ধি পায় যদি জগৎ ব্রহ্মময় হয় আর ঈক্ষণ দ্বারা [৩৭] সৃষ্টি করিয়াছেন এমত বেদে কহেন অতএব ব্রহ্ম এই সকল শ্রুতির অনুরোধেতে নিমিত্তকারণ এবং সমবায়কারণ জগতের হয়েন যেমন মাকড়সা আপনা হইতে আপনা ইচ্ছা দ্বারা জাল করে সেই জালের সমবায়কারণ এবং নিমিত্তকারণ আপনি মাকড়সা হয় সমবায়কারণ তাহাকে কহি যে স্বয়ং মিলিত হইয়া কার্য্যকে জন্মায় যেমন মৃত্তিকা স্বয়ং মিলিত হইয়া ঘটের কারণ হয় আর নিমিত্তকারণ তাহাকে কহি যে কার্য্য হইতে ভিন্ন হইয়া কার্য্য জন্মায় যেমন কুম্ভকার ঘট হইতে ভিন্ন হইয়া ঘটকে উৎপন্ন করে ॥ ২৩॥

অভিধ্যোপদেশাচ্চ ॥ ২৪ ॥

অভিধ্যা অর্থাৎ আপন হইতে অনেক হইবার সঙ্কল্প সেই সঙ্কল্প শ্রুতিতে কহেন যে ব্রহ্ম করিয়াছেন তথাহি অহং বহু স্যাং অতএব এই উপদেশের দ্বারা ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত এবং উপাদানকারণ হয়েন ॥ ২৪ ॥

সাক্ষাচ্চোভয়াম্নানাৎ ॥ ২৫ ॥

বেদে কহেন উভয় অর্থাৎ সৃষ্টি এবং প্রলয়ের কর্তৃত্ব সাক্ষাৎ ব্রহ্মে হয় অতএব ব্রহ্ম উপাদানকারণ জগতের হয়েন যেহেতু কার্য্য উপাদানকারণে লয় হয় নিমিত্তকারণে লয় হয় নাই যেমন ঘট মৃত্তিকাতে লীন হয় কুম্ভকারে লীন না হয় ॥ ২৫ ॥

আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ ॥ ২৬ ॥

বেদে কহেন ব্রহ্ম [৩৮] সৃষ্টিসময়ে স্বয়ং আপনাকে সৃষ্টি করেন এই ব্রহ্মের আত্মকৃতির শ্রবণ বেদে আছে আর কৃতি অর্থাৎ সৃষ্টির পরিণাম যাহাকে বিবর্ত্ত কহি তাহার শ্রবণ বেদে আছে অতএব ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ হয়েন। বিবর্ত্ত শব্দের অর্থ এই যে স্বরূপের নাশ না হইয়া কার্য্যান্তরকে স্বরূপ হইতে জন্মায় ॥ ২৬ ॥

যোনিশ্চ হি গীয়তে ॥ ২৭ ॥

বেদে ব্রহ্মকে ভূতযোনি করিয়া কহেন যোনি অর্থাৎ উপাদান অতএব ব্রহ্ম জগতের উপাদান এবং নিমিত্তকারণ হয়েন। বেদে সূক্ষ্মকে কারণ কহিতেছেন অতএব পরমাণ্বাদি সূক্ষ্ম জগৎকারণ হয় এমত নহে ॥ ২৭ ॥

এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ২৮ ॥

প্রধানকে খণ্ডনের দ্বারা পরমাণ্বাদি বাদ খণ্ডন হইয়াছে যেহেতু বেদে পরমাণ্বাদিকে জগৎকারণ কহেন নাই এবং পরমাণ্বাদি সচেতন নহে অতএব ত্যাজ্য করিয়া ব্যাখ্যান পূর্ব্বেই হইয়াছে তবে পরমাণ্বাদি শব্দ যে বেদে দেখি সে ব্রহ্মপ্রতিপাদক হয় যেহেতু ব্রহ্মকে স্থূল হইতে স্থূল এবং সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম বেদে বর্ণন করিয়াছেন ব্যাখ্যাতা শব্দ দুই বার কথনের তাৎপর্য্য অধ্যায়সমাপ্তি হয় ॥ ২৮ ॥ ইতি শ্রীবেদান্তগ্রন্থে প্রথমাধ্যায়ঃ ॥ ০ ॥

ওঁ তৎ সৎ ॥ যদ্যপিও প্রধানকে বেদে জগৎকারণ কহেন নাই কিন্তু অপর প্রমাণের দ্বারা প্রধান জগৎকারণ হয় এই সন্দেহ নিবারণ করিতেছেন ॥

স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ ॥ ১ ॥

প্রধানকে যদি জগৎকারণ না কহ তবে কপিলস্মৃতির অপ্রামাণ্য দোষ হয় অতএব প্রধান জগৎকারণ হয় তাহার উত্তর এই যদি প্রধানকে জগৎকারণ কহ তবে গীতাদি স্মৃতির অপ্রামাণ্য দোষ হয় অতএব স্মৃতির পরস্পর বিরোধে কেবল শ্রুতি এ স্থানে গ্রাহ্য আর শ্রুতিতে প্রধানের জগৎকারণত্ব নাই ॥ ১ ॥

ইতরেষাং চানুপলব্ধেঃ ॥ ২ ॥

সাংখ্যশাস্ত্রে ইতর অর্থাৎ মহত্ত্বাদিকে যাহা কহিয়াছেন তাহা প্রামাণ্য নহে যেহেতু বেদেতে এমত সকল বাক্যের উপলব্ধি হয় নাই ॥ ২ ॥ বেদে যে যোগ কহিয়াছেন তাহা সাংখ্যমতে প্রকৃতিঘটিত করিয়া কহেন অতএব সেই যোগের প্রমাণের দ্বারা প্রকৃতির প্রামাণ্য হয় এমত নহে ॥

এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ ॥ ৩ ॥

সাংখ্যমত খণ্ডনের দ্বারা সাংখ্যশাস্ত্রে যে প্রধানঘটিত যোগ কহিয়াছেন তাহার খণ্ডন সুতরাং হইল ॥ ৩ ॥ এখন দুই সূত্রেতে সন্দেহ করিয়া পশ্চাৎ সন্দেহের নিরাকরণ করেন ॥

ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বঞ্চ শব্দাৎ ॥ ৪ ॥

জগতের উপাদানকারণ চেতন না হয় যেহেতু চেতন হইতে জগৎকে বিলক্ষণ অর্থাৎ ভিন্ন দেখি[৪০]তেছি ঐ চেতন হইতে জগৎ ভিন্ন হয় অর্থাৎ জড় হয় এমত বেদে কহিতেছেন ॥ ৪ ॥ যদি কহ শ্রুতিতে আছে যে ইন্দ্রিয়সকল প্রত্যেকে আপন আপন বড় হইবার নিমিত্ত বিবাদ করিয়াছেন অতএব ইন্দ্রিয়সকলের এবং পৃথিবীর চেতনত্ব পাওয়া যায় এমত কহিতে পারিবে নাই ॥

অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাং ॥ ৫ ॥

ইন্দ্রিয়সকলের এবং পৃথিবীর অভিমানী দেবতা এ স্থানে পরস্পর বিবাদী এবং মধ্যস্থ হইয়াছিলেন যেহেতু এখানে অভিমানী দেবতার কথন বেদে আছে তথাহি তা হৈব দেবতা অর্থাৎ ঐ ইন্দ্রিয়াভিমানী দেবতা আর অগ্নির্ব্বাগ্ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ অর্থাৎ অগ্নি বাক্য হইয়া মুখে প্রবেশ করিলেন ঐ দেবতা শব্দের বিশেষণের দ্বারা আর অগ্নির গতির দ্বারা এখানে অভিমানী দেবতা তাৎপর্য্য হয় ॥ ৫ ॥

দৃশ্যতে তু ॥ ৬ ॥

এখানে তু শব্দ পূর্ব্ব দুই সূত্রের সন্দেহের সিদ্ধান্তের জ্ঞাপক হয়। সচেতন পুরুষের অচেতন স্বরূপ নখাদির উৎপত্তি যেমন দেখিতেছি সেইরূপ অচেতন জগতের চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি হয় এবং ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ হয়েন ॥ ৬ ॥

অসদিতি চেন্ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ ॥ ৭ ॥

সৃষ্টির আদিতে জগৎ অসৎ ছিল সেইরূপ অসৎ জগৎ সৃষ্টিসময়ে উৎপন্ন হইল এমত নহে যে[৪১]হেতু সতের প্রতিষেধ অর্থাৎ বিপরীত অসৎ তাহার সম্ভাবনা কোন মতেই হয় নাই অতএব অসতের আভাস শব্দমাত্রে কেবল উপলব্ধি হয় বস্তুত নাই যেমন খপুষ্পের আভাস শব্দমাত্রে হয় বস্তুত নয় ॥ ৭ ॥

অপীতৌ তদ্বৎপ্রসঙ্গাদসমঞ্জসং ॥ ৮ ॥

জগতের উপাদানকারণ ব্রহ্মকে কহিলে যুক্ত হয় নাই যেহেতু অপীতি অর্থাৎ প্রলয়ে জগৎ ব্রহ্মেতে লীন হইলে যেমন তিক্তাদি সংযোগে দুগ্ধ তিক্ত হয় সেইরূপ জগতের সংযোগে ব্রহ্মেতে জগতের জড়তাগুণের প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। এই সূত্রে সন্দেহ করিয়া পরসূত্রে নিবারণ করিতেছেন ॥ ৮ ॥

ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ ॥ ৯ ॥

তু শব্দ এখানে সিদ্ধান্তনিমিত্ত হয়। যেমন মৃত্তিকার ঘট মৃত্তিকাতে লীন হইলে মৃত্তিকার দোষ জন্মাইতে পারে নাই এই দৃষ্টান্ত দ্বারা জানা যাইতেছে যে

জড় জগৎ প্রলয়কালে ব্রহ্মেতে লীন হইলেও ব্রহ্মের জড়দোষ জন্মাইতে পারে নাই ॥ ৯ ॥

স্বপক্ষদোষাচ্চ ॥ ১০ ॥

প্রধানকে জগতের কারণ কহিলে যে যে দোষ পূর্ব্বে কহিয়াছি সেই সকল দোষ স্বপক্ষে অর্থাৎ ব্রহ্মপক্ষে হইতে পারে নাই অতএব এই পক্ষ যুক্ত হয় ॥ ১০ ॥

তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতি চেদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ ॥ ১১ ॥

তর্ক কেবল বুদ্ধি[৪২]সাধ্য এই হেতু তাহার প্রতিষ্ঠা নাই অর্থাৎ স্থৈর্য্য নাই অতএব তর্কে বেদের বাধা জন্মাইতে পারে নাই যদি তর্ককে স্থির কহ তবে শাস্ত্রের সমন্বয়ের বিরোধ হইবেক যদি এইরূপে শাস্ত্রের সমন্বয়ের বিরোধ স্বীকার করহ তবে শাস্ত্রের দ্বারা যে নিশ্চিত মোক্ষ হয় তাহার অভাবপ্রসঙ্গ কপিলাদি বিরুদ্ধ তর্কের দ্বারা হইবেক অতএব কোন তর্কের প্রামাণ্য নাই ॥ ১১ ॥ যদি কহ ব্রহ্ম সর্ব্বত্র ব্যাপক হয়েন তবে আকাশের ন্যায় ব্যাপক হইয়া জগতের উপাদানকারণ হইতে পারেন নাই কিন্তু পরমাণু জগতের উপাদানকারণ হয় এরূপ তর্ক করা অশাস্ত্র তর্ক না হয় যেহেতু বৈশেষিকাদি শাস্ত্রে উক্ত আছে এমত কহিতে পারিবে না ॥

এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১২ ॥

সদ্রূপ ব্রহ্মকে যে শিষ্টলোকে কারণ কহেন তাঁহারা কোন অংশে পরমাণ্বাদি জগতের উপাদানকারণ হয় এমত কহেন নাই অতএব বৈশেষিকাদি মত পরস্পর বিরোধের নিমিত্ত ত্যাজ্য করিয়া শিষ্টসকলে ব্যাখ্যান করিয়াছেন ॥ ১২ ॥ পরসূত্রে আদৌ সন্দেহ করিয়া পশ্চাৎ সমাধান করিতেছেন ॥

ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ ॥ ১৩ ॥

অদ্বিতীয় ব্রহ্ম যদি জগতের উপাদানকারণ হয়েন তবে ভোক্তা আর ভোগ্যের [৪৩] মধ্যে বিভাগ অর্থাৎ ভেদ থাকে নাই অথচ ভোক্তা এবং ভোগ্যের পার্থক্য দৃষ্ট হইতেছে ইহার উত্তর এই যে লোকেতে রজ্জুতে সর্পভ্রম এবং দণ্ডভ্রম হইয়া উভয়ের বিভাগ অর্থাৎ ভেদ যেমন মিথ্যা উপলব্ধি হয় সেই মত ভোক্তা এবং ভোগ্যের ভেদ কল্পিত মাত্র ॥ ১৩ ॥ দুগ্ধ লোকেতে যেমন দধি হইয়া দুগ্ধ হইতে পৃথক্ কহায় এই দৃষ্টান্তানুসারে ব্রহ্ম এবং জগতের ভেদ বস্তুত হইতে পারে এমত নহে ॥

তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্ম হইতে জগতের অন্যত্ব অর্থাৎ পার্থক্য না হয় যেহেতু বাচারম্ভণাদি শ্রুতি কহিতেছেন যে নাম আর রূপ যাহা প্রত্যক্ষ দেখহ সে কেবল কথন মাত্র বস্তুত ব্রহ্মই সকল ॥ ১৪ ॥

ভাবে চোপলব্ধেঃ ॥ ১৫ ॥

জগৎ ব্রহ্ম হইতে অন্য না হয় যেহেতু ব্রহ্মসত্তাতে জগতের সত্তার উপলব্ধি হইতেছে ॥ ১৫ ॥

সত্ত্বাচ্চাবরস্য ॥ ১৬ ॥

অবর অর্থাৎ কার্য্যরূপ জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্ব ব্রহ্মস্বরূপে ছিল অতএব সৃষ্টির পরেও ব্রহ্ম হইতে অন্য না হয় যেমন ঘট আপনার উৎপত্তির পূর্ব্বে পূর্ব্বে মৃত্তিকারূপে ছিল পশ্চাৎ ঘট হইয়াও মৃত্তিকা হইতে অন্য হয় নাই ॥ ১৬ ॥

অসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেন্ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ ॥ ১৭ ॥

বেদে কহেন জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে অসৎ ছিল অতএব কার্য্যের অর্থাৎ জগ[৪৪]তের অভাব সৃষ্টির পূর্ব্বে জ্ঞান হয় এমত নহে যেহেতু ধর্ম্মান্তরেতে সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ ছিল অর্থাৎ নামরূপে যুক্ত হইয়া সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ ছিল নাই কিন্তু নামরূপ ত্যাগ করিয়া কারণেতে সে কালে জগৎ লীন ছিল ইহার কারণ এই যে ওই বেদের বাক্য শেষে কহিয়াছেন যে সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ সৎ ছিলো ॥ ১৭ ॥

যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ ॥ ১৮ ॥

ঘট হইবার পূর্ব্বে মৃত্তিকারূপে ঘট যদি না থাকিতো তবে ঘট করিবার সময় মৃত্তিকাতে কুম্ভকারের যত্ন হইতো না এই যুক্তির দ্বারা সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ ব্রহ্মস্বরূপে ছিল নিশ্চয় হইতেছে এবং শব্দান্তরের দ্বারা সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ সৎ ছিল এমত প্রমাণ হইতেছে ॥ ১৮ ॥

পটবচ্চ ॥ ১৯ ॥

যেমন বস্ত্রসকল আকুঞ্চন অর্থাৎ তানা আর প্রসারণ অর্থাৎ পড়্যান হইতে ভিন্ন না হয় সেই মত ঘট জন্মিলে পরেও মৃত্তিকা ঘট হইতে ভিন্ন নহে এইরূপ সৃষ্টির পরেও ব্রহ্ম হইতে জগৎ ভিন্ন নয় ॥ ১৯ ॥

যথা চ প্রাণাদি ॥ ২০ ॥

ভিন্ন লক্ষণ হইয়া যেমন প্রাণ অপানাদি পবন হইতে ভিন্ন না হয় সেইরূপ রূপান্তরকে পাইয়াও কার্য্য আপন উপাদানকারণ হইতে পৃথক্ হয় নাই ॥ ২০ ॥

এই সূত্রে সন্দেহ করিয়া দ্বিতীয় সূত্রে এহার নিরাকরণ করিতেছেন ॥

ইতরব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদিদোষ[৪৫]প্রসক্তিঃ ॥ ২১ ॥

ব্রহ্ম যদি জগতের কারণ হয়েন তবে জীবো জগতের কারণ হইবেক যেহেতু জীবকে ব্রহ্ম করিয়া কথন আছে আর জীব জড়াদিকে অর্থাৎ ঘটাদিকে সৃষ্টি করে কিন্তু জীবরূপ ব্রহ্ম আপন কার্য্যের জড়ত্ব দূর করিতে পারে নাই এ দোষ জীবরূপ ব্রহ্মে উপস্থিত হয় ॥ ২১ ॥

অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ ॥ ২২ ॥

অল্পজ্ঞ জীব হইতে ব্রহ্ম অধিক হয়েন যেহেতু নানা শ্রুতিতে জীব আর ব্রহ্মের ভেদকথন আছে অতএব জীব আপন কার্য্যের জড়তা দূর করিতে পারে নাই ॥ ২২ ॥

অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ ॥ ২৩ ॥

এক যে ব্রহ্ম উপাদানকারণ তাহা হইতে নানাপ্রকার পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য কিরূপে হইতে পারে এ দোষের এখানে সঙ্গতি হইতে পারে নাই যেহেতু এক পর্ব্বত হইতে নানাপ্রকার মণি এবং এক বীজ হইতে যেমন নানাপ্রকার পুষ্প ফলাদি হয় সেইরূপ এক ব্রহ্ম হইতে নানাপ্রকার কার্য্য প্রকাশ পায় ॥ ২৩ ॥ পুনরায় সন্দেহ করিয়া সমাধান করিতেছেন।

উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি ॥ ২৪ ॥

উপসংহার দণ্ডাদি সামগ্রীকে কহে। ঘট জন্মাইবার জন্যে মৃত্তিকার সহকারী দণ্ডাদি সামগ্রী হয় কিন্তু সে সকল সহকারী ব্রহ্মের নাই [৪৬] অতএব ব্রহ্ম জগৎকারণ না হয়েন এমত নহে যেহেতু ক্ষীর যেমন সহকারী বিনা স্বয়ং দধি হয় এবং জল যেমন আপনি আপনাকে জন্মায় সেইরূপ সহকারী বিনা ব্রহ্ম জগতের কারণ হয়েন ॥ ২৪ ॥

দেবাদিবদপি লোকে ॥ ২৫ ॥

লোকেতে যেমন দেবতা সাধন অপেক্ষা না করিয়া ভোগ করেন সেই মত ব্রহ্ম সাধন বিনা জগতের কারণ হয়েন ॥ ২৫ ॥ প্রথম সূত্রে সন্দেহ করিয়া দ্বিতীয় সূত্রে সমাধান করিতেছেন।

কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দকোপো বা ॥ ২৬ ॥

ব্রহ্মকে যদি অবয়বরহিত কহ তবে তিঁহো একাকী যখন জগৎরূপ কার্য্য হইবেন তখন তিহোঁ সমস্ত একবারে কার্য্যস্বরূপ হইয়া যাইবেন তিহোঁ আর থাকিবেন নাই তবে ব্রহ্ম সাক্ষাৎ কার্য্য হইলে তাঁহার দুর্জ্ঞেয়ত্ব থাকে নাই যদি

অবয়ববিশিষ্ট কহ তবে শ্রুতি শব্দের কোপ হয় অর্থাৎ শ্রুতিবিরুদ্ধ হয় যেহেতু শ্রুতিতে তাঁহাকে অবয়বরহিত কহিয়াছেন ॥ ২৬ ॥

শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ॥ ২৭ ॥

এখানে তু শব্দ সিদ্ধান্তের নিমিত্ত। একই ব্রহ্ম উপাদান এবং নিমিত্ত-কারণ জগতের হয়েন যেহেতু শ্রুতিতে কহিয়াছেন অতএব এখানে যুক্তির অপেক্ষা নাই আর যেহেতু বেদ কেবল ব্রহ্মের প্রমাণ হয়েন ॥ ২৭ ॥

আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি ॥ ২৮ ॥

পরমাত্মাতে সর্ব্বপ্রকার [৪৭] বিচিত্র শক্তি আছে এমত শ্বেতাশ্বতরাদি শ্রুতিতে বর্ণন দেখিতেছি ॥ ২৮ ॥

স্বপক্ষদোষাচ্চ ॥ ২৯ ॥

নিরবয়ব যে প্রধান তাহার পরিণামের দ্বারা জগৎ হইয়াছে এমত কহিলে প্রধানের অভাব দোষ জন্মে কিন্তু ব্রহ্ম পক্ষে এ দোষ হইতে পারে নাই যেহেতু ব্রহ্ম জগতের উপাদান এবং নিমিত্তকারণ হয়েন॥ ২৯ ॥ শরীররহিত ব্রহ্ম কিরূপে সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট হইতে পারেন ইহার উত্তর এই।

সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ ॥ ৩০ ॥

ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিযুক্ত হয়েন যেহেতু এমত বেদে দৃষ্ট হইতেছে ॥ ৩০ ॥

বিকরণত্বান্নেতি চেত্তদুক্তং ॥ ৩১ ॥

ইন্দ্রিয়রহিত ব্রহ্ম জগতের কারণ না হয়েন এমত যদি কহ তাহার উত্তর পূর্ব্বে দেয়া গিয়াছে অর্থাৎ দেবতা সকল লোকেতে বিনা সাধন যেমন ভোগ করেন সেইরূপ ব্রহ্ম ইন্দ্রিয় বিনা জগতের কারণ হয়েন ॥ ৩১ ॥ প্রথম সূত্রে সন্দেহ করিয়া দ্বিতীয় সূত্রে সমাধান করিতেছেন।

ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ ॥ ৩২ ॥

ব্রহ্ম জগতের কারণ না হয়েন যেহেতু যে কর্ত্তা হয় সে বিনা প্রয়োজন কার্য্যে করে নাই ব্রহ্মের কোন প্রয়োজন জগতের সৃষ্টিতে নাই ॥ ৩২ ॥

লোকবত্তু লীলাকৈবল্যং ॥ ৩৩ ॥

এখানে তু শব্দ সিদ্ধান্তার্থ লোকেতে যেমন বালকেরা রাজাদি রূপ গ্রহণ করিয়া লীলা করে সেইরূপ জগৎরূপে [৪৮] ব্রহ্মের আবির্ভাব হওয়া লীলা মাত্র হয় ॥ ৩৩ ॥ জগতে কেহ সুখী কেহ দুঃখী ইত্যাদি অনুভব হইতেছে অতএব ব্রহ্মের বিষম সৃষ্টি করা দোষ জন্মে এমত যদি কহ তাহার উত্তর এই।

বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথা হি দর্শয়তি ॥ ৩৪ ॥

সুখী আর দুঃখীর সৃষ্টিকর্ত্তা এবং সুখ আর দুঃখের দূরকর্ত্তা যে পরমাত্মা তাহার বৈষম্য এবং নির্দ্দয়ত্ব জীবের বিষয়ে নাই যেহেতু জীবের সংস্কার কর্ম্মের অনুসারে কল্পতরুর ন্যায় ব্রহ্ম ফলকে দেন পুণ্যেতে পুণ্য উপার্জিত হয় এবং পাপে পাপ জন্মে এমত বর্ণন বেদে দেখিতেছি ॥ ৩৪ ॥

ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্ন অনাদিত্বাৎ ॥ ৩৫ ॥

বেদে কহিতেছেন সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল সৎ ছিলেন এই নিমিত্ত সৃষ্টির পূর্ব্বে কর্ম্মের বিভাগ অর্থাৎ কর্ম্মের সত্তা ছিল নাই অতএব সৃষ্টি কোন মতে কর্ম্মের অনুসারী না হয় এমত কহিতে পারিবে না যেহেতু সৃষ্টি আর কর্ম্মের পরস্পর কার্য্যকারণত্বরূপে আদি নাই যেমন বৃক্ষ ও তাহার বীজ কার্য্যকারণরূপে অনাদি হয় ॥ ৩৫ ॥

উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ ॥ ৩৬ ॥

জগৎ সহেতুক হয় অতএব হেতুর অনাদিত্ব ধর্ম্ম লইয়া জগতের অনাদিত্ব সিদ্ধ হয় আর বেদে উপলব্ধি হইতেছে যে কেবল নাম আর রূপের সৃষ্টি হয় কিন্তু সকল অনাদি আছেন ॥ ৩৬ ॥ নির্গুণ ব্রহ্ম জগ[৪৯]তের কারণ হইতে পারেন নাই এমত নহে ॥

সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ॥ ৩৭ ॥

বিবর্ত্তরূপে ব্রহ্ম জগৎকারণ হয়েন যেহেতু সকল ধর্ম্ম আর সকল শক্তি ব্রহ্মে সিদ্ধ আছে বিবর্ত্ত শব্দের অর্থ এই যে আপনি নষ্ট না হইয়া কার্য্যরূপে উৎপন্ন হয়েন ॥ ৩৭ ॥ ০ ॥ ০ ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমঃ পাদঃ ॥ ০ ॥ ০ ॥—

ওঁ তৎ সৎ ॥ সত্ত্বরজস্তমস্বরূপ প্রকৃতি জগতের উপাদানকারণ কেনো না হয়েন ॥

রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানং ॥ ১ ॥

অনুমান অর্থাৎ প্রধান স্বয়ং জগতের উপাদান হইতে পারে নাই যেহেতু জড় হইতে নানাবিধ রচনার সম্ভাবনা নাই ॥ ১ ॥

প্রবৃত্তেশ্চ ॥ ২ ॥

চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের প্রবৃত্তি দ্বারা প্রধানের প্রবৃত্তি হয় অতএব প্রধান স্বয়ং জগতের উপাদানকারণ নহে ॥ ২ ॥

পয়োঽম্বুবচ্চেত্তত্রাপি ॥ ৩ ॥

যদি কহ যেমন দুগ্ধ স্বয়ং স্তন হইতে নিঃসৃত হয় আর জল যেমন স্বয়ং চলে সেই মত প্রধান অর্থাৎ স্বভাব স্বয়ং জগৎ সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হয় এমত হইলেও ঈশ্বরকে প্রধানের এবং দুগ্ধাদের প্রবর্ত্তক তত্রাপি স্বীকার করিতে হইবেক যেহেতু বেদে কহিয়াছেন ব্রহ্ম জলেতে স্থিত হইয়া জলকে প্রবর্ত্ত করান ॥ ৩ ॥

ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ ॥ ৪ ॥

তোমার মতে প্রধান যদি চেতনের সাপেক্ষ [৫০] সৃষ্টি করিবাতে না হয় তবে কার্য্যের অর্থাৎ জগতের পৃথক্ অবস্থিতি প্রধান হইতে যাহা তুমি স্বীকার করহ সে পৃথক্ অবস্থিতি থাকিবেক না যেহেতু প্রধান তোমার মতে উপাদান-কারণ সে যখন জগৎস্বরূপ হইবেক তখন জগতের সহিত ঐক্য হইয়া যাইবেক পৃথক্ থাকিবেক নাই অতএব তোমার প্রমাণে তোমার মত খণ্ডিত হয় ॥ ৪ ॥

অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ ॥ ৫ ॥

ঈশ্বরের ইচ্ছা বিনা প্রধান জগৎস্বরূপ হইতে পারে না যেমন গবাদির ভক্ষণ বিনা ক্ষেত্রস্থিত তৃণ স্বয়ং দুগ্ধ হইতে অসমর্থ হয় ॥ ৫ ॥

অভ্যুপগমেঽপ্যর্থাভাবাৎ ॥ ৬ ॥

প্রধানের স্বয়ং প্রবৃত্তি সৃষ্টিতে অঙ্গীকার করিলে প্রধানেতে যাহাদিগ্‌গের প্রবৃত্তি নাই তাহাদিগ্‌গের মুক্তিরূপ অর্থ হইতে পারে না অথচ বেদে ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা মুক্তি লিখেন প্রধানের জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি লিখেন না ॥ ৬ ॥

পুরুষাশ্মবদিতি চেত্তথাপি ॥ ৭ ॥

যদি বল যেমন পঙ্গু পুরুষ হইতে অন্ধের চেষ্টা হয় আর অয়স্কান্তমণি হইতে লৌহের স্পন্দন হয় সেইরূপ প্রক্রিয়ারহিত ঈশ্বরের দ্বারা প্রধানের সৃষ্টিতে প্রবৃত্তি হয় এমত হইলেও তথাপি যেমন পঙ্গু আপনার বাক্য দ্বারায় অন্ধকে প্রবর্ত্ত করায় এবং অয়স্কান্তমণি সান্নিধ্যের দ্বারা লৌহকে প্রবর্ত্ত করায় সেইরূপ ঈশ্বর আপনার ব্যাপারের [৫১] দ্বারা প্রধানকে প্রবর্ত্ত করান অতএব প্রধান ঈশ্বরের সাপেক্ষ হয় যদি কহ ব্রহ্ম তবে ক্রিয়াবিশিষ্ট হইলেন তাহার উত্তর এই তাহার ক্রিয়া কেবল মায়ামাত্র বস্তু করিতে ব্রহ্ম ক্রিয়াবিশিষ্ট নহেন ॥ ৭ ॥

অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ ॥ ৮ ॥

বেদে সত্ত্ব রজ তম তিন গুণের সমতাকে প্রধান কহেন এই তিন গুণের সমতা দূর হইলে সৃষ্টির আরম্ভ হয় অতএব প্রধানের সৃষ্টি আরম্ভ হইলে সেই প্রধানের অঙ্গ থাকে না ॥ ৮ ॥

অন্যথানুমিতৌ চ জ্ঞানশক্তিবিয়োগাৎ ॥ ৯ ॥

কার্য্যের উৎপত্তির দ্বারা প্রধানের অনুমান যদি করিতে চাহ তাহা করিতে পারিবে না যেহেতু জ্ঞানশক্তি প্রধানে নাই আর জ্ঞানশক্তি ব্যতিরেকে সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারে নাই ॥ ৯ ॥

বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসং ॥ ১০ ॥

কেহ কহে তত্ত্ব পচিশ কেহ ছাব্বিশ কেহ আঠাইশ এই প্রকার পরস্পর বিপ্রতিষেধ অর্থাৎ অনৈক্য তত্ত্বসংখ্যাতে হইয়াছে অতএব পচিশ তত্ত্বের মধ্যে প্রধানকে যে গণনা করিয়াছেন সে অযুক্ত হয় ॥ ১০ ॥ বৈশেষিক আর নৈয়ায়িকের মত এই যে সমবায়ি কারণের গুণ কার্য্যেতে উপস্থিত হয় এ মতে চৈতন্যবিশিষ্ট ব্রহ্ম কিরূপে চৈতন্যহীন জগতের কারণ হইতে পারেন ইহার উত্তর এই ।

মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাং ॥ ১১ ॥

হ্রস্ব অর্থাৎ দ্ব্যণুক তাহাতে মহত্ত্ব নাই পরি[৫২]মণ্ডল অর্থাৎ পরমাণু তাহাতে দীর্ঘত্ব নাই কিন্তু যখন দ্ব্যণুক ত্রসরেণু হয় তখন মহত্ত্ব গুণকে জন্মায় পরমাণু যখন দ্ব্যণুক হয় তখন দীর্ঘত্ব জন্মায় অতএব এখানে যেমন কারণের গুণ কার্য্যেতে দেখা যায় না সেইরূপ ব্রহ্ম এবং জগতের গুণের ভেদ হইলে দোষ কি আছে ॥ ১১ ॥ যদি কহ দুই পরমাণু নিশ্চল কিন্তু কর্ম্মাধীন দুইয়ের যোগের দ্বারা দ্ব্যণুকাদি হয় ওই দ্ব্যণুকাদিক্রমে সৃষ্টি জন্মে ইহার উত্তর এই ।

উভয়থাপি ন কর্ম্মাতস্তদভাবঃ ॥ ১২ ॥

ঐ সংযোগের কারণ যে কর্ম্ম তাহার কোন নিমিত্ত আছে কি না তাহাতে নিমিত্ত আছে ইহা কহিতে পারিবে না যেহেতু জীবের যত্ন সৃষ্টির পূর্ব্বে নাই অতএব যত্ন না থাকিলে কর্ম্মের নিমিত্তের সম্ভাবনা থাকে না অতএব ঐ কর্ম্মের নিমিত্ত কিছু আছে এমত কহা যায় না আর যদি কহ নিমিত্ত নাই তবে নিমিত্ত না থাকিলে কর্ম্ম হইতে পারে না অতএব উভয় প্রকারে দুই পরমাণুর সংযোগের কারণ কোন মতে কর্ম্ম না হয় এই হেতু ঐ মত অসিদ্ধ ॥ ১২ ॥

সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ ॥ ১৩ ॥

পরমাণু দ্ব্যণুকাদি হইতে যদি সৃষ্টি হয় তবে পরমাণু আর দ্ব্যণুকের মধ্যে সমবায় সম্বন্ধ অঙ্গীকার করিতে হইবেক পরমাণুর সমবায় সম্বন্ধ পরমাণুবাদীর সম্মত নহে অতএব ঐ মত সিদ্ধ হইল নাই যদি [৫৩] পরমাণ্বাদের সমবায় সম্বন্ধ অঙ্গীকার করহ তবে অনবস্থাদোষ হয় যেহেতু পরমাণু হইতে ভিন্ন দ্ব্যণুক

সেই দ্ব্যণুক পরমাণুর সমবায় সম্বন্ধ অপেক্ষা করে এইরূপ দ্ব্যণুকের সহিত ত্রসরেণ্বাদের ভেদের সমতা আছে অতএব ত্রসরেণু দ্ব্যণুকের সমবায় সম্বন্ধের অপেক্ষা করে এই প্রকারে সমবায় সম্বন্ধের অবধি থাকে না যদি কহ পরমাণুর সম্বন্ধ দ্ব্যণুকের সহিত দ্ব্যণুকের সম্বন্ধ ত্রসরেণুর সহিত ত্রসরেণুর সম্বন্ধ চতুরেণুর সহিত সমবায় না হইয়া স্বরূপসম্বন্ধ হয় এমতে পরমাণ্বাদের সমবায় সম্বন্ধ দ্বারা সৃষ্টি জন্মে এমত যাহারা কহেন সে মতের স্থাপনা হয় না॥ ১৩॥

নিত্যমেব চ ভাবাৎ॥ ১৪॥

পরমাণু হইতে সৃষ্টি স্বীকার করিলে পরমাণুর প্রবৃত্তি নিত্য মানিতে হইবেক তবে প্রলয়ের অঙ্গীকার হইতে পারে নাই এই এক দোষ জন্মে॥ ১৪॥

রূপাদিমত্ত্বাচ্চ বিপর্য্যয়ো দর্শনাৎ॥ ১৫॥

পরমাণু যদি সৃষ্টির কারণ হয় তবে পরমাণুর রূপ স্বীকার করিতে হইবেক এবং রূপ স্বীকার করিলে তাহার নিত্যতার বিপর্যায় হয় অর্থাৎ নিত্যত্ব থাকিতে পারে নাই যেমন পটাদিতে দেখিতেছি রূপ আছে এ নিমিত্ত তাহার নিত্যত্ব নাই॥ ১৫॥

উভয়থা চ দোষাৎ॥ ১৬॥

পরমাণু বহুগুণবিশিষ্ট হইবেক কিম্বা গুণ[৫৪]বিশিষ্ট না হইবেক বহুগুণবিশিষ্ট যদি কহ তবে তাহার ক্ষুদ্রতা থাকে না গুণবিশিষ্ট না হইলে পরমাণুর কার্য্যেতে অর্থাৎ জগতে রূপাদি হইতে পারে নাই অতএব উভয় প্রকারে দোষ জন্মে॥ ১৬॥

অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা॥ ১৭॥

বিশিষ্ট লোকেতে কোন মতে পরমাণু হইতে সৃষ্টি স্বীকার করেন নাই অতএব এ মতের কোন প্রকারে প্রামাণ্য হইতে পারে নাই॥ ১৭॥ বৈভাষিক সৌত্রান্তিকের মত এই যে পরমাণুপুঞ্জ আর পরমাণুপুঞ্জের পঞ্চস্কন্ধ এই দুই মিলিত হইয়া সৃষ্টি জন্মে প্রথমতো রূপস্কন্ধ অর্থাৎ চিত্তকে অবলম্বন করিয়া গন্ধ রস রূপ স্পর্শ শব্দ যাহা নিরূপিত আছে দ্বিতীয়তো বিজ্ঞানস্কন্ধ অর্থাৎ গন্ধাদের জ্ঞান তৃতীয়তো বেদনাস্কন্ধ অর্থাৎ রূপাদের জ্ঞানের দ্বারা সুখ দুঃখের অনুভব চতুর্থ সংজ্ঞাস্কন্ধ অর্থাৎ দেবদত্তাদি নাম পঞ্চম সংস্কারস্কন্ধ অর্থাৎ রূপাদের প্রাপ্তি ইচ্ছা এই মতকে বক্তব্য সূত্রের দ্বারা নিরাকরণ করিতেছেন॥

সমুদায় উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ॥ ১৮॥

অর্থাৎ পরমাণুপুঞ্জ আর তাহার পঞ্চস্কন্ধ এই উভয়ের দ্বারা যদি সমুদায় দেহ স্বীকার কর তত্রাপি সমুদায় দেহের সৃষ্টি ঐ উভয় হইতে নির্ব্বাহ

হইতে পারে নাই যেহেতু চৈতন্যস্বরূপ কর্ত্তার ঐ উভয়ের মধ্য উপলব্ধি হয় নাই ॥ ১৮ ॥

ইতরেতরপ্রত্যয়[৫৫]ত্বাদিতি চেন্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ ॥ ১৯ ॥

পরমাণুপুঞ্জ ও তাহার পঞ্চস্কন্ধ পরস্পর কারণ হইয়া ঘটীযন্ত্রের ন্যায়, দেহকে জন্মায় এমত কহিতে পারিবে না যেহেতু ঐ পরমাণুপুঞ্জ আর তাহার পঞ্চস্কন্ধ পরস্পর উৎপত্তির প্রতি কারণ হইতে পারে কিন্তু ঐ সকল বস্তুর একত্র হওনের কারণ অপর এক বস্তু অর্থাৎ ব্রহ্মকে স্বীকার না করিলে হইতে পারে নাই যেমন ঘটের কারণ দণ্ডচক্রাদি থাকিলেও কুম্ভকার ব্যতিরেকে ঘট জন্মিতে পারে না ॥ ১৯ ॥

উত্তরোৎপাদে চ পূর্ব্বনিরোধাৎ ॥ ২০ ॥

ক্ষণিক মতে যাবৎ বস্তু ক্ষণিক হয় এ মত স্বীকার করিলে পরক্ষণে যে কার্য্য হইবেক তাহার কারণ পূর্ব্বক্ষণে ধ্বংস হয় এমত স্বীকার করিতে হইবেক অতএব হেতুবিশিষ্ট কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে নাই এই দোষ ও মতে জন্মে ॥ ২০ ॥

অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো যৌগপদ্যমন্যথা ॥ ২১ ॥

যদি কহ হেতু নাই অথচ কার্য্যের উৎপত্তি হয় এমত কহিলে তোমার, এ প্রতিজ্ঞা যে যাবৎ কার্য্য সহেতুক হয় ইহা রক্ষা পায় না আর যদি কহ কার্য্য কারণ দুই এককক্ষণে হয় তবে তোমার ক্ষণিক মত অর্থাৎ কার্য্যের পূর্ব্বক্ষণে কারণ পরক্ষণে কার্য্য ইহা রক্ষা পাইতে পারে নাই ॥ ২১ ॥ বৈনাশিকের মত যে এই সকল ক্ষণিক বস্তুর ধ্বংস অবশ্য। বিশ্বসংসার কেবল [৫৬] আকাশময় সে আকাশ অস্পষ্টরূপ এ কারণ বিচারযোগ্য হয় না ঐ মতকে নিরাকরণ করিতেছেন।

প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ ॥ ২২ ॥

সামান্য জ্ঞানের দ্বারা এবং বিশেষ জ্ঞানের দ্বারা সকল বস্তুর নাশের সম্ভাবনা হয় না যেহেতু যদ্যপিও প্রত্যেক ঘট পটাদি বস্তুর নাশ সম্ভব হয় তথাপি বুদ্ধিবৃত্তিতে যে ঘট পটাদি পদার্থের ধারা চলিতেছে তাহার বিচ্ছেদের সম্ভাবনা নাই ॥ ২২ ॥ বৈনাশিকেরা যদি কহে সামান্য জ্ঞানের কিম্বা বিশেষ জ্ঞানের দ্বারা নাশ ব্যতিরেকে যে সকল বস্তু দেখিতেছি সে কেবল ভ্রান্তি যেহেতু ব্যক্তি সকল ক্ষণিক আর মূল মৃত্তিকা আদিতে মৃত্তিকাদিঘটিত সকল বস্তু লীন হয় তাহার উত্তর এই।

উভয়থা চ দোষাৎ ॥ ২৩ ॥

ভ্রান্তির নাশ দুই প্রকারে হয় এক যথার্থ জ্ঞান হইলে ভ্রান্তি দূর হয় দ্বিতীয়তো স্বয়ং নাশকে পায়। জ্ঞান হইতে যদি ভ্রান্তির নাশ কহি তবে বৈনাশিকের মত বিরুদ্ধ হয় যেহেতু তাহারা নাশের প্রতি হেতু স্বীকার করে নাই যদি বল স্বয়ং নাশ হয় তবে ভ্রান্তি শব্দের কথন ব্যর্থ হয় যেহেতু তুমি কহ নাশ আর তদ্ভিন্ন ভ্রান্তি এই দুই পদার্থ তাহার মধ্যে ভ্রান্তির স্বয়ং নাশ স্বীকার করিলে দুই পদার্থ থাকে না অতএব উভয় প্রকারে বৈনাশিকের মতে দোষ হয় [৫৭] ॥ ২৩ ॥

আকাশে চাবিশেষাৎ ॥ ২৪ ॥

যেমন পৃথিব্যাদিতে গন্ধাদি গুণ আছে সেইরূপ আকাশেতেও শব্দ গুণ আছে এমত কোন বিশেষণ নাই যে আকাশকে পৃথক্ স্বীকার করা যায় ॥ ২৪ ॥

অনুস্মৃতেশ্চ ॥ ২৫ ॥

আত্মা প্রথমতো বস্তুর অনুভব করেন পশ্চাৎ স্মরণ করেন যদি আত্মা ক্ষণিক হইতেন তবে আত্মার অনুভবের পর বস্তুর স্মৃতি থাকিত নাই ॥ ২৫ ॥

নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ ॥ ২৬ ॥

ক্ষণিক মতে যদি কহ যে অসৎ হইতে সৃষ্টি হইতেছে এমত সম্ভব হয় না যেহেতু অসৎ হইতে বস্তুর জন্ম কোথায় দেখা যায় না ॥ ২৬ ॥

উদাসীনানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ ॥ ২৭ ॥

অসৎ হইতে যদি কার্য্যের উৎপত্তি হয় এমত বল তবে যাহারা কখন কৃষিকর্ম্ম করে নাই এমত উদাসীন লোককে কৃষিকর্ম্মের কর্ত্তা কহিতে পারি বস্তুত এই দুই অপ্রসিদ্ধ ॥ ২৭ ॥ কোন ক্ষণিকে বলেন যে সাকার ক্ষণিক বিজ্ঞান অর্থাৎ জীবাভাস এই ভিন্ন অন্য বস্তু নাই এ মতকে নিরাস করিতেছেন।

নাভাব উপলব্ধেঃ ॥ ২৮ ॥

বৌদ্ধ মতে বিজ্ঞান ভিন্ন বস্তুর যে অভাব কহে সে অভাব অপ্রসিদ্ধ যেহেতু ঘট পটাদি পদার্থের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইতেছে আর এই সূত্রের দ্বারা শূন্যবাদীকেও নিরাস করিতেছেন তখন সূত্রের এই অর্থ হইবেক যে বিজ্ঞান আর অর্থ অর্থাৎ ঘট পটাদি পদার্থের [৫৮] অভাব নাই যেহেতু ঘট পটাদি পদার্থের সাক্ষাৎ উপলব্ধি হইতেছে ॥ ২৮ ॥

বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ ॥ ২৯ ॥

যদি কহ স্বপ্নেতে যেমন বিজ্ঞান ভিন্ন বস্তু থাকে না সেইমত জাগ্রৎ অবস্থাতেও বিজ্ঞান ব্যতিরেক বস্তু নাই যাবদ্বস্তু বিজ্ঞানকল্পিত হয় তাহার উত্তর

এই স্বপ্নেতে যে বস্তু দেখা যায় সে সকল বস্তু বাধিত অর্থাৎ অসংলগ্ন হয় জাগ্রৎ অবস্থার বস্তু বাধিত হয় নাই অতএব স্বপ্নাদির ন্যায় জাগ্রৎ অবস্থা নহে যেহেতু জাগ্রৎ অবস্থাতে এবং স্বপ্নাবস্থাতে বৈধর্ম্ম্য অর্থাৎ ভেদ দেখিতেছি শূন্যবাদীর মত নিরাকরণ পক্ষে এই সূত্রের এই অর্থ হয় যে স্বপ্নাদিতে অর্থাৎ সুষুপ্তিতে কেবল শূন্য মাত্র রহে তদতিরিক্ত বস্তু নাই এমত কহা যায় না যেহেতু সুষুপ্তিতেও আমি সুখী দুখী ইত্যাদি জ্ঞান হইতেছে অতএব সুষুপ্তিতেও শূন্যের বৈধর্ম্ম্য অর্থাৎ ভেদ আছে ॥ ২৯ ॥

ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ ॥ ৩০ ॥

যদি কহ বাসনা দ্বারা ঘটাদি পদার্থের উপলব্ধি হইতেছে তাহার উত্তর এই বাসনার সম্ভব হইতে পারে নাই যেহেতু বাসনা লোকেতে পদার্থের অর্থাৎ বস্তুর হয় তোমার মতে পদার্থের অভাব মানিতে হইবেক অতএব সুতরাং বাসনার অভাব হইবেক শূন্যবাদীর মত নিরাকরণ পক্ষে এ সূত্রের এই অর্থ [৫৯] হয় যে শূন্যকে যদি স্বপ্রকাশ বল তবে শূন্যকে ব্রহ্ম নাম দিতে হয় যদি কহ শূন্য স্বপ্রকাশ নয় তবে তাহার প্রকাশকর্ত্তার অঙ্গীকার করিতে হইবেক কিন্তু বস্তুত তাহার প্রকাশকর্ত্তা নাই যেহেতু তোমার মতে পদার্থমাত্রের উপলব্ধি নাই ॥ ৩০ ॥

ক্ষণিকত্বাচ্চ ॥ ৩১ ॥

যদি কহ আমি আছি আমি নাই ইত্যাদি অনুভব যাবজ্জীবন থাকে ইহাতেই উপলব্ধি হইতেছে যে বাসনা জীবের ধর্ম্ম হয় তাহার উত্তর এই আমি এই ইত্যাদি অনুভবও তোমার মতে ক্ষণিক তবে তাহার ধর্ম্মেরো ক্ষণিকত্ব অঙ্গীকার করিতে হয় শূন্যবাদী মতে কোন স্থানে বস্তুর ক্ষণিক হওয়া স্বীকার করিলে তাহার শূন্যবাদী বিরোধ হয় ॥ ৩১ ॥

সর্ব্বথানুপপত্তেশ্চ ॥ ৩২ ॥

পদার্থ নাই এমত কথন দর্শনাদি প্রত্যক্ষের দ্বারা সর্ব্বপ্রকারে অসিদ্ধ হয় ॥ ৩২ ॥ অস্তি নাস্তি ইত্যাদি অনেক বস্তুকে বিবসনেরা অর্থাৎ বৌদ্ধ-বিশেষেরা অঙ্গীকার করে এ মতে বেদের তাৎপর্য্য এক বস্তুকে অর্থাৎ ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করা তাহার বিরোধ হয় এ সন্দেহের উত্তর এই।

নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ ॥ ৩৩ ॥

এক সত্য বস্তু ব্রহ্ম তাহাতে নানা বিরুদ্ধ ধর্ম্মের অঙ্গীকার করা সম্ভব হয় না অতএব নানাবস্তুবাদীর মত বিরুদ্ধ হয় তবে জগতের যে নানা রূপ দেখি তাহার কারণ এই জগৎ মিথ্যা তাহার রূপ [৬০] মায়িক মাত্র ॥ ৩৩ ॥

এবঞ্চাত্মাঽকার্ৎস্ন্যং ॥ ৩৪ ॥

যদি কহ দেহের পরিমাণের অনুসারে আত্মার পরিমাণ হয় তাহার উত্তর এই দেহকে যেমন পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ পরিমিত স্বীকার করিতেছ সেইরূপ আত্মাকেও পরিচ্ছিন্ন স্বীকার যদি করহ তবে ঘট পটাদি যাবৎ পরিচ্ছিন্ন বস্তু অনিত্য দেখিতেছি সেই মত আত্মারো অনিত্য হয়া দোষ মানিতে হইবেক ॥ ৩৪ ॥

ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধো বিকারাদিভ্যঃ ॥ ৩৫ ॥

আত্মাকে যদি বৈদান্তিকেরা এক এবং অপরিমিত কহেন তবে সেই আত্মা হস্তীতে এবং পিপীলিকাতে কিরূপে ব্যাপক হইয়া থাকিতে পারেন অতএব পর্য্যায়ের দ্বারা অর্থাৎ বড় স্থানে বড় হয়া ছোট স্থানে ছোট হয়া এইরূপ আত্মার পৃথক্২ গমন স্বীকার করিলে বিরোধ হইতে পারে না এমত দোষ বেদান্তমতে যে দেয় তাহার মত অগ্রাহ্য যেহেতু আত্মার হ্রাস বৃদ্ধি এ মতে অঙ্গীকার করিতে হয় আর যাহার হ্রাস বৃদ্ধি আছে তাহার ধ্বংস স্বীকার করিতে হইবেক ॥ ৩৫ ॥

অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষঃ ॥ ৩৬ ॥

জৈনেরা কহে যে মুক্ত আত্মার শেষ পরিমাণ মহৎ কিম্বা সূক্ষ্ম হইয়া নিত্য হইবেক ইহার উত্তর এই দৃষ্টান্তানুসারে অর্থাৎ শেষ পরিমাণের নিত্যতা স্বীকার করিলে আদি পরিমাণের এবং মধ্য পরিমাণের নিত্যতা স্বীকার করিতে [৬১] হয় যেহেতু অন্ত্য পরিমাণ নিত্য হইলে পরিমাণের উৎপত্তির অভাব হয় এই হেতু অন্ত্য পরিমাণের আদি মধ্য পরিমাণের সহিত বিশেষ রহিল নাই অতএব সিদ্ধান্ত এই যে এক আত্মার পরিমাণান্তরের সম্ভাবনা না থাকিলে শরীরের স্থূল সূক্ষ্মতা লইয়া আত্মার পরিমাণ হয় না ॥ ৩৬ ॥ যাহারা কহে ঈশ্বর নিমিত্তকারণ হয়েন উপাদানকারণ নহেন তাহারদিগ্গের মত নিরাকরণ করিতেছেন ॥

পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ ॥ ৩৭ ॥

যদি ঈশ্বরকে জগতের কেবল নিমিত্তকারণ বল তবে কেহ সুখী কেহ দুঃখী এরূপ দৃষ্টি হইবাতে পতির অর্থাৎ ঈশ্বরের রাগ দ্বেষ উপলব্ধি হইয়া সামঞ্জস্য থাকে না বেদান্তমতে এই দোষ হয় না যেহেতু বেদে কহিয়াছেন ব্রহ্ম জগৎ-স্বরূপে প্রতীত হইতেছেন তাঁহার রাগ দ্বেষ আত্মস্বরূপ জগতে স্বীকার করিতে হয় নাই যেহেতু আপনার প্রতি কাহারো অসামঞ্জস্য থাকে না ॥ ৩৭ ॥

সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ ॥ ৩৮ ॥

ঈশ্বর নিরবয়ব তাহাতে অপরকে প্রেরণ করিবার সম্বন্ধ থাকে না অর্থাৎ নিরবয়ব বস্তু অপরকে প্রেরণ করিতে পারে না অতএব জগতের কেবল নিমিত্ত কারণ ঈশ্বর নহেন ॥ ৩৮ ॥

অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ ॥ ৩৯ ॥

ঈশ্বর কেবল নিমিত্তকারণ হইলে তাঁহার অধি[৬২]ষ্ঠান অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রেরণা প্রধানাদি জড়েতে সম্ভব হইতে পারে নাই ॥ ৩৯ ॥

করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ ॥ ৪০ ॥

যদি কহ জীব ইন্দ্রিয়াদি জড়কে প্রেরণ করেন সেইরূপ প্রধানাদি জড়কে ঈশ্বর প্রেরণ করেন তাহাতে উত্তর এই যে ঈশ্বর পৃথক্ হইয়া জড়কে প্রেরণ করেন এমত স্বীকার করিলে জীবের ন্যায় ঈশ্বরের ভোগাদি দোষের সম্ভাবনা হয় ॥ ৪০ ॥

অন্তবত্ত্বমসর্ব্বজ্ঞতা বা ॥ ৪১ ॥

ঈশ্বরকে যদি কহ যে প্রধানাদিকে পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ পরিমিত করিয়াছেন তবে ঈশ্বরের অন্তবত্ত্ব অর্থাৎ বিনাশ স্বীকার করিতে হয় যেমন আকাশের পরিচ্ছেদক ঘট অতএব তাহার নাশ দেখিতেছি যদি কহ ঈশ্বর প্রধানের পরিমাণ করেন না তবে এমতে ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব থাকে নাই অতএব উভয় প্রকারে এই মত অসিদ্ধ হয় ॥ ৪১ ॥ ভাগবতেরা কহেন বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণ জীব সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন মন প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ অহঙ্কার উৎপন্ন হয় এমত নহে ॥

উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ॥ ৪২ ॥

জীবের উৎপত্তি অঙ্গীকার করিলে জীবের ঘট পটাদের ন্যায় অনিত্যত্ব স্বীকার করিতে হয় তবে পুনঃ পুনঃ জন্মবিশিষ্ট যে জীব তাহাতে নির্ব্বাণ মোক্ষের সম্ভাবনা হয় না ॥ ৪২ ॥

ন চ কর্ত্তুঃ করণং ॥ ৪৩ ॥

ভাগবতেরা কহেন সঙ্কর্ষণ জীব হইতে মনরূপ [৬৩] করণ জন্মে সেই মনরূপ করণকে অবলম্বন করিয়া জীব সৃষ্টি করে এমত কহিলে সেমতে দোষ জন্মে যেহেতু কর্ত্তা হইতে করণের উৎপত্তি কদাপি হয় নাই যেমন কুম্ভকার হইতে দণ্ডাদের উৎপত্তি হয় না ॥ ৪৩ ॥

বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ ॥ ৪৪ ॥

সঙ্কর্ষণাদের এমতে বিজ্ঞানের স্বীকার করিতেছ অতএব যেমন বাসুদেব বিজ্ঞানবিশিষ্ট সেইরূপ সঙ্কর্ষণাদিও বিজ্ঞানবিশিষ্ট হইবেন তবে বাসুদেবের ন্যায় সঙ্কর্ষণাদেরো উৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না অতএব এ মত অগ্রাহ্য ॥ ৪৪ ॥

বিপ্রতিষেধাচ্চ ॥ ৪৫ ॥

ভাগবতেরা কোন স্থলে বাসুদেবের সহিত সঙ্কর্ষণাদের অভেদ কহেন কোন স্থলে ভেদ কহেন এইরূপ পরস্পর বিরোধহেতুক এ মত অগ্রাহ্য ॥ ৪৫ ॥ ০ ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥—

ওঁ তৎ সৎ ॥ ছান্দোগ্য উপনিষদে কহেন যে তেজ প্রভৃতিকে ব্রহ্ম সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার মধ্যে আকাশের কথন নাই অন্য শ্রুতিতে কহেন যে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ শ্রুতির বিরোধ দেখিতেছি এই সন্দেহের উপর বাদী কহিতেছে ॥

ন বিয়দশ্রুতেঃ ॥ ১ ॥

বিয়ৎ অর্থাৎ আকাশ তাহার উৎপত্তি নাই যেহেতু আকাশের জন্ম বেদে পাওয়া যায় নাই ॥ ১ ॥ বাদীর এই কথা শুনিয়া প্রতিবাদী [৬৪] কহিতেছে ॥

অস্তি তু ॥ ২ ॥

বেদে আকাশের উৎপত্তিকথন আছে তথাহি আত্মন আকাশ ইতি অর্থাৎ আত্মা হইতে আকাশ জন্মিয়াছে ॥ ২ ॥ ইহাতে পুনরায় বাদী কহিতেছে ॥

গৌণ্যসম্ভবাৎ ॥ ৩ ॥

আকাশের উৎপত্তিকথন যেখানে বেদে আছে সে মুখ্য নহে কিন্তু গৌণ অর্থাৎ উৎপত্তি শব্দ হইতে প্রকাশের তাৎপর্য্য হয় যেহেতু নিত্য যে আকাশ তাহার উৎপত্তি সম্ভব হইতে পারে নাই ॥ ৩ ॥

শব্দাচ্চ ॥ ৪ ॥

বায়ুকে এবং আকাশকে বেদে অমৃত করিয়া কহিয়াছেন অতএব অমৃত বিশেষণ দ্বারা আকাশের উৎপত্তির অঙ্গীকার করা যায় নাই ॥ ৪ ॥

স্যাচ্চৈকস্য ব্রহ্মশব্দবৎ ॥ ৫ ॥

প্রতিবাদী সন্দেহ করে যে একই ঋচাতে আকাশের জন্ম যখন কহিবেন তখন গৌণার্থ লইবে যখন তেজাদির উৎপত্তিকে কহিবেন তখন মুখ্যার্থ লইবে এমত কিরূপে হইতে পারে ইহার উত্তর বাদী করিতেছে যে একই উৎপত্তি

শব্দের এক স্থলে গৌণত্ব মুখ্যত্ব দুই হইতে পারে যেমন ব্রহ্ম শব্দের পরমাত্মা বিষয়ে মুখ্য অন্নাদি বিষয়ে গৌণ স্বীকার আছে। গৌণ তাহাকে কহি যে প্রসিদ্ধার্থের সদৃশার্থকে কহে ॥ ৫ ॥ এখন বাদী প্রতিবাদীর বিরোধ দেখিয়া মধ্যস্থ কহিতেছেন।

প্রতিজ্ঞাহানিরব্যতিরেকাচ্ছব্দেভ্যঃ ॥ ৬ ॥

ব্রহ্মের সহিত সমুদায় জগ[৬৫]তের অব্যতিরেক অর্থাৎ অভেদ আছে এই নিমিত্তে ব্রহ্মের ঐক্য বিষয়েতে এবং এক ব্রহ্মজ্ঞান হইলে সকল জগতের জ্ঞান হয় এ বিষয়েতে যে প্রতিজ্ঞা বেদে করিয়াছেন আকাশকে নিত্য স্বীকার করিলে ঐ প্রতিজ্ঞার হানি হয় যেহেতু ব্রহ্ম আর আকাশ এমতে দুই পৃথক্ নিত্য হইবেন তবে ব্রহ্মজ্ঞান হইলে আকাশের জ্ঞান হইতে পারে নাই ॥ ৬ ॥ এখন সিদ্ধান্তী বিরোধের সমাধান করিতেছেন ॥

যাবদ্বিকারস্তু বিভাগো লোকবৎ ॥ ৭ ॥

আকাশাদি যাবৎ বিকার হইতে ব্রহ্মের বিভাগ অর্থাৎ ভেদ আছে যেহেতু আকাশাদের উৎপত্তি আছে ব্রহ্মের উৎপত্তি নাই যেমন লোকেতে ঘটাদের সৃষ্টিতে পৃথিবীর সৃষ্টির অঙ্গীকার করা যায় না তবে যদি বল তেজাদের সৃষ্টি ছান্দোগ্য কহিয়াছেন আকাশের কহেন নাই ইহার সমাধা এই আকাশাদের সৃষ্টির পরে তেজাদের সৃষ্টি হইয়াছে এই অভিপ্রায় ছান্দোগ্যের হয় আর যদি বল শ্রুতিতে বায়ুকে আকাশকে অমৃত কহিয়াছেন তাহার সমাধা এই পৃথিবী প্রভৃতির অপেক্ষা করিয়া আকাশ আর বায়ুর অমৃতত্ব অর্থাৎ নিত্যত্ব আছে ॥ ৭ ॥

এতেন মাতরিশ্বা ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৮ ॥

এইরূপ আকাশের নিত্যতা বারণের দ্বারা মাতরিশ্বা অর্থাৎ বায়ুর নিত্যত্ব বারণ করা গেল [৬৬] যেহেতু তৈত্তিরীয়তে বায়ুর উৎপত্তি কহিয়াছেন আর ছান্দোগ্যেতে অনুৎপত্তি কহিয়াছেন অতএব উভয় শ্রুতির বিরোধ পরিহারের নিমিত্তে নিত্য শব্দের গৌণতা আর উৎপত্তি শব্দের মুখ্যতা স্বীকার করা যাইবেক ॥ ৮ ॥ শ্রুতিতে কহিয়াছেন যে হে ব্রহ্ম তুমি জন্মিতেছ এবং জন্মিয়াছ অতএব ব্রহ্মের জন্ম পায়া যাইতেছে এমত নহে ॥

অসম্ভবস্তু সতোঽনুপপত্তেঃ ॥ ৯ ॥

সাক্ষাৎ সদ্রূপ ব্রহ্মের জন্ম সদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে সম্ভব হয় নাই যেহেতু ঘটত্ব জাতি হইতে ঘটত্ব জাতি কিরূপে হইতে পারে তবে বেদে ব্রহ্মের যে জন্মের

কথন আছে সে ঔপাধিক অর্থাৎ আরোপণ মাত্র ॥ ৯ ॥ এক বেদে কহিতেছেন যে ব্রহ্ম হইতে তেজের উৎপত্তি হয় অন্য শ্রুতি কহিতেছেন যে বায়ু হইতে তেজের উৎপত্তি হয় এই দুই বেদের বিরোধ হয় এমত নহে ॥

তেজোঽতস্তথা হ্যাহ ॥ ১০ ॥

বায়ু হইতে তেজের জন্ম হয় এই শ্রুতিতে কহিতেছেন তবে যেখানে ব্রহ্ম হইতে তেজের জন্ম কহিয়াছেন সে বায়ুকে ব্রহ্মরূপে বর্ণন মাত্র ॥ ১০ ॥ এক শ্রুতিতে কহিয়াছেন যে ব্রহ্ম হইতে জলের উৎপত্তি অন্য শ্রুতিতে কহিয়াছেন তেজ হইতে জলের উৎপত্তি অতএব উভয় শ্রুতিতে বিরোধ হয় এমত নহে ॥

আপঃ ॥ ১১ ॥

অগ্নি হইতেই জলের উৎপত্তি [৬৭] হয় তবে ব্রহ্ম হইতে জলের উৎপত্তি যে কহিয়াছেন সে অগ্নিকে ব্রহ্মরূপাভিপ্রায়ে কহেন ॥ ১১ ॥ বেদে কহেন জল হইতে অন্নের জন্ম সে অন্নশব্দ হইতে পৃথিবীভিন্ন অন্নরূপ খাদ্য সামগ্রী তাৎপর্য্য হয় এমত নহে ॥

পৃথিব্যধিকাররূপশব্দান্তরেভ্যঃ ॥ ১২ ॥

অন্নশব্দ হইতে পৃথিবী কেবল প্রতিপাদ্য হয় যেহেতু অন্য শ্রুতিতে অন্ন শব্দেতে পৃথিবী নিরূপণ করিয়াছেন ॥ ১২ ॥ আকাশাদি পঞ্চ ভূতেরা আপনার২ সৃষ্টি করিতেছে ব্রহ্মকে অপেক্ষা করে না এমত নহে ॥

তদভিধ্যানাদেব তু তল্লিঙ্গাৎ সঃ ॥ ১৩ ॥

আকাশাদি হইতে সৃষ্টি যাহা দেখিতেছি তাহাতে সঙ্কল্পের দ্বারা ব্রহ্মই স্রষ্টা হয়েন যেহেতু সৃষ্টি বিষয়ে ব্রহ্মের প্রতিপাদক শ্রুতি দেখিতেছি ॥ ১৩ ॥ পঞ্চ ভূতের পরস্পর লয় উৎপত্তির ক্রমে হয় এমত কহিতে পারিবে না।

বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমোঽত উপপদ্যতে চ ॥ ১৪ ॥

উৎপত্তিক্রমের বিপর্য্যয়েতে লয়ের ক্রম হয় যেমন আকাশ হইতে বায়ুর জন্ম হয় কিন্তু লয়ের সময় আকাশেতে বায়ু লীন হয় যেহেতু কারণে অর্থাৎ পৃথিবীতে কার্য্যের অর্থাৎ ঘটের নাশ সম্ভব হয় কার্য্যে কারণের নাশ সম্ভব নহে ॥ ১৪ ॥ এক স্থানে বেদে কহিতেছেন ব্রহ্ম হইতে প্রাণ মন সর্ব্বেন্দ্রিয় আর আকাশাদি পঞ্চ ভূত জন্মে দ্বিতীয় শ্রুতিতে কহিতেছেন যে [৬৮] আত্মা হইতে আকাশাদিক্রমে পঞ্চ ভূত হইতেছে অতএব দুই শ্রুতিতে সৃষ্টির ক্রম বিরুদ্ধ হয় এই বিরোধকে পরসূত্রে সমাধান করিতেছেন।

অন্তরা বিজ্ঞানমনসী ক্রমেণ তল্লিঙ্গাদিতি চেন্নাবিশেষাৎ ॥ ১৫ ॥

বিজ্ঞান শব্দে জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রতিপাদ্য হয় সেই জ্ঞানেন্দ্রিয় আর মন ইহারদিগের সৃষ্টি আকাশাদি সৃষ্টির অন্তরা অর্থাৎ পূর্ব্বে হয় এইরূপ ক্রম শ্রুতির দ্বারা দেখিতেছি এমত কহিবে না। যেহেতু পঞ্চ ভূত হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় আর মন হয় অতএব উৎপত্তি বিষয়েতে মন আর জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রমের কোন বিশেষ নাই যদি কহ যে শ্রুতিতে কহিয়াছেন ব্রহ্ম হইতে প্রাণ মন আর জ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয় তাহার সমাধা কিরূপে হয় ইহাতে উত্তর এই যে শ্রুতিতে সৃষ্টির ক্রম বর্ণন করা তাৎপর্য্য নহে কিন্তু ব্রহ্ম হইতে সকল বস্তুর উৎপত্তি হইয়াছে ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ১৫ ॥ যদি কহ জীব নিত্য তবে তাহার জাতকর্ম্মাদি কিরূপে শাস্ত্রসম্মত হয় ॥

চরাচরব্যপাশ্রয়স্তু স্যাৎ তদ্ব্যপদেশো ভাক্তস্তদ্ভাবভাবিত্বাৎ ॥ ১৬ ॥

জীবের জন্মাদিকথন স্থাবর জঙ্গম দেহকে অবলম্বন করিয়া কহিতেছেন জীব বিষয়ে যে জন্মাদি কহিয়াছেন সে কেবল ভাক্ত মাত্র যেহেতু দেহের জন্মাদি লইয়া জীবের জন্মাদি কহা যায়, অতএব দেহের জন্মাদি লইয়া জাতকর্ম্মাদি [৬৯] উপপন্ন হয় ॥ ১৬ ॥ বেদে কহিতেছেন যে ব্রহ্ম হইতে জীবের উৎপত্তি হয় অতএব জীব নিত্য নহে।

নাত্মাঽশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ ॥ ১৭ ॥

আত্মা অর্থাৎ জীবের উৎপত্তি নাই যেহেতু বেদে এমত শ্রবণ নাই আর অনেক শ্রুতিতে কহিয়াছেন যে জীব নিত্য যদি কহ ব্রহ্ম হইতে জীবসকল জন্মিয়াছে এই শ্রুতির সমাধান কি ইহার উত্তর এই সেই শ্রুতিতে দেহের জন্ম লইয়া জীবের জন্ম কহিয়াছেন ॥ ১৭ ॥ বেদে কহেন জীব দেখেন এবং জীব শুনেন এপ্রযুক্ত জীবের জ্ঞান জন্য বোধ হইতেছে এমত নহে।

জ্ঞোঽত এব ॥ ১৮ ॥

জীব জ্ঞ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ হয় যেহেতু জীবের উৎপত্তি নাই যদি কহ তবে আধুনিক দৃষ্টিকর্ত্তা শ্রবণকর্ত্তা জীব কিরূপে হয় তাহার উত্তর এই জীবের শ্রবণ এবং দর্শনের শক্তি নিত্য আছে তবে ঘট পটাদের আধুনিক প্রত্যক্ষ লইয়া জীবের দর্শন শ্রবণের আধুনিক ব্যবহার হয় ॥ ১৮ ॥ সুষুপ্তিসময়ে জীবের জ্ঞান থাকে না এমত কহিতে পারিবে নাই।

যুক্তেশ্চ ॥ ১৯ ॥

নিদ্রার পর আমি সুখে শুইয়া ছিলাম এই প্রকার স্মরণ হয়াতে নিদ্রাকালেতে জ্ঞান থাকে এমত বোধ হয় যেহেতু পূর্ব্বে জ্ঞান না থাকিলে

পশ্চাৎ স্মরণ হয় না॥ ১৯॥ শ্রুতিতে কহিয়াছেন জীব ক্ষুদ্র হয় ইহাকে অবলম্বন [৭০] করিয়া দশ পরসূত্রে পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন যে জীবের ক্ষুদ্রতা স্বীকার করিতে হয়॥

উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাং॥ ২০॥

এক বেদে কহেন দেহ ত্যাগ করিয়া জীবের ঊর্দ্ধগতি হয় আর দ্বিতীয় বেদে কহেন জীব চন্দ্রলোকে যান তৃতীয় বেদে কহেন পরলোক হইতে পুনর্ব্বার জীব আইসেন এই তিন প্রকার গমন শ্রবণের দ্বারা জীবের ক্ষুদ্রতা বোধ হয়॥ ২০॥ যদি কহ দেহের সহিত যে অভেদজ্ঞান জীবের হয় তাহার ত্যাগকে উৎক্রমণ কহি সেই উৎক্রমণ জীবে সম্ভব হয় কিন্তু গমন পুনরাগমন জীবেতে সম্ভব হয় নাই যেহেতু গমনাগমন দেহসাধ্য ব্যাপার হয় তাহার উত্তর এই।

স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ॥ ২১॥

স্বকীয় সূক্ষ্ম লিঙ্গশরীরের দ্বারা জীবের গমনাগমন সম্ভব হয়॥ ২১॥

নাণুরতৎশ্রুতেরিতি চেন্ন ইতরাধিকারাৎ॥ ২২॥

যদি কহ জীব ক্ষুদ্র নহে যেহেতু বেদে জীবকে মহান্ কহিয়াছেন এমত কহিতে পারিবে না কারণ এই যে শ্রুতিতে জীবকে মহান্ কহিয়াছেন সে শ্রুতির তাৎপর্য্য ব্রহ্ম হয়েন॥ ২২॥

স্বশব্দোন্মানাভ্যাঞ্চ॥ ২৩॥

জীবের প্রতিপাদক যে সকল শ্রুতি তাহাকে স্বশব্দ কহেন আর জীবের পরিমাণ করেন যে শ্রুতিতে তাহাকে উন্মান কহেন এই স্বশব্দ আর উন্মানের দ্বারা জীবের ক্ষুদ্রত্ব বোধ হইতেছে॥ ২৩॥

[৭১] অবিরোধশ্চন্দনবৎ॥ ২৪॥

শরীরের এক অঙ্গে চন্দন লেপন করিলে সমুদায় দেহে সুখ হয় সেইরূপ জীব ক্ষুদ্র হইয়াও সকল দেহের সুখ দুষ্‌খ অনুভব করেন অতএব ক্ষুদ্র হইলেও বিরোধ নাই॥ ২৪॥

অবস্থিতিবৈশেষ্যাদিতি চেন্নাভ্যুপগমাদ্ধৃদি হি॥ ২৫॥

চন্দন স্থানভেদে শীতল করে কিন্তু জীব সকল দেহব্যাপী যে সুখ তাহার জ্ঞাতা হয় অতএব জীবের মহত্ত্ব স্বীকার যুক্ত হয় এমত কহিতে পারিবে নাই যেহেতু অল্প স্থান হৃদয়েতে জীবের অবস্থান হয় এমত শ্রুতি শ্রবণের দ্বারা জীবকে ক্ষুদ্র স্বীকার করিতে হইবেক॥ ২৫॥

গুণাদ্বালোকবৎ ॥ ২৬ ॥

জীব যদ্যপি ক্ষুদ্র কিন্তু জ্ঞানগুণের প্রকাশের দ্বারা জীব ব্যাপক হয় যেমন লোকে অল্প প্রদীপের তেজের ব্যাপ্তির দ্বারা সমুদায় গৃহের প্রকাশক দীপ হয় ॥ ২৬ ॥

ব্যতিরেকো গন্ধবৎ ॥ ২৭ ॥

জীব হইতে জ্ঞানের আধিক্য হওয়া অযুক্ত নয় যেহেতু জীবের জ্ঞান সর্ব্বথা ব্যাপক হয় যেমন পুষ্প হইতে গন্ধের দূরগমনে আধিক্য দেখিতেছি ॥ ২৭ ॥

তথা চ দর্শয়তি ॥ ২৮ ॥

জীব আপনার জ্ঞানের দ্বারা ব্যাপক হয় এমত শ্রুতিতে দেখাইতেছেন ॥ ২৮ ॥

পৃথগুপদেশাৎ ॥ ২৯ ॥

বেদে কহিতেছেন জীব জ্ঞানের দ্বারা দেহকে অবলম্বন করেন। অতএব জীব কর্ত্তা হইলেন জ্ঞান [৭২] করণ হইলেন এই ভেদকথনের হেতু জানা গেল যে জীব জ্ঞানের দ্বারা ব্যাপক হয় বস্তুত ক্ষুদ্র ॥ ২৯ ॥ এই পর্য্যন্ত বাদীর মতে জীবের ক্ষুদ্রতা স্থাপন হইল এখন সিদ্ধান্ত করিতেছেন ॥

তদ্‌গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ ॥ ৩০ ॥

বুদ্ধের অণুত্ব অর্থাৎ ক্ষুদ্রত্ব গুণ লইয়া জীবের ক্ষুদ্রতাকথন হইতেছে যেহেতু জীবেতে বুদ্ধির গুণ প্রাধান্যরূপে থাকে যেমন প্রাজ্ঞকে অর্থাৎ পরমাত্মাকে উপাসনার নিমিত্ত উপাধি অবলম্বন করিয়া ক্ষুদ্র করিয়া বেদে কহেন বস্তুত পরমাত্মা ও জীব কেহ ক্ষুদ্র নহেন। এই সূত্রে তু শব্দ শঙ্কানিরাসার্থে হয় ॥ ৩০ ॥

যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ ন দোষস্তদ্দর্শনাৎ ॥ ৩১ ॥

যদি কহ বুদ্ধির ক্ষুদ্রত্ব ধর্ম্ম জীবেতে আরোপণ করিয়া জীবের ক্ষুদ্রত্ব কহেন তবে যখন সুষুপ্তিসময়ে বুদ্ধি না থাকে তখন জীবের মুক্তি কেন না হয় তাহার উত্তর এই এ দোষ সম্ভব হয় না যেহেতু যাবৎ কাল জীব সংসারে থাকেন তাবৎ বুদ্ধির যোগ তাহাতে থাকে বেদেতে এই মত দেখিতেছি স্থূল দেহ বিয়োগের পরেও বুদ্ধির যোগ জীবেতে থাকে কিন্তু ভ্রমমূল বুদ্ধিযোগের নাশ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হইলে হয় ॥ ৩১ ॥

পুংস্ত্বাদিবত্তস্য সতোঽভিব্যক্তিযোগাৎ ॥ ৩২ ॥

সুষুপ্তিতে বুদ্ধির বিয়োগ জীব হইতে হয় না যেহেতু [৭৩] যেমন শরীরেতে বাল্যাবস্থায় পুরুষত্ব এবং স্ত্রীত্ব সূক্ষ্মরূপে বর্ত্তমান থাকে যৌবনাবস্থায় ব্যক্ত

হয় সেইরূপ সুষুপ্তি অবস্থাতে সূক্ষ্মরূপে বুদ্ধির যোগ থাকে জাগ্রদবস্থায় ব্যক্ত হয় ॥ ৩২ ॥

নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গোঽন্যতরনিয়মো বান্যথা ॥ ৩৩ ॥

যদি মনকে স্বীকার না কর আর কহ মনের কার্য্যকারিত্ব চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়েতে আছে তবে সকল ইন্দ্রিয়েতে এককালে যাবৎ বস্তুর উপলব্ধিদোষ জন্মে যেহেতু মন ব্যতিরেকে জ্ঞানের কারণ চক্ষুরাদি সকল ইন্দ্রিয়ের সন্নিধান সকল বস্তুতে আছে যদি কহ জ্ঞানের কারণ থাকিলেও কার্য্য হয় নাই তবে কোন বস্তুর উপলব্ধি না হইবার দোষ জন্মে আর যদি এক ইন্দ্রিয়ের কার্য্যকালে অন্য সকল ইন্দ্রিয়েতে জ্ঞানের প্রতিবন্ধ স্বীকার করহ তবে সর্ব্বপ্রকারে দোষ হয় যেহেতু আত্মা নিত্য চৈতন্যকে জ্ঞানের প্রতিবন্ধক কহিতে পার না সেইরূপ জ্ঞানের কারণ যে ইন্দ্রিয় তাহাকে জ্ঞানের প্রতিবন্ধক কহিতে পারিবে না অতএব জ্ঞানের বাধকের সম্ভব হয় না ॥ ৩৩ ॥ বেদে কহিতেছেন যে আত্মা কোন বস্তুতে আসক্ত হয়েন না অতএব বিধি নিষেধ আত্মাতে হইতে পারে না বুদ্ধির কেবল কর্তৃত্ব হয় তাহার উত্তর এই ॥

কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ ॥ ৩৪ ॥

বস্তুত আত্মা কর্ত্তা না [৭৪] হয়েন কিন্তু উপাধির দ্বারা আত্মা কর্ত্তা হয়েন যেহেতু আত্মাতে কর্তৃত্বের আরোপণ করিলে শাস্ত্রের সার্থক্য হয় ॥ ৩৪ ॥

বিহারোপদেশাৎ ॥ ৩৫ ॥

বেদে কহেন জীব স্বপ্নেতে বিষয়কে ভোগ করেন অতএব জীবের বিহার বেদে দেখিতেছি এই প্রযুক্ত জীব কর্ত্তা হয়েন ॥ ৩৫ ॥

উপাদানাৎ ॥ ৩৬ ॥

বেদে কহেন ইন্দ্রিয়সকলের গ্রহণশক্তিকে স্বপ্নেতে জীব লইয়া মনের সহিত হৃদয়েতে থাকেন অতএব জীবের গ্রহণকর্তৃত্ব শ্রবণ হইতেছে এই প্রযুক্ত জীব কর্ত্তা ॥ ৩৬ ॥

ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াং ন চেন্নির্দ্দেশবিপর্য্যয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

বেদে কহেন জীব যজ্ঞ করেন অতএব যজ্ঞাদি ক্রিয়াতে আত্মার কর্তৃত্বের কথন আছে অতএব আত্মা কর্ত্তা যদি আত্মাকে কর্ত্তা না কহিয়া জ্ঞানকে কর্ত্তা কহ তবে যেখানে বেদে জ্ঞানের দ্বারা জীব যজ্ঞাদি কর্ম্ম করেন এমত কথন আছে সেখানে জ্ঞানকে করণ না কহিয়া কর্ত্তা করিয়া বেদে কহিতেন ॥ ৩৭ ॥ আত্মা

যদি স্বতন্ত্র কর্ত্তা হয়েন তবে অনিষ্ট কর্ম্ম কেন করেন ইহার উত্তর পরসূত্রে করিতেছেন ॥

উপলব্ধিবদনিয়মঃ ॥ ৩৮ ॥

যেমন অনিষ্ট কর্ম্মের কখন২ ইষ্টরূপে উপলব্ধি হয় সেইরূপ অনিষ্ট কর্ম্মকে ইষ্ট কর্ম্ম ভ্রমে জীব করেন ইষ্ট কর্ম্মের ইষ্টরূপে সর্ব্বদা উপলব্ধি হইবার নিয়ম নাই ॥ ৩৮ ॥ [৭৫]

শক্তিবিপর্য্যয়াৎ ॥ ৩৯ ॥

বুদ্ধিকে আত্মা কহিতে পারিবে না যেহেতু বুদ্ধি জ্ঞানের কারণ হয় অর্থাৎ বুদ্ধির দ্বারা বস্তুসকলের জ্ঞান জন্মে বুদ্ধিকে জ্ঞানের কর্ত্তা কহিলে তাহার করণ অপেক্ষা করে এই হেতু বুদ্ধি জীবের করণ হয় জীব নহে ॥ ৩৯ ॥

সমাধ্যভাবাচ্চ ॥ ৪০ ॥

সমাধিকালে বুদ্ধি থাকে নাই আর যদি আত্মাকে কর্ত্তা করিয়া স্বীকার না করহ তবে সমাধির লোপাপত্তি হয় এই হেতু আত্মাকে কর্ত্তা স্বীকার করিতে হইবেক। চিত্তের বৃত্তিনিরোধকে সমাধি কহি ॥ ৪০ ॥

যথা চ তক্ষোভয়থা ॥ ৪১ ॥

যেমন তক্ষা অর্থাৎ ছুতার বাইসাদিবিশিষ্ট হইলেই কর্ম্মকর্ত্তা হয় আর বাইসাদি ব্যতিরেকে তাহার কর্ম্মকর্তৃত্ব থাকে না সেইরূপ বুদ্ধ্যাদি উপাধিবিশিষ্ট হইলে জীবের কর্তৃত্ব হয় উপাধি ব্যতিরেকে কর্তৃত্ব থাকে নাই সে অকর্তৃত্ব সুষুপ্তিকালে জীবের হয় ॥ ৪১ ॥ সেই জীবের কর্তৃত্ব ঈশ্বরাধীন না হয় এমত নহে ॥

পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ ॥ ৪২ ॥

জীবের কর্তৃত্ব ঈশ্বরাধীন হয় যেহেতু এমত শ্রুতিতে কহিতেছেন যে ঈশ্বর যাহাকে উর্দ্ধ লইতে ইচ্ছা করেন তাহাকে উত্তম কর্ম্ম করান ও যাহাকে অধো লইতে ইচ্ছা করেন তাহাকে অধম কর্ম্ম করান ॥ ৪২ ॥ ঈশ্বর যদি কাহাকেও উত্তম কর্ম্ম করান কাহাকেও অধম কর্ম্ম করান তবে [৭৬] ঈশ্বরের বৈষম্য দোষ হয় এমত নহে।

কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিতপ্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ ॥ ৪৩ ॥

ঈশ্বর জীবের কর্ম্মানুসারে জীবকে উত্তম অধম কর্ম্মেতে প্রবর্ত্ত করান এই হেতু যে বেদেতে বিধি নিষেধ করিয়াছেন তাহার সাফল্য হয় যদি বল তবে ঈশ্বর কর্ম্মের সাপেক্ষ হইলেন এমত কহিতে পারিবে না যেহেতু যেমন ভোজবিদ্যার

দ্বারা লোকদৃষ্টিতে মারণ বন্ধনাদি ক্রিয়া দেখা যায় বস্তুত যে ভোজবিদ্যা জানে তাহার দৃষ্টিতে মারণ বন্ধন কিছুই নাই সেইরূপ জীবের সুখ দুষ্খ লৌকিকাভিপ্রায়ে হয় বস্তুত নহে ॥ ৪৩ ॥ লৌকিকাভিপ্রায়েতেও জীব ঈশ্বরের অংশ নয় এমত নহে।

অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাসকিতবাদিত্বমধীয়ত একে ॥ ৪৪ ॥

জীব ব্রহ্মের অংশের ন্যায় হয়েন যেহেতু বেদে নানা স্থানে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ করিয়া কহিতেছেন কিন্তু জীব বস্তুত ব্রহ্মের অংশ না হয়েন যেহেতু তত্ত্বমসীত্যাদি শ্রুতিতে অভেদ করিয়া কহিতেছেন আর আথর্ব্বণিকেরা ব্রহ্মকে সর্ব্বময় জানিয়া দাস ও শঠকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন ॥ ৪৪ ॥

মন্ত্রবর্ণাচ্চ ॥ ৪৫ ॥

বেদোক্ত মন্ত্রের দ্বারাতেও জীবকে অংশের ন্যায় জ্ঞান হয় ॥ ৪৫ ॥

অপি চ স্মর্য্যতে ॥ ৪৬ ॥

গীতাদি স্মৃতিতেও জীবকে অংশ করিয়া কহিয়াছেন [৭৭] ॥ ৪৬ ॥ যদি কহ জীবের দুষ্খেতে ঈশ্বরের দুষ্খ হয় এমত নহে ॥

প্রকাশাদিবন্নৈবম্পরঃ ॥ ৪৭ ॥

জীবের দুষ্খেতে ঈশ্বরের দুষ্খ হয় নাই যেমন কাষ্ঠের দীর্ঘতা লইয়া অগ্নির অনুভব হয় কিন্তু বস্তুতো অগ্নি দীর্ঘ নহে ॥ ৪৭ ॥

স্মরন্তি চ ॥ ৪৮ ॥

গীতাদি স্মৃতিতেও এইরূপ কহিতেছেন যে জীবের সুখ দুষ্খে ঈশ্বরের দুষ্খ সুখ হয় না ॥ ৪৮ ॥

অনুজ্ঞাপরিহারৌ দেহসম্বন্ধাৎ জ্যোতিরাদিবৎ ॥ ৪৯ ॥

জীবেতে যে বিধিনিষেধ সম্বন্ধ হয় সে শরীরের সম্বন্ধ লইয়া জানিবে যেমন এক অগ্নি যজ্ঞের ঘটিৎ হইলে গ্রাহ্য হয় শ্মশানের ঘটিৎ হইলে ত্যাজ্য হয় ॥ ৪৯ ॥

অসন্ততেশ্চাব্যতিকরঃ ॥ ৫০ ॥

জীব যখন উপাধিবিশিষ্ট হইয়া এক দেহেতে পরিছিন্ন হয় অন্য দেহের সুখ দুষ্খাদি সম্বন্ধ তখন সে জীবের থাকে নাই ॥ ৫০ ॥

আভাস এব চ ॥ ৫১ ॥

যেমন সূর্য্যের এক প্রতিবিম্বের কম্পনেতে অন্য প্রতিবিম্বের কম্পন হয় না সেইরূপ জীবসকল ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব এই হেতু এক জীবের সুখ দুষ্খ অন্য জীবের উপলব্ধি হয় না ॥ ৫১ ॥ সাংখ্যেরা কহেন সকল জীবের ভোগাদি

প্রধানের সম্বন্ধে হয় নৈয়ায়িকেরা কহেন জীবের এবং ঈশ্বরের সর্ব্বত্র সম্বন্ধ হয় অতএব এই দুই [৭৮] মতে দোষ স্পর্শে যেহেতু এমন হইলে এক জীবের ধর্ম্ম অন্য জীবে উপলব্ধি হইতো এই দোষের সমাধা সাংখ্যেরা ও নৈয়ায়িকেরা এইরূপে করেন যে পৃথক্২ অদৃষ্টের দ্বারা পৃথক্২ ফল হয় এমত সমাধান কহিতে পারিবেন নাই ॥

অদৃষ্টানিয়মাৎ ॥ ৫২ ॥

সাংখ্যেরা কহেন অদৃষ্ট প্রধানেতে থাকে নৈয়ায়িকেরা কহেন অদৃষ্ট জীবে থাকে এইরূপ হইলে প্রধানের ও জীবের সর্ব্বত্র সম্বন্ধের দ্বারা অদৃষ্টের অনিয়ম হয় অতএব এই দুই মতে দোষ তদবস্থ রহিল ॥ ৫২ ॥ যদি কহ আমি করিতেছি এইরূপ পৃথক্২ জীবের সঙ্কল্প পৃথক্২ অদৃষ্টের নিয়ামক হয় তাহার উত্তর এই ॥

অভিসন্ধ্যাদিষ্বপি চৈবং ॥ ৫৩ ॥

অভিসন্ধি অর্থাৎ সঙ্কল্প মনোজন্য হয় সে সঙ্কল্প জীবেতে আছে অতএব সেই জীবের সর্ব্বত্র সম্বন্ধপ্রযুক্ত অদৃষ্টের ন্যায় সঙ্কল্পের অনিয়ম হয় ॥ ৫৩ ॥

প্রদেশাদিতি চেন্নান্তর্ভাবাৎ ॥ ৫৪ ॥

প্রতি শরীরে সঙ্কল্পের পার্থক্য কহিতে পারিবে না যেহেতু যাবৎ শরীরে জীবের এবং প্রধানের আবির্ভাব স্বীকার ঐ দুই মতে করেন ॥ ৫৪ ॥ ০ ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥ ০ ॥—

ওঁ তৎ সৎ ॥ বেদে কহেন সৃষ্টির প্রথমেতে ব্রহ্ম ছিলেন আর ইন্দ্রিয়গণ ছিলো অতএব এই শ্রুতির দ্বারা [৭৯] বুঝায় যে ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি নাই এমত নহে ॥

তথা প্রাণাঃ ॥ ১ ॥

যেমন আকাশাদির উৎপত্তি সেইরূপ প্রাণের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয় এমত অনেক শ্রুতিতে আছে ॥ ১ ॥

গৌণ্যসম্ভবাৎ ॥ ২ ॥

যদি কহ যে শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি কহিয়াছেন সে গৌণার্থ হয় মুখ্যার্থ নহে এমত কহিতে পারিবে নাই যেহেতু শ্রুতিতে ব্রহ্ম ব্যতিরেকে সকলকে বিশেষরূপে অনিত্য কহিয়াছেন দ্বিতীয়ত এক শ্রুতিতে আকাশাদের উৎপত্তি মুখ্যার্থ হয় ইন্দ্রিয়াদের উৎপত্তি গৌণার্থ এমত অঙ্গীকার করা অত্যন্ত অসম্ভব হয় ॥ ২ ॥

তৎপূর্ব্বকত্বাদ্বাচঃ ॥ ৩ ॥

বাক্য মন ইন্দ্রিয় এ সকল উৎপন্ন হয় যেহেতু বাক্যের কারণ তেজ মনের কারণ পৃথিবী ইন্দ্রিয়ের কারণ জল অতএব কারণ আপন কার্য্যের পূর্ব্বে অবশ্য থাকিবেক তবে বেদে কহিয়াছেন যে সৃষ্টির পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়েরা ছিলেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে অব্যক্তরূপে ব্রহ্মেতে ছিলেন ॥ ৩ ॥ কোন শ্রুতিতে কহিয়াছেন পশুরূপ পুরুষকে আট ইন্দ্রিয়েরা বন্ধ করে আর কোন শ্রুতিতে কহিয়াছেন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রধান সাত অপ্রধান দুই এই নয় ইন্দ্রিয় হয় এই দুই শ্রুতির বিরোধেতে কেহ এইরূপে সমাধান করেন।

সপ্ত গতের্ব্বিশেষিতত্বাচ্চ ॥ ৪ ॥

ইন্দ্রিয় সাত হয়েন বেদে [৮০] এমত উপগতি অর্থাৎ উপলব্ধি আছে যেহেতু ইন্দ্রিয় সাত করিয়া বিশেষ বেদে কহিতেছেন তবে দুই ইন্দ্রিয়ের অধিক বর্ণন আছে তাহা ঐ সাতের অন্তর্গত জানিবে এই মতে মন এক। কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচেতে এক। জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ এই সাত হয় ॥ ৪ ॥ এখন সিদ্ধান্তী এই মতে দোষ দিয়া স্বমত কহিতেছেন ॥

হস্তাদয়স্তু স্থিতেঽতো নৈবং ॥ ৫ ॥

বেদেতে হস্তপাদাদিকেও ইন্দ্রিয় করিয়া কহিয়াছেন অতএব সাত ইন্দ্রিয় কহিতে পারিবে না কিন্তু ইন্দ্রিয় একাদশ হয় পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় আর মন তবে সপ্ত ইন্দ্রিয় যে বেদে কহিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য মস্তকের সপ্ত ছিদ্র হয় আর অপ্রধান দুই ইন্দ্রিয় কহিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য অধোদেশের দুই ছিদ্র হয় ॥ ৫ ॥ অপরিমিত অহঙ্কারের কার্য্য ইন্দ্রিয়সকল হয় অতএব ইন্দ্রিয়সকল অপরিমিত হয় এমত নহে ॥

অণবশ্চ ॥ ৬ ॥

ইন্দ্রিয়সকল সূক্ষ্ম অর্থাৎ পরিমিত হয়েন যেহেতু ইন্দ্রিয়বৃত্তি দূর পর্য্যন্ত যায় না এবং বেদেতে ইন্দ্রিয়সকলের উৎক্রমণের শ্রবণ আছে ॥ ৬ ॥ বেদে কহেন মহাপ্রলয়েতে কেবল ব্রহ্ম ছিলেন আর ঐ শ্রুতিতে আনীত এই শব্দ আছে তাহাতে বুঝা যায় প্রাণ ছিলো। এমত নহে।

শ্রেষ্ঠশ্চ ॥ ৭ ॥

শ্রেষ্ঠ যে প্রাণ তিনিও ব্রহ্ম হইতে হইয়াছেন যে[৮১]হেতু বেদে কহিয়াছেন প্রাণ আর সকল ইন্দ্রিয় ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন তবে আনীত শব্দের অর্থ

এই। মহাপ্রলয়ে ব্রহ্ম উৎপন্ন হয়েন নাই কিন্তু বিদ্যমান ছিলেন ॥ ৭ ॥ প্রাণ সাক্ষাৎ বায়ু হয় কিম্বা বায়ুজন্য ইন্দ্রিয়ক্রিয়া হয় এই সন্দেহেতে কহিতেছেন ॥

ন বায়ুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ ॥ ৮ ॥

প্রাণ সাক্ষাৎ বায়ু নহে এবং বায়ুজন্য ইন্দ্রিয়ক্রিয়া নহে যেহেতু প্রাণকে বায়ু হইতে বেদে পৃথক্ করিয়া কহিয়াছেন তবে পূর্ব্বশ্রুতিতে যে কহিয়াছেন যে বায়ু সেই প্রাণ হয় সে কার্য্যকারণের অভেদরূপে কহিয়াছেন ॥ ৮ ॥ যদি কহ জীব আর প্রাণের ভেদ আছে অতএব দেহ উভয়ের ব্যাপ্য হইয়া ব্যাকুল হইবেক এমত নহে ॥

চক্ষুরাদিবত্তু তৎসহশিষ্ট্যাদিভ্যঃ ॥ ৯ ॥

চক্ষুকর্ণাদের ন্যায় প্রাণো জীবের অধীন হয় যেহেতু চক্ষুরাদির উপর প্রাণের অধিকার জীবের সহকারে আছে পৃথক্ অধিকার নাই তাহার কারণ এই যে চক্ষুরাদি ন্যায় প্রাণো ভৌতিক এবং অচেতন হয় ॥ ৯ ॥ চক্ষুরাদির সহিত প্রাণের তুল্যতা কহা উচিত নহে যেহেতু চক্ষুরাদির রূপাদি বিষয় আছে প্রাণের বিষয় নাই তাহার উত্তর এই ॥

অকরণত্বাচ্চ ন দোষস্তথা হি দর্শয়তি ॥ ১০ ॥

যদি কহ প্রাণ ইন্দ্রিয়ের ন্যায় জীবের করণ না হয় ইহা কহিলে দোষ [৮২] হয় না যেহেতু প্রাণ জীবের করণ না হইয়াও দেহধারণরূপ বিষয় করিতেছে বেদেতেও এইরূপ দেখিতেছি ॥ ১০ ॥

পঞ্চবৃত্তির্ম্মনোবৎ ব্যপদিশ্যতে ॥ ১১ ॥

প্রাণের পাঁচ বৃত্তি নিঃশ্বাস এক প্রশ্বাস দুই দেহক্রিয়া তিন উৎক্রমণ চারি সর্ব্বাঙ্গে রসের চালন পাচ। মনের যেমন অনেক বৃত্তি সেইরূপ প্রাণেরো এই পাঁচ বৃত্তি বেদে কহিয়াছেন অতএব প্রাণ ইন্দ্রিয়ের ন্যায় বিষয়যুক্ত হইল ॥ ১১ ॥ বেদে কহিয়াছেন জীব তিন লোকের সমান হয়েন জীবের সমান প্রাণ হয় ইহাতে বুঝা যায় প্রাণ মহান্ হয় এমত নহে ॥

অণুশ্চ ॥ ১২ ॥

প্রাণ ক্ষুদ্র হয়েন যেহেতু প্রাণের উৎক্রমণ বেদে শ্রবণ আছে তবে পূর্ব্বশ্রুতিতে যে প্রাণকে মহান্ করিয়া কহিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য সামান্য বায়ু হয় ॥ ১২ ॥ বেদে কহিতেছেন জীব চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা রূপাদিকে দর্শনাদি করেন অতএব চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় আপন আপন অধিষ্ঠাতৃদেবতাকে অপেক্ষা না করিয়া আপন২ বিষয়েতে প্রবৃত্ত হয় এমত নহে ॥

জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানন্তু তদামননাৎ ॥ ১৩ ॥

জ্যোতিরাদি অর্থাৎ অগ্ন্যাদির অধিষ্ঠানের দ্বারা চক্ষুরাদি সকল ইন্দ্রিয়েরা আপন২ বিষয়েতে প্রবৃত্ত হয়েন যেহেতু সূর্য্য চক্ষু হইয়া চক্ষুতে প্রবেশ করিয়াছেন এমত বেদেতে কথন আছে যদি [৮৩] বল যিনি যাহার অধিষ্ঠাতা হয়েন তিনি তাহার ফল ভোগ করেন তবে অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ইন্দ্রিয়জন্য ফল ভোগের আপত্তি হয় ইহার উত্তর এই রথের অধিষ্ঠাতা সারথি সে তাহার ফল ভোগ করে না ॥ ১৩ ॥

প্রাণবতা শব্দাৎ ॥ ১৪ ॥

প্রাণবিশিষ্ট যে জীব তিনি ইন্দ্রিয়ের ফল ভোগ করেন যেহেতু শব্দ ব্রহ্মে কহিতেছেন যে চক্ষু ব্যাপ্ত হইয়া জীব চক্ষুতে অবস্থিতি করিসে তাহাকে দেখাইবার জন্যে সূর্য্য চক্ষুতে গমন করেন ॥ ১৪ ॥

তস্য চ নিত্যত্বাৎ ॥ ১৫ ॥

ভোগাদি বিষয়ে জীবের নিত্যতা আছে অতএব অধিষ্ঠাতৃদেবতা ফলভোক্তা নহেন ॥ ১৫ ॥ বেদেতে আছে যে ইন্দ্রিয়েরা কহিতেছেন যে আমরা প্রাণের স্বরূপ হইয়া থাকি অতএব সকল ইন্দ্রিয়ের ঐক্যতা মুখ্য প্রাণের সহিত আছে এমত নহে ॥

ত ইন্দ্রিয়াণি তদ্ব্যপদেশাদন্যত্র শ্রেষ্ঠাৎ ॥ ১৬ ॥

শ্রেষ্ঠ প্রাণ হইতে ইন্দ্রিয়সকল ভিন্ন হয় যেহেতু বেদেতে ভেদকথন আছে তবে যে পূর্ব্বশ্রুতিতে ইন্দ্রিয়কে প্রাণের স্বরূপ করিয়া কহিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে ইন্দ্রিয়সকল প্রাণের অধীন হয় ॥ ১৬ ॥

ভেদশ্রুতেঃ ॥ ১৭ ॥

বেদেতে কহিয়াছেন যে সকল ইন্দ্রিয়েরা মুখস্থ প্রাণকে আপনার২ অভিপ্রায় কহিয়াছেন অতএব ইন্দ্রিয় আর প্রাণের ভেদ দেখিতেছি ॥ ১৭ ॥

বৈলক্ষণ্যাচ্চ ॥ ১৮ ॥

সুষুপ্তিকালে ইন্দ্রি[৮৪]য়ের সত্তা থাকে না প্রাণের সত্তা থাকে এই বৈলক্ষণ্যের দ্বারা ইন্দ্রিয় আর প্রাণের ভেদ আছে ॥ ১৮ ॥ বেদে কহিতেছেন যে ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেন যে জীবের সহিত পৃথিবী এবং জল আর তেজেতে প্রবিষ্ট হইয়া এই পৃথিব্যাদি তিনকে নাম রূপের দ্বারা বিকারবিশিষ্ট করি পশ্চাৎ ঐ তিনকে একত্র করিয়া পৃথক্ করি অতএব এখানে জীব শব্দ ব্রহ্ম শব্দের সহিত আছে এই নিমিত্ত নাম রূপের কর্ত্তা জীব হয় এমত নহে ॥

সংজ্ঞামূর্ত্তিক্৯প্তিস্তু ত্রিবৃৎকুর্ব্বত উপদেশাৎ ॥ ১৯ ॥

পৃথিব্যাদি তিনকে একত্র করেন পৃথিব্যাদি তিনকে পৃথক্ করেন এমন যে ঈশ্বর তিনি নাম রূপের কর্ত্তা যেহেতু বেদে নাম রূপের কর্ত্তা ঈশ্বরকে কহিয়াছেন ॥ ১৯ ॥ যদি কহ পৃথিবী জল তেজ এই তিন একত্র হইলে তিনের কার্য্যের ঐক্য হয় এমত কহিতে পারিবে না।

মাংসাদি ভৌমং যথাশব্দমিতরয়োশ্চ ॥ ২০ ॥

মাংস পুরীষ মন এই তিন ভূমের কার্য্য আর এই দুইয়ের অর্থাৎ জল আর তেজের তিন২ করিয়া ছয় কার্য্য হয় জলের কার্য্য মূত্র রুধির প্রাণ। তেজের কার্য্য অস্থি মজ্জা বাক্য এইরূপ বিভাগ বেদের অসম্মত নহে ত্রিবৃৎ অর্থাৎ পৃথিব্যাদি তিনকে পঞ্চীকরণের দ্বারা একত্রকরণ হয়। পঞ্চীকরণ একের অর্দ্ধেক আর ভিন্ন দুইয়ের এক২ পাদ মিশ্রিতকরণকে কহি ॥ ২০ ॥ [৮৫] যদি কহ পৃথিব্যাদি তিন একত্র হইলে তবে তিনের পৃথক্ পৃথক্ ব্যবহার কি প্রকারে হয় তাহার উত্তর এই ॥

বৈশেষ্যাত্তু তদ্বাদস্তদ্বাদঃ ॥ ২১ ॥

ভাগাধিক্যের নিমিত্তে পৃথিব্যাদের পৃথক্২ ব্যবহার হইতেছে সূত্রেতে, তু শব্দ সিদ্ধান্তবোধক হয় আর তদ্বাদস্তদ্বাদঃ পুনরুক্তি অধ্যায়ের সমাপ্তি-সূচক হয় ॥ ২১ ॥

ইতি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ০ ॥—

ওঁ তৎ সৎ ॥ যদি এতৎশরীরারম্ভক পঞ্চ ভূতের সহিত জীব মিলিত না হইয়া অন্য দেহেতে গমন করেন এমত কহিতে পারিবে না ॥

তদনন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষ্বক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাং ॥ ১ ॥

অন্য দেহপ্রাপ্তিসময়ে এই শরীরের আরম্ভক যে পঞ্চ ভূত তাহার সহিত মিলিত হইয়া জীব অন্য দেহেতে গমন করেন প্রবহণরাজের প্রশ্নে শ্বেতকেতুর উত্তরেতে ইহা প্রতিপাদ্য হইতেছে যে জল হইতে স্ত্রী পুরুষ উৎপন্ন হয় ॥ ১ ॥ যদি কহ এই শ্রুতিতে কেবল জলের সহিত জীবের মিলন প্রতিপন্ন হয় অন্য চারি ভূতের সহিত জীবের মিলন প্রতিপন্ন হয় না ॥

ত্র্যাত্মকত্বাত্তু ভূয়স্ত্বাৎ ॥ ২ ॥

পূর্ব্বশ্রুতিতে পৃথিবী অপ্ তেজ এই তিনের একত্রীকরণ শ্রবণের দ্বারা জলের সহিত জীবের মিলন হওয়াতে পৃথিবী আর তেজের সহিত মিলন [৮৬] হওয়া সিদ্ধ

হয় আপ এই বহুবচন বেদে দেখিতেছি ইহাতেও বোধ হয় যে কেবল জলের সহিত মিলন নহে কিন্তু জল পৃথিবী তেজ এই তিনের সহিত জীবের মিলন হয় আর শরীর বাতপিত্তময় এবং গন্ধস্বেদপাক প্রাণ অবকাশময় হয় ইহাতে বুঝায় যে কেবল জলের সহিত দেহের মিলন নহে কিন্তু পৃথিব্যাদি পাঁচের সহিত মিলন হয়॥ ২॥

প্রাণগতেশ্চ॥ ৩॥

বেদেতে কহিতেছেন যে জীব গমন করিলে প্রাণো গমন করে প্রাণ যাইলে সকল ইন্দ্রিয় যায় এই প্রাণাদের সহিত গমনের দ্বারা বোধ হয় যে কেবল জলের সহিত জীবের মিলন নহে কিন্তু সেই পাঁচের সঙ্গে মিলন হয়॥ ৩॥

অগ্ন্যাদিষু গতিশ্রুতেরিতি চেন্ন ভাক্তত্বাৎ॥ ৪॥

যদি কহ অগ্নিতে বাক্য বায়ুতে প্রাণ আর সুর্য্যেতে চক্ষু যান এই শ্রুতির দ্বারা এই বোধ হয় যে মৃত ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সকল অগ্ন্যাদিতে যায় জীবের সহিত যায় না এমত নহে। এই শ্রুতির উত্তরশ্রুতিতে লিখিয়াছেন যে লোমসকল ঔষধিতে লীন হয় কেশসকল বনস্পতিতে লীন হয় অতএব এই দুই স্থলে যেমন ভাক্ত নয় তাৎপর্য্য হইয়াছে সেইরূপ অগ্ন্যাদিতেও লয় হয়া ভাক্ত স্বীকার করিতে হইবেক॥ ৪॥

প্রথমেঽশ্রবণাদিতি চেন্ন তা এব হ্যুপপত্তেঃ॥ ৫॥

বেদে কহিয়াছেন যে ইন্দ্রিয় [৮৭] সকল প্রথম স্বর্গস্থ অগ্নিতে শ্রদ্ধাহোম করিয়াছেন অতএব পঞ্চমী আহুতিতে জলকে পুরুষরূপে হোম করা সিদ্ধ হইতে পারে নাই এমত নহে যেহেতু এখানে শ্রদ্ধা শব্দে লক্ষণার দ্বারা দধ্যাদিস্বরূপ জল তাৎপর্য্য হয় যেহেতু শ্রদ্ধার হোম সম্ভব না হয়॥ ৫॥

অশ্রুতত্বাদিতি চেন্ন ইষ্টাদিকারিণাম্প্রতীতেঃ॥ ৬॥

যদি বল জল যদ্যপিও পুরুষবাচক তথাপি জলের সহিত জীবের গমন যুক্ত হয় না যেহেতু আহুতি শ্রুতিতে জলের সহিত গমন শ্রুত হইতেছে নাই এমত কহিতে পারিবে না যেহেতু বেদে কহিতেছেন আহুতির রাজা সোম আর যে জীব যজ্ঞ করে সে ধূম হইয়া গমন করে অতএব জীবের পঞ্চ ভূতের সহিত মিশ্রিত হইয়া গমন দেখিতেছি॥ ৬॥ যদি কহ বেদে কহিতেছেন জীবসকল চন্দ্রকে পাইয়া অন্ন হয়েন সেই অন্ন দেবতারা ভক্ষণ করেন অতএব জীবসকল দেবতার ভক্ষ্য হয়েন ভোগ করিতে স্বর্গ যান এমত প্রসিদ্ধ হয় না এমত নহে॥

ভাক্তং বাহনাত্মবিত্ত্বাত্তথাহি দর্শয়তি ॥ ৭ ॥

শ্রুতিতে যে জীবকে দেবতার ভক্ষ্য করিয়া কহিয়াছেন সে কেবল ভাক্ত যেহেতু আত্মজ্ঞানরহিত যে জীব তাহারা অন্নের ন্যায় তুষ্টিজনকের দ্বারা দেবতার ভোগসামগ্রী হয়েন যেহেতু শ্রুতিতে কহিয়াছেন [৮৮] যাহারা দেবতার উপাসনা করেন তাহারা দেবতার পশু হয়েন। স্বর্গে গিয়া দেবতার ভক্ষ্য হইয়া জীবের ধ্বংস হয় এমত স্বীকার করিলে যে শ্রুতিতে কহিয়াছেন যে স্বর্গের নিমিত্ত অশ্বমেধ করিবেক সেই শ্রুতি বিফল হয় ॥ ৭ ॥ বেদে কহিতেছেন যে জীব যাবৎ কর্ম্ম তাবৎ স্বর্গে থাকেন কর্ম্মক্ষয় হইলে তাহার পতন হয় অতএব কর্ম্মশূন্য হইয়া জীব পৃথিবীতে পতিত হয়েন এমত নহে ॥

কৃতাত্যয়েঽনুশয়বান্ দৃষ্টস্মৃতিভ্যাং যথেতমনেবঞ্চ ॥ ৮ ॥

কর্ম্মবান্ ক্ষয় হইলে কর্ম্মের যে সূক্ষ্ম ভাগ থাকে জীব তদ্বিশিষ্ট হইয়া যে পথে যায় তদ্বিপরীত পথে আসিয়া ইহলোকে উপস্থিত হয় অর্থাৎ ধূম আর আকাশাদির দ্বারা যায় রাত্রি আর মেঘাদির দ্বারা আইসে যেহেতু বেদে কহিয়াছেন যিনি উত্তম কর্ম্মবিশিষ্ট তিনি ইহলোকে উত্তম যোনি প্রাপ্ত হয়েন যিনি নিন্দিত কর্ম্ম করেন তিনি নিন্দিত যোনি প্রাপ্ত হয়েন এবং স্মৃতিতেও কহিতেছেন যে যাবৎ মোক্ষ না হয় তাবৎ কর্ম্মক্ষয় হয় নাই ॥ ৮ ॥

চরণাদিতি চেন্নোপলক্ষণার্থেতি কার্ষ্ণাজিনিঃ ॥ ৯ ॥

যদি কহ চরণ অর্থাৎ আচারের দ্বারা উত্তম অধম যোনি প্রাপ্ত হয় কর্ম্মের সূক্ষ্মাংশবিশিষ্ট হইয়া হয় না এমত কহিতে পারিবে না যেহেতু কার্ষ্ণাজিনি মুনি চরণ শব্দকে কর্ম্ম করিয়া কহিয়া[৮৯]ছেন ॥ ৯ ॥

আনর্থক্যমিতি চেন্ন তদপেক্ষত্বাৎ ॥ ১০ ॥

যদি কহ কর্ম্ম উত্তম অধম যোনিকে প্রাপ্তি করায় তবে আচার বিফল হয় এমত নহে যেহেতু আচার ব্যতিরেকে কর্ম্ম হয় না ॥ ১০ ॥

সুকৃতদুস্কৃতে এবেতি তু বাদরিঃ ॥ ১১ ॥

সুকৃত দুষ্কৃত কর্ম্মকে আচার করিয়া বাদরিও কহিয়াছেন ॥ ১১ ॥ পরসূত্রে সন্দেহ করিতেছেন।

অনিষ্টাদিকারিণামপি চ শ্রুতং ॥ ১২ ॥

বেদে কহিয়াছেন যে লোক এখান হইতে যায় সে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয় অতএব পাপকর্ম্মকারীও পুণ্যকারীর ন্যায় চন্দ্রলোকে গমন করে ॥ ১২ ॥ পরসূত্রে ইহার সিদ্ধান্ত করিতেছেন।

সংযমনে ত্বনুভূয়েতরেষামারোহাবরোহৌ তদগতিদর্শনাৎ ॥ ১৩ ॥

সংযমনে অর্থাৎ যমলোকে পাপী জন দুঃখকে অনুভব করিয়া বারং গমনাগমন করে বেদেতে নচিকেতসের প্রতি যমের উক্তি এই প্রকার দেখিতেছি ॥ ১৩ ॥

স্মরন্তি চ ॥ ১৪ ॥

স্মৃতিতেও পাপীর নরকগমন কহিয়াছেন ॥ ১৪ ॥

অপি চ সপ্ত ॥ ১৫ ॥

পাপীদিগের নিমিত্তে পুরাণেতে সকল নরককে সপ্তবিধ করিয়া বর্ণন করিয়াছেন তবে চন্দ্রলোকপ্রাপ্তি পুণ্যবান্‌দিগ্‌গের হয় এই বেদের তাৎপর্য্য হয় ॥ ১৫ ॥

তত্রাপি চ তদ্ব্যাপারাদবিরোধঃ ॥ ১৬ ॥

শাস্ত্রেতে যমকে শাস্তা কহেন কোন স্থানে যমদূতকে শাস্তা দেখিতেছি কিন্তু সে [৯০] যমের আজ্ঞার দ্বারা শাসন করে অতএব বিরোধ নাই ॥ ১৬ ॥

বিদ্যাকর্ম্মণোরিতি তু প্রকৃতত্বাৎ ॥ ১৭ ॥

জন্ম আর মৃত্যুর স্থানকে বেদে তৃতীয় স্থান করিয়া কহিয়াছেন সেই তৃতীয় স্থান পাপীর হয় যেহেতু দেবস্থান বিদ্যাবিশিষ্ট লোকের পিতৃস্থান কর্ম্মবিশিষ্ট লোকের বেদে পূর্ব্বেই কহিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

ন তৃতীয়ে তথোপলব্ধেঃ ॥ ১৮ ॥

তৃতীয়ে অর্থাৎ নরকমার্গে যাহারা যায় তাহাদিগ্‌গের পঞ্চাহুতি হয় নাই যেহেতু আহুতি বিনা তাহাদিগ্‌গের পুনঃ২ জন্ম বেদে উপলব্ধি হইতেছে ॥ ১৮ ॥

স্মর্য্যতেপি চ লোকে ॥ ১৯ ॥

পুণ্যবিশিষ্ট হইবার প্রতি পঞ্চাহুতির নিয়ম নাই যেহেতু লোকে অর্থাৎ ভারতে স্ত্রীপুরুষের পঞ্চাহুতি ব্যতিরেকে দ্রৌপদী প্রভৃতির জন্ম ঋষিরা কহিতেছেন ॥ ১৯ ॥

দর্শনাচ্চ ॥ ২০ ॥

মশকাদির স্ত্রীপুরুষ ব্যতিরেকে জন্ম দেখিতেছি এই হেতু পুণ্যবান্ পঞ্চাহুতি করিবেক পঞ্চাহুতি না করিলে পুণ্যবান্ হয় নাই এমত নহে ॥ ২০ ॥ বেদে কহিয়াছেন অণ্ড হইতে এবং বীজ হইতে আর ভেদ করিয়া এই তিন প্রকারে জীবের জন্ম হয় অণ্ড হইতে পক্ষ্যাদির বীজ হইতে মনুষ্যাদির তৃতীয় ভেদ করিয়া বৃক্ষাদের জন্ম হয় অতএব স্বেদ হইতে মশকাদির জন্ম হয় এই প্রকার জীব অর্থাৎ মশকাদি এ তিনের মধ্যে পায়া [৯১] যায় নাই তাহার সমাধা এই ॥

তৃতীয়শব্দাবরোধঃ সংশোকজস্য ॥ ২১ ॥

সংশোক অর্থাৎ স্বেদজ যে মশকাদি তাহার সংগ্রহ তৃতীয় শব্দে অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ শব্দের দ্বারা অবরোধ অর্থাৎ সংগ্রহ হয় যেহেতু মশকাদিও ঘর্ম্ম, জলাদি ভেদ করিয়া উৎপন্ন হয় ॥ ২১ ॥ বেদে কহিতেছেন জীবসকল স্বর্গ হইতে আসিবার কালে আকাশ হইয়া বায়ু হইয়া মেঘ হইয়া আইসেন অতএব এই সন্দেহ হয় যে জীব সাক্ষাৎ আকাশাদি হয়েন এমত নহে।

তৎস্বাভাব্যাপত্তিরুপপত্তেঃ ॥ ২২ ॥

আকাশাদের সাম্যতা জীব পান সাক্ষাৎ আকাশ হয়েন না যেহেতু সাক্ষাৎ আকাশ হইলে বায়ু হওয়া অসম্ভব হয় এই হেতু আকাশাদি শব্দ তাহার সাদৃশ্য বুঝায় ॥ ২২ ॥ আকাশাদির সাম্যত্যাগ বহু কাল পরে জীব করেন এমত নহে ॥

নাতিচিরেণ বিশেষাৎ ॥ ২৩ ॥

জীবের আকাশাদি সাম্যের ত্যাগ অল্পকালে হয় যেহেতু বেদে আকাশাদি সাম্য ত্যাগের কাল বিশেষ না কহিয়া জীবের ব্রীহিসাম্যের ত্যাগ অনেক কষ্টে বহু কালে হয় এমত ত্যাগের কাল বিশেষ কহিয়াছেন অতএব জীবের স্থিতি ব্রীহিতে অধিক কাল হয় আকাশাদিতে অল্প কাল হয় ॥ ২৩ ॥ বেদেতে কহিয়াছেন জীবসকল পৃথিবীতে আসিয়া [৯২] ব্রীহি যবাদি হয়েন ইহাতে বোধ হয় যে জীবসকল সাক্ষাৎ ব্রীহিযবাদি হয়েন না এমত নহে।

অন্যাধিষ্ঠিতে পূর্ব্ববদভিলাপাৎ ॥ ২৪ ॥

জীবের ব্রীহিযবাদিতে অধিষ্ঠান মাত্র হয় জীব সাক্ষাৎ ব্রীহিযবাদি হয়েন নাই অতএব ব্রীহিযবাদের যন্ত্রবিশেষে মর্দ্দনের দ্বারা জীবের দুঃখ হয় না পূর্ব্বের ন্যায় জীবের আকাশাদির কথনের দ্বারা যেমন সাদৃশ্য তাৎপর্য্য হইয়াছে সেইরূপ এখানে ব্রীহিকথনের দ্বারা ব্রীহিসম্বন্ধ মাত্র তাৎপর্য্য হয় যেহেতু পূর্ব্বেতে কহিয়াছেন যে উত্তম কর্ম্ম করে সে উত্তম যোনিকে প্রাপ্ত হয় কিন্তু সেইরূপে জীব ব্রীহিধর্ম্মকে পায় না ॥ ২৪ ॥

অশুদ্ধমিতি চেন্ন শব্দাৎ ॥ ২৫ ॥

পশুহিংসনাদির দ্বারা যজ্ঞাদি কর্ম্ম অশুদ্ধ হয় অতএব যজ্ঞাদিকর্ত্তা যে জীব তাহার ব্রীহিযবাদি অবস্থাতে দুঃখ পাওয়া উচিত হয় এমত নহে যেহেতু বেদেতে যজ্ঞাদি কর্ম্মের বিধি আছে ॥ ২৫ ॥

রেতঃসিগ্‌যোগোঽথ ॥ ২৬ ॥

ব্রীহিযবাদি ভাবের পর রেতের সংসর্গ হয় ॥ ২৬ ॥ যদি কহ রেতের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ মাত্র অতএব ভোগাদের নিমিত্তে জীবের মুখ্য জন্ম হয় না এমত নহে ॥

যোনেঃ শরীরং ॥ ২৭ ॥

যোনি হইতে নিষ্পন্ন হয় যে শরীর সেই শরীর ভোগের নিমিত্তে জীব পায় জীবের যে জন্মাদির কথন এই [৯৩] অধ্যায়েতে সে কেবল বৈরাগ্যের নিমিত্তে জানিবে ॥ ২৭ ॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথমঃ পাদঃ ॥০॥—

ওঁ তৎ সৎ ॥ দুই সূত্রে স্বপ্ন বিষয়ে সন্দেহ করিতেছেন।

সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি ॥ ১ ॥

জাগ্রৎ সুষুপ্তির সন্ধি যে স্বপ্নাবস্থা হয় তাহাতে যে সৃষ্টি সেও ঈশ্বরের কর্ম্ম অতএব অন্য সৃষ্টির ন্যায় সেও সত্য হউক যেহেতু বেদে কহিতেছেন রথ রথের সম্বন্ধ এবং পথ এ সকলের স্বপ্নেতে সৃষ্টি হয় ॥ ১ ॥

নির্ম্মাতারং চৈকে পুত্রাদয়শ্চ ॥ ২ ॥

কোনো শাখীরা পাঠ করেন যে স্বপ্নেতে পুত্রাদি সকলের আর অভীষ্ট সামগ্রীর নির্ম্মাণকর্ত্তা পরমাত্মা হয়েন ॥ ২ ॥ পরসূত্রে সিদ্ধান্ত করিতেছেন ॥

মায়ামাত্রন্তু কার্ৎস্ন্যেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ ॥ ৩ ॥

স্বপ্নেতে যে সকল বস্তু হয় সে মায়ামাত্র যেহেতু স্বপ্নেতে যে সকল বস্তু দৃষ্ট হয় তাহার উচিত মতে স্বরূপের প্রকাশ নাই যেমন পার্থিব শরীর মনুষ্যের উড়িতে দেখেন তবে পূর্ব্বশ্রুতিতে যে রথের উৎপত্তি কহিয়াছেন সে সকল কাল্পনিক যেহেতু পরশ্রুতিতে কহিয়াছেন যে স্বপ্নেতে রথ রথের যোগ পথ সকলি মিথ্যা ॥ ৩ ॥ যদি কহ স্বপ্ন মিথ্যা হয় তবে শুভাশুভের সূচক স্বপ্ন কিরূপে হইতে পারে তাহার [৯৪] উত্তর এই ॥

সূচকশ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতে চ তদ্বিদঃ ॥ ৪ ॥

স্বপ্ন যদ্যপিও মিথ্যা তথাপি উত্তম পুরুষেতে কদাচিৎ স্বপ্ন শুভাশুভসূচক হয় যেহেতু শ্রুতিতে কহিয়াছেন এবং স্বপ্নজ্ঞাতারা এই প্রকার কহেন ॥ ৪ ॥ যদি কহ ঈশ্বরের সৃষ্টি সংসার যেমন সত্য হয় সেইরূপ জীবের সৃষ্টি স্বপ্ন সত্য হয় যেহেতু জীবের ঈশ্বরের সহিত ঐক্য আছে। এমত কহিতে পারিবে না ॥

পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতং ততো হ্যস্য বন্ধবিপর্য্যয়ৌ ॥ ৫ ॥

জীব যদ্যপিও ঈশ্বরের অংশ তত্রাপি জীবের বহির্দৃষ্টির দ্বারা ঐশ্বর্য্য আচ্ছন্ন হইয়াছে এই হেতু জীবের বন্ধ আর দুঃখ অনুভব হয় অতএব ঈশ্বরের সকল ধর্ম্ম জীবেতে নাই ॥ ৫ ॥

দেহযোগাদ্বা সোঽপি ॥ ৬ ॥

দেহকে আত্মসাৎ লইবার নিমিত্তে জীবের বহির্দৃষ্টি হইয়া ঐশ্বর্য্য আচ্ছন্ন হয় কিন্তু পুনরায় ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইলে বহির্দৃষ্টি থাকে না ॥ ৬ ॥ বেদে কহিয়াছেন যে জীবসকল নাড়ী ভ্রমণ করিয়া পুরীতন্নাড়ীতে যাইয়া কেবল সেই নাড়ীতে সুষুপ্তি করেন এমত নহে ॥

তদভাবো নাড়ীষু তৎশ্রুতেরাত্মনি চ ॥ ৭ ॥

স্বপ্নের অভাব যে সুষুপ্তি সে কালে জীব পুরীতৎনাড়ীতে এবং পরমাত্মাতে শয়ন করেন সুষুপ্তিসময়ে জীবের শয়নের মুখ্য স্থান ব্রহ্ম হয়েন এমত বেদেতে কহিয়াছেন [৯৫] ॥ ৭ ॥

অতঃ প্রবোধোঽস্মাৎ ॥ ৮ ॥

সুষুপ্তি সময়ে জীবের শয়নের মুখ্য স্থান পরমাত্মা হয়েন এই হেতু পরমাত্মা হইতে জীবের প্রবোধ হয় এমত বেদে কহিয়াছেন ॥ ৮ ॥ যদি সুষুপ্তিকালে জীব ব্রহ্মেতে লয় হয়েন পুনরায় জাগ্রৎসময়ে ব্রহ্ম হইতে উত্থান করেন তবে এই বোধ হয় যে এক জীব ব্রহ্মাতে লয় হয়েন অপর জীব ব্রহ্ম হইতে উত্থান করেন যেমন পুষ্করিণীতে এক কলসী জল নিঃক্ষেপ করিয়া পুনরায় উত্থাপন করাইলে সে জলের উত্থান হয় নাই ইহার উত্তর এই ।

স এব তু কর্ম্মানুস্মৃতিশব্দবিধিভ্যঃ ॥ ৯ ॥

সুষুপ্তি সময়ে যে জীব ব্রহ্মেতে লয় হয়েন জাগ্রৎকালে সেই জীব উত্থান করেন ইহাতে এই পাঁচ প্রমাণ এক কর্ম্মশেষ অর্থাৎ শয়নের পূর্ব্বে কোন কর্ম্মের আরম্ভ করিয়া শয়ন করে উত্থান করিয়াও সেই কর্ম্মের শেষ পূর্ণ করে এমত দেখিতেছি দ্বিতীয় অনু অর্থাৎ নিদ্রার পূর্ব্বে যে আমি ছিলাম সেই আমি নিদ্রার পরে আছি এমত অনুভব। তৃতীয় পূর্ব্বধনাদের স্মরণ চতুর্থ বেদে কহিয়াছেন সেই জীব নিদ্রার পরে সেই শরীরে আইসেন পঞ্চম যদি জীব সেই না হয় তবে প্রতিদিন স্নান করিবেক ইত্যাদি বেদের বিধি সফল হয় না ॥ ৯ ॥ মূর্চ্ছাকালে জ্ঞান থাকে নাই অতএব মূর্চ্ছা জাগ্রৎ এবং স্বপ্নের ভিন্ন আর শরী[৯৬]রেতে

মূর্চ্ছাকালে উষ্ণতা থাকে এই হেতু মৃত্যু হইতেও ভিন্ন হয় অতএব এ তিন হইতে ভিন্ন যে মূর্চ্ছা সে সুষুপ্তির অন্তর্গত হয় এমত নহে ॥

মুগ্ধেঽর্দ্ধসম্পত্তিঃ পরিশেষাৎ ॥ ১০ ॥

মূর্চ্ছা সুষুপ্তির অর্দ্ধাবস্থা হয় যেহেতু সুষুপ্তিতে বিশেষ জ্ঞান থাকে নাই মূর্চ্ছাতেও বিশেষ জ্ঞান থাকে না কিন্তু সুষুপ্তিতে প্রাণের গতি থাকে মূর্চ্ছাতে প্রাণের গতি থাকে না এই ভেদপ্রযুক্ত মূর্চ্ছা সুষুপ্তি হইতেও ভিন্ন হয় ॥ ১০ ॥ বেদে কহিয়াছেন ব্রহ্ম স্থূল হয়েন সূক্ষ্ম হয়েন গন্ধ হয়েন রস হয়েন অতএব ব্রহ্ম দুই প্রকার হয়েন তাহার উত্তর এই।

ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি ॥ ১১ ॥

উপাধি দেহ আর উপাধেয় জীব এই দুইয়ের পর যে পরংব্রহ্ম তিনি দুই দুই নহেন যেহেতু সর্ব্বত্র বেদেতে ব্রহ্মকে নির্বিশেষ এক করিয়া কহিয়াছেন তবে যে পূর্ব্বশ্রুতিতে ব্রহ্মকে সর্ব্বগন্ধ সর্ব্বরস করিয়া কহিয়াছেন সে ব্রহ্ম সর্ব্বস্বরূপ হয়েন এই তাহার তাৎপর্য্য হয় ॥ ১১ ॥

ন ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ ॥ ১২ ॥

বেদে কোন স্থানে ব্রহ্ম চতুষ্পাদ কোন স্থানে ব্রহ্ম ষোড়শকলা কোন স্থানে ব্রহ্ম বিশ্বরূপ হয়েন এমত কহিয়াছেন এই ভেদকথনের দ্বারা ব্রহ্ম নির্বিশেষ না হইয়া নানাপ্রকার হয়েন এমত নহে যেহেতু বেদেতে [৯৭] পৃথিবী এবং দেহাদি সকল উপাধি হইতে অভেদ করিয়া ব্রহ্মকে কহিয়াছেন ॥ ১২ ॥

অপি চৈবমেকে ॥ ১৩ ॥

কোন শাখীরা পূর্ব্বোক্ত উপাধিকে নিরাস করিয়া ব্রহ্মের অভেদকে স্থাপন করিয়াছেন ॥ ১৩ ॥

অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্মের রূপ কোন প্রকারে নাই যেহেতু যাবৎ শ্রুতিতে ব্রহ্মের নির্গুণত্বকে প্রধান করিয়া কহিয়াছেন তবে সগুণ শ্রুতি যে সে কেবল ব্রহ্মের অচিন্ত্য শক্তি বর্ণন মাত্র ॥ ১৪ ॥

প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যাৎ ॥ ১৫ ॥

অগ্নি যেমন বস্তুত বক্র না হইয়াও কাষ্ঠের বক্রতাতে বক্ররূপে প্রকাশ পায়েন সেইরূপ মনের তাৎপর্য্য লইয়া ঈশ্বর নানাপ্রকারে প্রকাশের ন্যায় হয়েন যেহেতু এমত স্বীকার না করিলে সগুণ শ্রুতির বৈয়র্থ্য হয় ॥ ১৫ ॥

আহ হি তন্মাত্রং ॥ ১৬ ॥

বেদে চৈতন্যমাত্র করিয়া ব্রহ্মকে কহিয়াছেন যেমন লবণের রাশি অন্তরে এবং বাহ্যে লবণের স্বাদু থাকে সেইরূপ ব্রহ্ম সর্ব্বথা বিজ্ঞানস্বরূপ হয়েন এইরূপ বেদে কহিয়াছেন ॥ ১৬ ॥

দর্শয়তি চাথো হ্যপি চ স্মর্য্যতে ॥ ১৭ ॥

বেদে ব্রহ্মকে সবিশেষ করিয়া কহিয়া পশ্চাৎ অথ শব্দ অবধি আরম্ভ করিয়াছেন যে যাহা পূর্ব্বে কহিলাম সে বাস্তবিক না হয় অর্থাৎ ব্রহ্ম কোন মতে সবিশেষ হইতে পারেন নাই এবং স্মৃতিতেও কহিয়াছেন [৯৮] যে ব্রহ্ম সৎ কিম্বা অসৎ করিয়া বিশেষ্য হয়েন নাই ॥ ১৭ ॥

অত এবোপমা সূর্য্যকাদিবৎ ॥ ১৮ ॥

ব্রহ্ম নির্বিশেষ হয়েন অতএব যেমন জলেতে সূর্য্য থাকেন সেই জলরূপ উপাধি এক সূর্য্যকে নানা করে সেইরূপ ব্রহ্মকে মায়া নানা করিয়া দেখায় বেদেতেও এইরূপ উপমা দিয়াছেন ॥ ১৮ ॥

অম্বুবদগ্রহণাত্তু ন তথাত্বং ॥ ১৯ ॥

সূর্য্য এবং জল সমূর্ত্তি হয়েন আর ব্রহ্ম অমূর্ত্তি হয়েন অতএব জলাদির ন্যায় ব্রহ্মকে গ্রহণ করা যাইবেক নাই এই নিমিত্ত এই উপমা উপযুক্ত হয় নাই। এই পূর্ব্বপক্ষ ইহার সমাধান পরসূত্রে কহিতেছেন ॥ ১৯ ॥

বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয়সামঞ্জস্যাদেবং ॥ ২০ ॥

সূর্য্যের যেমন জলেতে অন্তর্ভাব হইলে জলের ধর্ম্ম কম্পনাদি সূর্য্যেতে আরোপিত বোধ হয় সেইরূপ ব্রহ্মের অন্তর্ভাব দেহেতে হইলে দেহের ধর্ম্ম হ্রাস বৃদ্ধি ব্রহ্মেতে ভাক্ত উপলব্ধি হয় এইরূপে উভয় অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং জল সূর্য্যের দৃষ্টান্ত উচিত হয় এখানে মূর্ত্তি অংশে দৃষ্টান্ত নহে ॥ ২০ ॥

দর্শনাচ্চ ॥ ২১ ॥

বেদে সর্ব্বদেহেতে ব্রহ্মের অন্তর্ভাবের দর্শন আছে যেহেতু বেদে কহিতেছেন যে ব্রহ্ম দ্বিপাদ চতুষ্পাদ শরীরকে নির্ম্মাণ করিয়া আপনি পক্ষী অর্থাৎ লিঙ্গদেহ হইয়া ইন্দ্রিয়ের পূর্ব্বে ওই শরীরে প্রবেশ করিলেন এই হেতু জল [৯৯] সূর্য্যের উপমা উচিত হয় ॥ ২১ ॥ যদি কহ বেদেতে ব্রহ্মকে দুই প্রকারে অর্থাৎ সবিশেষ নির্বিশেষরূপে কহিয়া পশ্চাৎ নেতি নেতি বাক্যের দ্বারা নিষেধ করিয়াছেন ইহাতে বুঝায় যে সবিশেষ আর নির্বিশেষ উভয়ের নিষেধ বেদে করিতেছেন তবে সুতরাং ব্রহ্মের অভাব হয় তাহার উত্তর এই ॥

প্রকৃতৈতাবত্বং হি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ ॥ ২২ ॥

প্রকৃতি আর তাহার কার্য্যসমুদায়কে প্রকৃত কহেন সেই প্রকৃতের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হওয়াকে বেদে নেতি নেতি শব্দের দ্বারা নিষেধ করিতেছেন। অর্থাৎ ব্রহ্ম পরিমিত নহেন এই কহিবার তাৎপর্য্য বেদের হয় যেহেতু ঐ শ্রুতির পরশ্রুতিতে ব্রহ্ম আছেন এমত বার বার কহিয়াছেন ॥ ২২ ॥

তদব্যক্তমাহ হি ॥ ২৩ ॥

সেই ব্রহ্ম বেদ বিনা অব্যক্ত অর্থাৎ অজ্ঞেয় হয়েন এইরূপ বেদে কহিয়াছেন ॥ ২৩ ॥

অপি চ সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং ॥ ২৩ ॥

সংরাধনে অর্থাৎ সমাধিতে ব্রহ্মকে উপলব্ধি হয় এইরূপ প্রত্যক্ষে অর্থাৎ বেদে এবং অনুমানে অর্থাৎ স্মৃতিতে কহেন ॥ ২৪ ॥ যদি কহ এমত ধ্যেয় যে ব্রহ্ম তাহার ভেদ ধ্যাতা হইতে অর্থাৎ সমাধিকর্ত্তা হইতে অনুভব হয় তাহার উত্তর এই ॥

প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যং ॥ ২৫ ॥

যেমন সূর্য্যেতে ও সূর্য্যের প্রকাশেতে বৈশেষ্য অর্থাৎ ভেদ নাই সেই[১০০]রূপে ব্রহ্মেতে আর ব্রহ্মের ধ্যাতাতে ভেদ না হয় ॥ ২৫ ॥

প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাসাৎ ॥ ২৬ ॥

যেমন অন্য বস্তু থাকিলে সূর্য্যের কিরণকে রৌদ্র করিয়া কহা যায় বস্তুত এক সেইরূপ কর্ম্ম উপাধি থাকিলে ব্রহ্মের প্রকাশকে জীব করিয়া ব্যবহার হয় অন্যথা বেদবাক্যের অভ্যাসের দ্বারা জীবে আর ব্রহ্মে বস্তুত ভেদ নাই ॥ ২৬ ॥

অতোঽনন্তেন তথা হি লিঙ্গং ॥ ২৭ ॥

এই জীব আর ব্রহ্মের অভেদের দ্বারা মুক্তি অবস্থাতে জীব ব্রহ্ম হয়েন বেদে কহিয়াছেন ॥ ২৭ ॥

উভয়ব্যপদেশাৎ ত্বহিকুণ্ডলবৎ ॥ ২৮ ॥

এখানে তু শব্দ ভিন্ন প্রকরণজ্ঞাপক হয় যেমন সর্পের কুণ্ডল কহিলে সর্পের সহিত কুণ্ডলের ভেদ অনুভব হয় আর সর্পস্বরূপ কুণ্ডল কহিলে উভয়ের অভেদ প্রতীতি হয় সেইরূপ জীব আর ঈশ্বরের ভেদ আর অভেদ বেদে ভাক্ত মতে কহিয়াছেন ॥ ২৮ ॥

প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তেজস্ত্বাৎ ॥ ২৯ ॥

নিরুপাধি রৌদ্রে আর তাহার আশ্রয় সূর্য্যে যেমন অভেদ সেইরূপ জীবে আর ব্রহ্মে অভেদ যেহেতু উভয়ে অর্থাৎ রৌদ্রে আর সূর্য্যে এবং জীবে আর ব্রহ্মে তেজস্বরূপ হওয়াতে ভেদ নাই ॥ ২৯ ॥

পূর্ব্ববদ্বা ॥ ৩০ ॥

যেমন পূর্ব্বে ব্রহ্মের স্থূলত্ব এবং সূক্ষ্মত্ব উভয় নিরাকরণ করিয়াছেন সেইরূপ এখানে ভেদ আর অভেদের উভয়ের [১০১] নিরাকরণ করিতেছেন যেহেতু দ্বিতীয় হইলে ভেদাভেদ বিবেচনা হয় বস্তুত ব্রহ্মের দ্বিতীয় নাই ॥ ৩০ ॥

প্রতিষেধাচ্চ ॥ ৩১ ॥

বেদে কহিতেছেন ব্রহ্ম বিনা অন্য দ্রষ্টা নাই অতএব এই দ্বৈতের নিষেধের দ্বারা ব্রহ্ম অদ্বৈত হয়েন ॥ ৩১ ॥

পরমতঃ সেতূন্মানসম্বন্ধভেদব্যপদেশেভ্যঃ ॥ ৩২ ॥

এই সূত্রে আপত্তি করিয়া পরে সমাধা করিতেছেন। ব্রহ্ম হইতে অপর কোন বস্তু পর আছে যেহেতু বেদে ব্রহ্মকে সেতু করিয়া কহিয়াছেন আর ব্রহ্মের চতুষ্পাদ কহিয়াছেন ইহাতে পরিমাণ বোধ হয় আর কহিয়াছেন যে জীব সুষুপ্তিকালে ব্রহ্মেতে শয়ন করেন ইহাতে আধার আধেয় সম্বন্ধ বোধ হয় আর বেদে কহিয়াছেন সূর্য্যমণ্ডলে হিরণ্ময় পুরুষ উপাস্য আছেন অতএব দ্বৈতবাদ হইতেছে এ সকল শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তু আছে এমত বোধ হয় ॥ ৩২ ॥

সামান্যাত্তু ॥ ৩৩ ॥

এখানে তু শব্দ সিদ্ধান্তজ্ঞাপক। লোকের মর্য্যাদাস্থাপক ব্রহ্ম হয়েন এই অংশে জল সেতুর সহিত ব্রহ্মের দৃষ্টান্ত বেদে দিয়াছেন জল হইতে সেতু পৃথক্ এই অংশে দৃষ্টান্ত দেন নাই ॥ ৩৩ ॥

বুদ্ধ্যর্থঃ পাদবৎ ॥ ৩৪ ॥

পাদযুক্ত করিয়া ব্রহ্মকে বিরাট্‌রূপে বর্ণন করেন ইহার তাৎপর্য্য ব্রহ্মের স্থূলরূপে উপা[১০২]সনার নিমিত্ত হয় বস্তুত ব্রহ্মের পাদ আছে এমত নহে ॥ ৩৪ ॥

স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ ॥ ৩৫ ॥

ব্রহ্মের জীবের সহিত সম্বন্ধ আর হিরণ্ময়ের সহিত ভেদ স্থানবিশেষে হয় অর্থাৎ উপাধির উৎপত্তি হইলে সম্বন্ধ এবং ভেদের বোধ হয় বস্তুত ভেদ নাই যেমন দর্পণাদিস্বরূপ যে উপাধি তাহার দ্বারা সূর্য্যের ভেদ জ্ঞান হয় ॥ ৩৫ ॥

উপপত্তেশ্চ ॥ ৩৬ ॥

বেদে কহেন আপনাতে আপনি লীন হয়েন ইহাতে নিষ্পন্ন হইল যে বাস্তবিক জীবে আর ব্রহ্মে ভেদ নাই ॥ ৩৬ ॥

তথান্যপ্রতিষেধাৎ ॥ ৩৭ ॥

বেদে কহিতেছেন যে ব্রহ্ম অধোমণ্ডলে আছেন অতএব অধোদেশেও ব্রহ্ম বিনা অপর বস্তুস্থিতির নিষেধ করিতেছেন এই হেতু ব্রহ্মেতে এবং জীবেতে ভেদ নাই ॥ ৩৭ ॥

অনেন সর্ব্বগতত্বমায়ামশব্দাদিভ্যঃ ॥ ৩৮ ॥

বেদে কহেন যে ব্রহ্ম আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত হয়েন এই সকল শ্রুতির দ্বারা যাহাতে ব্রহ্মের ব্যাপকত্বের বর্ণন আছে ব্রহ্মের সর্ব্বগতত্ব প্রতিপাদ্য হইতেছে সেই সর্ব্বগতত্ব তবে সিদ্ধ হয় যদি বিশ্বের সহিত ব্রহ্মের অভেদ থাকে ॥ ৩৮ ॥ ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলদাতা কর্ম্ম হয় এমত নহে ।

ফলমত উপপত্তেঃ ॥ ৩৯ ॥

কর্ম্মের ফল ঈশ্বর হইতে হয় যেহেতু কেবল চৈতন্য হইতে ফল নিষ্পন্ন হইতে পারে ॥ ৩৯ ॥

শ্রুতত্বাচ্চ ॥ [১০৩] ৪০ ॥

বেদেতে শুনা যাইতেছে যে সকল ফলের দাতা ঈশ্বর হয়েন ॥ ৪০ ॥

ধর্ম্মং জৈমিনিরত এব ॥ ৪১ ॥

শুভাশুভ ফল ঈশ্বর দেন এমত কহিলে ঈশ্বরের বৈষম্যদোষ জন্মে অতএব জৈমিনি কহেন শুভাশুভ ফলের দাতা ধর্ম্ম হয়েন ॥ ৪১ ॥

পূর্ব্বন্তু বাদরায়ণো হেতুব্যপদেশাৎ ॥ ৩২ ॥

পূর্ব্বোক্ত মত অর্থাৎ ঈশ্বর ফলদাতা হয়েন ব্যাস কহিয়াছেন যেহেতু বেদেতে কহিয়াছেন যে ঈশ্বর পুণ্যের দ্বারা জীবকে পুণ্যলোকে পাঠান অতএব পুণ্যকে হেতুস্বরূপ করিয়া আর ব্রহ্মকে কর্ত্তা করিয়া কহিয়াছেন ॥ ৪২ ॥

মায়িকত্বাত্তু ন বৈষম্যং ॥ ৪৩ ॥

জীবেতে যে সুখ দুঃখ দেখিতেছি সে কেবল মায়ার কার্য্য অতএব ঈশ্বরের বৈষম্যদোষ নাই যেমন রজ্জুতে কেহ সর্পজ্ঞান করিয়া ভয়েতে দুঃখ পায় কেহো মালা জ্ঞান করিয়া সুখ পায় রজ্জুর ইহাতে বৈষম্য নাই ॥ ৪৩ ॥ ০ ॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ০ ॥—

ওঁ তৎ সৎ ॥ উপাসনা পৃথক্২ হয় এমত নহে ॥

সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ঞ্চোদনাদ্যবিশেষাৎ ॥ ১ ॥

সকল বেদের নির্ণয়রূপ যে উপাসনা সে এক হয় যেহেতু বেদে কেবল এক আত্মার উপাসনার বিধি আছে আর ব্রহ্ম পরমাত্মা ইত্যাদি সংজ্ঞার অভেদ হয় ॥ ১ ॥

ভেদান্নেতি চেন্নৈকস্যামপি [১০৪] ॥ ২ ॥

যদি কহ এক শাখাতে আত্মাকে উপাসনা করিতে বেদে কহিয়াছেন দ্বিতীয় শাখাতে কৃষ্ণকে তৃতীয় শাখাতে রুদ্রকে উপাসনা করিতে বেদে কহেন অতএব এই ভেদকথনের দ্বারা উপাসনা ভিন্ন২ হয় এমত নহে যেহেতু একই শাখাতে ব্রহ্মকে ক করিয়া এবং খ করিয়া কহিয়াছেন অতএব নামের ভেদে উপাসনা এবং উপাস্যের ভেদ হয় নাই ॥ ২ ॥ যদি কহ মুণ্ডক অধ্যয়নে শিরোঙ্গারব্রত অঙ্গ হয় অন্য অধ্যয়নে অঙ্গ হয় নাই অতএব বেদেতে উপাসনার ভেদ আছে তাহার উত্তর এই ॥

স্বাধ্যায়স্য তথাত্বেন হি সমাচারেঽধিকারাচ্চ ॥ ৩ ॥

সমাচারেতে অর্থাৎ ব্রতগ্রন্থে যেমন অন্য অধ্যয়নে গোদান নিয়ম করিয়াছেন সেইরূপ মুণ্ডক অধ্যায়ীদিগের জন্যে শিরোঙ্গারব্রতকে বেদের অধ্যয়নের অঙ্গ করিয়া কহিয়াছেন অতএব শিরোঙ্গারব্রত অধ্যয়নের অঙ্গ হয় বিদ্যার অঙ্গ না হয় বিদ্যার অঙ্গ হইলে উপাসনার ভেদ হইত আর বেদে কহিয়াছেন এ ব্রত না করিয়া মুণ্ডক অধ্যয়ন করিবেক না আর যে ব্রত না করে সে অধ্যয়নের অধিকারী না হয় এই হেতুর দ্বারা শিরোঙ্গারব্রত অধ্যয়নের অঙ্গ হয় বিদ্যার অঙ্গ না হয় ॥ ৩ ॥

শরবচ্চ তন্নিয়মঃ ॥ ৪ ॥

শর অর্থাৎ সপ্ত হোম যেমন আথর্ব্বণিকদের নিয়ম সেইরূপ [১০৫] মুণ্ডকাধ্যয়নেতে শিরোঙ্গারব্রতের নিয়ম হয় ॥ ৪ ॥

সলিলবচ্চ তন্নিয়মঃ ॥ ৪ ॥

সমুদ্রেতে যেমন সকল [জল] প্রবেশ করে সেইরূপ সকল উপাসনার তাৎপর্য্য ঈশ্বরে হয় ॥ ৪ ॥

দর্শয়তি চ ॥ ৫ ॥

বেদের উপাস্য এক এবং উপাসনা এক এমত দেখাইতেছেন যেহেতু কহেন সকল বেদ এক বস্তুকে প্রতিপাদ্য করেন ॥ ৫ ॥ যদি কহ কোথায় বেদে

উপাসনা কহেন কিন্তু তাহার ফল কহেন নাই অতএব সেই উপাসনা নিষ্ফল হয় তাহার উত্তর এই।

উপসংহারোঽর্থাভেদাৎ বিধিশেষবৎ সমানে চ ॥ ৬ ॥

দুই সমান উপাসনার একের ফল কহিয়াছেন দ্বিতীয়ের ফল কহেন নাই যাহার ফল কহেন নাই তাহার ফল শাখান্তর হইতে সংগ্রহ করিতে হইবেক যেহেতু সমান উপাসনার ফলের ভেদ নাই যেমন অগ্নিহোত্রবিধির ফল এক স্থানে কহেন অন্য স্থানে কহেন নাই যে অগ্নিহোত্রে ফল কহেন নাই তাহার ফল সংগ্রহ শাখান্তর হইতে করেন ॥ ৬ ॥

অন্যথাত্বং শব্দাদিতি চেন্নাবিশেষাৎ ॥ ৭ ॥

বৃহদারণ্যে প্রাণকে কর্ত্তা কহিয়াছেন ছান্দোগ্যেরা প্রাণকে কর্ম্ম কহেন অতএব প্রাণের উপাসনার অন্যথাত্ব অর্থাৎ দ্বিধা হইল এই সন্দেহের সমাধান অজ্ঞ ব্যক্তি করিতেছেন যে উভয় শ্রুতিতে প্রাণকে কর্ত্তা করিয়া কহিয়াছেন অতএব বিশেষ অর্থাৎ ভেদ নাই তবে যে[১০৬]খানে প্রাণকে উদ্‌গীথ অর্থাৎ উদ্‌গানের কর্ম্ম করিয়া বেদে বর্ণন করেন সেখানে লক্ষণা করিয়া উদ্‌গীথ শব্দের দ্বারা উদ্‌গীথকর্ত্তা প্রতিপাদ্য হইবেক যেহেতু প্রাণ বায়ুস্বরূপ তিহোঁ অক্ষরস্বরূপ হইতে পারেন নাই ॥ ৭ ॥ এখানে সিদ্ধান্তী এই অজ্ঞের সমাধানকে হেলন করিয়া আপনি সমাধান করিতেছেন ॥

ন বা প্রকরণভেদাৎ পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ ॥ ৮ ॥

ছান্দোগ্যে কহেন উদ্‌গীথে উদ্‌গীথের অবয়ব ওঁকারে প্রাণ উপাস্য হয়েন আর বৃহদারণ্যে প্রাণকে উদ্‌গীথের কর্ত্তা কহিয়াছেন অতএব প্রকরণভেদের দ্বারা উপাসনা ভিন্ন২ হয় যেমন উদ্‌গীথে সূর্য্যকে অধিষ্ঠাতারূপে উপাস্য কহেন এবং হিরণ্যশ্মশ্রুকে উদ্‌গীথের অধিষ্ঠাতা জানিয়া উপাস্য কহিয়াছেন এখানে অধিষ্ঠানের সাম্য হইয়াও প্রকরণভেদের নিমিত্তে উপাসনা পৃথক্ পৃথক্ হয় ॥ ৮ ॥

সংজ্ঞাতশ্চেত্তদুক্তমস্তি তু তদপি ॥ ৯ ॥

যদি কহ দুই স্থানে প্রাণের সংজ্ঞা আছে অতএব উপাসনার ঐক্য কহিতে হইবেক ইহার পূর্ব্বেই উত্তর দিয়াছি যে যদিও সংজ্ঞার ঐক্য ছান্দোগ্যে এবং বৃহদারণ্যে আছে তত্রাপি প্রকরণভেদের দ্বারা উপাসনা ভিন্ন ভিন্ন কহিতে হইবেক ॥ ৯ ॥ উদ্‌গীথে আর ওঁকারে পরস্পর অধ্যাস হইতে পারিবেক নাই যেহেতু ওঁকারেতে [১০৭] উদ্‌গীথের স্বীকার করিলে আর উদ্‌গীথে ওঁকারের অধ্যাস করিলে প্রাণ উপাসনার দুই স্থান হইয়া এক প্রকরণে উপাসনার ভেদ

উপস্থিত হয় আর এক প্রকরণে উপাসনার ভেদ কোথাও দৃষ্ট নহে। যেমন শুক্তিতে কোন কারণের দ্বারা রূপার অধ্যাস হইয়া সেই কারণ গেলে পর রূপার অধ্যাস দূর হয় সেইমত এখানে কহিতে পারিবে যেহেতু উদ্গীথ আর ওঁকারের অধ্যাসেতে কোন কারণান্তর নাই যাহাতে এ অধ্যাস দূর হয় উদ্গীথ আর ওঁকার এক অর্থকে কহেন এমত কহিতেও পারিবে নাই যেহেতু বেদে এমত কথন কোন স্থানে নাই অতএব যে সিদ্ধান্ত করিলে তাহার অসিদ্ধ হইল এ পূর্ব্বপক্ষের উত্তর পরসূত্রে দিতেছেন ॥

ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসং ॥ ১০ ॥

অবয়বকে অবয়বী করিয়া স্বীকার করিতে হয় যেমন পটের একদেশ দগ্ধ হইলে পটদাহ হইল এমত কহা যায় এই ব্যাপ্তি অর্থাৎ ন্যায়ের দ্বারা উদ্গীথের অবয়ব যে ওঁকার তাহাতে উদ্গীথকথন যুক্ত হয় এমত কথন অসমঞ্জস নহে ॥ ১০ ॥ ছান্দোগ্যে কহিতেছেন যে প্রাণ তিহোঁ বাক্যের শ্রেষ্ঠ হয়েন কিন্তু কৌষীতকীতে যেখানে ইন্দ্রিয়সকল প্রাণের নিকট পরস্পর বিরোধ করিয়াছিলেন সেখানে প্রাণের ঐ শ্রেষ্ঠত্বাদি গুণের [১০৮] কথন নাই অতএব ছান্দোগ্য হইতে ঐ সকল প্রাণের গুণ কৌষীতকীতে সংগ্রহ হইতে পারে নাই এমত কহিতে পারিবে নাই ॥

সর্ব্বাভেদাদন্যত্রেমে ॥ ১১ ॥

সকল শাখাতে প্রাণের উপাসনার অভেদ নিমিত্ত এই সকল শ্রেষ্ঠত্বাদি গুণ শাখান্তর হইতেও সংগ্রহ করিতে হইবেক ॥ ১১ ॥ নির্বিশেষ ব্রহ্মের এক শাখাতে যে সকল গুণ কহিয়াছেন তাহার শাখান্তরে সংগ্রহ হইবেক নাই এমত নহে ॥

আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য ॥ ১২ ॥

প্রধান যে ব্রহ্ম তাহার আনন্দাদি গুণের সংগ্রহ সকল শাখাতে হইবেক যেহেতু বেদ্য বস্তুর ঐক্যের দ্বারা বিদ্যার ঐক্যের স্বীকার করিতে হয় ॥ ১২ ॥

প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিরুপচয়াপচয়ৌ হি ভেদে ॥ ১৩ ॥

বেদে বিশ্বরূপ ব্রহ্মের বর্ণনে কহিয়াছেন যে ব্রহ্মের প্রিয় সেই তাহার মস্তক এই প্রিয়শির আদি করিয়া সকল ব্রহ্মের সগুণ বিশেষণ শাখান্তরেতে সংগ্রহ হইবেক নাই যেহেতু মস্তকাদি সকল হ্রাস বৃদ্ধির স্বরূপ হয় সেই হ্রাস বৃদ্ধি ভেদবিশিষ্ট বস্তুতে দেখা যায় কিন্তু অভেদ ব্রহ্মতে হ্রাস বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই ॥ ১৩ ॥

ইতরে ত্বর্থসাম্যাৎ ॥ ১৪ ॥

প্রিয়শির ভিন্ন সমুদায় নিগুর্ণ বিশেষণ যেমন জ্ঞানঘন ইত্যাদি সর্ব্বশাখাতে সংগ্রহ হইবেক যেহেতু জ্ঞেয় বস্তুর ঐক্য সকল শাখাতে আছে [১০৯] বেদে কহিয়াছেন ইন্দ্রিয়সকল হইতে ইন্দ্রিয়সকলের বিষয় পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হয় এই শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়ের বিষয়াদির শ্রেষ্ঠত্ব তাৎপর্য্য হয় এমত নহে ॥ ১৪ ॥

আধ্যানায় প্রয়োজনাভাবাৎ ॥ ১৫ ॥

সম্যক্ প্রকারে ধ্যান নিমিত্ত এই শ্রুতিতে আত্মার শ্রেষ্ঠ হওয়াতে তাৎপর্য্য হয় কিন্তু বিষয়াদের শ্রেষ্ঠ হওয়াতে তাৎপর্য্য না হয় যেহেতু আত্মা ব্যতিরেক অপরের শ্রেষ্ঠত্বকথনে বেদের প্রয়োজন নাই ॥ ১৫ ॥

আত্মশব্দাচ্চ ॥ ১৬ ॥

বেদে কহিয়াছেন যে কেবল আত্মার উপাসনা করিবেক অতএব আত্মা শব্দ পুরুষকে কহেন বিষয়াদিকে কহেন নাই অতএব আত্মা শ্রেষ্ঠ হয়েন ॥ ১৬ ॥ বেদে কহিয়াছেন আত্মা সকলের পূর্ব্বে ছিলেন অতএব এ বেদের তাৎপর্য্য এই যে আত্মা শব্দের দ্বারা হিরণ্যগর্ভ প্রতিপাদ্য হয়েন এমত নহে ॥

আত্মগৃহীতিরিতরবদুত্তরাৎ ॥ ১৭ ॥

এই স্থানে আত্মা শব্দ হইতে পরমাত্মা প্রতিপাদ্য হয়েন যেমন আর আর স্থানে আত্মা শব্দের দ্বারা পরমাত্মার প্রতীতি হয় যেহেতু ঐ শ্রুতির উত্তর শ্রুতিতে কহিয়াছেন যে আত্মা জগতের স্রষ্টা হয়েন অতএব জগতের স্রষ্টা ব্রহ্ম বিনা অপর হইতে পারে নাই ॥ ১৭ ॥

অন্বয়াদিতি চেৎ স্যাদবধারণাৎ ॥ ১৮ ॥

যদি কহ [১১০] ঐ শ্রুতি যাহাতে আত্মা এ সকলের পূর্ব্বে ছিলেন এমত বর্ণন দেখিতেছি তাহার আদ্যে এবং অন্তে সৃষ্টির প্রকরণের অন্বয় আছে আর সৃষ্টির প্রকরণ হিরণ্যগর্ভের ধর্ম্ম হয় অতএব আত্মা শব্দ হইতে হিরণ্যগর্ভ প্রতিপাদ্য হইবেন তাহার উত্তর এই এমত হইলেও ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য হইবেন যেহেতু পরশ্রুতি কহিতেছেন যে ব্রহ্ম ভিন্ন আর বস্তু ছিল নাই তবে হিরণ্যগর্ভ সৃষ্টির দ্বার মাত্র ব্রহ্মই বস্তুত সৃষ্টিকর্ত্তা হয়েন ॥ ১৮ ॥ প্রাণবিদ্যার অঙ্গ আচমন হয় এমত নহে ॥

কার্য্যাখ্যানাদপূর্ব্বং ॥ ১৯ ॥

ঐ প্রাণবিদ্যাতে প্রাণ ইন্দ্রিয়কে প্রশ্ন করিলেন যে আমার বাস কি হয় তাহাতে ইন্দ্রিয়েরা উত্তর দিলেন যে জল প্রাণের বাস হয় এই নিমিত্তে প্রাণের

আচ্ছাদক জল হয় এই জলের আচ্ছাদকত্বের ধ্যান মাত্র প্রাণবিদ্যাতে অপূর্ব্ববিধি হয় আচমন অপূর্ব্ববিধি না হয় যেহেতু আচমনবিধির কথন সকল কার্য্যে আছে এ হেতু এখানেও প্রাণবিদ্যার পূর্ব্বে আচমন বিধি হয়॥ ১৯॥ বাজসনেয়িদ্দের শাণ্ডিল্যবিদ্যাতে কহিয়াছেন যে মনোময় আত্মার উপাসনা করিবেক পুনরায় সেই বিদ্যাতে কহিয়াছেন যে এই মনোময় পুরুষ উপাস্য হয়েন অতএব পুনর্ব্বার কথনের দ্বারা দুই উপাসনা প্রতীতি হয় এমত নহে॥

সমান এবঞ্চা[১১১]ভেদাৎ॥ ২০॥

সমানে অর্থাৎ এক শাখাতে বিদ্যা ঐক্য পূর্ব্ববৎ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক যেহেতু মনোময় ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা অভেদ জ্ঞান হয়। পুনর্ব্বার কথন কেবল দৃঢ় করিবার নিমিত্ত হয়॥ ২০॥ প্রথম সূত্রে আশঙ্কা করিয়া দ্বিতীয় সূত্রে সমাধান করিতেছেন।

সম্বন্ধাদেবমন্যত্রাপি॥ ২১॥

অন্যত্র অর্থাৎ সূর্য্যবিদ্যা আর চাক্ষুষ পুরুষবিদ্যা পূর্ব্ববৎ ঐক্য হউক আর পরস্পর বিশেষণের সংগ্রহ হউক যেহেতু অহর অর্থাৎ সূর্য্য আর অহং অর্থাৎ চাক্ষুষ পুরুষ এই দুয়ের উপনিষৎস্বরূপ এক বিদ্যার সম্বন্ধ আছে এমত বেদে কহিতেছেন॥ ২১॥

ন বাবিশেষাৎ॥ ২২॥

সূর্য্য আর চাক্ষুষ পুরুষের বিদ্যার ঐক্য এবং পরস্পর বিশেষণের সংগ্রহ হইবেক নাই যেহেতু উভয়ের স্থানের ভেদ আছে তাহার কারণ এই অহর নাম পুরুষের স্থান সূর্য্যমণ্ডল আর অহং নাম পুরুষের স্থান চক্ষু হয়॥ ২২॥

দর্শয়তি চ॥ ২৩॥

ছান্দোগ্যে কহিতেছেন যে সূর্য্যের রূপ হয় সেই চাক্ষুষ পুরুষের রূপ হয় অতএব এই সাদৃশ্যকথন উভয়ের ভেদকে দেখায় যেহেতু ভেদ না হইলে সাদৃশ্য হইতে পারে নাই॥ ২৩॥

সংভৃতিদ্যুব্যাপ্ত্যপি চাতঃ॥ ২৪॥

বেদে কহিয়াছেন ব্রহ্ম হইতে আকাশাদি হইয়া এই সকল ব্রহ্মবীর্য্য ব্রহ্ম হইতে পুষ্ট [১১২] হইতেছেন আর ব্রহ্ম আকাশেতে ব্যাপ্ত হয়েন এই সংভৃতি আর দ্যুব্যাপ্তি শাণ্ডিল্যবিদ্যাতে সংগ্রহ হইতে পারিবেক নাই যেহেতু শাণ্ডিল্য-বিদ্যাতে হৃদয়কে স্থান কহিয়াছেন আর এ বিদ্যাতে আকাশকে স্থান কহিলেন অতএব স্থানভেদের দ্বারা বিদ্যার ভেদ হয়॥ ২৪॥ পৈঙ্গিরা কহেন যে পুরুষ

রূপ যজ্ঞ তাহার আয়ু তিন কাল হয়। তৈত্তিরীয়েতে কহেন যে বিদ্বান্ পুরুষ যজ্ঞস্বরূপ হয় আত্মা যজমান এবং তাহার শ্রদ্ধা তাহার পত্নী আর তাহার শরীর যজ্ঞকাষ্ঠ হয় এই দুই শ্রুতিতে মরণ গুণের সাম্যের দ্বারা অভেদ হউক এমত নহে॥

পুরুষবিদ্যায়ামিব চেতরেষামনাম্নানাৎ ॥ ২৫ ॥

পৈঙ্গিপুরুষবিদ্যাতে যেমন গুণান্তরের কথন আছে সেইরূপ তৈত্তিরীয়েতে গুণান্তরের কথন নাই অতএব দুই শ্রুতিতে ভেদ স্বীকার করিতে হইবেক। এই গুণের সাম্যের দ্বারা দুই বস্তুতে অভেদ হইতে পারে নাই ॥ ২৫ ॥ ব্রহ্ম-বিদ্যার সন্নিধানেতে বেদে কহিয়াছেন যে শত্রুর সর্ব্বাঙ্গ ছেদন করিবেক অতএব এ মারণ শ্রুতি ব্রহ্মবিদ্যার একাংশ হয় এমত নহে ॥

বেধাদ্যর্থভেদাৎ ॥ ২৬ ॥

শত্রুর অঙ্গ ছেদন করিবেক এই হিংসাত্মক শ্রুতি উপনিষদের অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা শ্রুতির ভিন্ন অর্থকে কহে অতএব এইরূপ মারণ শ্রুতি আত্মবিদ্যার একাংশ [১১৩] না হয়॥ ২৬॥ যদি কহ বেদে কহিতেছেন যে জ্ঞানবান্ সে পুণ্য আর পাপকে ত্যাগ করিয়া সাক্ষাৎ নিরঞ্জন হয় আর সেই স্থলেতে কহেন যে সাধু সকল সাধু কর্ম্ম করেন আর দুষ্টেরা পাপ কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হয়েন অতএব এই পরশ্রুতি পূর্ব্বশ্রুতির একদেশ নয় এবং ইহার সংগ্রহ পূর্ব্বের শ্রুতির সহিত হইবেক নাই যেহেতু পুণ্য পাপ উভয়রহিত যে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি তাহার সাধু কর্ম্মের অপেক্ষা আর থাকে নাই তাহার উত্তর এই ॥

হানৌ তূপাদানশব্দশেষত্বাৎ কুশাচ্ছন্দঃস্তুত্যুপগানবত্তদুক্তং ॥ ২৭ ॥

হানিতে অর্থাৎ পুণ্য পাপ ত্যাগেতেও সাধু কর্ম্মের বিধির সংগ্রহ হইবেক যেহেতু পরিশ্রুতি পূর্ব্বশ্রুতির একদেশ হয় যেমন কুশকে এক শ্রুতিতে বৃক্ষ-সম্বন্ধীয় কহিয়াছেন অন্য শ্রুতিতে উদুম্বরসম্বন্ধীয় কহিয়াছেন অতএব পরশ্রুতির অর্থ পূর্ব্বশ্রুতিতে সংগ্রহ হইয়া তাৎপর্য্য এই হইবেক যে উদুম্বরবৃক্ষের কুশের দ্বারা যজ্ঞ করিবেক সামান্য বৃক্ষ তাৎপর্য্য না হয় আর যেমন ছন্দের দ্বারা স্তুতি করিবেক এক স্থানে বেদে কহেন অন্যত্র কহেন দেবছন্দের দ্বারা স্তব করিবেক অতএব দেবছন্দের সংগ্রহ পূর্ব্বশ্রুতিতে হইয়া তাৎপর্য্য এই হইবেক যে অসুরছন্দ আর দেবছন্দ ইহার মধ্যে দেবছন্দের দ্বারা স্তুতি করিবেক অসুরছন্দে করিবেক না [১১৪] আর যেমন বেদে এক স্থানে কহেন যে পাত্র গ্রহণের অঙ্গ স্তোত্র পড়িবেক ইহাতে কালের নিয়ম নাই পরশ্রুতিতে কহিয়াছেন সূর্য্যোদয়ে পাত্র-বিশেষের স্তোত্র পড়িবেক এই পরশ্রুতির কালনিয়ম পূর্ব্বশ্রুতিতে সংগ্রহ করিতে

হইবেক আর যেমন বেদে এক স্থানে কহিয়াছেন যে যাজক বেদগান করিবেক পরে কহিয়াছেন যজুর্ব্বেদীরা গান করিবেক নাই অতএব পরশ্রুতির অর্থ পূর্ব্বশ্রুতিতে সংগ্রহ হইবেক যে যজুর্ব্বেদী ভিন্ন যাজকেরা গান করিবেক জৈমিনিও এইরূপ বাক্যশেষ গ্রহণ স্বীকার করিয়াছেন। জৈমিনিসূত্র। অপি তু বাক্যশেষঃ স্যাদন্যায্যত্বাৎ বিকল্পস্য বিধীনামেকদেশঃ স্যাৎ॥ বেদে কহিয়াছেন আশ্রাবয়। অস্তু শ্রৌষট্॥ যজয়ে যজামহে॥ বষট্। এই পাঁচ সকল যজ্ঞে আবশ্যক হয় আর অন্যত্র বেদে কহিয়াছেন যে অনুযাজেতে আশ্রাবয় ইত্যাদি পাঠ করিবেক নাই অতএব পরশ্রুতি পূর্ব্বশ্রুতির একদেশ হয় অর্থাৎ পূর্ব্বশ্রুতির অর্থ পরশ্রুতির অপেক্ষা করে এইমতে দুই শ্রুতির অর্থ এই হইবেক যে অনুযাজ ভিন্ন সকল যাগেতে আশ্রাবয় ইত্যাদি পঞ্চ বিধি আবশ্যক হইবেক যদি পূর্ব্বশ্রুতি পরশ্রুতির অপেক্ষা না করে তবে বিকল্পদোষের প্রসঙ্গ অনুযাজ যজ্ঞে হইবেক অর্থাৎ পূর্ব্বশ্রুতির বিধির দ্বারা আশ্রাবয় আদি [১১৫] পঞ্চ বিধি যেমন সকল যাগে আবশ্যক হয় সেইরূপ অনুযাজেতেও আবশ্যক স্বীকার করিতে হইবেক এবং পরশ্রুতির নিষেধ শ্রবণের দ্বারা আশ্রাবয়াদি পঞ্চ বিধি অনুযাজেতে কর্ত্তব্য নহে। এমত বিকল্প স্বীকার করা ন্যায়যুক্ত হয় নাই অতএব তাৎপর্য্য এই হইল যে এক শ্রুতির একদেশ অপর শ্রুতি হয়॥ ২৭॥ পর্য্যঙ্কবিদ্যাতে কহিতেছেন যে বিরজা নদীকে মনের দ্বারা পার হইলে সুকৃত দুষ্কৃত হইতে মুক্ত হয় অতএব বিরজা পার হইলে পর কর্ম্মের ক্ষয় হয় এমত নহে॥

সাম্পরায়ে তর্ত্তব্যাভাবাত্তথা হ্যন্যে॥ ২৮॥

বিদ্যা কালে তরণের হেতু যে কর্ম্মক্ষয় তাহা জ্ঞানীর হয় কিন্তু সেই কর্ম্মক্ষয়কে এই শ্রুতিতে তরণের সম্পরায়ে অর্থাৎ তরণের উত্তরে কহিয়াছেন যেহেতু কর্ম্ম থাকিলে পর দেবযানে প্রবেশ হইতে পারে না এই হেতু তাহার তরণের কর্ম্ম থাকিতে অসম্ভব হয় পদ এইরূপ তাণ্ডি আদি কহিয়াছেন যে অশ্বের ন্যায় লোম অর্থাৎ পাপ পুণ্যকে কাঁপাইয়া পশ্চাৎ তরণ করেন॥ ২৮॥ যদি কহ জ্ঞান হইলে পরেও লোকশিক্ষার্থ কর্ম্ম করিলে সেই কর্ম্ম পুনরায় জ্ঞানীর বন্ধনের কারণ হইবেক তবে মুক্তির সম্ভাবনা থাকিল নাই ইহার উত্তর এই॥

ছন্দত উভয়াবিরোধাৎ॥ ২৯॥

জ্ঞান হইলে ছন্দত অর্থাৎ ইচ্ছাধীন যে [১১৬] কর্ম্ম করিবেক তাহা বন্ধনের নিমিত্ত হইবেক না যেহেতু জ্ঞানের পর বন্ধন প্রতিবন্ধনের সম্ভাবনা থাকে নাই॥ ২৯॥ সকল জ্ঞানীর তরণপূর্ব্বক ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় এমত নহে॥

গতেরর্থবত্ত্বমুভয়থা অন্যথা হি বিরোধঃ ॥ ৩০ ॥

দেবযান গতির বিকল্পে যথার্থতা হয় অর্থাৎ কেহ দেবযান হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয় কেহ এই শরীরে ব্রহ্মকে পায় যেহেতু দেবযান গতির বিকল্প অঙ্গীকার না করিলে অন্য শ্রুতিতে বিরোধ হয় সে এই শ্রুতি যে এই দেহেই জ্ঞানী অদ্বৈত নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মকে পায় ॥ ৩০ ॥

উপপন্নস্তল্লক্ষণার্থোপলব্ধের্লোকবৎ ॥ ৩১ ॥

ঐ দেবযান গতি আর তাহার অভাবরূপার্থ শ্রুতিতে উপলব্ধি আছে এই হেতু সগুণ নির্গুণ উপাসকের ক্রমেতে দেবযান এবং তাহার অভাব নিষ্পন্ন হয় অর্থাৎ স্বরূপলক্ষণে যে ব্রহ্ম উপাসনা করে তাহার দেবযানগতি নাই সাক্ষাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় তটস্থ লক্ষণে বিরাট্ ভাবে কিম্বা হৃদয়াকাশে যে উপাসনা করে তাহার দেবযানগতি হয়। যেমন লোকেতে এক জন গঙ্গা হইতে দূরস্থ অথচ গঙ্গাস্নানের ইচ্ছা করিলেক তাহার গতি বিনা গঙ্গাস্নান সিদ্ধি হইবেক না আর এক জন গঙ্গাতে আছে এবং গঙ্গাস্নান ইচ্ছা করিলেক গতি বিনা তাহার স্নান সিদ্ধ হয় ॥ ৩১ ॥ অর্চ্চিরাদিমার্গ [১১৭] যে২ বিদ্যাতে কহিয়াছেন তদ্ভিন্ন অন্য বিদ্যাতে সংগ্রহ হইবেক নাই এমত নহে ॥

অনিয়মঃ সর্ব্বাসামবিরোধঃ শব্দানুমানাভ্যাং ॥ ৩২ ॥

সমুদায় সগুণ বিদ্যার দেবযানের নিয়ম নাই অর্থাৎ বিশেষ বিদ্যার বিশেষ মার্গ এমত কথন নাই অতএব নিয়ম অভাবে কোন বিরোধ হইতে পারে নাই যেহেতু বেদে কহিয়াছেন যে ব্রহ্মকে যথার্থরূপে জানে আর উপাসনা করে সে অর্চ্চিযানকে প্রাপ্ত হয় এবং এইরূপ স্মৃতিতেও কহিয়াছেন ॥ ৩২ ॥ বশিষ্ঠাদি জ্ঞানীর ন্যায় সকল জ্ঞানীর জন্মের সম্ভাবনা আছে এমত নহে ॥

যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণাং ॥ ৩৩ ॥

দীর্ঘপ্রারব্ধকে অধিকার কহেন সেই দীর্ঘপ্রারব্ধে যাহাদ্দের স্থিতি হয় তাহারদিগে আধিকারিক কহি ঐ আধিকারিকদের যাবৎ দীর্ঘপ্রারব্ধের বিনাশ না হয় তাবৎ সংসারে জন্মাদি হয় প্রারব্ধের বিনাশ হইলে জ্ঞানীদের জন্ম মৃত্যু ইচ্ছামতে হয় ॥ ৩৩ ॥ কঠবল্লীতে ব্রহ্মকে অস্পর্শ অশব্দ কহিয়াছেন অন্য শাখাতে ব্রহ্মকে অস্থূল কহিয়াছেন এই অস্থূল বিশেষণ কঠবল্লীতে সংগ্রহ হইবেক নাই এমত নহে ॥

অক্ষরধিয়াং ত্ববরোধঃ সামান্যতদ্ভাবাভ্যামৌপসদবত্তদুক্তং ॥ ৩৪ ॥

অক্ষরধিয়া অর্থাৎ ব্রহ্ম[১১৮]প্রতিপাদ্য শ্রুতিসকলের শাখান্তর হইতে অন্য শাখাতে অবরোধঃ অর্থাৎ সংগ্রহ করিতে হইবেক যেহেতু সে সকল শ্রুতির

সমান অর্থ এবং ব্রহ্মের জ্ঞাপকতা হয়। উপসদ শব্দ যামদগ্ন্যের হবিবিশেষকে কহে সেই হবির প্রদানের মন্ত্রকে ঔপসদ কহি সেই সকল মন্ত্রকে শাখান্তর হইতে যেমন যজুর্ব্বেদে সংগ্রহ করা যায়। জৈমিনিও এইরূপ সংগ্রহ স্বীকার করিয়াছেন জৈমিনিসূত্র। গুণমুখ্যব্যতিক্রমে তদর্থত্বান্মুখ্যেন বেদসংযোগঃ॥ *যেখানে গৌণ ও মুখ্য শ্রুতির বিরোধ হইবেক সেই স্থানে মুখ্যের সহিত বেদের* সম্বন্ধ মানিতে হয় যেহেতু মুখ্য সর্ব্বথা প্রধান হয় যেমন বেদে কহেন যজুর্ব্বেদের বারবতীয় গান করিবেক কিন্তু যজুর্ব্বেদে দীর্ঘ স্বরের অভাব নিমিত্ত এই শ্রুতি গৌণ হয় বেদে অগ্নির স্থাপন করিবেক আর অগ্নির স্থাপনে গান আবশ্যক আর ঐ গানে দীর্ঘ স্বরের আবশ্যকতা অতএব পরশ্রুতি মুখ্য হয় এই নিমিত্ত সামবেদীয় বারবতীয় অগ্নিস্থাপনে গান করিবেক॥ ৩৪॥ দ্বা সুপর্ণা এই প্রকরণের শ্রুতিতে কহিয়াছেন যে দুই পক্ষীর মধ্যে এক ভোগ করেন পুনরায় কহিয়াছেন যে দুই পক্ষী এক বিষয়ফল ভোগ করেন অতএব দুই পক্ষীর ভোগ এবং ভেদ বুঝা যায় এমত নহে॥

ইয়দামননাৎ॥ ৩৫॥

উভয় শ্রুতিতে [১১৯] ইয়ত্তাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ পরিমিত জীবের পরমাত্মার সহিত অভেদ আমনন অর্থাৎ কথন হয় পরমাত্মাকে ভোক্তা করিয়া কথন কেবল জীবের সহিত অভেদ জানাইবার নিমিত্ত হয় অন্যথা বস্তুত এক পক্ষী অর্থাৎ সোপাধি জীব বিষয়ভোক্তা হয়েন দ্বিতীয় পক্ষী অর্থাৎ পরমাত্মা সাক্ষী মাত্র॥ ৩৫॥ দ্বিতীয় সূত্রের ইতি চেৎ পর্য্যন্ত সন্দেহ করিয়া উপদেশান্তরবৎ এই বাক্যে সমাধান করিতেছেন॥

অন্তরা ভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনঃ॥ ৩৬॥

যদি কহ জীব আর পরমাত্মার মধ্যে অন্তরা অর্থাৎ ভেদ আছে যেহেতু নানা স্থানে ভেদ করিয়া বেদে কহিয়াছেন যেমন পঞ্চ ভূতজন্য দেহসকল পৃথক্২ উপলব্ধি হয়॥ ৩৬॥

অন্যথা ভেদানুপপত্তিরিতি চেন্নোপদেশান্তরবৎ॥ ৩৭॥

অন্যথা অর্থাৎ আত্মা আর জীবের ভেদ অঙ্গীকার না করিলে বেদে ভেদ কথনের বৈফল্য হয় তাহার উত্তর এই যে জীব আর পরমাত্মাতে ভেদ আছে এমত নহে যেহেতু তত্ত্বমসি ইত্যাদি উপদেশের ন্যায় ভেদকথন কেবল আদর নিমিত্ত হয় তাহার কারণ এই ভেদ কহিয়া অভেদ কহিলে অধিক আদর জন্মে॥ ৩৭॥ যেখানে কহেন যে পরমাত্মা সেই আমি যে আমি সেই পরমাত্মা

এইরূপ ব্যতীহারে অর্থাৎ বিপর্য্যয় করিয়া কহিবার প্রয়োজন নাই যেহেতু জীবকে [১২০] পরমাত্মার সহিত অভেদ জানিলে পরমাত্মাকেও সুতরাং জীবের সহিত অভেদ জানিতে হয় অতএব ঐ ব্যতীহার বাক্যের তাৎপর্য্য কেবল ঈশ্বর আর জীবের অভেদ চিন্তন হয়। এমত নহে॥

ব্যতীহারো বিশিংষন্তি হীতরবৎ॥ ৩৮॥

এই স্থানে ঈশ্বরের অপর বিশেষণের ন্যায় ব্যতীহারকেও অঙ্গীকার করিতে হইবেক যেহেতু জাবালেরা এইরূপ ব্যতীহারকে বিশেষরূপে কহিয়াছেন যে হে ঈশ্বর তুমি আমি আমি তুমি। যে আমি সেই ঈশ্বর এ বাক্যের ফল এই যে আমি সংসার হইতে নিবর্ত্ত আর যে ঈশ্বর সেই আমি ইহার প্রয়োজন এই যে ঈশ্বর আমার পরোক্ষ না হয়েন অতএব ব্যতীহার অপ্রয়োজন নহে॥ ৩৮॥ বৃহদারণ্যে পূর্ব্বোক্ত সত্যবিদ্যা হইতে পরোক্ত সত্যবিদ্যা ভিন্ন হয় এমত নহে॥

সৈব হি সত্যাদয়ঃ॥ ৩৯॥

যে পূর্ব্বোক্ত সত্যবিদ্যা সেই পরোক্ত সত্যবিদ্যাদি হয় যেহেতু দুই বিদ্যাতে সত্যস্বরূপ পরমাত্মার অভেদ দৃষ্ট হইতেছে॥ ৩৯॥ ছান্দোগ্যে ব্রহ্মকে উপাস্য করিয়া আর বৃহদারণ্যে তাঁহাকে জ্ঞেয় করিয়া কহিয়াছেন অতএব উভয় উপনিষদেতে উক্ত বিশেষণ সকল পরস্পর সংগ্রহ হইবেক নাই এমত নহে॥

কামাদীতরত্র তত্র চায়তনাদিভ্যঃ॥ ৪০॥

ছান্দোগ্যে ব্রহ্মকে সত্যকামাদিরূপে যাহা কহিয়াছেন [১২১] তাহার বৃহদারণ্যে সংগ্রহ করিতে হইবেক আর বৃহদারণ্যে যে ব্রহ্মকে সকলবশকর্ত্তা আর সকলের ঈশ্বর কহিয়াছেন তাহা ছান্দোগ্যে সংগ্রহ করিতে হয় যেহেতু ঐ দুই উপনিষদে ব্রহ্মের স্থান হৃদয়ে হয় আর ব্রহ্ম উপাস্য হয়েন একই ব্রহ্ম সেতু হয়েন এমত কথন আছে যদি কহ ছান্দোগ্যে কহিয়াছেন যে হৃদয়াকাশে ব্রহ্ম উপাস্য হয়েন আর বৃহদারণ্যে কহিয়াছেন ব্রহ্ম আকাশে জ্ঞেয় হয়েন অতএব সগুণ করিয়া এক শ্রুতিতে কহিয়াছেন দ্বিতীয় শ্রুতিতে নির্গুণরূপে বর্ণন করেন এই ভেদের নিমিত্ত পরস্পর বিশেষণের সংগ্রহ হইবেক না তাহার উত্তর এই ভেদকথন কেবল ব্রহ্মের স্তুতিনিমিত্ত বস্তুত ভেদ নাই॥ ৪০॥ জীবন্মুক্ত ব্যক্তির উপাসনার প্রয়োজন নাই অতএব উপাসনার লোপাপত্তি হউক এমত নহে॥

আদরাদলোপঃ ॥ ৪১ ॥

মুক্ত ব্যক্তির যগুপিও উপাসনার প্রয়োজন নাই তত্রাপি স্বভাবের দ্বারা আদরপূর্ব্বক উপাসনা করেন এই হেতু উপাসনার লোপ হয় নাই ॥ ৪১ ॥ উপাসনা পূজাকে কহে সে পূজা দ্রব্যের অপেক্ষা রাখে এমত নহে ॥

উপস্থিতেঽতস্তদ্বচনাৎ ॥ ৪২ ॥

দ্রব্যের উপস্থিতে দ্রব্য দিয়া উপাসনা করিবেক যেহেতু কহিয়াছেন যে ভোজনের নিমিত্ত যাহা উপস্থিত হয় তাহাতেই [১২২] হোম করিবেক দ্রব্য উপস্থিত না থাকিলে দ্রব্যের প্রয়াস করিবেক নাই ॥ ৪২ ॥ বেদে কহিয়াছেন বিদ্বান্ ব্যক্তি অগ্নি স্থাপন করিবেক অতএব কর্ম্মের অঙ্গ ব্রহ্মবিদ্যা হয় এমত নহে ॥

তন্নির্দ্ধারণানিয়মস্তদ্দৃষ্টেঃ পৃথগ্ঘ্যপ্রতিবন্ধঃ ফলং ॥ ৪৩ ॥

বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গ হইবার নিশ্চয়ের নিয়ম নাই যেহেতু বেদেতে কর্ম্ম হইতে বিদ্যার পৃথক্ উৎকৃষ্ট ফল কহিয়াছেন আর বেদেতে দৃষ্ট হইতেছে যে ব্রহ্মজ্ঞানী আর যে ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞানী নয় উভয়ে কর্ম্ম করিবেক এখানে ব্রহ্মবিদ্যা বিনা কর্ম্মের প্রতিবন্ধকতা নাই যদি ব্রহ্মবিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ হইত তবে বিদ্যা বিনা কর্ম্মের সম্ভাবনা হইত নাই ॥ ৪৩ ॥ সংবর্গবিদ্যাতে বায়ুকে অগ্নি আদি হইতে শ্রেষ্ঠ কহিয়াছেন আর প্রাণকে বাক্যাদি ইন্দ্রিয় হইতে উত্তম করিয়া বর্ণন করিয়াছেন অতএব বায়ু আর প্রাণের অভেদ হউক এমত নহে ॥

প্রদানবদেব তদুক্তং ॥ ৪৪ ॥

এক স্থানে বেদে কহেন ইন্দ্ররাজাকে একাদশ পাত্রের সংস্কৃত পুরোড়াশ অর্থাৎ পিষ্টক দিবেক অন্যত্র কহেন ইন্দ্রকে তিন পাত্রে পুরোড়াশ দিবেক এই দুই স্থলে যগুপিও পুরোড়াশ প্রদানে ইন্দ্র দেবতা হয়েন তত্রাপি প্রয়োগের ভেদ দৃষ্টিতে দেবতার ভেদ আর দেবতার ভেদে আহুতি প্রদানের ভেদ যেমন স্বীকার করা যায় সেইরূপ বায়ু আর প্রাণের [১২৩] গুণের ভেদ দ্বারা প্রয়োগভেদ মানিতে হইবেক জৈমিনিও এইমত কহেন জৈমিনিসূত্র ॥ নানাদেবতা পৃথগ্জ্ঞানাৎ ॥ যগুপি বস্তুত দেবতা এক তথাপি প্রয়োগভেদের দ্বারা পৃথক্২ জ্ঞান করিতে হয় ॥ ৪৪ ॥ বেদেতে মনকে অধিকার করিয়া কহিতেছেন যে ছত্রিশ হাজার দিন মনুষ্যের আয়ুর পরিমাণ এই ছত্রিশ হাজার দিনেতে মনের বৃত্তিরূপ অগ্নিকে মন দেখেন এ শ্রুতি কর্ম্মপ্রকরণেতে দেখিতেছি অতএব এই সঙ্কল্পরূপ অগ্নি কর্ম্মের অঙ্গ হয়। এমত নহে ॥

লিঙ্গভূয়স্ত্বাত্তদ্ধি বলীয়স্তদপি ॥ ৪৫ ॥

বেদে ঐ প্রকরণে কহিয়াছেন যে যাবৎ লোকে মনের দ্বারা যাহা কিছু সঙ্কল্প করে সেই সঙ্কল্পরূপ অগ্নিকে পশ্চাৎ সাধন করে আর কহিয়াছেন সর্ব্বদা সকল লোকে সেই মনের সঙ্কল্পরূপ অগ্নিকে প্রতিপন্ন করে এই সকল শ্রুতিতে কর্ম্মাঙ্গ ভিন্ন যে সঙ্কল্পরূপ অগ্নি তাহার বিষয়ে লিঙ্গবাহুল্য আছে অর্থাৎ সর্ব্বলোকের সর্ব্বকালে যাহা তাহা করা কর্ম্মের অঙ্গ হইতে পারে নাই। যেহেতু প্রকরণ হইতে লিঙ্গের বলবত্তা আছে অতএব লিঙ্গবল প্রকরণ বলের বাধক হয় এইরূপ প্রকরণ হইতে লিঙ্গের বলবত্তা জৈমিনিও কহিয়াছেন। জৈমিনিসূত্র। শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণস্থানসমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্ব্ব[১২৪]ল্যমর্থবিপ্রকর্ষাৎ ॥ শ্রুত্যাদির মধ্যে অনেকের যেখানে সংযোগ হয় সেখানে পূর্ব্ব২ বলবান্ পর২ দুর্ব্বল যেহেতু পূর্ব্ব পূর্ব্বের অপেক্ষা করিয়া উত্তর২ বিলম্বে অর্থকে বোধ করায় ॥ ৪৫ ॥ পরের দুই সূত্রে সন্দেহ করিতেছেন ॥

পূর্ব্ববিকল্পঃ প্রকরণাৎ স্যাৎ ক্রিয়ামানসবৎ ॥ ৪৬ ॥

বেদে কহেন ইষ্টিকা অর্থাৎ মন্ত্রবিশেষের দ্বারা অগ্নির আহরণ করিবেক এই প্রকরণ নিমিত্ত মনোবৃত্তিরূপ ক্রিয়াগ্নি পূর্ব্বোক্ত যাজ্ঞিক অগ্নির বিকল্পেতে অঙ্গ হয় যেমন দ্বাদশাহ যজ্ঞের দশম দিবসে সকল কার্য্য মানসে করিবেক বিধি আছে এই বিধিপ্রযুক্ত মানস কার্য্য দ্বাদশাহ যজ্ঞের অঙ্গ হয় সেইরূপ এখানেও মনোবৃত্তি অগ্নি যজ্ঞের অঙ্গ হইতে পারে পূর্ব্বোক্ত যে লিঙ্গের বলবত্তা কহিয়াছ সে এই স্থলে অর্থবাদমাত্র বস্তুত লিঙ্গ নহে ॥ ৪৬ ॥

অতিদেশাচ্চ ॥ ৪৭ ॥

বেদে কহেন যেমন যজ্ঞাগ্নি সেইরূপ মনোবৃত্তি অগ্নি হয় এই অতিদেশ অর্থাৎ সাদৃশ্যকথনের দ্বারা মনোবৃত্তি অগ্নি কর্ম্মের অঙ্গ হয় ॥ ৪৭ ॥ পরসূত্র দ্বারা সমাধান করিতেছেন ॥

বিদ্যৈব তু নির্দ্ধারণাৎ ॥ ৪৮ ॥

মনের বৃত্তিরূপ অগ্নিসকল কর্ম্মাঙ্গ না হইয়া পৃথক্ বিদ্যা হয় যেহেতু বেদে পৃথক্ বিদ্যা করিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন ॥ ৪৮ ॥

দর্শনাচ্চ ॥ ৪৯ ॥

মনোবৃত্তি অগ্নি [১২৫] স্বতন্ত্র হয় এমত বোধক শব্দ বেদে দেখিতেছি ॥ ৪৯ ॥

শ্রুত্যাদিবলীয়স্ত্বাচ্চ ন বাধঃ ॥ ৫০ ॥

সাক্ষাৎ শ্রুতিতে কহিয়াছেন যে মনোবৃত্তি রূপ কেবল স্বতন্ত্র বিদ্যা হয় আর পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গবাহুল্য আছে এবং বাক্য অর্থাৎ বেদে কহিয়াছেন যে মনোবৃত্তি অগ্নি জ্ঞানী হইতে সম্পন্ন হয়েন এই তিনের বলবত্তা দ্বারা মনোবৃত্তি অগ্নি পৃথক্ বিদ্যা করিয়া নিষ্পন্ন হইল এই পৃথক্ বিদ্যা হওয়ার বাধক কেবল প্রকরণবল হইতে পারিবেক নাই ॥ ৫০ ॥

অনুবন্ধাদিভ্যঃ প্রজ্ঞান্তরপৃথকৃত্ববৎ দৃষ্টিশ্চ তদুক্তং ॥ ৫১ ॥

মনোবৃত্তি অগ্নিকে কর্ম্মাঙ্গ অগ্নি হইতে পৃথক্‌রূপে বেদেতে অনুবন্ধ অর্থাৎ কথন আছে আর যজ্ঞাগ্নি এবং মনোবৃত্তি অগ্নি উভয়ের সাদৃশ্য বেদে দিয়াছেন অতএব মনের বৃত্তিস্বরূপ অগ্নি যজ্ঞ হইতে স্বতন্ত্র হয় ইহার স্বতন্ত্র হওয়া স্বীকার না করিলে বেদের অনুবন্ধ এবং সাদৃশ্যকথন বৃথা হইয়া যায়। প্রজ্ঞান্তর অর্থাৎ শাণ্ডিল্যবিদ্যা যেমন অন্য বিদ্যা হইতে পৃথক্ হয় সেইরূপ এখানে পার্থক্য মানিতে হইবেক। আর এক প্রকরণে দুই বস্তু কথিত হইয়াও কোন স্থানে এক বস্তুর বিশেষ কারণের দ্বারা উৎকর্ষতা হয় যেমন রাজসূয় যজ্ঞ আর আগ্নেয়েবেষ্ট যজ্ঞ যদ্যপিও এক [১২৬] প্রকরণে কথিত হইয়াছেন তত্রাপি আগ্নেয়েবেষ্ট ব্রাহ্মণ কর্তৃক নিমিত্ত রাজসূয় হইতে উৎকৃষ্ট হয়। তবে দ্বাদশাহ যজ্ঞের দশম দিবসীয় মানস ক্রিয়া যেমন যজ্ঞের অঙ্গ হয় সেই সাম্যের দ্বারা মনোবৃত্তি অগ্নি কর্ম্মাঙ্গ হয় এমত আশঙ্কা যাহা করিয়াছ তাহার উত্তর শ্রুত্যাদিবলীয়স্ত্বাদি সূত্রে কওয়া গিয়াছে অর্থাৎ শ্রুতি এবং লিঙ্গ এবং বাক্য এ তিনের প্রমাণের দ্বারা মনোবৃত্তি অগ্নি স্বতন্ত্র হয় কর্ম্মাঙ্গ না হয় ॥ ৫১ ॥ অদৃঢ় উপাসনার দ্বারা মুক্তি হয় কি না এই সন্দেহেতে পরসূত্র কহিয়াছেন ॥

ন সামান্যাদপ্যুপলব্ধের্মৃত্যুবন্ন হি লোকাপত্তিঃ ॥ ৫২ ॥

সামান্য উপাসনা করিলে মুক্তি হয় নাই যেহেতু সেই উপাসনা হইতে জ্ঞান কিম্বা ব্রহ্মলোক দুয়ের এক প্রাপ্তি হয় না এইরূপ শ্রুতিতে এবং স্মৃতিতে দৃষ্ট হইতেছে যেমন মৃদু আঘাতে মর্ম্মভেদ হয় না অতএব মৃত্যুও হয় না কিন্তু দৃঢ় আঘাত হইতে মর্ম্মভেদ হইয়া মৃত্যু হয় সেই[রূপ] দৃঢ় উপাসনা হইতে জ্ঞান জন্মিয়া মুক্তি হয় ॥ ৫২ ॥ সকল উপাসনা তুল্য এমত নহে ॥

পরেণ চ শব্দস্য তাদ্বিধ্যং ভূয়স্ত্বাত্ত্বনুবন্ধঃ ॥ ৫৩ ॥

পরমেশ্বর এবং তাঁহার জনের সহিত অনুবন্ধ অর্থাৎ প্রীতিঃ আর তাদ্বিধ্যঃ অর্থাৎ প্রীতানুকূল ব্যাপার এই দুই পরম মুখ্য উপাসনা হয় যেহেতু শ্রুতি

এবং [১২৭] স্মৃতিও এইরূপ উপাসনাকে অনেক স্থানে কহিয়াছেন ॥ ৫৩ ॥ বেদে কহিতেছেন আত্মার উপকার নিমিত্ত অপর বস্তু প্রিয় হয় অতএব আত্মা হইতে অধিক প্রিয় কেহ নয় তবে ঈশ্বরেতে আত্মা হইতে অধিক প্রীতি কিরূপে হইতে পারে তাহার উত্তর এই ॥

এক আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ ॥ ৫৪ ॥

আত্মা হইতে অর্থাৎ জীব হইতেও ঈশ্বর মুখ্য প্রিয় অতএব অতিস্নেহ দ্বারা তিহোঁ উপাস্য হয়েন যেহেতু সর্ব্বাবস্থাতে ঈশ্বর সমুদায় ইন্দ্রিয়কে স্ব স্ব কার্য্যে প্রবর্ত্ত করিয়া পরম উপকারিরূপে সর্ব্বশরীরে অবস্থিতি করেন ॥ ৫৪ ॥ জীব হইতে পরমেশ্বর ভিন্ন নহেন অর্থাৎ জীব ঈশ্বর হয়েন যেহেতু জীব ব্যতিরেক অপর ঈশ্বর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধ হয় নাই এমত কহিতে পারিবে নাই ॥

ব্যতিরেকস্তু তদ্ভাবভাবিত্বান্ন তূপলব্ধিবৎ ॥ ৫৫ ॥

পরমেশ্বরে আর জীবে ভেদ আছে যেহেতু জীবের সত্তার দ্বারা পরমেশ্বরের সত্তা না হয় বরঞ্চ পরমেশ্বরের সত্তাতে জীবের সত্তা হয় আর ঈশ্বর অপর বস্তুর ন্যায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হয়েন কিন্তু কেবল উত্তম জ্ঞানের দ্বারা গ্রাহ্য হয়েন ॥ ৫৫ ॥ কোন শাখাতে উদ্‌গীথের অবয়ব ওঁকারে প্রাণের উপাসনা কহিয়াছেন আর কোন শাখাতে উক্‌থতে পৃথিবীর উপাসনা কহেন এইরূপ উপাসনা সেই২ শাখাতে [১২৮] হইবেক অন্য শাখাতে হইবেক নাই এমত নহে ॥

অঙ্গাববদ্ধাস্তু ন শাখাসু হি প্রতিবেদং ॥ ৫৬ ॥

অঙ্গাববদ্ধ অর্থাৎ অঙ্গাশ্রিত উপাসনা প্রতি বেদের শাখাবিশেষে কেবল হইবেক না বরঞ্চ এক শাখার উপাসনা অপর শাখাতে সংগ্রহ হইবেক যেহেতু উদ্‌গীথাদি শ্রুতির শাখাবিশেষের দ্বারা বিশেষ না হয় ॥ ৫৬ ॥

মন্ত্রাদিবদ্বাঽবিরোধঃ ॥ ৫৭ ॥

যেমন পাষাণ খণ্ডনের মন্ত্র আর প্রযাজাদের মন্ত্রের শাখান্তরে গ্রহণ হয় সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত উক্‌থাদি শ্রুতির শাখান্তরে লইলে বিরোধ না হয় ॥ ৫৭ ॥ সত্তার এবং চৈতন্যের ভেদ কোন ব্যক্তিতে নাই অতএব সকল উপাসনা তুল্য হউক এমত নহে ॥

ভূম্নঃ ক্রতুবৎ জ্যায়স্ত্বং তথা হি দর্শয়তি ॥ ৫৮ ॥

সকল গুণের প্রকাশের কর্ত্তা যে পরমেশ্বর তাঁহার উপাসনা শ্রেষ্ঠ হয় যেমন সকল কর্ম্মের মধ্যে যজ্ঞকে শ্রেষ্ঠ মানা যায় এইরূপ বেদে দেখাইতেছেন ॥ ৫৮ ॥ তবে নানাপ্রকার উপাসনা কেন তাহার উত্তর এই ॥

নানা শব্দাদিভেদাৎ ॥ ৫৯ ॥

পৃথক্‌২ অধিকারীরা পৃথক্‌ উপাসনা করে যেহেতু শাস্ত্র নানাপ্রকার আর আচার্য্য নানাপ্রকার হয় ॥ ৫৯ ॥ নানা উপাসনা এককালে এক জন করুক এমত নহে ॥

বিকল্পো বিশিষ্টফলত্বাৎ ॥ ৬০ ॥

উপাসনার বিকল্প হয় অর্থাৎ এক উপাসনা [১২৯] করিবেক যেহেতু পৃথক্‌২ উপাসনার পৃথক্‌২ বিশিষ্ট ফলের শ্রবণ আছে ॥ ৬০ ॥

কাম্যাস্তু যথাকামং সমুচ্চীয়েরন্ন বা পূর্ব্বহেত্বভাবাৎ ॥ ৬১ ॥

কাম্যোপাসনা এককালে অনেক করে কিম্বা না করে তাহার বিশেষ কথন নাই যেহেতু কাম্য উপাসনার বিশিষ্ট ফলের শ্রবণ পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ অকাম্য উপাসনার ন্যায় দেখা যায় না ॥ ৬১ ॥

অঙ্গেষু যথাশ্রয়ং ভাবঃ ॥ ৬২ ॥

সূর্য্যাদি যাবৎ বিরাট্‌ পুরুষের অঙ্গ হয়েন তাহাতে অঙ্গের উদ্দেশ বিনা স্বতন্ত্ররূপে সূর্য্যাদের উপাসনা করিবেক না ॥ ৬২ ॥

শিষ্টেশ্চ ॥ ৬৩ ॥

শ্রুতিশাসনের দ্বারা সূর্য্যাদি যাবৎ দেবতাকে বিরাট্‌ পুরুষের চক্ষুরাদিরূপে জানিয়া উপাসনা করিবেক পৃথক্‌রূপে করিবেক নাই ॥ ৬৩ ॥

সমাহারাৎ ॥ ৬৪ ॥

সমুদায় সূর্য্যাদি অঙ্গ উপাসনা করিলে অঙ্গী যে বিরাট্‌ পুরুষ তাঁহার উপাসনা হয় ॥ ৬৪ ॥

গুণসাধারণ্যশ্রুতেশ্চ ॥ ৬৫ ॥

গুণ অর্থাৎ অঙ্গোপাসনার সর্ব্বত্র বেদে সাধারণে শ্রবণ হইতেছে অতএব সমুদায় অঙ্গের উপাসনাতে অঙ্গীর উপাসনা সিদ্ধ হয় ॥ ৬৫ ॥

ন বা তৎসহভাবাশ্রুতেঃ ॥ ৬৬ ॥

বেদে কহিয়াছেন যে ব্রহ্মের সহিত সূর্য্যাদের সত্তা থাকে নাই অতএব সূর্য্যাদি দেবতার উপাসনা করিবেক কিম্বা না করিবেক উভয়ের বিকল্প প্রাপ্তি হয় ॥ ৬৬ ॥

দর্শনাচ্চ ॥ [১৩০] ৬৭ ॥

বেদে কহিয়াছেন যে এক ব্রহ্ম বিনা অপরের উপাসনা করিবেক না অতএব এই দৃষ্টিতে অঙ্গোপাসনা করিবেক না ॥ ৬৭ ॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥ ০ ॥

ওঁ তৎ সৎ ॥ আত্মবিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ হয়েন অতএব আত্মবিদ্যা হইতে স্বতন্ত্র ফলপ্রাপ্তি না হয় এমত নহে ॥

পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণঃ ॥ ১ ॥

আত্মবিদ্যা হইতে সকল পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় বেদে কহিয়াছেন ব্যাসের এই মত ॥ ১ ॥

শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদো যথান্যেষ্বিতি জৈমিনিঃ ॥ ২ ॥

প্রযাজাদি যজ্ঞের স্তুতিতে লিখিয়াছেন যে যাজক অপাপ হয় এই অর্থবাদ মাত্র সেইরূপ আত্মজ্ঞানীর পুরুষার্থপ্রাপ্তি হয় এই শ্রুতিতেও অর্থবাদ জানিবে অতএব কেবল জ্ঞানের দ্বারা পুরুষার্থ সিদ্ধ না হয় যেহেতু জ্ঞান সর্ব্বদা কর্ম্মের শেষ হয় স্বতন্ত্র ফল দেন নাই জৈমিনির এই মত ॥ ২ ॥

আচারদর্শনাৎ ॥ ৩ ॥

বেদে কহিয়াছেন যে জনক বহু দক্ষিণা দিয়া যজ্ঞ করিয়াছেন অতএব জ্ঞানীদের কর্ম্মাচার দেখিয়া উপলব্ধি হইতেছে যে আত্মবিদ্যা কর্ম্মাঙ্গ হয় ॥ ৩ ॥

তৎশ্রুতেঃ ॥ ৪ ॥

বেদে কহিয়াছেন যে কর্ম্মকে আত্মবিদ্যার দ্বারা করিবেক সে অন্য কর্ম্ম হইতে উত্তম হইবেক অতএব আত্মবিদ্যা কর্ম্মের শেষ এমত শ্রবণ হইতেছে ॥ ৪ ॥

সমন্বারম্ভণাৎ ॥ ৫ ॥

[১৩১] বেদে কহিয়াছেন যে কর্ম্ম আর আত্মবিদ্যা পরলোকে পুরুষের সমন্বারম্ভণ করে অর্থাৎ সঙ্গে যায় অতএব আত্মবিদ্যা পৃথক্ ফল না হয় ॥ ৫ ॥

তদ্বতো বিধানাৎ ॥ ৬ ॥

বেদাধ্যয়নবিশিষ্ট ব্যক্তির কর্ম্ম বিধান হয় এমত বেদে কহিয়াছেন অতএব আত্মবিদ্যা স্বতন্ত্র নয় ॥ ৬ ॥

নিয়মাচ্চ ॥ ৭ ॥

বেদে শত বর্ষ পর্য্যন্ত কর্ম্ম কর্ত্তব্যের নিয়ম করিয়াছেন অতএব আত্মবিদ্যা কর্ম্মের অন্তর্গত হইবেক ॥ ৭ ॥ এই সকল সূত্রে জৈমিনির পূর্ব্বপক্ষ তাহার সিদ্ধান্ত পর২ সূত্রে করিতেছেন ॥

অধিকোপদেশাত্তু বাদরায়ণস্যৈবং তদ্দর্শনাৎ ॥ ৮ ॥

বেদেতে কর্ম্মাঙ্গ পুরুষ হইতে জ্ঞানী অধিক হয়েন এমত দেখিতেছি অতএব জ্ঞান সর্ব্বদা কর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র হয় এই হেতু বাদরায়ণের মত যে আত্মবিদ্যা হইতে পুরুষার্থকে পায় সে মত সপ্রমাণ হয় ॥ ৮ ॥

তূল্যন্তু দর্শনং ॥ ৯ ॥

জনকের যেমত জ্ঞান এবং কর্ম্ম দুইয়ের দর্শন আছে সেই মত অনেক জ্ঞানীর কর্ম্মত্যাগেরো দর্শন আছে যেহেতু বেদে কহিয়াছেন জ্ঞানীরা অগ্নিহোত্র করেন নাই ॥ ৯ ॥

অসার্ব্বত্রিকী ॥ ১০ ॥

জ্ঞানসহিত যে কর্ম্ম সে অন্য কর্ম্ম হইতে উত্তম হয় এই শ্রুতির অধিকার সর্ব্বত্র নহে কেবল উদ্‌গীথে যে কর্ম্মসকল বিহিত তৎপর এ শ্রুতি হয় ॥ ১০ ॥

বিভাগঃ শতবৎ ॥ ১১ ॥

[১৩২] যেমন এক শত মুদ্রা দুই ব্যক্তিকে দিতে কহিলে প্রত্যেককে পঞ্চাশ পঞ্চাশ দিতে হয় সেইরূপ যে শ্রুতিতে কহিয়াছেন যে পুরুষের সঙ্গে পরলোকে কর্ম্ম এবং আত্মবিদ্যা যায় তাহার তাৎপর্য্য এই যে কোন পুরুষের সহিত পরলোকে কর্ম্ম যায় কাহার সহিত আত্মবিদ্যা যায় এইরূপ দুইয়ের ভাগ হইবেক ॥ ১১ ॥

অধ্যয়নমাত্রবতঃ ॥ ১২ ॥

যেখানে বেদে কহিয়াছেন যে বেদাধ্যয়নবিশিষ্ট ব্যক্তি কর্ম্ম করিবেক সেখানে তাৎপর্য্য জ্ঞানী না হয় বরঞ্চ তাৎপর্য্য এই যে অর্থ না জানিয়া বেদাধ্যয়ন যাহারা করে এমত পুরুষের কর্ম্ম কর্ত্তব্য হয় ॥ ১২ ॥

নাবিশেষাৎ ॥ ১৩ ॥

যেখানে বেদে কহেন শত বর্ষ পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবেক সেখানে জ্ঞানী কিম্বা অন্য এরূপ বিশেষ নাই অতএব এ শ্রুতি অজ্ঞানিপর হয় ॥ ১৩ ॥

স্তুতয়েঽনুমতির্ব্বা ॥ ১৪ ॥

অথবা জ্ঞানীর স্তুতির নিমিত্তে এরূপ বেদে কহিয়াছেন যে জ্ঞানবিশিষ্ট হইয়াও শত বর্ষ পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবেক তত্রাপি কদাচিৎ কর্ম্ম সেই জ্ঞানীর বন্ধনের হেতু হইবেক না ॥ ১৪ ॥

কামকারেণ চৈকে ॥ ১৫ ॥

বেদে কহেন যে কোন জ্ঞানীরা আত্মাকে শ্রদ্ধা করিয়া গার্হস্থ্য কর্ম্ম আপন২ ইচ্ছাতে ত্যাগ করিয়াছেন অতএব আত্ম[১৩৩]বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গ না হয় ॥ ১৫ ॥

উপমর্দ্দঞ্চ ॥ ১৬ ॥

বেদে কহিতেছেন যে যখন জ্ঞানীর সর্ব্বত্র আত্মজ্ঞান উপস্থিত হয় তখন কোন নিমিত্তে কর্ম্মাদিকে দেখেন না অতএব জ্ঞান হইলে পর কর্ম্মের উপমর্দ্দ অর্থাৎ অভাব হয় ॥ ১৬ ॥

ঊৰ্দ্ধরেতঃসু চ শব্দে হি ॥ ১৭ ॥

বেদে কহেন যে এ জ্ঞান ঊৰ্দ্ধরেতাকে কহিবেক অতএব ঊৰ্দ্ধরেতা যাহার অগ্নিহোত্রাদিতে অধিকার নাই তাঁহারা কেবল জ্ঞানের অধিকারী হয়েন ॥ ১৭ ॥ বেদে কহেন ধৰ্ম্মের তিন স্কন্ধ অর্থাৎ তিন আশ্রম হয় গার্হস্থ্য ব্রহ্মচর্য্য বানপ্রস্থ্য এই হেতু ব্রহ্মপ্রাপ্তিনিমিত্ত কৰ্ম্মসন্ন্যাসের উপর পূৰ্ব্বপক্ষ করিতেছেন ॥

পরামর্শং জৈমিনিরচোদনা চাপবদতি হি ॥ ১৮ ॥

বেদেতে চারি আশ্রমের মধ্যে সন্ন্যাসের কথন কেবল অনুবাদমাত্র জৈমিনি কহিয়াছেন যেমন সমুদ্রতটস্থ ব্যক্তি কহে যে জল হইতে সূর্য্য উদয় হয়েন সেইরূপ অলসের কৰ্ম্মত্যাগ দেখিয়া সন্ন্যাসের অনুকথন আছে অতএব সন্ন্যাসের বিধি নাই আর বেদেতে কহিয়াছেন যে যে কোন ব্যক্তি অগ্নিহোত্র ত্যাগ করে সে দেবতা হত্যা করে অতএব বেদে সন্ন্যাসের অপবাদ অর্থাৎ নিষেধ আছে যদি কহ বেদে কহিতেছেন যে ব্রহ্মচর্য্য পরেই কৰ্ম্ম[১৩৪]সন্ন্যাস করিবেক অতএব সন্ন্যাস করণের বিধি ইহার দ্বারা পাওয়া যাইতেছে তাহার উত্তর এই যে এ বিধি অপূৰ্ব্ববিধি নহে কেবল অলস ব্যক্তির জন্যে এমত কথন আছে অথবা স্তুতিপর এ শ্রুতি হয় ॥ ১৮ ॥ পূৰ্ব্বসূত্রের সিদ্ধান্ত করিতেছেন ॥

অনুষ্ঠেয়ং বাদরায়ণঃ সাম্যশ্রুতেঃ ॥ ১৯ ॥

সন্ন্যাস অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা আছে ব্যাস কহিয়াছেন যেহেতু দেবতাধিকারের ন্যায় সন্ন্যাসবিধির যে শ্রুতি সে স্তুতিপর বাক্য হইয়াও ঐ শ্রুতিতে সিদ্ধ যে চারি আশ্রম তাহার সমতার নিয়ম করেন অর্থাৎ চারি আশ্রমের সমান কৰ্ত্তব্যতা হয় শ্রুতিতে কহেন। দেবতাধিকারের তাৎপর্য্য এই যে বেদে কহিয়াছেন দেবতার মধ্যে যাহাঁরা ব্রহ্ম সাধন করেন তিহোঁ ব্রহ্মকে পায়েন এ শ্রুতি যদ্যপিও স্তুতিপর হয় তত্রাপি এই স্তুতির দ্বারা দেবতার ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার পাওয়া যায়। যদি কহ অগ্নিহোত্রত্যাগী দেবতাহত্যা জন্য পাপভাগী হয় তাহার উত্তর এই যে সে শ্রুতি অজ্ঞানপর হয় ॥ ১৯ ॥

বিধির্ব্বা ধারণবৎ ॥ ২০ ॥

গৃহস্থাদি ধৰ্ম্ম ধারণে যেমন বেদে স্তুতিপূৰ্ব্বক বিধি আছে সেইরূপ সন্ন্যাসেরো স্তুতিপূৰ্ব্বক বিধি আছে অতএব উভয়ের বৈলক্ষণ্য নাই ॥ আসক্ত অজ্ঞানীর ব্রহ্মনিষ্ঠা দুর্লভ হয় এই বা শব্দের অর্থ জানিবে [১৩৫] ॥ ২০ ॥

স্তুতিমাত্রমুপাদানাদিতি চেন্নাপূর্ব্বত্বাৎ ॥ ২১ ॥

বেদে কহেন এ উদ্‌গীথ সকল রসের উত্তম হয় অতএব কর্ম্মাঙ্গ উদ্‌গীথের স্তুতি মাত্র পাওয়া যাইতেছে যেমন স্রুবকে বেদে আদিত্যরূপে স্তুতিপূর্ব্বক কহিয়াছেন সেইরূপ উদ্‌গীথের গ্রহণ এখানে তাৎপর্য্য হয় এমত নহে যেহেতু প্রমাণান্তর হইতে উদ্‌গীথের উপাসনার বিধি নাই অতএব এ অপূর্ব্ববিধিকে স্তুতিপর কথন যুক্ত হয় না। অপূর্ব্ববিধি তাহাকে বলি যে অপ্রাপ্ত বস্তুকে প্রাপ্ত করে যেমন স্বর্গকামী অশ্বমেধ করিবেক অশ্বমেধ করা পূর্ব্বে কোন প্রমাণের দ্বারা প্রাপ্ত ছিল না এই বিধিতে অশ্বমেধের কর্ত্তব্যতা পাওয়া গেল ॥ ২১ ॥

ভাবশব্দাচ্চ ॥ ২২ ॥

উদ্‌গীথ উপাসনা করিবেক এই ভাব অর্থাৎ উপাসনা তাহার বিধায়ক যে বেদ সেই বেদের দ্বারা কর্ম্মাঙ্গ পুরুষের আশ্রিত যে উদ্‌গীথ তাহার উপাসনা এবং রসতমত্বের বিধান জ্ঞানীর প্রতি পাওয়া যাইতেছে অতএব কর্ম্মাঙ্গ পুরুষের অনাশ্রিত যে ব্রহ্মবিদ্যা তাহার অনুষ্ঠান জ্ঞানীর কর্ত্তব্য এ সুতরাং যুক্ত হয় ॥ ২২ ॥

পারিপ্লবার্থা ইতি চেন্ন বিশেষিতত্বাৎ ॥ ২৩ ॥

পারিপ্লব সেই বাক্য হয় যাহা অশ্বমেধ যজ্ঞে রাজাদের তুষ্টির নিমিত্ত বলা যায়। আখ্যায়িকা অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্য ও তাহার দুই স্ত্রী মৈত্রেয়ী [১৩৬] আর কাত্যায়নীর সম্বাদ যাহা বেদে লিখিয়াছেন সে সম্বাদ পারিপ্লব মাত্র অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যার একদেশ না হয় এমত নহে যেহেতু মনুর্ব্বৈবস্বতো রাজা এই আরম্ভ করিয়া পারিপ্লবমাচক্ষীত এই পর্য্যন্ত পারিপ্লব প্রসিদ্ধ হয় এমত বিশেষ কথন আছে ॥ ২৩ ॥

তথা চৈকবাক্যতোপবন্ধাৎ ॥ ২৪ ॥

যদি ঐ আখ্যায়িকা পারিপ্লবের তুল্য না হইল তবে সুতরাং নিকটবর্ত্তী আত্মবিদ্যার সহিত আখ্যায়িকার সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবেক অতএব আখ্যায়িকা আত্মবিদ্যার একদেশ হয় ॥ ২৪ ॥ ব্রহ্মবিদ্যার ফলশ্রুতি আছে অতএব ব্রহ্মবিদ্যা কর্ম্মের সাপেক্ষ হয় এমত নহে ॥

অতএবাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা ॥ ২৫ ॥

আত্মবিদ্যা হইতে পৃথক্ পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় এই হেতু জ্ঞানের উত্তর অগ্নি আর ইন্ধনের উপলক্ষিত যাবৎ নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের অপেক্ষা থাকে না

কর্ম্মের ফলজ্ঞানের ইচ্ছা হয় মুক্তি কর্ম্মের ফল নহে ॥ ২৫ ॥ জ্ঞানের পূর্ব্বেও কর্ম্মাপেক্ষা নাই এমত নহে ॥

সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ ॥ ২৬ ॥

জ্ঞানের পূর্ব্বে চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্ব কর্ম্মের অপেক্ষা থাকে যেহেতু বেদেতে যজ্ঞাদিকে জ্ঞানের সাধন কহিয়াছেন যেমন গৃহপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত অশ্বের প্রয়োজন থাকে সেইরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্মের অপেক্ষা [১৩৭] জানিবে ॥ ২৬ ॥

শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাত্তথাপি তু তদ্বিধেস্তদঙ্গতয়া তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ ॥ ২৭ ॥

জ্ঞানের অন্তরঙ্গ শম দমাদের বিধান বেদেতে আছে অতএব শম দমাদের অবশ্য অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য এই হেতু ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে পরেও শমদমাদিবিশিষ্ট থাকিবেক। শম মনের নিগ্রহ। দম বহিরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ। তিতিক্ষা অপকারির প্রতি অপকার ইচ্ছা না করা। উপরতি বিষয় হইতে নিবৃত্তি। শ্রদ্ধা শাস্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাস। সমাধি চিত্তের একাগ্র হওয়া। বিবেক ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা ইত্যাকার বিচার। বৈরাগ্য বিষয় হইতে প্রীতি ত্যাগ। মুমুক্ষা মুক্তি সাধনের ইচ্ছা ॥ ২৭ ॥ বেদে কহিয়াছেন ব্রহ্মজ্ঞানী সকল বস্তু খাইবেক ইহার অভিপ্রায় সর্ব্বদা সকল খাদ্যাখাদ্য খাইবেক এমত নহে ॥

সর্ব্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে তদ্দর্শনাৎ ॥ ২৮ ॥

সর্ব্বপ্রকার খাদ্যের বিধি জ্ঞানীকে প্রাণাত্যয়ে অর্থাৎ আপৎকালে আছে যেহেতু চাক্রায়ণ ঋষি দুর্ভিক্ষে হস্তিপালের উচ্ছিষ্ট খাইয়াছেন অতএব প্রাণ রক্ষা নিমিত্ত সর্ব্বান্ন ভক্ষণের বিধি বেদেতে দেখিতেছি ॥ ২৮ ॥

অবাধাচ্চ ॥ ২৯ ॥

জ্ঞান হইলে সদাচার করিলে জ্ঞানের বাধা জন্মে নাই অতএব সদাচার জ্ঞানীর অকর্ত্তব্য নয় ॥ ২৯ ॥

অপি চ স্মর্য্যতে ॥ ৩০ ॥

স্মৃতিতেও আপৎকালে সর্ব্বান্ন ভক্ষণ [১৩৮] করিলে পাপ নাই আর সদাচার কর্ত্তব্য হয় এমত কহিতেছেন ॥ ৩০ ॥

শব্দশ্চাতোঽকামকারে ॥ ৩১ ॥

জ্ঞানী ব্যক্তি যখন যাহা ইচ্ছা হয় তাহা করিবেক না এমত শব্দ অর্থাৎ শ্রুতি আছে ॥ ৩১ ॥

বিহিতত্বাচ্চাশ্রমকর্ম্মাপি ॥ ৩২ ॥

বেদে বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্মের জ্ঞানীর প্রতিও বিধান আছে অতএব জ্ঞানী বর্ণাশ্রমকর্ম্ম করিবেক ॥ ৩২ ॥

সহকারিত্বেন চ ॥ ৩৩ ॥

সৎ কর্ম্ম জ্ঞানের সহকারী হয় এই হেতু সৎ কর্ম্ম কর্ত্তব্য ॥ ৩৩ ॥ কাশীতে মহাদেব তারক মন্ত্র প্রাণীকে উপদেশ করেন এমত বেদে কহেন অতএব কাশীবাস বিনা অপর শুভ কর্ম্মের প্রয়োজন নাই এমত নহে ॥

সর্ব্বথাপি তু তত্র বোভয়লিঙ্গাৎ ॥ ৩৪ ॥

সর্ব্বথা মহাদেবের উপদেশ কাশীতে আছে তথাপি শুভনিষ্ঠ ব্যক্তিসকল মুক্ত হয়েন অশুভনিষ্ঠ মুক্ত না হয়েন ইহার উভয়ের নিদর্শন বেদে আছে। যেমন বিরোচন আর ইন্দ্রকে ব্রহ্মা আত্মজ্ঞান কহিলেন বিরোচন জ্ঞান প্রাপ্ত হইল না ইন্দ্র শুভ কর্ম্মাধীন জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩৪ ॥

অনভিভবঞ্চ দর্শয়তি ॥ ৩৫ ॥

স্বভাবের অনভিভব অর্থাৎ আদর বেদে দেখাইতেছেন অতএব শুভ স্বভাব-বিশিষ্ট হইবেক ॥ ৩৫ ॥ বর্ণাশ্রমবিহিত ক্রিয়ারহিত ব্যক্তির ব্রহ্মজ্ঞান নাই এমত নহে ॥

অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ [১৩৯] ॥ ৩৬ ॥

অন্তরা অর্থাৎ আশ্রমের ক্রিয়া বিনাও জ্ঞান জন্মে রৈক্য প্রভৃতি অনাশ্রমীর জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে এমত নিদর্শন বেদে আছে ॥ ৩৬ ॥

অপি চ স্মর্য্যতে ॥ ৩৭ ॥

স্মৃতিতেও আশ্রম বিনা জ্ঞান জন্মে এমত নিদর্শন আছে ॥ ৩৭ ॥

বিশেষানুগ্রহশ্চ ॥ ৩৮ ॥

ঈশ্বরের উদ্দেশে যে আশ্রম ত্যাগ করে তাহার প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ হয় সে ব্যক্তির জ্ঞানের অধিকার সুতরাং জন্মে ॥ ৩৮ ॥ তবে আশ্রম বিফল হয় এমত নহে ॥

অতস্ত্বিতরৎ জ্যায়ো লিঙ্গাচ্চ ॥ ৩৯ ॥

অনাশ্রমী হইতে ইতর অর্থাৎ আশ্রমী শ্রেষ্ঠ হয় যেহেতু আশ্রমীর শীঘ্র ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্তি হয় বেদে কহিয়াছেন ॥ ৩৯ ॥ উত্তম আশ্রমী আশ্রমভ্রষ্ট কর্ম্ম করিলে পর নীচাশ্রমে তাহার পতন হয় যেমন সন্ন্যাসী নিন্দিত কর্ম্ম করিলে বানপ্রস্থ হইবেক এমত নহে ॥

তদ্ভূতস্য তু নাতদ্ভাবো জৈমিনেরপি নিয়মাতদ্রূপাভাবেভ্যঃ ॥ ৪০ ॥

উত্তমাশ্রমী হইয়া পুনরায় নীচাশ্রম করিতে পারে নাই জৈমিনিরো এই মত হয় যেহেতু নিয়মভ্রষ্ট ব্যক্তির পূর্ব্ব আশ্রমের অভাব দ্বারা সকল ধর্ম্মের অভাব হয় ॥ ৪০ ॥ পরসূত্রে পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন ॥

ন চাধিকারিকমপি পতনানুমানাত্তদ্‌যোগাৎ ॥ ৪১ ॥

আপন২ অধিকারপ্রাপ্ত প্রায়শ্চিত্তকে আধিকারিক কহি। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী যদি পতিত [১৪০] হয় তবে তাহার আধিকারিক অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্ত নাই যেহেতু স্মৃতিতে কহিয়াছেন যে নৈষ্ঠিক ধর্ম্ম হইতে যে ব্যক্তি পতিত হয় তাহার শুদ্ধির নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত নাই অতএব প্রায়শ্চিত্তের সম্ভাবনা হয় ॥ ৪১ ॥ এখন পরসূত্রে সিদ্ধান্ত করিতেছেন ॥

উপপূর্ব্বমপি ত্বেকে ভাবমশনবত্তদুক্তং ॥ ৪২ ॥

গুরুদারাগমন ব্যতিরেক অন্য পাপ নৈষ্ঠিকাদের উপপাপে গণিত হয় তাহার প্রায়শ্চিত্তের ভাব অর্থাৎ সম্ভাবনা আছে এমত কেহো কহিয়াছেন যেমন মাংসাদি ভোজনের প্রায়শ্চিত্তের অঙ্গীকার করেন সেইরূপ অতিপাতক বিনা অন্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্মৃতিতে কহেন তবে পূর্ব্বস্মৃতি যাহাতে লিখিয়াছেন যে নৈষ্ঠিকের প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা শুদ্ধি নাই তাহার তাৎপর্য্য এই যে প্রায়শ্চিত্ত করিলেও ব্যবহারে সঙ্কুচিত থাকে ॥ ৪২ ॥ প্রায়শ্চিত্ত করিলে ব্যবহার সঙ্কোচিত না হয় এমত নহে ॥

বহিস্তূভয়থাপি স্মৃতেরাচারাচ্চ ॥ ৪৩ ॥

উর্দ্ধরেতা জ্ঞানী হইয়া যে ভ্রষ্ট হয় সে ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করুক অথবা না করুক উভয় প্রকারেই লোকে সঙ্কুচিত হইবেক যেহেতু স্মৃতিতে তাহার নিন্দা লিখিয়াছেন এবং শিষ্টাচারেও সে নিন্দিত হয় ॥ ৪৩ ॥ পরসূত্রে পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন ॥

স্বামিনঃ ফলশ্রুতেরিত্যাত্রেয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

[১৪১] অঙ্গোপাসনা কেবল যজমান করিবেক ঋত্বিকের অর্থাৎ পুরোহিতের অধিকার তাহাতে নাই যেহেতু বেদে লিখিয়াছেন যে উপাসনা করিবেক সেই ফল প্রাপ্ত হইবেক এ আত্রেয়ের মত হয় ॥ ৪৪ ॥ পরসূত্রে সিদ্ধান্ত করিতেছেন ॥

আর্ত্বিজ্যমিত্যৌড়ুলোমিস্তস্মৈ হি পরিক্রীয়তে ॥ ৪৫ ॥

অঙ্গোপাসনা ঋত্বিকে করিবেক ঔড়ুলোমি কহিয়াছেন যেহেতু ক্রিয়াজন্য ফলপ্রাপ্তির নিমিত্ত যজমান ঋত্বিক্‌কে নিযুক্ত করে ॥ ৪৫ ॥

শ্রুতিশ্চ ॥ ৪৬ ॥

বেদেও কহিতেছেন যে আপনি ফল পাইবার নিমিত্ত যজমান ঋত্বিক্‌কে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত করিবেক ॥ ৪৬ ॥ আর আত্মাকে দেখিবেক শ্রবণ এবং মনন করিবেক এবং আত্মার ধ্যানের ইচ্ছা করিবেক অতএব এই চারি পৃথক্‌২ বিধি হয় এমত নহে ॥

সহকার্য্যন্তরবিধিঃ পক্ষেণ তৃতীয়ং তদ্বতো বিধ্যাদিবৎ ॥ ৪৭ ॥

ব্রহ্মের শ্রবণ মনন ধ্যানের ইচ্ছা এ তিন ব্রহ্মদর্শনের সহকারী অর্থাৎ সহায় হয় এবং ব্রহ্মদর্শন বিধির অন্তঃপাতীয় হয় অতএব জ্ঞানীর শ্রবণ মননাদি কর্ত্তব্য হয়। তৃতীয় অর্থাৎ ধ্যানের ইচ্ছা যে পর্য্যন্ত ভেদজ্ঞান থাকে তাবৎ কর্ত্তব্য যেমন দর্শযাগের অন্তঃপাতীয় বিধি অগ্ন্যাধান বিধি হয়। সেইরূপ ব্রহ্মদর্শনের অন্তঃ[১৪২]পাতীয় শ্রবণাদি হয় যেহেতু শ্রবণাদি ব্যতিরেক ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয়েন না ॥ ৪৭ ॥ বেদে কহেন কুটুম্ববিশিষ্ট গৃহস্থ উত্তম দেশে অধ্যয়ন করিবেক তাহার পুনরাবৃত্তি নাই অতএব সমুদায় গৃহস্থ প্রতি এ বিধি হয় এমত নহে ॥

কৃৎস্নভাবাত্তু গৃহিণোপসংহারঃ ॥ ৪৮ ॥

কৃৎস্নে অর্থাৎ সকল কর্ম্মে আর সমাধিতে উত্তম গৃহস্থের অধিকার আছে অতএব পূর্ব্বোক্ত দর্শন শ্রবণাদি বিধি গৃহস্থের প্রতি স্বীকার করিতে হইবেক যেহেতু বেদে কহিয়াছেন যে শ্রদ্ধার আধিক্য হইলে সকল দেবতা এবং উত্তম গৃহস্থ যতিস্বরূপ হয়েন অর্থাৎ উত্তম গৃহস্থ দর্শন শ্রবণাদি করিতে পারেন এবং স্মৃতিতেও এই বিধি আছে ॥ ৪৮ ॥ পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির দ্বারা কেবল দুই আশ্রম অর্থাৎ সন্ন্যাস আর গার্হস্থ্য প্রাপ্তি হয় এমত সন্দেহ দূর করিতেছেন ॥

মৌনবদিতরেষামপ্যুপদেশাৎ ॥ ৪৯ ॥

মৌন অর্থাৎ সন্ন্যাস এবং গার্হস্থ্যের ন্যায় ইতর অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য এবং বানপ্রস্থ্য আশ্রমের বেদে উপদেশ আছে অতএব আশ্রম চারি হয় ॥ ৪৯ ॥ বেদে কহিয়াছেন জ্ঞানী বাল্যরূপে থাকিতে ইচ্ছা করিবেন এখানে বাল্য শব্দে চপলতা তাৎপর্য্য হয় এমত নহে ॥

অনাবিষ্কুর্ব্বন্নন্বয়াৎ ॥ ৫০ ॥

জ্ঞানকে ব্যক্ত না করিয়া অহঙ্কাররহিত হইয়া [১৪৩] জ্ঞানী থাকিতে ইচ্ছা করিবেন ঐ শ্রুতির এই অর্থ হয় যেহেতু পরশ্রুতিতে বাল্য আর পাণ্ডিত্যের একত্র কথন আছে আর যথার্থ পণ্ডিত অহঙ্কাররহিত হয়েন ॥ ৫০ ॥ বেদে

কহেন ব্রহ্মবিদ্যা শুনিয়াও অনেকে ব্রহ্মকে জানে না অতএব ব্রহ্মবিদ্যার শ্রবণাদি অভ্যাস করিলে এ জন্মে ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে না এমত নহে ॥

ঐহিকমপ্যপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাৎ ॥ ৫১ ॥

অভ্যাসের ত্যাগাদি প্রতিবন্ধ উপস্থিত না হইলে ব্রহ্মবিদ্যার শ্রবণাদি ফল এই জন্মেই হয় যেহেতু বামদেব ব্রহ্মজ্ঞান শ্রবণের দ্বারা ইহ লোকেতে ব্রহ্মজ্ঞানবিশিষ্ট হইয়াছিলেন এমত বেদে দৃষ্ট আছে ॥ ৫১ ॥ সালোক্যাদি মুক্তি শ্রবণের দ্বারা বুঝাইতেছে যে মুক্তির উৎকৃষ্টতা আর অপকৃষ্টতা আছে এমত নহে ॥

এবং মুক্তিফলানিয়মস্তদবস্থাবধৃতেস্তদবস্থাবধৃতেঃ ॥ ৫২ ॥

ব্রহ্মজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তির মুক্তিরূপ ফলের অধিক হওয়া কিম্বা ন্যূন হওয়ার কোন মতে নিয়ম নাই অর্থাৎ জ্ঞানবান্ সকলের এক প্রকার মুক্তি হয় যেহেতু বিশেষরহিত ব্রহ্মাবস্থাকে জ্ঞানী পায়েন এমত নিশ্চয় কথন বেদে আছে। পুনরাবৃত্তি অধ্যায়ের সমাপ্তিসূচক হয় ॥ ৫২ ॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ঃ ॥—

॥ ওঁ তৎ সৎ ॥ আত্মজ্ঞান সাধনেতে পুনঃ পুনঃ সাধ[১৪৪]নের অপেক্ষা নাই এমত নহে ॥

আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ ॥ ১ ॥

সাধনেতে আবৃত্তি অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অভ্যাস কর্ত্তব্য হয় যেহেতু আত্মার পুনঃ পুনঃ শ্রবণাদির উপদেশ এবং তত্ত্বমসি বাক্যের পুনঃ পুনঃ উপদেশ বেদে দেখিতেছি ॥ ১ ॥

লিঙ্গাচ্চ ॥ ২ ॥

আদিত্য এবং বরুণের পুনঃ পুনঃ উপাসনা কর্ত্তব্য এমত অর্থবোধক শ্রুতি আছে অতএব ব্রহ্মবিদ্যাতেও সেইরূপ আবৃত্তি স্বীকার করিতে হইবেক ॥ ২ ॥ আপনা হইতে আত্মার ভেদ জ্ঞানে ধ্যান করিবেক এমত নহে ॥

আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ ॥ ৩ ॥

ঈশ্বরকে আত্মা জানিয়া জাবালেরা অভেদরূপে উপাসনা করিতেছেন এবং অভেদরূপে লোককে জানাইতেছেন ॥ ৩ ॥ বেদে কহিতেছেন মনরূপ ব্রহ্মের উপাসনা করিবেক অতএব মন আদি পদার্থ ব্রহ্ম হয় এমত নহে ॥

ন প্রতীকে ন হি সঃ ॥ ৪ ॥

মন আদি দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা করিলে মন আদি সাক্ষাৎ ব্রহ্ম না হয় যেহেতু বেদে এমত কথন নাই এবং অনেক ব্রহ্ম স্বীকার করা অসম্ভব হয় ॥ ৪ ॥ যদি মন আদি সাক্ষাৎ ব্রহ্ম না হইল তবে ব্রহ্মেতে মন আদির স্বীকার করা যুক্ত নহে ॥

ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ ॥ ৫ ॥

মন আদিতে ব্রহ্ম বোধ করা যুক্ত হয় কিন্তু ব্রহ্মেতে মন আদির বুদ্ধি কর্ত্তব্য নহে [১৪৫] যেহেতু ব্রহ্ম সকল হইতে উৎকৃষ্ট হয়েন যেমন রাজার অমাত্যকে রাজবোধ করা যায় কিন্তু রাজাকে রাজার অমাত্য বোধ করা কল্যাণের কারণ হয় নাই ॥ ৫ ॥ বেদে কহেন উদ্‌গীথরূপ আদিত্যের উপাসনা করিবেক অতএব আদিত্যে উদ্‌গীথ বোধ করা যুক্ত হয় এমত নহে ॥

আদিত্যাদিমতয়শ্চাঙ্গ উপপত্তেঃ ॥ ৬ ॥

কর্ম্মাঙ্গ উদ্‌গীথে আদিত্যবুদ্ধি করা যুক্ত হয় কিন্তু সূর্য্যেতে উদ্‌গীথ বোধ করা অযুক্ত যেহেতু মন্ত্রে সূর্য্যাদি বোধ করিলে অধিক ফলের উৎপত্তি অর্থাৎ সিদ্ধি হয় ॥ ৬ ॥ দাণ্ডাইয়া কিম্বা শয়ন করিয়া আত্মবিদ্যার উপাসনা করিবেক এমত নহে ॥

আসীনঃ সম্ভবাৎ ॥ ৭ ॥

উপবিষ্ট হইয়া উপাসনা করিবেক যেহেতু শয়ন করিলে নিদ্রা উপস্থিত হয় আর দাণ্ডাইলে চিত্তবিক্ষেপ জন্মে কিন্তু বসিয়া উপাসনা করিলে দুইয়ের প্রায় সম্ভাবনা থাকে না অতএব উপাসনার সম্ভব বসিয়াই হয় ॥ ৭ ॥

ধ্যানাচ্চ ॥ ৮ ॥

ধ্যানের দ্বারা উপাসনা হয় সে ধ্যান বিশেষ মতে না বসিলে হইতে পারে নাই ॥ ৮ ॥

অচলত্বং চাপেক্ষ্য ॥ ৯ ॥

বেদে কহিয়াছেন পৃথিবীর ন্যায় ধ্যান করিবেক অতএব উপাসনার কালে চঞ্চল না হইবেক বেদের এই তাৎপর্য্য সেই অচঞ্চল হওয়া আসনের অপেক্ষা রাখে ॥ ৯ ॥

স্মরন্তি চ ॥ ১০ ॥

[১৪৬] স্মৃতিতেও উপবিষ্ট হইয়া উপাসনা করিবেক এমত কথন আছে ॥ ১০ ॥ ব্রহ্মোপাসনাতে তীর্থাদির অপেক্ষা রাখে এমত নহে ॥

যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ ॥ ১১ ॥

যে স্থানে চিত্তের স্থৈর্য্য হয় সেই স্থানে উপাসনা করিবেক তীর্থাদির নিয়ম নাই যেহেতু বেদে কহিয়াছেন যে কোন স্থানে চিত্ত স্থির হয় সেই স্থানে উপাসনা করিবেক এ বেদে তীর্থাদের বিশেষ করিয়া নিয়ম নাই ॥ ১১ ॥ ব্রহ্মোপাসনার সীমা আছে এমত নহে ॥

আপ্রায়ণাত্তত্রাপি হি দৃষ্টং ॥ ১২ ॥

মোক্ষ পর্য্যন্ত আত্মোপাসনা করিবেক জীবন্মুক্ত হইলে পরেও ঈশ্বর উপাসনার ত্যাগ করিবেক না যেহেতু বেদে মুক্তি পর্য্যন্ত এবং মুক্ত হইলেও উপাসনা করিবেক এমত দেখিতেছি ॥ ১২ ॥ বেদে কহিতেছেন ভোগে পুণ্যক্ষয় আর শুভের দ্বারা পাপের বিনাশ হয় তবে জ্ঞানের দ্বারা পাপ নষ্ট না হয়। এমত নহে ॥

তদধিগমে উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ ॥ ১৩ ॥

ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে উত্তরপাপের সহিত জ্ঞানীর সম্বন্ধ হইতে পারে নাই আর পূর্ব্বপাপের বিনাশ হয় যেহেতু বেদে কহিতেছেন যেমন পদ্মপত্রে জলের সম্বন্ধ না হয় সেইরূপ জ্ঞানীতে উত্তরপাপের স্পর্শ হইতে পারে না। আর যেমন শরের তুলাতে অগ্নি মিলিত হইলে অতি [১৪৭] শীঘ্র দগ্ধ হয় সেইমত জ্ঞানের উদয় হইলে সকল পূর্ব্বপাপের ধ্বংস হয় তবে পূর্ব্বশ্রুতিতে কহিয়াছেন যে শুভেতে পাপ ধ্বংস হয় সে লৌকিকাভিপ্রায়ে কহিয়াছেন অথবা শুভ শব্দে এখানে জ্ঞানে তাৎপর্য্য হয় ॥ ১৩ ॥ জ্ঞানী পাপ হইতে নির্লিপ্ত হয় কিন্তু পুণ্য হইতে মুক্ত না হইয়া ভোগাদি করেন এমত নহে ॥

ইতরস্যাপ্যেবমসংশ্লেষঃ পাতে তু ॥ ১৪ ॥

ইতর অর্থাৎ পুণ্যের সম্বন্ধ পাপের ন্যায় জ্ঞানীর সহিত থাকে না অতএব দেহপাত হইলে পুণ্যের ফল যে ভোগাদি তাহা জ্ঞানী করেন নাই ॥ ১৪ ॥ যদ্যপি জ্ঞান পাপ পুণ্য উভয়ের নাশ করে তবে প্রারব্ধ কর্ম্মের নাশকর্ত্তা জ্ঞান হয় এমত নহে ॥

অনারব্ধকার্য্যে এব তু পূর্ব্বে তদবধেঃ ॥ ১৫ ॥

প্রারব্ধ ব্যতিরেক পাপ পুণ্য জ্ঞান দ্বারা নষ্ট হয় আর প্রারব্ধ পাপ পুণ্যের নাশ জ্ঞানের দ্বারা নাই এই তাৎপর্য্য পূর্ব্বে দুই সূত্রে হয় যেহেতু প্রারব্ধ পাপ পুণ্যের সীমা যাবৎ শরীর থাকে তাবৎ পর্য্যন্ত করিয়াছেন প্রারব্ধ পাপ পুণ্য তাহাকে কহি যে পাপ পুণ্যের ভোগের জন্যে শরীর ধারণ হয় ॥ ১৫ ॥ সাধকের নিত্যকর্ম্মের কোন আবশ্যক নাই। এমত নহে ॥

অগ্নিহোত্রাদি তু তৎকার্য্যায়ৈব তদ্দর্শনাৎ ॥ ১৬ ॥

অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্ম্ম অন্তঃকরণশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞানফলের হেতু হয় যেহেতু [১৪৮] নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা সদ্গতি হয় এমত বেদে এবং স্মৃতিতেও দৃষ্টি আছে ॥ ১৬ ॥ বেদে কহিতেছেন জ্ঞানী সাধু কর্ম্ম করিবেক এখানে সাধু কর্ম্ম হইতে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম তাৎপর্য্য হয় এমত নহে ॥

অতোঽন্যাপি হ্যেকেষামুভয়োঃ ॥ ১৭ ॥

কোন শাখীরা পূর্ব্বোক্ত সাধু কর্ম্মকে নিত্যাদি কর্ম্ম হইতে অন্য কাম্য কর্ম্ম কহিয়াছেন এই মত ব্যাস এবং জৈমিনি উভয়ের হয় জ্ঞানীর কাম্য কর্ম্ম সাধুসেবাদি হয় যেহেতু অন্য কামনা জ্ঞানীর নাই ॥ ১৭ ॥ সমুদায় নিত্যাদি কর্ম্ম জ্ঞানের কারণ হইবেক এমত নহে ॥

যদেব বিদ্যয়েতি হি ॥ ১৮ ॥

যে কর্ম্ম আত্মবিদ্যাতে যুক্ত হয় সেই জ্ঞানের কারণ হয় যেহেতু বেদে এইরূপ কহিয়াছেন ॥ ১৮ ॥ প্রারব্ধ কর্ম্মের কদাপি নাশ না হয় এমত নহে ॥

ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বা সংপদ্যতে ॥ ১৯ ॥

ইতর অর্থাৎ সঞ্চিত ভিন্ন পাপ পুণ্য ভোগের দ্বারা নাশ করিয়া জ্ঞানী ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন যেহেতু প্রারব্ধ কর্ম্মের বিনাশ ভোগ বিনা হইতে পারে নাই ॥ ১৯ ॥

ইতি চতুর্থাধ্যায়ে প্রথমঃ পাদঃ ॥—

॥ ওঁ তৎ সৎ ॥ সমবায়কারণেতে কার্য্যের লয় হয় যেমন পৃথিবীতে ঘট লীন হইতেছে কিন্তু বেদে কহেন বাক্য মনেতে লয় হয় অথচ মন বাক্যের সমবায়-কারণ [১৪৯] নহে তাহার উত্তর এই ॥

বাঙ্মনসি দর্শনাৎ শব্দাচ্চ ॥ ১ ॥

বাক্য অর্থাৎ বাক্যের বৃত্তি মনেতে লয় হয় যদ্যপিও মন বাক্যের সমবায়-কারণ নহে যেমন অগ্নির সমবায়কারণ জল না হয় তত্রাপিও অগ্নির বৃত্তি অর্থাৎ দহনশক্তি জলেতে লয়কে পায় এইরূপ বেদেও কহিয়াছেন ॥ ১ ॥

অতএব চ সর্ব্বাণ্যনু ॥ ২ ॥

সমবায়কারণ ব্যতিরেকে লয় দর্শনের দ্বারা নিশ্চয় হইল যে চক্ষু আদি করিয়া সমুদায় ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি মনেতে লয়কে পায় যদ্যপিও চক্ষু প্রভৃতি আপন২ সমবায়েতে লীন হয়েন ॥ ২ ॥ এখন মনের বৃত্তির লয়স্থানের বিবরণ করিতেছেন ॥

তন্মনঃ প্রাণে উত্তরাৎ ॥ ৩ ॥

সর্ব্বেন্দ্রিয়ের বৃত্তির লয়স্থান যে মন তাহার বৃত্তি প্রাণে লয়কে পায় যেহেতু তাহার পরশ্রুতিতে কহিয়াছেন যে মন প্রাণেতে আর প্রাণ তেজেতে লীন হয় ॥ ৩ ॥ তেজে প্রাণের লয় হয় এমত নহে ॥

সোঽধ্যক্ষে তদুপগমাদিভ্যঃ ॥ ৪ ॥

সেই প্রাণ অধ্যক্ষে অর্থাৎ জীবেতে লয়কে পায় যেহেতু জীবেতে মৃত্যুকালে প্রাণের গমন এবং জীবেতে মন আদি সকল ইন্দ্রিয়ের অবস্থিতি বেদে কহিয়াছেন ॥ ৪ ॥ এইরূপে পূর্ব্বশ্রুতি যাহাতে প্রাণের লয় তেজেতে কহিয়াছেন তাহার সিদ্ধান্ত করিতেছেন ॥

ভূতেষু তৎশ্রুতেঃ ॥ [১৫০] ৫ ॥

প্রাণের লয় পঞ্চভূতে হয় যেহেতু বেদে কহিতেছেন অতএব তেজবিশিষ্ট জীবেতে সাক্ষাৎ প্রাণের লয় হয় জীবের উপাধিরূপ তেজেতে যে প্রাণের লয় কহিয়াছেন সে পরম্পরা সম্বন্ধে হয় ॥ ৫ ॥

নৈকস্মিন্ দর্শয়তি হি ॥ ৬ ॥

কেবল জীবের উপাধিরূপ তেজেতে প্রাণের লয় হয় এমত নহে যেহেতু প্রাণের লয় পরম্পরাতে পৃথিবী আদি পঞ্চ ভূতে হয় এমত শ্রুতি ও স্মৃতি দেখাইতেছেন ॥ ৬ ॥ সগুণ উপাসকের উর্দ্ধগমনে নির্গুণ উপাসক হইতে বিশেষ আছে এমত নহে ॥

সমানা চাসৃত্যুপক্রমাদমৃতত্বঞ্চানুপোষ্য ॥ ৭ ॥

আসৃতি অর্থাৎ দেবযান মার্গ তাহার আরম্ভ পর্য্যন্ত সগুণ এবং নির্গুণ উপাসকের উর্দ্ধগমন সমান হয় এবং অমৃতত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিও সমান হয়। কিন্তু সগুণ উপাসকের ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না যেহেতু রাগাদি তাহার সগুণ উপাসনাতে দগ্ধ হইতে পারে না ॥ ৭ ॥ বেদে কহিতেছেন যে লিঙ্গদেহ পরমেশ্বরেতে লয়কে পায় অতএব মরিলেই সকলের লিঙ্গশরীর ব্রহ্মেতে লীন হয় এমত নহে ॥

তদাপীতেঃ সংসারব্যপদেশাৎ ॥ ৮ ॥

ঐ লিঙ্গশরীর নির্ব্বাণ মুক্তি পর্য্যন্ত থাকে যেহেতু বেদে কহিতেছেন যে সগুণ উপাসকের পুনর্ব্বার জন্ম হয় তবে যে শ্রুতিতে কহিয়াছেন যে লিঙ্গশরীর [১৫১] মৃত্যুমাত্র ব্রহ্মেতে লীন হয় তাহার তাৎপর্য্য এই যে মৃত্যুর পরে সুষুপ্তির ন্যায় পরমাত্মাতে লয়কে পায় ॥ ৮ ॥ লিঙ্গশরীরের দৃষ্টি না হয় তাহার কারণ এই ॥

সূক্ষ্মন্তু প্রমাণতশ্চ তথোপলব্ধেঃ ॥ ৯ ॥

লিঙ্গশরীর প্রমাণের দ্বারা ত্রসরেণুর ন্যায় সূক্ষ্ম এবং স্বরূপেতেও চক্ষুর ন্যায় সূক্ষ্ম হয় যেহেতু বেদেতে লিঙ্গশরীরকে এমত সূক্ষ্ম করিয়া কহিয়াছেন যে নাড়ীর দ্বারা তাহার নিঃসরণ হয়। তবে লিঙ্গশরীর দৃষ্টিগোচর না হয় ইহার কারণ এই যে তাহার স্বরূপ প্রকট নহে ॥ ৯ ॥

নোপমর্দ্দেনাতঃ ॥ ১০ ॥

লিঙ্গশরীর অতি সূক্ষ্ম হয় এই হেতু স্থূল দেহের মর্দ্দনেতে লিঙ্গদেহের মর্দ্দন হয় না ॥ ১০ ॥ লিঙ্গশরীর প্রমাণের দ্বারা স্থাপন করিতেছেন ॥

অস্যৈব চোপপত্তেরেষ উষ্মা ॥ ১১ ॥

লিঙ্গশরীরের উষ্মার দ্বারা স্থূল শরীরের উষ্মা উপলব্ধি হয় যেহেতু লিঙ্গশরীরের অভাবে স্থূল শরীরে উষ্মা থাকে না এই যুক্তির দ্বারা লিঙ্গ-দেহের স্থাপন হইতেছে ॥ ১১ ॥ পরসূত্রে বাদীর মতে প্রতিবাদী আপত্তি করিতেছে ॥

প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শারীরাৎ ॥ ১২ ॥

বাদী কহে যে বেদে কহিতেছেন জ্ঞানীর ইন্দ্রিয়সকল দেহ হইতে ঊর্দ্ধ গমন না করে এই নিষেধের দ্বারা উপলব্ধি হইতেছে যে জ্ঞানী ভিন্নের ইন্দ্রিয়-সকল দেহ হইতে [১৫২] ঊর্দ্ধ গমন করেন প্রতিবাদী কহে এমত নহে যেহেতু বেদে কহেন যাহারা অকাম ব্যক্তি হয় তাহা হইতে ইন্দ্রিয়েরা ঊর্দ্ধ গমন করেন না অতএব অকাম হওয়া জীবের ধর্ম্ম দেহের ধর্ম্ম নহে। এখানে জীব হইতে জ্ঞানীর ইন্দ্রিয়সকলের ঊর্দ্ধগমন নিষেধের দ্বারা উপলব্ধি হয় যে জ্ঞানী ভিন্নের জীব হইতে ইন্দ্রিয়সকল ঊর্দ্ধ গমন করেন ॥ ১২ ॥ এখন সিদ্ধান্তী বাদীর মতকে স্থাপন করিতেছেন ॥

স্পষ্টো হ্যেকেষাং ॥ ১৩ ॥

কাণ্বরা স্পষ্ট কহেন যে জ্ঞানীর ইন্দ্রিয়সকল দেহ হইতে নিষ্ক্রমণ করে না কিন্তু দেহেতেই লীন হয়। অতএব জ্ঞানীর দেহ হইতে ইন্দ্রিয়ের ঊর্দ্ধগমনের নিষেধের দ্বারা জ্ঞানী ভিন্নের দেহ হইতে ইন্দ্রিয় ঊর্দ্ধগমন করেন এমত নিশ্চয় হইতেছে কিন্তু জীব হইতে ইন্দ্রিয়ের ঊর্দ্ধ গমন না হয়। তবে পূর্ব্বশ্রুতিতে যেখানে কহিয়াছেন যে যাহারা অকাম ব্যক্তি হয় তাহা হইতে ইন্দ্রিয় ঊর্দ্ধ গমন করেন নাই সেখানে তাহা হইতে ইন্দ্রিয় ঊর্দ্ধ গমন করে নাই অর্থাৎ তাহার দেহ হইতে ঊর্দ্ধ গমন করে না এই তাৎপর্য্য হয় ॥ ১৩ ॥

স্মর্য্যতে চ ॥ ১৪ ॥

স্মৃতিতেও কহিতেছেন যে জ্ঞানীর উৎক্রমণ নাই অতএব দেবতারাও জ্ঞানীর উৎক্রমণ জানেন নাই ॥ ১৪ ॥ বেদে কহিতেছেন যে পঞ্চদশ কলা অর্থাৎ দশ ইন্দ্রিয় আর [১৫৩] পাঁচ তন্মাত্র গন্ধ রস রূপ স্পর্শ শব্দ এই পোনর আপন২ উৎপত্তিস্থানে মৃত্যুকালে লীন হয় কিন্তু জ্ঞানীর কিম্বা অজ্ঞানীর এমত এই শ্রুতিতে বিশেষ নাই অতএব জ্ঞান হইলে পরেও ইন্দ্রিয়সকল আপনার২ উৎপত্তিস্থানে লীন হইবেক এমত নহে ॥

তানি পরে তথা হ্যাহ ॥ ১৫ ॥

জ্ঞানীর ইন্দ্রিয়াদিসকল পরব্রহ্মে লীন হয় যেহেতু বেদে এইরূপ কহিয়াছেন তবে যে পূর্ব্বে লয়শ্রুতি কহিলে সে অজ্ঞানিপর হয় এই বিবেচনায় যে যাহা হইতে উৎপন্ন হয় তাহাতেই সেই লয়কে পায় ॥ ১৫ ॥ জ্ঞানী ব্রহ্মেতে লয়কে পায় সে লয়প্রাপ্তি অনিত্য এমত নহে ॥

অবিভাগো বচনাৎ ॥ ১৬ ॥

ব্রহ্মেতে যে লীন হয় তাহার পুনরায় বিভাগ অর্থাৎ বিচ্ছেদ ব্রহ্ম হইতে হয় না যেহেতু বেদবাক্য আছে যে ব্রহ্মে লীন হইলে নাম রূপ থাকে না সে ব্যক্তি অমৃত অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ হয় ॥ ১৬ ॥ সকল জীবের নিঃসরণ শরার হইতে হয় অতএব এক নাড়ী হইতে সকলের নিঃসরণ হয় এমত নহে ॥

তদোকোঽগ্রপ্রজ্বলনং তৎপ্রকাশিতদ্বারো বিদ্যাসামর্থ্যাৎ তৎশেষগত্যানুস্মৃতি-
যোগাচ্চ হার্দ্দানুগৃহীতঃ শতাধিকয়া ॥ ১৭ ॥

তদোকো অর্থাৎ হৃদয়ে যে জীবের স্থান হয় সে স্থান জীবের নিঃসরণসময় অত্যন্ত প্রজ্বলিত হইয়া উঠে সেই তেজ হইতে [১৫৪] যে কোন চক্ষু কর্ণাদি নাড়ীর দ্বার প্রকাশকে পায় সেই নাড়ী হইতে সকল জীবের নিঃসরণ হয় তাহার মধ্যে অন্তর্যামীর অনুগৃহীত যাহারা তাহাদের জীব শতাধিকা অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে নিঃসরণ করে যেহেতু ব্রহ্মবিদ্যার এই সামর্থ্য তাহার ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে নিঃসরণ হওয়া শেষ ফল হয় এমত শাস্ত্রে কহিয়াছেন ॥ ১৭ ॥ নাড়ীতে সূর্য্যের রশ্মির সম্ভব নাই অতএব নাড়ীর দ্বার হইতে অন্ধকারে জীব নিঃসরণ করে এমত নহে ॥

রশ্ম্যনুসারী ॥ ১৮ ॥

বেদে কহেন যে সূর্য্যের সহস্র কিরণ সকল নাড়ীতে ব্যাপক হইয়া থাকে সেই রশ্মির প্রকাশ হইতে জীবের নিঃসরণ হয় অতএব জীব সূর্য্যরশ্মির অনুগত হইয়া নিঃসরণ করেন ॥ ১৮ ॥

নিশি নেতি চেন্ন সম্বন্ধস্য যাবদ্দেহভাবিত্বাৎ দর্শয়তি চ ॥ ১৯ ॥

রাত্রিতে সূর্য্য প্রকাশ থাকেন না অতএব নাড়ীতে সে কালে সূর্য্যরশ্মির অভাব হয় এমত নহে যেহেতু যাবৎ দেহ থাকে তাবৎ উষ্মার দ্বারা সূর্য্যরশ্মির সম্ভাবনা দিবা রাত্রি নাড়ীতে আছে বেদেও কহিতেছেন যাবৎ শরীর আছে তাবৎ নাড়ী এবং সূর্য্যরশ্মির বিয়োগ না হয় ॥ ১৯ ॥ ভীষ্মের ন্যায় জ্ঞানীর উত্তরায়ণে মৃত্যু আবশ্যক হয় এমত নহে ॥

অতশ্চায়নেঽপি দক্ষিণে ॥ ২০ ॥

দক্ষিণায়নে জ্ঞানীর মৃত্যু হইলে সুষুম্নার [১৫৫] দ্বারা জীব নিঃসরণ হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয় তবে ভীষ্মের উত্তরায়ণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা এ লোকশিক্ষার্থ হয় যেহেতু অজ্ঞানীর উত্তরায়ণে মৃত্যু উত্তম হয় ॥ ২০ ॥

যোগিনঃ প্রতি চ স্মর্য্যতে স্মার্ত্তে চৈতে ॥ ২১ ॥

স্মৃতিতে কথিত যে শুক্ল কৃষ্ণ দুই গতি সে কর্ম্মযোগীর প্রতি বিধান হয় যেহেতু যোগী শব্দে সেই স্মৃতিতে তাহার বিশেষণ কহিয়াছেন কিন্তু ব্রহ্ম উপাসকের সর্ব্বকালে ব্রহ্মপ্রাপ্তি এমত তাহার পরস্মৃতিতে কহেন অতএব জ্ঞানীর যে কোন কালে মৃত্যু হইলেও উত্তরায়ণমৃত্যুফল প্রাপ্ত হয় ॥ ২১ ॥'

ইতি চতুর্থাধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥—

ওঁ তৎ সৎ ॥ এক বেদে কহেন যে উপাসকেরা মৃত্যুর পরে তেজপথকে প্রাপ্ত হয়েন অন্য শ্রুতি কহিতেছেন উপাসকেরা সূর্য্যদ্বার হইয়া যান অতএব ব্রহ্মলোক গমনের নানা পথ হয় এমত নহে ॥

অর্চিরাদিনা তৎপ্রথিতেঃ ॥ ১ ॥

পঞ্চাগ্নিবিদ্যাতে বেদে কহিয়াছেন যে কেহ এ উপাসনা করে সে তেজপথের দ্বারা যায় অতএব ব্রহ্মোপাসক এবং অন্যোপাসক উভয়ের তেজপথের দ্বারা গমনের খ্যাতি আছে তবে সূর্য্যদ্বার হইতে গমন যে শ্রুতিতে কহেন সে তেজপথের বিশেষণ মাত্র হয় ॥ ১ ॥ কৌষীতকীতে কহেন যে উপাসক অগ্নিলোক বায়ু[১৫৬]লোক এবং বরুণলোককে যায় ছান্দোগ্যে কহেন যে প্রথমত তেজপথকে প্রাপ্ত হয়েন পশ্চাৎ দিবা পশ্চাৎ পৌর্ণমাসী পশ্চাৎ ছয় মাস উত্তরায়ণ পশ্চাৎ সম্বৎসর পশ্চাৎ সূর্য্যের দ্বারা যান অতএব দুই শ্রুতি ঐক্য করিবার নিমিত্ত কৌষীতকীতে যে বায়ুলোক কহিয়াছেন তাহা ছান্দোগ্যের তেজপথের পর স্বীকার করিতে হইবেক এমত নহে ॥

বায়ুশব্দাদবিশেষবিশেষাভ্যাং ॥ ২ ॥

কৌষীতকীতে উক্ত যে বায়ুলোক তাহাকে ছান্দোগ্যের সম্বৎসরের পরে স্বীকার করিতে হইবেক যেহেতু কৌষীতকীতে কাহার পর কে হয় এমত বিশেষ নাই আর বৃহদারণ্যে বিশেষণ আছে কারণ এই বৃহদারণ্যে কহিয়াছেন যে বায়ুর পরে সূর্য্যকে যায় ॥ ২ ॥ কৌষীতকীতে বরুণাদিলোক যাহা কহিয়াছেন তাহার বিবরণ এই ॥

তড়িতোঽধি বরুণঃ সম্বন্ধাৎ ॥ ৩ ॥

কৌষীতকীতে যে বরুণলোক কহিয়াছেন যে তড়িৎলোকের উপর যেহেতু জলসহিত মেঘস্বরূপ বরুণের তড়িৎলোকের উপরেই সম্বন্ধের সম্ভাবনা হয় ॥ ৩ ॥ তেজপথাদি যাহার ক্রম কহা গেল সে সকল কেবল পথচিহ্ন না হয় এবং উপাসকের ভোগস্থান না হয় ॥

আতিবাহিকাস্তল্লিঙ্গাৎ ॥ ৪ ॥

অর্চিরাদি আতিবাহিক হয়েন অর্থাৎ ব্রহ্মলোক[১৫৭]কে প্রাপ্ত করান যেহেতু পরশ্রুতিতে কহিতেছেন যে অমানব পুরুষ তড়িৎলোক হইতে ব্রহ্মলোককে প্রাপ্ত করান এই প্রাপণের বোধক শব্দ বেদে আছে ॥ ৪ ॥ অর্চিরাদের চৈতন্য নাই অতএব সে সকল হইতে অন্যের চালন হইতে পারে নাই এমত নহে ॥

উভয়ব্যামোহাৎ তৎসিদ্ধেঃ ॥ ৫ ॥

স্থূলদেহরহিত জীবের ইন্দ্রিয়কার্য্য থাকে নাই এবং অর্চিরাদের চৈতন্য স্বীকার না করিলে উভয়ের গমনের সামর্থ্য হইতে পারে না অতএব অর্চিরাদের চৈতন্য অঙ্গীকার করিতে হইবেক ॥ ৫ ॥ কোন স্থান হইতে অমানব পুরুষ জীবকে লইয়া যান তাহার বিবরণ কহিতেছেন ॥

বৈদ্যুতেনৈব ততস্তৎশ্রুতেঃ ॥ ৬ ॥

বিদ্যুৎলোকস্থিত যে অমানব পুরুষ তিহোঁ বিদ্যুৎলোকের ঊর্দ্ধ ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত জীবকে লইয়া যান এইরূপ বেদেতে শ্রবণ হইতেছে গমনের ক্রম এই। প্রথম রশ্মি পশ্চাৎ অগ্নি পশ্চাৎ অহ পশ্চাৎ পৌর্ণমাসী পশ্চাৎ উত্তরায়ণ পশ্চাৎ সম্বৎসর পশ্চাৎ বায়ু পশ্চাৎ সূর্য্য পশ্চাৎ চন্দ্র পশ্চাৎ তড়িৎ পশ্চাৎ বরুণ পশ্চাৎ ইন্দ্র পশ্চাৎ প্রজাপতি ইহার পর বরুণলোক হইতে অমানব পুরুষ জীবকে ঊর্দ্ধ গমন করান ॥ ৬ ॥ তখন কি প্রাপ্তব্য হয় [১৫৮] তাহা কহিতেছেন ॥

কার্য্যং বাদরিরস্য গত্যুপপত্তেঃ ॥ ৭ ॥

কার্য্যব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মাকে এই সকল গমনের পর উপাসকেরা প্রাপ্ত হয়েন বাদরি আচার্য্যের এই মত যেহেতু ব্রহ্মা প্রাপ্তব্য হয়েন এমত বেদে প্রসিদ্ধ আছে ॥ ৭ ॥

বিশেষিতত্বাচ্চ ॥ ৮ ॥

ব্রহ্মলোককে অমানব পুরুষ লইয়া যায় এমত বিশেষণ বেদে আছে অতএব ব্রহ্মা প্রাপ্তব্য হয়েন ॥ ৮ ॥

সামীপ্যাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মার প্রাপ্তির পর ব্রহ্মপ্রাপ্তির সন্নিকট হয় এই নিমিত্ত কোথাও ব্রহ্মার প্রাপ্তিকে ব্রহ্মপ্রাপ্তি করিয়া কহিয়াছেন ॥ ৯ ॥

কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহিতঃ পরমভিধানাৎ ॥ ১০ ॥

ব্রহ্মলোকের বিনাশ হইলে পর ব্রহ্মলোকের অধ্যক্ষ অর্থাৎ তাহার প্রভু যে ব্রহ্মা তাঁহার সহিত পরব্রহ্মে লয়কে পায় যেহেতু বেদে এইরূপ কহিয়াছেন ॥ ১০ ॥

স্মৃতেশ্চ ॥ ১১ ॥

স্মৃতিতেও এইরূপ কহিয়াছেন ॥ ১১ ॥

পরং জৈমিনির্মুখ্যত্বাৎ ॥ ১২ ॥

জৈমিনি কহেন পরব্রহ্মতে লয়কে পাইবেক যেহেতু ব্রহ্ম শব্দ যেখানে নপুংসক হয় সেখানে পরব্রহ্ম প্রতিপাদ্য হয়েন জৈমিনির এ মত পূর্ব্বসূত্রের দ্বারা অর্থাৎ কার্য্যং বাদরিরস্য গত্যুপপত্তেঃ খণ্ডিত হইয়াছে ॥ ১২ ॥

দর্শনাচ্চ ॥ ১৩ ॥

উপাসনার দ্বারা ঊর্দ্ধ গমন করিয়া মুক্তিকে পায় এই শ্রুতি দৃষ্টি হইতেছে মুক্তির প্রাপ্তি পরব্রহ্ম [১৫৯] বিনা হয় নাই অতএব পরব্রহ্ম প্রাপ্তব্য হইয়াছেন এই জৈমিনির মতকে সামীপ্যাৎ আর স্মৃতেশ্চ ইতি দুই সূত্রের দ্বারা খণ্ডন করা গিয়াছে ॥ ১৩ ॥

ন চ কার্য্যে প্রতিপত্ত্যভিসন্ধিঃ ॥ ১৪ ॥

বেদে কহেন প্রজাপতির সভা এবং গৃহ পাইব এমত প্রাপ্তির অভিসন্ধি অর্থাৎ সঙ্কল্পের দ্বারা ব্রহ্মা প্রাপ্তব্য হয়েন এমত কহিতে পারিবে না যেহেতু ঐ শ্রুতির পাঠ ব্রহ্মপ্রকরণে হইয়াছে অতএব পূর্ব্বশ্রুতি হইতে ব্রহ্ম তাৎপর্য্য হয়েন এই জৈমিনির মত কিন্তু ব্যাসের তাৎপর্য্য এই যে পূর্ব্বশ্রুতির ব্রহ্মপ্রকরণে

স্তুতিনিমিত্ত পাঠ হইয়াছে বস্তুত ব্রহ্মা প্রথমত প্রাপ্তব্য হয়েন ॥ ১৪ ॥ প্রাপ্তব্যের নিরূপণ করিয়া গমনকর্ত্তার নিরূপণ করিতেছেন ॥

অপ্রতীকালম্বনান্নয়তীতি বাদরায়ণ উভয়থাচ দোষাত্তৎক্রতুশ্চ ॥ ১৫ ॥

অবয়ব উপাসক ভিন্ন যে উপাসক তাহাকে অমানব পুরুষ ব্রহ্ম প্রাপ্ত করেন এই ব্যাসের মত হয় যেহেতু প্রতীকের উপাসনাতে এবং ব্রহ্মের উপাসনাতে যদি উভয়েতেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় তবে প্রভেদ থাকে না তাহার কারণ এই যে যাহার প্রতি শ্রদ্ধা করে সেই তাহাকে পায় এই যে ন্যায় তাহা মূর্ত্তিপূজা করিয়া পাইলে অসিদ্ধ হয় এবং বেদেও কহিয়াছেন যে যে কামনা উদ্দেশ করিয়া ক্রতু অর্থাৎ যজ্ঞ করে সে সেই ফলকে [১৬০] পায় ॥ ১৫ ॥

বিশেষঞ্চ দর্শয়তি ॥ ১৬ ॥

নামবিশিষ্ট ঘটপটাদি হইতে বাক্যের বিশেষ বেদে কহিতেছেন অতএব মূর্ত্তিতে ব্রহ্ম উপাসনা হইতে বাক্যে মনে ব্রহ্ম উপাসনা উত্তম হয় ॥ ১৬ ॥

ইতি চতুর্থাধ্যায়ে তৃতীয়ঃ পাদঃ॥—

ওঁ তৎ সৎ ॥ যদি কহ ঈশ্বরের জন সকল তাঁহার কার্য্যের নিমিত্তে প্রকট হয়েন অতএব প্রকট হওনের পূর্ব্বে তাহারদ্দের ব্রহ্মপ্রাপ্তি ছিল না অন্যথা প্রকট হইতে কিরূপে পারিতেন এমত কহিতে পারিবে না ॥

সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেনশব্দাৎ ॥ ১ ॥

সাক্ষাৎ পরমাত্মাকে সম্পন্ন অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়াও ভগবৎসাধন নিমিত্ত ভগবানের জন সকল ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া আবির্ভাব হয়েন যেহেতু বেদেতে কহিতেছেন ॥ ১ ॥ যদি কহ যে কালে ভগবানের জন সকল আবির্ভাব হয়েন তৎকালে তাঁহারা আপনাকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ দেখেন অতএব তাঁহাদ্দের মুক্তির অবস্থা আর থাকে না এমত নহে ॥

মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ ॥ ২ ॥

ভাগবত জন সকল নিশ্চিত মুক্ত সর্ব্বদা হয়েন যেহেতু সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞান তাহাদ্দের প্রকট অপ্রকট দুই অবস্থাতে আছে ॥ ২ ॥ ছান্দোগ্যেতে কহিতেছেন যে জীব পরজ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হয় অতএব জ্যোতি প্রাপ্তির নাম মুক্তি হয় ব্রহ্মপ্রাপ্তির নাম মুক্তি নয় [১৬১] এমত নহে ॥

আত্মা প্রকরণাৎ ॥ ৩ ॥

পরংজ্যোতি শব্দ এখানে যে বেদে কহিতেছেন তাহা হইতে আত্মা তাৎপর্য্য হয় যেহেতু এ শ্রুতি ব্রহ্মপ্রকরণে পঠিত হইয়াছে ॥ ৩ ॥ মুক্ত সকল ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ হইয়া অবস্থিতি এবং আনন্দ ভোগাদি করেন এমত নহে ॥

অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ ॥ ৪ ॥

অবিভাগরূপে অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত ঐক্যরূপে অবস্থিতি এবং আনন্দ ভোগ মুক্ত সকলে করেন যেহেতু বেদে দৃষ্ট হইতেছে যে যাহা যাহা ব্রহ্ম অনুভব করেন সেই সকল অনুভব মুক্তেরা দেহ ত্যাগ করিয়া করেন ॥ ৪ ॥ শাস্ত্রে কহিতেছেন যে দেহ আর ইন্দ্রিয় এবং সুখ দুষ্‌খরহিত যে মুক্ত ব্যক্তি তাহারা অপ্রাকৃত ভোগ করেন অতএব ইন্দ্রিয়াদিরহিত হইয়া মুক্তের ভোগ কিরূপে সংগত হয় তাহার উত্তর নাই ॥

ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরুপন্যাসাদিভ্যঃ ॥ ৫ ॥

স্বপ্রকাশ ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া মুক্ত সকল অবস্থিতি এবং ভোগাদি করেন জৈমিনিও কহিয়াছেন যেহেতু বেদে কহেন যে মুক্তের অবস্থিতি ব্রহ্মে হয় আর এই শরীরকে ত্যাগ করিয়া মুক্ত ব্যক্তি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপকে দেখেন আর শুনেন ॥ ৫ ॥

চিতিতন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাদিত্যৌড়ুলোমিঃ ॥ ৬ ॥

জীব অল্পজ্ঞাতা ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞাতা ইহার অল্প শব্দ আর [১৬২] সর্ব্ব শব্দ দুই শব্দকে ত্যাগ দিলে জ্ঞাতা মাত্র থাকে অতএব জ্ঞানমাত্রের দ্বারা জীব ব্রহ্মস্বরূপ হয় ঐ ঔড়ুলোমির মত ॥ ৬ ॥

এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ ॥ ৭ ॥

এই ঔড়ুলোমির মত পূর্ব্বোক্ত জৈমিনির মতের সহিত বিরোধ নাই ব্যাস কহিতেছেন যেহেতু জৈমিনিও মুক্ত জীবের ব্রহ্মের সহিত ঐক্য করিয়া কহিয়াছেন ॥ ৭ ॥ মুক্ত ব্যক্তিরা যে ভোগ করেন সে ভোগ লৌকিক সাধনের অপেক্ষা রাখে অতএব মুক্তেরা ভোগেতে লৌকিক সাধনের সাপেক্ষ হয়েন এমত নহে ॥

সঙ্কল্পাদেব তু তৎশ্রুতেঃ ॥ ৮ ॥

কেবল সঙ্কল্পের দ্বারাতেই মুক্তের ভোগাদি হয় বহিঃসাধনের অপেক্ষা থাকে না যেহেতু বেদে কহিয়াছেন যে সঙ্কল্প মাত্র জ্ঞানীর পিতৃলোক উত্থান করেন ॥ ৮ ॥

অতএব চানন্যাধিপতিঃ ॥ ৯ ॥

মুক্তের ইন্দ্রিয়াদি নাই কেবল সঙ্কল্পের দ্বারা সকল সিদ্ধ হয় অতএব তাহাদ্দের আত্মা ব্যতিরেকে অন্য অধিপতি নাই অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকলের অধিষ্ঠাতা যে সকল দেবতা তাঁহারা মুক্তের অধিপতি না হয়েন ॥ ৯ ॥ মুক্ত হইলে পরে দেহ থাকে কি না ইহার বিচার করিতেছেন ॥

অভাবং বাদরিরাহ হ্যেবং ॥ ১০ ॥

বাদরি কহিয়াছেন যে মুক্ত হইলে পর দেহাদির অভাব হয় এই মত নৈয়ায়িকের মতের সহিত [১৬৩] ঐক্য হয় যেহেতু ন্যায়মতে কহেন যে ছয় ইন্দ্রিয় আর রূপাদি ইন্দ্রিয়বিষয় ছয় এবং ছয় রূপাদি বিষয়ের জ্ঞান আর সুখ দুঃখ আর শরীর এই একুইশপ্রকার সামগ্রী মুক্তি হইলে নিবৃত্তিকে পায় ॥ ১০ ॥

ভাবং জৈমিনির্বিকল্পামননাৎ ॥ ১১ ॥

মুক্ত হইলেও দেহ থাকে এই জৈমিনির মত যেহেতু বেদে বিকল্প করিয়া মুক্তের অবস্থা কহিয়াছেন তথাহি মুক্ত ব্যক্তি এক হয়েন তিন হয়েন মুক্ত ব্যক্তি ব্রহ্মকে দৃষ্টি এবং শ্রবণ করেন জ্যোতিস্বরূপে এবং চিৎস্বরূপে অথবা অচিৎস্বরূপে নিত্যস্বরূপে অথবা অনিত্যস্বরূপে থাকেন এবং আনন্দবিশিষ্ট হয়েন ॥ ১১ ॥

দ্বাদশাহবদুভয়বিধং বাদরায়ণোঽতঃ ॥ ১২ ॥

বেদে কোন স্থানে কহিয়াছেন যে মুক্তের দেহ থাকে কোথাও কহেন দেহ থাকে নাই এই বিকল্প শ্রবণের দ্বারা বাদরায়ণ কহিয়াছেন যে মুক্ত হইলে দেহ থাকে এবং দেহ না থাকে উভয় প্রকার মুক্তের ইচ্ছামতে হয় যেমত এক শ্রুতি দ্বাদশাহ শব্দ যজ্ঞকে কহেন অন্য শ্রুতি দিবসসমূহকে কহেন ॥ ১২ ॥

তন্বভাবে সন্ধ্যবদুপপত্তেঃ ॥ ১৩ ॥

স্বপ্নে যেমন শরীর না থাকিলে পরেও জীব সকল ভোগ করে সেই মত শরীর না থাকিলেও মুক্ত ব্যক্তির ভোগ সিদ্ধ হয় ॥ ১৩ ॥

ভাবে জাগ্রদ্বৎ ॥ ১৪ ॥

মুক্ত লোক দেহবিশিষ্ট [১৬৪] যখন হয়েন তখন জাগ্রৎ ব্যক্তি যেমন বিষয় ভোগ করে সেইরূপ ব্রহ্মানন্দ ভোগ করেন ॥ ১৪ ॥ মুক্ত ব্যক্তির ঈশ্বর হইতে কোন বিশেষ নাই এমত নহে ॥

প্রদীপবদাবেশস্তথা হি দর্শয়তি ॥ ১৫ ॥

প্রদীপের যেমন প্রকাশের দ্বারা গৃহেতে ব্যাপ্তি হয় স্বরূপের দ্বারা হয় না সেইরূপ মুক্তদিগের প্রকাশরূপে সর্ব্বত্র আবেশ অর্থাৎ ব্যাপ্তি হয় ঈশ্বরের

প্রকাশ এবং স্বরূপ উভয়ের দ্বারা সর্ব্বত্র ব্যাপ্তি হয় এই বিশেষ শ্রুতি দেখাইতেছেন ॥ ১৫ ॥ বেদে কহিতেছেন স্বর্গেতে কোন ভয় নাই অতএব স্বর্গসুখে আর মুক্তিসুখে কোন বিশেষ নাই এমত নহে ॥

স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যোরন্যতরাপেক্ষ্যমাবিষ্কৃতং হি ॥ ১৬॥

আপনাতে লয়কে পাওয়া অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে আর আপনাতে মিলিত হওয়া অর্থাৎ মোক্ষসময়ে দুঃখরহিত যে সুখ তাহার প্রাপ্তি হয় আর স্বর্গের সুখ দুঃখমিশ্রিত হয় অতএব মুক্তিতে আর স্বর্গেতে বিশেষ আছে যেহেতু এইরূপ বেদেতে প্রকট করিয়াছেন ॥ ১৬ ॥ বেদে কহেন মুক্ত সকল কামনা পাইয়া ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন আর মনের দ্বারা জগৎ দেখেন এবং বিহার করেন অতএব ঈশ্বরের ন্যায় সঙ্কল্পের দ্বারা মুক্তসকল জগতের কর্ত্তা হয়েন এমত নহে ॥

জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ ॥ ১৭ ॥

নারদাদি [১৬৫] মুক্তসকলের ইচ্ছার দ্বারা শরীর ধারণ হইয়াও জগতের কর্তৃত্ব নাই কেবল ঈশ্বরের উপাসনা মাত্র যেহেতু বেদে সৃষ্টিপ্রকরণে কহিয়াছেন যে কেবল ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা হয়েন আর ঈশ্বরের সমুদায় শক্তির সন্নিধান মুক্তসকলেতে নাই এবং মুক্তদিগের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছাও নাই ॥ ১৭ ॥

প্রত্যক্ষোপদেশাদিতি চেন্নাধিকারিকমণ্ডলস্থোক্তেঃ ॥ ১৮ ॥

বেদে কহেন মুক্তকে সকল দেবতা পূজা দেন আর মুক্ত স্বর্গের রাজা হয়েন এই প্রত্যক্ষ শ্রুতির উপদেশের দ্বারা মুক্তসকলের সমুদায় ঐশ্বর্য্য আছে এমত বোধ হয় অতএব মুক্ত ব্যক্তিরা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়েন। এমত নহে যেহেতু আধিকারিক অর্থাৎ জীব তাহার মণ্ডলে অর্থাৎ হৃদয়ে স্থিত যে পরমাত্মা তাঁহারি সৃষ্টির নিমিত্ত মায়াকে অবলম্বন করা আর সগুণ হইয়া সৃষ্টি করা ইহার উক্তি বেদে আছে মুক্তদিগের মায়াসম্বন্ধ নাই যেহেতু তাঁহাদের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা নাই ॥ ১৮ ॥ ঈশ্বর কেবল সগুণ হয়েন অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তৃত্বগুণবিশিষ্ট হয়েন নির্গুণ না হয়েন এমত নহে ॥

বিকারাবর্ত্তি চ তথা হি স্থিতিমাহ ॥ ১৯ ॥

সৃষ্ট্যাদি বিকারে না থাকেন এমত নির্গুণ ঈশ্বরের স্বরূপ হয় এইরূপ সগুণ নির্গুণ উপাসকের ক্রমেতে ঈশ্বরের সগুণ নির্গুণ স্বরূপেতে স্থিতি অর্থাৎ প্রাপ্তি হয় শাস্ত্রে এই[১৬৬]রূপ কহিয়াছেন ॥ ১৯ ॥

দর্শয়তশ্চৈবং প্রত্যক্ষানুমানে ॥ ২০ ॥

প্রত্যক্ষ অর্থাৎ শ্রুতি অনুমান অর্থাৎ স্মৃতি এই দুই এই সগুণ নির্গুণ স্বরূপ এবং মুক্তদের ঈশ্বরেতে স্থিতি অনেক স্থানে দেখাইতেছেন ॥ ২০ ॥

ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ ॥ ২১ ॥

বেদে কহিতেছেন যে মুক্ত জীবসকল এইরূপ আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া জন্ম মরণ এবং বৃদ্ধি হ্রাস হইতে রহিত হয়েন এবং যথেষ্টাচার ভোগাদি করেন অতএব ভোগমাত্রেতে মুক্তের ঈশ্বরের সহিত সাম্য হয় সৃষ্টিকর্তৃত্বে সাম্য নহে যেহেতু জগৎ করিবার সংকল্প তাহাদ্দের নাই আর জগতের কর্ত্তা হইবার জন্যে ঈশ্বরের উপাসনা করেন নাই ॥ ২১ ॥ মুক্তদিগের পুনরাবৃত্তি নাই তাহাই স্পষ্ট কহিতেছেন ॥

অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ ॥ ২২ ॥

বেদে কহেন যে মুক্তের পুনরাবৃত্তি নাই অতএব বেদে শব্দ দ্বারা মুক্ত ব্যক্তির পুনরাবৃত্তি নাই এমত নিশ্চয় হইতেছে সূত্রের পুনরুক্তি শাস্ত্রসমাপ্তির জ্ঞাপক হয় ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নাভিধানমহর্ষিবেদব্যাসপ্রোক্তজয়াখ্যব্রহ্মসূত্রস্য
বিবরণং সমাপ্তং সমাপ্তোয়ং বেদান্তগ্রন্থঃ ॥—

বেদান্তসার

[১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

ওঁ তৎ সৎ। বেদান্তসারঃ। সমুদায় বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মকে জানা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে ইহার উল্লেখ বেদান্তের প্রথম সূত্রে ভগবান্ বেদব্যাস করিয়া শ্রুতি এবং শ্রুতিসম্মত বিচারের দ্বারা দেখিলেন যে ব্রহ্মের স্বরূপ কোনো মতে জানিতে পারা যায় না অর্থাৎ ব্রহ্ম কি আর কেমন এমত নিদর্শন হইতে পারে না যেহেতু শ্রুতিতে কহিতেছেন। ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা। মুণ্ডক। অদৃষ্টো দ্রষ্টা অশ্রুতঃ শ্রোতা অস্থূলমনণু। বৃহদারণ্যক। অবাঙ্মনসগোচরং। অশব্দং অস্পর্শং। কঠবল্লী। চক্ষুর দ্বারা কিম্বা চক্ষু ভিন্ন অন্য ইন্দ্রিয়সকলের দ্বারা অথবা তপের দ্বারা কিম্বা শুভ কর্ম্মের দ্বারা ব্রহ্ম কি পদার্থ হয়েন তাহা জানা যায় না। ব্রহ্ম কাহার দৃষ্ট নহেন অথচ সকলকে দেখেন শ্রুত নহেন অথচ সকল শুনেন! ব্রহ্ম স্থূল নহেন সূক্ষ্ম নহেন। বাক্য আর মনের অগোচর হয়েন। শব্দাতীত এবং স্পর্শাতীত হয়েন॥ অতএব বেদব্যাস দ্বিতীয় সূত্রে ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনের প্রয়াস না করিয়া তটস্থরূপে তাঁহার নিরূপণ করিতেছেন অর্থাৎ এক বস্তুকে অন্য বস্তুর দ্বারা জানাইতেছেন যেমন সূর্য্যকে দিবসের নির্ণয়কর্ত্তা করিয়া [২] নিরূপণ করা যায়। জন্মাদ্যস্য যতঃ। ২। সূত্র। ১। পাদঃ। ১॥ অধ্যায়ঃ। এই জগতের জন্ম স্থিতি নাশ যাহা হইতে হয় তেঁহো ব্রহ্ম হয়েন। নানাবিধ আশ্চর্য্যান্বিত জগৎকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি এবং এই জগতের উৎপত্তি স্থিতি এবং নাশ দেখা যাইতেছে অতএব ইহার যে কর্ত্তা তাঁহাকে ব্রহ্ম শব্দে কহি যেমন ঘট দেখিয়া কুম্ভকারের নির্ণয় করা যাইতেছে। শ্রুতিসকলো এইরূপ তটস্থ লক্ষণের দ্বারা ব্রহ্মকে বর্ণন করেন॥ যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। তৈত্তিরীয়॥ যো বৈ বালাকে এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা যস্যৈতৎ কর্ম্ম। কৌষীতকী। যাহা হইতে এই সকল জগৎ উৎপন্ন হইতেছে তেঁহো ব্রহ্ম। যে এই সকল পুরুষের কর্ত্তা আর যাহার জগৎ কার্য্য হয় তেঁহো ব্রহ্ম॥ বেদে কহেন॥ বাচা বিরূপনিত্যয়া। নিত্যবাক্য বেদ হয়েন। ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা বেদকে স্বতন্ত্র নিত্য কহিতে পারি না কারণ এই যে শ্রুতিতে বেদের জন্ম পুনরায় শুনা যাইতেছে। ঋচঃ সামানি যজ্ঞিরে। ঋক্‌সকল আর সামসকল ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। এবং বেদান্তের তৃতীয় সূত্রে বেদের কারণ ব্রহ্মকে কহিয়াছেন। শাস্ত্রযোনিত্বাৎ॥ ৩॥ ১॥ ১॥ শাস্ত্র যে বেদ তাহারো কারণ ব্রহ্ম হয়েন অতএব জগৎকারণ ব্রহ্ম॥ বেদে [৩] কহেন। আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে। ছান্দোগ্য। আকাশ হইতে জগতের উৎপত্তি হয় ইত্যাদি

শ্রুতির দ্বারা আকাশ জগৎকারণ না হয় যেহেতু শ্রুতিতে কহিতেছেন। এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে। কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথা ব্যপদিষ্টোক্তেঃ ॥ ১৪ ॥ ৪ ॥ ১ ॥ সকলের কারণ ব্রহ্ম হয়েন অতএব শ্রুতির পরস্পর বিরোধ হয় না যেহেতু আকাশাদির কারণ ব্রহ্মকে সকল বেদে কহিয়াছেন। অথ সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশন্তি ॥ ঋ ॥ এই সকল সংসার প্রাণেতে লয়কে পায় ॥ এই শ্রুতি দ্বারা প্রাণবায়ুকে জগতের কর্ত্তা কহিতে পারি না যেহেতু বেদে কহেন। এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥ ব্রহ্ম হইতে প্রাণ আর মন আর সকল ইন্দ্রিয় এবং আকাশ বায়ু জ্যোতি জল আর পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছেন॥ ভূমা সংপ্রসাদাদধ্যুপ-দেশাৎ ॥ ৮ ॥ ২ ॥ ১ ॥ ভূমা শব্দ হইতে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য হইতেছেন প্রাণ প্রতিপাদ্য হয়েন না যেহেতু প্রাণ উপদেশ শ্রুতির পরে ভূমা শব্দ হইতে ব্রহ্ম নিষ্পন্ন হয়েন এমত বেদে উপদেশ আছে ॥ তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ। মুণ্ডক। যাবৎ সকল [৪] জ্যোতির জ্যোতি জগতের কর্ত্তা। এ, শ্রুতি দ্বারা কোনো জ্যোতিবিশেষকে জগতের কারণ কহিতে পারি না যেহেতু বেদে কহেন। তমেব ভান্তমনুভাতি। মু। সকল তেজস্মান্ সেই প্রকাশবিশিষ্ট ব্রহ্মের অনুকরণ করিতেছেন ॥ অনুকৃতেস্তস্য চ ॥ ২২ ॥ ৩ ॥ ১ ॥ বেদে কহেন যে ব্রহ্মের পশ্চাৎ সূর্য্যাদি দীপ্ত হয়েন অতএব ব্রহ্মই জ্যোতি শব্দের প্রতিপাদ্য হয়েন আর সেই ব্রহ্মের তেজের দ্বারা সকলের তেজ সিদ্ধ হয়॥ অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে। ঋক্। আদ্যন্তরহিত নিত্যস্বরূপ প্রকৃতি অর্থাৎ স্বভাবকে জানিলে মৃত্যুহস্ত হইতে উদ্ধার পায়। শ্রুতি। স্বভাব এব সমুত্তিষ্ঠতে। স্বভাব স্বয়ং প্রকাশ পায়। ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা স্বভাবকে স্বতন্ত্র জগতের কর্ত্তা কহা যায় না যেহেতু বেদে কহেন। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ। কঠ। আত্মা হইতে শ্রেষ্ঠ কেহ নাই। তমেবৈকং জানথ। মু। সেই আত্মাকে কেবল জান। ঈক্ষতের্নাশব্দং ॥ ৫ ॥ ১ ॥ ১ ॥ শব্দে অর্থাৎ বেদে স্বভাবের জগৎকারণত্ব কহেন না। যেহেতু সৃষ্টির সঙ্কল্প করা চৈতন্য অপেক্ষা করে সে চৈতন্য ব্রহ্মের ধর্ম্ম হয় স্বভাবের ধর্ম্ম চৈতন্য নহে যেহেতু স্বভাব জড় হয় অতএব স্বভাব স্বতন্ত্র জগৎকারণ না হয়॥ [৫] সৌম্যেযোঽণিম্নঃ। হে সৌম্য জগৎকারণ অতি সূক্ষ্ম হয়েন। ইহার দ্বারা পরমাণুর জগৎকর্তৃত্ব হয় না যেহেতু পরমাণু অচৈতন্য আর পূর্ব্বলিখিত সূত্রের দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে যে

অচৈতন্য হইতে এতাদৃশ জগতের সৃষ্টি হইতে পারে না॥ জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে এষ আত্মা। ঋ। পরজ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া স্বকীয় রূপেতে জীব বিরাজ করেন। গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে। কঠ। ক্ষুদ্র হৃদয়াকাশে জীব এবং পরমাত্মা প্রবেশ করেন। এ সকল শ্রুতি দ্বারা জীব স্বতন্ত্র কারণ এবং অন্তর্যামী না হয়েন যেহেতু বেদে কহিতেছেন য আত্মনি তিষ্ঠন্॥ মাধ্যন্দিন। যে ব্রহ্ম জীবেতে অন্তর্যামিরূপে বাস করেন। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দীভবতি। এই জীব ব্রহ্মসুখকে পাইয়া আনন্দযুক্ত হয়েন। শারীরশ্চোভয়েপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে॥ ২০॥ ২॥ ১॥ জীব অন্তর্যামী না হয়েন যেহেতু কাণ্ব এবং মাধ্যন্দিন উভয়ে ব্রহ্ম হইতে জীবকে উপাধি অবস্থাতে ভেদ করিয়া কহিয়াছেন॥ যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ॥ বৃ॥ যিনি পৃথিবীতে থাকেন এবং পৃথিবী হইতে অন্তর অথচ পৃথিবী যাহাঁকে জানেন না এই শ্রুতি দ্বারা পৃথিবীর অধিষ্ঠাতৃদেবতাকে পৃথিবীর অন্তর্যামী কহিতে [৬] পারি না। যেহেতু বেদে কহিতেছেন। এযোঽন্তর্যাম্য-মৃতঃ। বৃ। এই আত্মা অন্তর্যামী এবং অমৃত হয়েন। অন্তর্যাম্যধিদৈবাদিষু তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ॥ ১৮॥ ২॥ ১॥ বেদে অধিদৈবাদি বাক্যসকলেতে ব্রহ্মই অন্তর্যামী হয়েন যেহেতু অন্তর্যামীর অমৃতাদি বিশেষণেতে বর্ণন বেদে দেখিতেছি॥ অসৌ বা আদিত্যঃ॥ ইত্যাদি অনেক শ্রুতি সূর্য্যের মাহাত্ম্য কহেন ইহার দ্বারা সূর্য্যকে জগৎকারণ কহিতে পারি না যেহেতু শ্রুতিতে কহেন। য আদিত্যে তিষ্ঠন্ আদিত্যাদন্তরঃ॥ বৃ॥ যিনি সূর্য্যতে অন্তর্যামিরূপে থাকেন তিনি সূর্য্য হইতে ভিন্ন হয়েন। ভেদব্যপ-দেশাচ্চান্যঃ॥ ২১॥ ১॥ ১॥ সূর্য্যান্তর্যামী পুরুষ সূর্য্য হইতে ভিন্ন হয়েন যেহেতু সূর্য্যের সহিত সূর্য্যান্তর্যামীর ভেদকথন বেদে আছে॥ এইরূপ নানা দেবতার জগৎকর্ত্তৃত্ব করিয়া স্থানে২ বেদে বর্ণন আছে ইহাতে তাঁহাদের সাক্ষাৎ জগৎকারণত্ব না হয় যেহেতু বেদে পুনঃ২ প্রতিজ্ঞা করিতেছেন। সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি। সকল বেদে এককে কহেন অতএব এক ভিন্ন অনেক কর্ত্তা হইলে বেদের প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হয় আর বেদে কহেন যে। একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম॥ কঠ॥ ব্রহ্ম এক দ্বিতীয়রহিত হয়েন। নান্যোঽতোস্তি দ্রষ্টা। বৃ। ব্রহ্ম বিনা আর কেহ ঈক্ষণকর্ত্তা না [৭] হয়। নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। বৃ। সংসারে ব্রহ্ম বিনা অপর কেহ নাই। তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম। ছা। নাম রূপের ভিন্ন ব্রহ্ম হয়েন। নামরূপে ব্যাকরবাণি। ছা। যাবৎ নাম রূপের জন্যতা হয়। এইরূপ

ভূরি শ্রুতি দ্বারা যে কেহ নামরূপবিশিষ্ট তাহার নিত্যতা এবং জগৎকর্তৃত্ব না হয় এমত প্রমাণ হইতেছে বেদেতে নানা দেবতাকে এবং অন্ন মন আকাশ চতুষ্পাদ দাস কিতব ইত্যাদির স্থানে২ ব্রহ্মকথন দেখিতেছি শ্রুতি। চতুষ্পাৎ ক্বচিৎ ক্বচিৎ ষোড়শকলঃ। ঋ। কোথায় ব্রহ্ম চতুষ্পাদ কোথায় ষোড়শকলা হয়েন। মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত। মন ব্রহ্ম হয়েন এই উপাসনা করিবেক। কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম। বৃ। ব্রহ্ম কস্বরূপ এবং খস্বরূপ হয়েন। ব্রহ্ম দাসা ব্রহ্ম কিতবাঃ। আথর্ব্ব। ব্রহ্ম দাসসকল এবং কিতবসকল হয়েন। এবং ব্রহ্মকে জগৎস্বরূপে রূপক করিয়া বর্ণন করিয়াছেন। অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ। ইত্যাদি মুণ্ডক। অগ্নি ব্রহ্মের মস্তক আর দুই চক্ষু চন্দ্র সূর্য্য হয়েন। আর হৃদয়ের ক্ষুদ্রাকাশ করিয়া ব্রহ্মকে বর্ণন করিয়াছেন। দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ। ছা। অণীয়ান্ ব্রীহের্যবাদ্বা। ছা। ব্রীহি এবং যব হইতেও ব্রহ্ম ক্ষুদ্র হয়েন। এই সকল নানা রূপে এবং নানা নামে কহিবাতে এ সকল বস্তু স্বতন্ত্র ব্রহ্ম না হয়েন। অনেন সর্ব্ব[৮]গতত্বমায়ামশব্দেভ্যঃ ॥ ৩৮ ॥ ২ ॥ ৩ ॥ বেদে কহেন ব্রহ্ম আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত হয়েন ঐ সকল শ্রুতি হইতে যাহাতে ব্রহ্মের ব্যাপকত্ব বর্ণন আছে ব্রহ্মের সর্ব্বগতত্ব প্রতিপাদ্য হইতেছে। শ্রুতি। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং। ছা। যাবৎ সংসার ব্রহ্মময় হয়েন। সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ। ছা। ব্রহ্ম সকল গন্ধ এবং সকল রস হয়েন অতএব নানা বস্তুকে এবং নানা দেবতাকে ব্রহ্মত্ব আরোপণ করিয়া ব্রহ্ম কহিবাতে ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপিত্ব প্রতিপন্ন হয় নানা বস্তুর স্বতন্ত্র ব্রহ্মত্ব প্রতিপন্ন হয় না সকল দেবতার এবং সকল বস্তুর পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মত্ব স্বীকার করিলে বেদের প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হয় এবং এই জগতের স্রষ্টা অনেককে মানিতে হয় ইহা বুদ্ধির এবং বেদের বিরুদ্ধ মত হয়। ন স্থানতোপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি ॥ ১১ ॥ ২ ॥ ৩ ॥ দেহ এবং দেহের আধেয় এই দুই হইতে ভিন্ন যে পরব্রহ্ম তেহোঁ নানাপ্রকার হয়েন না যেহেতু বেদে সর্ব্বত্র ব্রহ্মকে নির্বিশেষ করিয়া এক কহিয়াছেন। শ্রুতি একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম। আহ হি তন্মাত্রং ॥ ১৬ ॥ ২ ॥ ৩ ॥ বেদে চৈতন্যমাত্র করিয়া ব্রহ্মকে কহিয়াছেন। অয়মাত্মানন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব। বৃ। এই আত্মা অন্তর্বহিঃ কেবল চৈতন্যময় হয়েন। [৯] দর্শয়তি চাথো হ্যপি চ স্মর্য্যতে ॥ ১৭ ॥ ২ ॥ ৩ ॥ বেদে ব্রহ্মকে সবিশেষ করিয়া কহিয়া পশ্চাৎ অথ শব্দ অবধি আরম্ভ করিয়া কহিয়াছেন। নেতি নেতি। বৃ ॥ যে যাহা পূর্ব্ব কহিয়াছি সে বাস্তবিক না হয় ব্রহ্ম কোনমতে সবিশেষ হইতে পারেন না এবং স্মৃতিতেও

এইরূপ কহিয়াছেন। অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ॥ ১৪॥ ২॥ ৩॥ ব্রহ্ম নিশ্চয় রূপবিশিষ্ট না হয়েন যেহেতু সকল শ্রুতিতে ব্রহ্মের নির্গুণত্বকে প্রধান করিয়া কহিয়াছেন। তৎ সদাসীৎ। ছা। শ্রুতি। অপাণিপাদো যবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। ইত্যাদি। ব্রহ্মের পা নাই অথচ গমন করেন হস্ত নাই অথচ গ্রহণ করেন চক্ষু নাই অথচ দেখেন কর্ণ নাই অথচ শুনেন। শ্রুতি। ন চাস্য কশ্চিৎ জনিতা। আত্মার কেহ জনক নাই। অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্। আত্মা ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ হয়েন। অস্থূলমনণু। ব্রহ্ম স্থূল নহেন সূক্ষ্ম নহেন। যদি কহ ব্রহ্মকে সর্ব্বব্যাপী করিয়া এই সকল নানাপ্রকার পরস্পর বিপরীত বিশেষণের দ্বারা কিরূপে কহা যায়। তাহার উত্তর। আত্মনি চৈবং বিচিত্রা হি॥ ২৮॥ ১॥ ২॥ আত্মাতে সর্ব্বপ্রকার বিচিত্র শক্তি আছে। বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণঃ। শ্বেতাশ্বতর। এতাবানস্য [১০] মহিমা। ছা। এইরূপ ব্রহ্মের মহিমা জানিবে অর্থাৎ যাহা অন্যের অসাধ্য হয় তাহা পরমাত্মার অসাধ্য হয় এমত নহে বস্তুত পরমাত্মা অচিন্তনীয় সর্ব্বশক্তিমান্ হয়েন॥ আর দেবতারা স্থানেং আপনাকে জগতের কারণ এবং উপাস্য করিয়া কহিয়াছেন সে আপনাতে ব্রহ্মের আরোপণ করিয়া কহা মাত্র। শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ॥ ৩০॥ ১॥ ১॥ ইন্দ্র আপনাকে উপাস্য করিয়া উপদেশ করেন সে আপনাতে ব্রহ্মের আরোপণ করিয়া কহিয়াছেন স্বতন্ত্ররূপে কহেন নাই যেমন বামদেব দেবতা না হইয়া ব্রহ্মাভিমানী হইয়া আপনাকে জগতের কর্ত্তা করিয়া কহিয়াছেন। বামদেবশ্রুতিঃ। অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেতি। বৃ। বামদেব আপনাকে ব্রহ্মদৃষ্টিতে কহিতেছেন আমি মনু হইয়াছি আমি সূর্য্য হইয়াছি। এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি আপনাতে ব্রহ্মের আরোপণ করিয়া ব্রহ্মরূপে আপনাকে চিন্তন এবং বর্ণন করিবার অধিকার রাখেন। শ্রুতি। তত্ত্বমসি। সেই পরমাত্মা তুমি হও। ত্বম্বা অহমস্মি। ইত্যাদি তুমি হে ভগবান্ আমি হই। স্মৃতি। অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাস্মি ন শোকভাক্। সচ্চিদানন্দরূপোঽস্মি নিত্যমুক্তস্বভাববান্॥ আমি অন্য নহি দেবস্বরূপ হই সাক্ষাৎ শোকরহিত ব্রহ্ম আমি হই। [১১] সচ্চিদানন্দস্বরূপ নিত্য মুক্ত আমি হই। ইত্যাদি বাক্যের অধিকারী সকলেই হয়েন এ নিমিত্তে তাহারদিগ্যে জগতের স্বতন্ত্র কারণ এবং উপাস্য করিয়া স্বীকার করা যায় না। ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ হয়েন যেমন ঘটের নিমিত্তকারণ কুম্ভকার হয় এবং উপাদানকারণ হয়েন যেমন সত্য রজ্জুতে যখন ভ্রম দ্বারা সর্প জ্ঞান হয় তখন

সেই মিথ্যা সর্পের উপাদানকারণ সেই রজ্জু হইয়া থাকে অর্থাৎ সেই রজ্জুকে সর্পাকারে দেখা যায় আর যেমন মৃত্তিকা ঘটের উপাদানকারণ হয় অর্থাৎ মৃত্তিকার ঘটাকারে প্রত্যক্ষ হয়। প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুরোধাৎ॥ ২৩॥ ৪॥ ১॥ ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ হয়েন এবং প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান-কারণ হয়েন যেহেতু বেদে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন এক জ্ঞানের দ্বারা সর্ব্বলের জ্ঞান হয় আর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন যে এক মৃৎপিণ্ড জ্ঞানের দ্বারা যাবৎ মৃত্তিকার জ্ঞান হয় এ দৃষ্টান্ত তবে সিদ্ধ হয় যদি জগৎ ব্রহ্মময় হয় আর ব্রহ্ম ঈক্ষণের দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন এমত বেদে কহেন অতএব এই শ্রুতিসকলের অনুরোধে ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ এবং উপাদানকারণ হয়েন। শ্রুতি। সোঽকাময়ত বহু স্যাং। ব্রহ্ম চাহিলেন আমি অনেক হই। ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে [১২] ব্রহ্ম আত্মসঙ্কল্পের দ্বারা আপনি আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত নাম রূপের আশ্রয় হইতেছেন যেমন মরীচিকা অর্থাৎ মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যের রশ্মিতে যে জল দেখা যায় সেই জলের আশ্রয় সূর্য্যের রশ্মি হয় বস্তুত সে মিথ্যা জল সত্যরূপ তেজকে আশ্রয় করিয়া সত্যের ন্যায় দেখায় সেইরূপ মিথ্যা নামরূপময় জগৎ ব্রহ্মের আশ্রয়ে সত্যরূপে প্রকাশ পায়। বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং। শ্রুতি। নাম আর রূপ যাহা দেখহ সে সকল কথন মাত্র বস্তুত ব্রহ্ম সত্য হয়েন অতএব নশ্বর নাম রূপের কোনো মতে স্বতন্ত্র ব্রহ্মত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে না॥ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েৎ। কৃষ্ণই পরম দেবতা হয়েন তাঁহার ধ্যান করিবেক। ত্র্যম্বকং যজামহে। মহাদেবের উদ্দেশে আমরা যজন করি। আদিত্যমুপাস্ম। আদিত্যকে উপাসনা করি। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। পুনর্ব্বার পিতৃরূপ বরুণকে উপাসনা করিলাম। ত-মামায়ুরমৃতমুপাস্ব। বায়ুবচন। সেই আয়ু আর অমৃতস্বরূপ আমাকে উপাসনা কর। তমেব প্রাদেশমাত্রং বৈশ্বানরমুপাস্তে। সেই প্রাদেশ অর্থাৎ বিগৎপ্রমাণ অগ্নির উপাসনা যে করে। মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত। মন ব্রহ্ম হয়েন তাঁহার উপাসনা করিবেক। উদ্গীথমুপাসীত। উদ্গীথের উপাসনা [১৩] করিবেক। ইত্যাদি নানা দেবতার এবং নানা বস্তুর উপাসনার প্রয়োগের দ্বারা এই সকল উপাসনা মুখ্য না হয় ইহার তাৎপর্য্য এই ব্রহ্মোপাসনাতে যাঁহাদের প্রবৃত্তি নাই তাঁহাদের নানা উপাসনাতে অধিকার হয় যেহেতু ব্রহ্মসূত্রে এবং বেদে কহিতেছেন। ভাক্তং বা অনাত্মবিত্ত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি॥ ৭॥ ১॥ ৩॥ শ্রুতিতে যে জীবকে দেবতার অন্ন করিয়া কহিয়াছেন সে ভাক্ত হয় অর্থাৎ সাক্ষাৎ অন্ন

না হইয়া দেবতার ভোগের সামগ্রী সেই জীব হয় এই তাৎপর্য্য মাত্র যেহেতু যাহার আত্মজ্ঞান না হয় সে অন্নের ন্যায় তুষ্টি জন্মাইবার দ্বারা দেবতার ভোগে আইসে ইহার কারণ এই যে শ্রুতিতে এইরূপ কহিতেছেন। যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেব স দেবানাং॥ বৃ॥ যে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসনা করে আর কহে এই দেবতা অন্য এবং আমি অন্য উপাস্য উপাসকরূপে হই সে অজ্ঞান দেবতাদের পশু মাত্র হয়। সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়শ্চোদনাদ্যবিশেষাৎ॥ ১॥ ৩॥ ৩॥ সকল বেদের নির্ণয়রূপ যে উপাসনা সে এক হয় যেহেতু বেদে এক আত্মার উপাসনার বিধি আছে আর ব্রহ্ম পরমাত্মা ইত্যাদি শব্দের ভেদ নাই। আত্মৈবোপাসীত॥ বৃ॥ কে[১৪]বল আত্মার উপাসনা করিবেক। তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ। কঠ। সেই যে আত্মা কেবল তাহাকে জান অন্য বাক্য ত্যাগ করহ। দর্শনাচ্চ॥ ৬৬॥ ৩॥ ৩॥ বেদে দৃষ্ট হইতেছে যে ব্রহ্মোপাসনা ব্যতিরেক অন্যোপাসনা করিবেক না। শ্রুতি। আত্মৈবেদং নিত্যদোপাসনং স্যাৎ নান্যৎ কিঞ্চিৎ সমুপাসীত ধীরঃ। এই যে আত্মা কেবল তাহার উপাসনা করিবেক কোন অন্য বস্তুর উপাসনা জ্ঞানবান্ লোকের কর্ত্তব্য না হয়॥ আর বেদান্ত দৃষ্ট হইতেছে। তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ॥ ২৬॥ ৩॥ ১॥ মনুষ্যের উপর এবং দেবতাদের উপর ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার আছে বাদরায়ণ কহিতেছেন যেহেতু বৈরাগ্যের সম্ভাবনা যেমন মনুষ্যে আছে সেইরূপ বৈরাগ্যের সম্ভাবনা দেবতাতেও হয়। তদ্যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এতদভবৎ তথর্ষীণাং তথা মনুষ্যাণাং॥ বৃ॥ দেবতাদের মধ্যে ঋষিদের মধ্যে মনুষ্যদের মধ্যে যে কেহ ব্রহ্মজ্ঞানবিশিষ্ট হয়েন তেঁহো ব্রহ্ম হয়েন। অতএব ব্রহ্মের উপাসনায় মনুষ্যের এবং দেবতাদের তুল্যাধিকার হয়। বরঞ্চ ব্রহ্মোপাসক মনুষ্য যে সে দেবতার পূজ্য হয়েন এমত শ্রুতিতে কহিতেছেন। সর্ব্বেঽস্মৈ দেবা বলিমাহরন্তি। ছা। সকল দেবতা ব্রহ্মজ্ঞান[১৫]বিশিষ্টের পূজা করেন। সেই ব্রহ্মের উপাসনা কিরূপে করিবেক তাহার বিবরণ কহিতেছেন॥ শ্রুতি। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ। আত্মাকে সাক্ষাৎকার করিবেক শ্রবণ করিবেক এবং চিন্তন করিবেক এবং ধ্যান করিতে ইচ্ছা করিবেক॥ সহকার্য্যন্তরবিধিঃ পক্ষেণ তৃতীয়ং তদ্বতো বিধ্যাদিবৎ॥ ৪৭॥ ৪॥ ৩॥ ব্রহ্মের শ্রবণ মনন ধ্যান করিবার ইচ্ছা এই তিন ব্রহ্মদর্শনের অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তির সহায় হয় এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তির বিধির অন্তঃপাতীয় বিধি হয় অতএব শ্রবণ মননাদি

অবশ্য জ্ঞানীর কর্ত্তব্য তৃতীয় বিধি অর্থাৎ ধ্যানের ইচ্ছা যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মপ্রাপ্তি না হয় তাবৎ কর্ত্তব্য যেমন দর্শযাগের অন্তঃপাতীয় অগ্ন্যাধান বিধি হয় পৃথক্ নহে। ব্রহ্মের শ্রবণ কর্ত্তব্য অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রতিপাদক শাস্ত্রের শ্রবণ কর্ত্তব্য হয়। মনন অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যার্থের চিন্তা করা। নিদিধ্যাসন ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারের ইচ্ছা করা। অর্থাৎ ঘটপটাদি যে ব্রহ্মের সত্তা দ্বারা প্রত্যক্ষ হইতেছে সেই সত্তাতে চিত্তনিবেশ করিবার ইচ্ছা করা পশ্চাৎ অভ্যাস দ্বারা সেই সত্তাকে সাক্ষাৎকার করিবেক॥ আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ॥ ১॥ ১॥ ৪॥ সাধনেতে আবৃত্তি অর্থাৎ অভ্যাস পুনঃ২ কর্ত্তব্য হয় যেহেতু শ্রবণাদির উপদেশ বেদে পুনঃ২ দেখিতেছি॥ আপ্রয়াণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টং॥ ১২॥ ১॥ ৪॥ মোক্ষ পর্য্যন্ত আত্মার উপাসনা করিবেক জীবন্মুক্ত হইলে পরেও আত্মার উপাসনা ত্যাগ করিবেক না। যেহেতু বেদে এইরূপ দেখিতেছি॥ শ্রুতি। সর্ব্বদৈবমুপাসীত যাবদ্বিমুক্তিঃ॥ মুক্তি পর্য্যন্ত সর্ব্বদা আত্মার উপাসনা করিবেক॥ মুক্তা অপি হ্যেনমুপাসতে॥ জীবন্মুক্ত হইলেও উপাসনা করিবেক॥ শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাৎ তথাপি তু তদ্বিধেস্তদঙ্গতয়া তেষামবশ্যমনুষ্ঠেয়ত্বাৎ॥ ২৭॥ ৪॥ ৩॥ জ্ঞানের অন্তরঙ্গ করিয়া শমদমাদের বিধান বেদে আছে। অতএব শমদমাদের অনুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য এই হেতু ব্রহ্মজ্ঞান হইলে পরেও শমদমাদিবিশিষ্ট থাকিবেক। শম। মনের নিগ্রহ। দম। বহিরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ। অর্থাৎ মনের এবং বহিরিন্দ্রিয়ের বশে থাকিবেক না বরঞ্চ মন এবং ইন্দ্রিয়কে আপন বশে রাখিবেক। আদি শব্দে বিবেক আর বৈরাগ্যাদি। বিবেক ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা ইত্যাকার বিচার। বৈরাগ্য বিষয় হইতে প্রীতিত্যাগ। অতএব ব্রহ্ম উপাসক শমদমাদিতে যত্ন করিবেক।

ব্রহ্মোপাসনা যেমন মুক্তি ফল দেন সেইরূপ অন্য সকল ফল প্রদান করেন॥ পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণঃ॥ ১॥ ৪॥ ৩॥ আত্মবিদ্যা হইতে সকল পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় বেদে কহিতেছেন ব্যাসের এই মত॥ শ্রুতি। আত্মানং চিন্তয়েৎ ভূতিকামঃ। ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মৈব ভবতি। মু॥ ঐশ্বর্য্যের আকাঙ্ক্ষিত আত্মার উপাসনা করিবেক। যে ব্রহ্মজ্ঞানবিশিষ্ট সে ব্রহ্মস্বরূপ হয়॥ সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি। ছা॥ ব্রহ্মজ্ঞানীর সঙ্কল্পমাত্র পিতৃলোক উত্থান করেন॥ সর্ব্বেঽস্মৈ দেবা বলিমাহরন্তি। তৈ॥ ব্রহ্মজ্ঞানীকে সকল দেবতারা পূজা করেন॥ ন স পুনরাবর্ত্ততে ন স পুনরাবর্ত্ততে। ছা॥ ব্রহ্মজ্ঞানীর পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ পুনর্জন্ম কদাপি নাই। যতির যেরূপ ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার

সেইরূপ উত্তম গৃহস্থেরো অধিকার হয়। কৃৎস্নভাবাত্তু গৃহিণোপসংহারঃ॥ ৪৮॥ ৪॥ ৩॥ সকল কর্ম্মে এবং সমাধিতে উত্তম গৃহস্থের অধিকার হয়। অতএব পূর্ব্বোক্ত দর্শন শ্রবণাদি বিধি গৃহস্থের প্রতি স্বীকার করিতে হইবেক যেহেতু বেদে কহেন শ্রদ্ধাধিক্য হইলে সকল উত্তম গৃহস্থ দেবতা যতি তুল্য হয়েন॥ শ্রদ্ধাধিক্যাত্তু কৃৎস্না হ্যেব গৃহিণো দেবাঃ কৃৎস্না হ্যেব যতয়ঃ। ছা॥ স্ব স্ব বর্ণ এবং আশ্রমের আচারের অনুষ্ঠান যদি ব্রহ্মোপাসক করেন তবে উত্তম হয়। না করিলে পাপ নাই॥ সর্ব্বাপেক্ষা যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ॥ ২৬॥ ৪॥ ৩॥ জ্ঞানের পূর্ব্ব চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বকর্ম্মের অপেক্ষা থাকে যেহেতু বেদে যজ্ঞাদিকে চিত্তশুদ্ধির সাধন করিয়া কহিয়াছেন যেমন গৃহপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত অশ্বের অপেক্ষা করে সেইরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্মের অপেক্ষা থাকে॥ অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ॥ ৩৬॥ ৪॥ ৩॥ অন্তরা অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাচার বিনাও ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে রৈক্য প্রভৃতি অনাশ্রমীর ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে এমৎ বেদে দেখিতেছি। তুল্যন্তু দর্শনং॥ ৯॥ ৪॥ ৩॥ কোন২ জ্ঞানীর যেমন কর্ম্ম এবং জ্ঞান দুয়ের অনুষ্ঠান দৃষ্ট হইতেছে সেই মত কোন কোন জ্ঞানীর কর্ম্ম ত্যাগ দেখা যায় উভয়ের প্রমাণ পরের দুই শ্রুতিতে পাওয়া যাইতেছে॥ জনকো বৈদেহো বহুদক্ষিণেন যজ্ঞেনেজে। বৃ॥ জনক জ্ঞানী বহু দক্ষিণা দিয়া যাগ করিয়াছেন॥ বিদ্বাংসোঽগ্নিহোত্রং ন জুহবাঞ্চক্রিরে॥ জ্ঞানবান্ সকল অগ্নিহোত্র সেবা করেন নাই। যদ্যপি ব্রহ্মোপাসকের বর্ণাশ্রম-কর্ম্মানুষ্ঠানে এবং তাহার ত্যাগে দুইয়েতেই সামর্থ্য আছে তত্রাপি॥ অতস্ত্বিতরজ্জ্যায়ো লিঙ্গাচ্চ॥ ৩৯॥ ৪॥ ৩॥ অনাশ্রমী জ্ঞানী হইতে আশ্রমী জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ হয়েন যেহেতু আশ্রমবিশিষ্ট জ্ঞানীর শীঘ্র ব্রহ্মবিদ্যাতে উপলব্ধি হয় বেদে কহিয়াছেন। যদ্যপিও বেদে কহেন॥ এবংবিন্নিখিলং ভক্ষয়ীত। ছা॥ ব্রহ্মজ্ঞানী সমুদায় বস্তু খাইবেন অর্থাৎ কি অন্ন কাহার অন্ন এমৎ বিচার করিবেন না তত্রাপি॥ সর্ব্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে তদ্দর্শনাৎ॥ ২৮॥ ৪॥ ৩॥ সর্ব্বপ্রকার অন্নাহারের বিধি জ্ঞানীকে আপৎকালে আছে যেহেতু চাক্রায়ণ ঋষি দুর্ভিক্ষেতে হস্তিপালকের অন্ন খাইয়াছেন এমত বেদে দেখিতেছি। ব্রহ্মজ্ঞানের অনুষ্ঠানের জন্যে কোনো তীর্থের কোনো দেশের অপেক্ষা নাই॥ যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ॥ ১১॥ ১॥ ৪॥ যেখানে চিত্তের স্থৈর্য্য হয় সেই স্থানে ব্রহ্মের উপাসনা করিবেক ইহাতে দেশের এবং তীর্থাদের নিয়ম নাই যেহেতু বেদে কহিতেছেন॥ শ্রুতি। চিত্তস্যৈকাগ্র্যসম্পাদকে দেশে উপাসীত॥ যে স্থানে

চিত্ত স্থির হয় সেই স্থানে উপাসনা করিবেক ॥ ব্রহ্মোপাসকের উত্তরায়ণে এবং দক্ষিণায়নে মৃত্যু হইলে পৃথক্ ফল হয় না ॥ অতশ্চায়নেপি দক্ষিণে ॥ ২০ ॥ ২ ॥ ৪ ॥ দক্ষিণায়নে জ্ঞানীর মৃত্যু হইলেও সুষুম্নার দ্বারা জীব নিঃসৃত হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন ॥ শ্রুতি। এতমানন্দময়মাত্মানমনুবিশ্য ন জায়তে ন ম্রিয়তে ন হ্রস্যতে ন বর্দ্ধতে ইত্যাদি ॥ জ্ঞানী এই আনন্দময় আত্মাকে পাইয়া জন্ম মৃত্যু হ্রাস বৃদ্ধি ইত্যাদি হইতে মুক্ত হয়েন ॥ ওঁ তৎ সৎ ॥ অর্থাৎ স্থিতিসংহারসৃষ্টিকর্ত্তা যিনি তেহোঁ সত্তামাত্র হয়েন। বেদের প্রমাণ এবং মহর্ষির বিবরণ আর আচার্য্যের ব্যাখ্যা অধিকন্তু বুদ্ধির বিবেচনা এ সকলেতে যাহার শ্রদ্ধা নাই তাহার নিকট শাস্ত্র এবং যুক্তি এ দুই অক্ষম হয়েন। এই বেদান্তসারের বাহুল্য এবং বিচার যাঁহাদের জানিবার ইচ্ছা হয় তাঁহারা বেদান্তের সংস্কৃত এবং ভাষা-বিবরণে জানিবেন।

ইতি বেদান্তসারঃ সমাপ্তঃ ॥

AN

APOLOGY

FOR

THE PRESENT SYSTEM

OF

HINDOO WORSHIP.

WRITTEN IN THE BENGALEE LANGUAGE, AND ACCOMPANIED BY AN ENGLISH TRANSLATION.

Calcutta :

Printed by A. G. Balfour, at the Government Gazette Press, No. 1, Mission Row.

1817.

রামমোহনের 'বেদান্তসার' প্রকাশিত হইবার কিছু দিন পরে—১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ইংরেজী অনুবাদ সহ 'বেদান্তচন্দ্রিকা' প্রচার করেন। 'বেদান্ত গ্রন্থ' ও 'বেদান্তসারে' রামমোহনের প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতিবাদ মৃত্যুঞ্জয় এই গ্রন্থে করিয়াছিলেন। মৃত্যুঞ্জয় প্রথমে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিত, এবং পরে (১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি) সার্ ফ্রান্সিস ম্যাকনটেনের অধীনে সুপ্রীম কোর্টের পণ্ডিত হন। সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার তৃতীয়-সংখ্যক পুস্তকে মৃত্যুঞ্জয়ের জীবনচরিত দ্রষ্টব্য। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস কর্ত্তৃক ১৩৪৬ সালের আষাঢ় মাসে 'মৃত্যুঞ্জয়-গ্রন্থাবলী' প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীঈশ্বরো জয়তি

ব্রহ্ম সর্ব্বে বদিষ্যন্তি সমায়াতে কলৌ যুগে। নানুতিষ্ঠন্তি কৌন্তেয় শিশ্নোদরপরায়ণাঃ॥ ইত্যাদি শাস্ত্রের দৃষ্টান্তস্থলাভিষিক্ত তত্ত্বজ্ঞানিম্মানিরদের স্বকপোলকল্পিত স্বপ্রয়োজনসিদ্ধি-তাৎপর্য্যক বাক্যপ্রবন্ধ কল্পনার খণ্ডনার্থ ইহা লেখা যাইতেছে এমত কেহ মনে করিও না। যেহেতুক বিশিষ্টানুশিষ্ট শিষ্টেরদের সে কথা লক্ষ্যই নহে তবে যে এ গ্রন্থ রচিত হইতেছে বিশুদ্ধমাতাপিতৃক অবিগীত শিষ্টেরদের যদ্যপি স্বস্বজাতি ও কুল ও আশ্রমবিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের কারণশতেতেও অন্যথা কথন হইতে পারে না এ নিশ্চয়ই আছে তথাপি এতদ্দেশে বেদান্ত শাস্ত্রের অপ্রাচুর্য্য প্রযুক্ত জনয়তি কুমুদভ্রান্তিং ধূর্ত্তবকো হি বালমৎস্যানাং এতৎশাস্ত্রার্থ ন্যায় বকধূর্ত্তেরদের বচনে পরমার্থপ্রতিপাদক বেদান্ত শাস্ত্রে অনাস্থা না হয় কেবল এই তাৎপর্য্যেতে বেদান্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে লেখা যাইতেছে॥

[২] হে শিষ্টসন্তানেরা ইদানীন্তন রাগান্ধ তত্ত্বজ্ঞানিম্মানিরদের উপদেশকে বৈদ্যপুত্রের নেত্ররোগীর প্রতি উপদেশের ন্যায় জানিও যেমন এক বৈদ্যপুত্র স্বনিকটাগত নেত্ররোগীকে অশ্বচিকিৎসাপ্রকরণীয় নেত্ররোগে সমুৎপন্নে কর্ণৌ ছিত্ত্বা গুদং দহেৎ। এই বচনের প্রকরণাদিজ্ঞানাভাবপ্রযুক্ত তাৎপর্য্যাপরিজ্ঞানে যথাশ্রুতার্থানুসারে নেত্ররোগীকে চিকিৎসোপদেশ করিয়া নেত্রজ্বালা নিবৃত্তি কি করিবে অধিক জ্বালাদ্বয় বৃদ্ধি করিয়া উপহাসাস্পদ হইয়াছিল॥ অতএব শ্রুতি স্মৃতিতে কহিয়াছেন তত্ত্বজ্ঞানের উপদেষ্টা ও শ্রোতা ও শুনিয়া বোদ্ধা এমন পুরুষ অতিদুর্লভ কিন্তু কাপটিক তত্ত্বজ্ঞানীই অনেক। তাদৃশ তত্ত্বজ্ঞানীরদের হাটের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান এই লৌকিক গাথার ন্যায় যে অসদুপদেশ তাহাতে আস্থা করিয়া অন্ধগোলাঙ্গুল ন্যায়ে নষ্ট হইয় না। যেমন স্বশ্বশুরগৃহে সুখপ্রাপ্ত্যর্থে শ্বশুরাগারগমনেচ্ছু কোন অন্ধ ব্যক্তি শ্বশুরগ্রামপ্রান্তে দৃষ্ট কোন গোপকে শ্বশুরগৃহ জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার বাক্যে দৃঢ়তরাস্থাতে স্বশ্বশুরগোপুচ্ছ দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া শ্বশুরগৃহে গন্তকাম হইয়া আকর্ষণ ও পথিগত কণ্টকশর্করাদিবেধ ও পাদপ্রহারেতে ছিন্নভিন্ন [৩] ভঙ্গাঙ্গ হইয়াও তৎসুখপ্রত্যাশাতে গোপোপদিষ্ট গোপুচ্ছধারণ ত্যাগ না করিয়া রাত্রিপ্রথমভাগে শ্বশুরবহির্ব্বাটীতে উপস্থিত হইয়া গোচৌরজ্ঞানে শ্বশুরশ্যালকাদিকর্তৃক মুষ্টিযষ্টিপ্রহারে চূর্ণাঙ্গ হইয়াছিল। হে শিষ্টসন্তানেরা তোমরাও তাদৃশোপদেশ গ্রহণে তাদৃশ দুরবস্থা প্রাপ্ত হইও না স্ববর্ণাশ্রম পিতৃপিতামহক্রমাগত কুলমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিও না নৈসর্গিক ভ্রমপ্রমাদ-করণাপাটববিপ্রলিপ্সাদোষচতুষ্টয়বিশিষ্ট পুরুষেরদের শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ স্ববুদ্ধিকল্পিত বাক্যে অনাদর করিয়া তদ্দোষচতুষ্টয়গন্ধমাত্রশূন্য পরমেশ্বরের বাক্যে ও বেদব্যাস মন্বাদির তন্মূলবাক্যে শ্রদ্ধা করিয়া তত্তৎশাস্ত্রব্যাখ্যাতৃভগবৎশঙ্করাচার্য্যাদিবচনানুসারে তত্তৎশাস্ত্রতাৎপর্য্যার্থাবধারণ ও তদ্বিহিতানুষ্ঠান করিয়া ঐহিক পারত্রিক সুখ সম্পাদন করত পুরুষার্থচতুষ্টয়ভাগী হইয়া লোকে সৎপুরুষরূপে বিখ্যাত হও॥

হে বিশিষ্টসন্তানেরা বেদান্ত শাস্ত্রের তাৎপর্য্য শুন। সকলে স্বস্বদৃষ্টান্তে অনুভব কর ব্রহ্মাদি কীট পর্য্যন্ত জীববর্গের আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক আধিভৌতিক ত্রিবিধ দুঃখপরীহারে ও সুখপ্রাপ্তিতে অত্যন্ত মনোভিনিবেশ আছে। অতএব প্রজাবর্গের দুঃখপরীহার [৪] সুখপ্রাপ্ত্যর্থে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষস্বরূপ পুরুষার্থচতুষ্টয়সম্পাদক বেদ ও আন্বীক্ষিকী ও রাজনীতি ও বার্ত্তারূপ বিদ্যাচতুষ্টয় স্বস্রষ্ট প্রজাবর্গহিতৈষী পরমেশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন। ঐ বিদ্যাচতুষ্টয় মধ্যে আন্বীক্ষিকী বিদ্যা নানাবিধ যুক্ত্যনুভব প্রদর্শন দ্বারা বেদার্থপ্রামাণ্য স্থাপনে উপযুক্ত হইয়াছেন। দণ্ডনীতি বিদ্যানীতি জ্ঞান সম্পাদন দ্বারা ও বার্ত্তাবিদ্যা কৃষিবাণিজ্যপশুপালনাদি জ্ঞান সম্পাদন দ্বারা প্রজাস্থিতিতে উপযুক্ত হইয়াছেন। তাহার মধ্যে বেদবিদ্যা কর্ম্ম ও উপাসনা ও তত্ত্বজ্ঞানসম্পাদকরূপ কাণ্ডত্রয়াত্মক হন। সংসারিপুরুষেরদের কর্ম্ম তিন প্রকার শুক্ল ও কৃষ্ণ ও শুক্লকৃষ্ণ॥ যোগীরদের এক প্রকার অশুক্লকৃষ্ণ। শুক্লকর্ম্ম ফলদ্বারা স্বর্গভোগসম্পাদক হন। কৃষ্ণকর্ম্ম দুরদৃষ্টদ্বারা নরকতির্য্যগ্‌যোন্যাদিপ্রাপক হন শুক্লকৃষ্ণকর্ম্ম ফলদ্বারা মনুষ্যযোনিপ্রাপক হন। অশুক্লকৃষ্ণাখ্য কর্ম্ম ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে নিষ্কাম ধর্ম্ম ও হঠযোগাতিরিক্ত অষ্টাঙ্গ যোগসাধ্য শুদ্ধধর্ম্মস্বরূপ হন। কর্ম্মাশুক্লকৃষ্ণং যোগিনস্ত্রিবিধমিতেরষাং। এই পাতঞ্জল সূত্রে ইহা সকল প্রতিপাদিত আছে। ঐ অশুক্লকৃষ্ণাখ্য কর্ম্ম যদি তত্ত্বজ্ঞানরহিত হয় তবে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিদ্বারা [৫] ক্রমমুক্তিসম্পাদক হন। যদি তত্ত্বজ্ঞানবিশিষ্ট হন তবে দেহপাত পর্য্যন্ত জীবন্মুক্তি ও দেহপাতের পর সদ্যোমুক্তি অর্থাৎ নির্ব্বাণমুক্তিসম্পাদক হন এই দুই প্রকার মুক্তিকে সিদ্ধিদশা কহেন॥

বেদেতে প্রথমত নানাবিধ পল্লবিতার্থবাদবাক্যেতে ফল প্রদর্শন দ্বারা কর্ম্মকরণে পুরুষেরদের উৎসাহ জন্মাইয়া স্বাভাবিক রাগদ্বেষমূলক কামাদিজনিত প্রবৃত্তি হইতে বুদ্ধিপূর্ব্বকারী পুরুষদিগকে বহির্মুখ করিয়া শাস্ত্রীয় প্রবৃত্তিতে উন্মুখ করিতে সকাম কর্ম্মানুষ্ঠান প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই সকাম কর্ম্মানুষ্ঠানকারিপুরুষেরা তৎফলীভূত স্বর্গাদি সুখ ভোগ করিয়া তৎসুখানুভববাসনাবাসিতচিত্ত হইয়া তৎকর্ম্মাবসানে মনুষ্যলোকে শরীর পরিগ্রহ করিয়া পুনর্ব্বার তৎসজাতীয় কর্ম্ম করিয়া তৎফলীভূত স্বর্গাদি ভোগ মনুষ্যশরীরপাতোত্তর দেবাদিশরীর পরিগ্রহ করিয়া পুনস্তদ্দেবশরীরপাতোত্তর মনুষ্যশরীর পরিগ্রহ করিয়া তৎসজাতীয় কর্ম্মানুষ্ঠান করে। এবং বেদনিষিদ্ধকর্ম্মকারিবর্ণাশ্রমবিশিষ্ট পুরুষেরা নরকে তৎফলানুভব করিয়া তদ্বাসনাবাসিতচিত্ত হইয়া পুনর্ম্মনুষ্যশরীরপরিগ্রহে তৎসজাতীয় নিষিদ্ধ কর্ম্ম [৬] করিয়া নরকাদিতে তৎফল ভোগ করে। এইরূপে কাম্য ও নিষিদ্ধকর্ম্মকারিপুরুষেরা ঘটীযন্ত্রের ন্যায় সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতেছেন। এবং লৌকিক নীতিমাত্র জ্ঞান ও বার্ত্তাবিদ্যামাত্রজ্ঞানবান্ পুরুষেরাও ইহৈব জায়ন্তে ম্রিয়ন্তে বৃক্ষাদিবৎ ইত্যুক্ত চতুর্থী গতিভাগিমাত্র হইয়া সংসারেই প্রবর্ত্তমান হইয়াছেন। অতএব তাদৃশ পুরুষেরদের আত্যন্তিক ত্রিবিধ দুঃখনিবৃত্তি ও নিত্যনিরতিশয়সুখপ্রাপ্তি অর্থাৎ মোক্ষ হইতে পারে না॥ ০॥ ০॥ ১॥

এতাদৃশ পুরুষবর্গমধ্যে যদি কদাচিৎ কোন ব্যক্তি দৃষ্টফলক কর্ম্ম দৃষ্টান্তে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ কর্ম্মফলে দোষদৃষ্টিদ্বারা তত্ত্বিহিতনিষিদ্ধ কর্ম্মেতে ত্যাগেচ্ছু হইয়া পূর্ব্বপুণ্যপুঞ্জপরিপাকবশত আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি ও নিরতিশয় নিত্যসুখপ্রাপ্তেচ্ছু হয় তবে তাদৃশ পুরুষের প্রতি পরমকারুণিক পরমেশ্বর বেদতৃতীয় কাণ্ডে অধ্যাত্মবিদ্যোপদেশ করিয়াছেন। ঐ বিদ্যা প্রথমত নারায়ণ সূর্য্যদেবকে উপদেশ করিয়াছিলেন সূর্য্য মনুকে মনু ইক্ষ্বাকু রাজাকে উপদেশ করিয়াছিলেন। এতদ্রূপ গুরুশিষ্যপরম্পরাক্রমাগত ঐ অধ্যাত্মবিদ্যা মনুষ্যলোকে পূর্ব্বে প্রচলিত ছিলেন [৭] মধ্যে কিছু কাল কর্ম্মকাণ্ডবাহুল্য হওয়াতে প্রায় লুপ্ত হইয়াছিল পরে অষ্টাবিংশতিতম কলিযুগারম্ভে কৃষ্ণরূপী ঐ পরমেশ্বর অর্জুনকে উপদেশ করিয়াছিলেন তদনন্তর জ্ঞানশক্ত্যবতার বেদব্যাস শ্রীকৃষ্ণোপদিষ্টার্থ ও বেদের চরমকাণ্ডার্থমুক্তাবলি প্রথনার্থে তত্ত্বজ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধন উপাসনা ও তত্ত্বজ্ঞানপ্রতিপাদন মুমুক্ষু পুরুষেরদের আত্যন্তিকি ত্রিবিধ দুঃখনিবৃত্তিপূর্ব্বক নিত্য নিরতিশয় সুখপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষপ্রাপ্ত্যর্থে ঐ অধ্যাত্মবিদ্যা সূত্ররূপ উত্তরমীমাংসাতে করিয়াছেন। তাহার ভাষ্য চতুর্ভিঃ সহ শিষ্যৈশ্চ শঙ্করোঽবতরিষ্যতি এই শাস্ত্রপ্রামাণ্যে করামলকাচার্য্য ও তোতকাচার্য্য ও সুরেশ্বরাচার্য্য ও পদ্মপাদাচার্য্য এই চারি শিষ্যসেবিত সাক্ষাৎ শঙ্করাবতার শ্রীভগবৎপূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য করেন এবং কৃষ্ণোপদিষ্ট গীতার ও দশোপনিষদেরো ভাষ্য করেন আচার্য্যকৃত এই তিন ভাষ্য প্রস্থানত্রয় নামে সম্প্রদায়েতে প্রসিদ্ধ ঐ প্রস্থানত্রয়েতে অধ্যাত্মবিদ্যার সকল অর্থের পর্য্যবসান হইয়াছে। ঐ ভাষ্যকর্ত্তা গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদের শিষ্য ঐ ভাষ্যের টীকা ভামতী নামে শ্রীবাচস্পতি মিশ্র করেন তিনি অন্য [৮] পাঁচ দর্শনেরো টীকাকর্ত্তা ঐ টীকার ব্যাখ্যাগ্রন্থ কল্পতরু নাম তাহার ব্যাখ্যা শ্রীঅপ্যয় দীক্ষিত পরিমল নামে গ্রন্থেতে করেন ॥ ০ ॥ ০ ॥ ০ ॥

ঐরূপে সূত্রাদি পঞ্চক পরম্পরার কর্ম্মবিষয়ক তাৎপর্য্যার্থ এই অকৃতসন্ন্যাস ব্রাহ্মণ বিবিদিষু বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবানূই বা ও তাদৃশ ভিক্ষাচর্য্যানধিকারি ক্ষত্রিয়াদি গীতাতে ভগবদুপদিষ্ট কর্ম্মযোগেতেই দেহপাত পর্য্যন্ত থাকিবেন অতএব যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য ও ষড়্‌দর্শনটীকাকর্ত্তা বাচস্পতি মিশ্র ব্রাহ্মণ ও জনক রাজা প্রভৃতি ক্ষত্রিয় প্রত্যগভিন্ন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারসমকালে সন্ন্যাসাকরণ গীতোক্ত কর্ম্মযোগাচরণেতেই নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিভাগী হইয়াছেন অতএব টীকাকারের মতে সন্ন্যাস নাহি ইহা তাঁহারি আচরণে বুঝা যায় এবং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারকালেও কর্ম্মযোগানুষ্ঠান অকর্ত্তব্য নয় ইহাও বুঝা যায় এবং পরিমল গ্রন্থকর্ত্তা অপ্যয় দীক্ষিত মতে তত্ত্বজ্ঞানকালেও কর্ম্মযোগানাচরণ বুঝা যায় না যেহেতুক তিনি স্বয়ং কর্ম্মযোগানুষ্ঠান করিতেছিলেন এবং শ্রীশঙ্করাচার্য্য ভাষ্যকর্ত্তার পূর্ব্ব যে সকল ভাষ্যকর্ত্তা তাহারদের ও বেদান্তবার্ত্তিককারেরও মতে নষ্টাশ্বদগ্ধরথ ন্যায়ে অর্থাৎ যেমন একজন নষ্টাশ্ব অথচ বিদ্যমান[৯]রথ ও অন্য একজন দগ্ধরথ অথচ বিদ্যমানাশ্ব এই দুই জনের মধ্যে যে বিদ্যমানরথমাত্র তাহার গন্তব্য প্রাপ্তি হইতে পারে না বর্ত্তমানাশ্ব ব্যক্তির কিছু কষ্টে গন্তব্য প্রাপ্তি হইতে পারে ইহাতে উভয়ের একযোগে অনায়াসে পরম সুখে গন্তব্য প্রাপ্তি হয়। তেমনি অশুক্লকৃষ্ণাখ্য কর্ম্ম ও তত্ত্বজ্ঞান এই দুয়ের সমুচ্চয়েতে অনায়াসে সুখেতে মুমুক্ষুর গন্তব্য

মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। অতএব তাহারদেরো মতে তত্ত্বজ্ঞানকালেও কর্ম্মস্বরূপ ত্যাগ নাহি। এবং প্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্লিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ এই সূত্রানুসারে দ্বৈতবাদিশ্রীমাধবাচার্য্য ঐ শারীরক মীমাংসার এক ভাষ্যকর্ত্তা ও উৎক্রমিষ্যত এবংভাবাদিত্যৌড়ুলোমিঃ এই সূত্রানুসারে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীরামানুজাচার্য্য তিনিও ঐ ব্রহ্মমীমাংসাসূত্রের আর এক ভাষ্যকর্ত্তা এই দুই আচার্য্যের মতে তত্ত্বজ্ঞানকালেও কর্ম্মস্বরূপ ত্যাগ নাহি অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ এতৎসূত্রানুসারে শুদ্ধাদ্বৈতবাদিশ্রীভগবৎপূজ্যপাদের মতে সন্ন্যাসাশ্রমকালে জ্ঞানী ও জিজ্ঞাসুর আশ্রমবিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা ॥ ০ ॥ চিহ্নরহিত সন্ন্যাসিপরমহংসেরদের মধ্যে কাহার বা ঋষভদেববৎ অবস্থিতি কাহার [১০] বা জড় ভরতাদিবৎ অবস্থিতি কাহার বা বামদেবাদিবৎ অবস্থিতি কাহার বা শুকনারদাদিবৎ অবস্থিতি কাহার বা দত্তাত্রেয়াদিবৎ অবস্থিতি তাঁহার অবস্থানের বিবরণ এই দত্তাত্রেয় হইতে উপদিষ্ট হইয়া কার্ত্তবীর্য্যার্জুন রাজা ঐশীশক্তিসম্পন্ন হইয়া সত্যসংকল্প হইলেন ইহাতে অনেক উত্তম লোক উপদেশ গ্রহণার্থে দত্তাত্রেয়ের আশ্রমে আগত হইলেন। তাহাতে দত্তাত্রেয়ের চিত্তবিক্ষেপ হইয়া ব্রহ্মাকারান্তঃ-করণবৃত্তির ব্যাঘাত হইতে লাগিল অতএব দত্তাত্রেয় আমাতে অশ্রদ্ধা করিয়া কেহ আমার নিকটে না আসুক ইত্যভিপ্রায়ে নিষিদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। ইহাতে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য এই বুঝায় বিহিতাচরণাবস্থানে কিম্বা অনতিশয় নিষিদ্ধাচরণে তত্ত্বজ্ঞান প্রতিপালন যাহাতে হয় তাহাই তত্ত্বজ্ঞানীর কর্ত্তব্য কেন না দেদীপ্যমান তত্ত্বজ্ঞানানলে যৎকিঞ্চিৎ নিষিদ্ধাচরণতৃণ ভস্মীভূত হয় ইত্যভিপ্রায়ে গীতাতে জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা এই ভগবান্ কহিয়াছেন অতএব তত্ত্বজ্ঞানী তত্ত্বজ্ঞান সংরক্ষণ যে কোন প্রকারে করিবেন এই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য ॥ ০ ॥ [১১] হে শিষ্টসন্তানেরা তোমরা যদি আত্যন্তিক নিষিদ্ধাচারী আধুনিক জ্ঞানিমানিরদিগকে দত্তাত্রেয়াদিবৎ জান তবে তদুপদেশ গ্রহণ করিয়া ঐশীশক্তিসম্পন্ন হইয়া কার্ত্তবীর্য্যার্জুন রাজার মত যদি হইতে পার তবে বড় ভাল নতুবা বেদান্তী হতসৎক্রিয়ঃ কিমপরং হাস্যাস্পদং ভূতলে। এতন্ন্যায় সর্ব্বলোকহাস্যাস্পদ ধূর্ত্ত অবধূতেরদের বচনবিষমোদক ভক্ষণ করিও না কিন্তু পূর্ব্বলিখিত নব্য প্রাচীন মত তাৎপর্য্যাবধারণ করিয়া যদি তোমারদের শ্মশানবৈরাগ্যের ন্যায় না হয় কিন্তু দৃঢ়তর মুমুক্ষা হইয়া থাকে এমত মনে নিশ্চয় বুঝ তবে যে বিহিত হয় তাহা করিও তত্ত্বজ্ঞানের লাভ অতিদুর্ল্লভ শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ও কশ্চিদ্ভবতি সিদ্ধয়ে ইত্যাদি ভগবদ্বাক্যহেতুক ॥ ০ ॥

আর শুন ন্যায় মীমাংসা সাংখ্য পাতঞ্জল বৈশেষিক এই আর পাঁচ দর্শন অর্থাৎ বেদার্থপ্রকাশক এই দর্শনসকলের কর্ত্তা ক্রমেতে গৌতম জৈমিনি কপিল পতঞ্জলি যিনি ফণিভাষ্যকর্ত্তা ও কণাদ এহারা সকলেই শারীরক মীমাংসাকর্ত্তা বেদব্যাসের সমানজ্ঞানযোগ-বলমাহাত্ম্য তবে যে এহারদের আপাতত মত[১২]বৈলক্ষণ্য বুঝা যায় সে কেবল প্রাসঙ্গিকার্থে তাৎপর্য্যার্থে মতবৈলক্ষণ্য কিঞ্চিন্মাত্রও নাহি সাক্ষাৎ পরম্পরাতে সকলেরই এক অর্থেতেই তাৎপর্য্য অন্ধহস্তিদর্শনন্যায় ইহা সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্ষু বিবরণ করিয়া নিরূপণ করিয়াছেন এইরূপে সর্ব্বসুদ্ধা ছয় দর্শনের মধ্যে কেবল বেদান্ত দর্শনের ভাষ্যকর্ত্তা

শ্রীশঙ্করাচার্য্যমতেই মোক্ষে সাক্ষাৎরূপে কর্ম্মের উপযোগ নাহি এ অর্থ নির্ণীত হইয়াছে অতএবাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা এই সূত্রেতে। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মযোগের আবশ্যকত্ব ব্রহ্মজিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত ইহা নিরূপিত হইয়াছে সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ এই সূত্রেতে। এবং এই সূত্রে সর্ব্বপদোপাদানহেতুক ব্রহ্মজিজ্ঞাসোত্তর নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানে মুমুক্ষুর মোক্ষের হানি হয় না যেহেতুক ফলদ্বারাই বন্ধক কর্ম্ম হয় স্বরূপত হয় না তথাপি অল্পায়ুচপলচিত্তাদি দোষযুক্ত ইদানীন্তন পুরুষেরদের ফলাভিসন্ধিরহিত কর্ম্মস্বরূপ নির্ব্বাহ করণে তত্ত্বাভ্যাসের ক্ষতিসম্ভাবনাতে ব্রহ্মজিজ্ঞাসোত্তর নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানে বরবিঘাতায় কন্যোদ্বাহঃ এই ন্যায় উপস্থিত হয় অতএব যথাবিধি সন্ন্যাস অর্থাৎ কর্ম্মের ফলত ও স্বরূপত পরিত্যাগরূপ সাধনসম্পন্ন হইয়া বেদান্তশ্র[১৩]বণ শাস্ত্রাচার্য্যোপদিষ্টার্থের মনন অর্থাৎ যুক্তিতে অবধারণ ও অবধারিতার্থে চিত্তপ্রবাহীকরণরূপ নিদিধ্যাসন ও আশ্রমোচিত কর্ম্মরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানেতেই দেহপাতপর্য্যন্ত কাল যাপন সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য। আসুপ্তেরামৃতেঃ কালাৎ নয়েদ্বেদান্তচিন্তয়া ইত্যাদি শাস্ত্রপ্রামাণ্যপ্রযুক্ত। ইহাতে বিবিদিষার পূর্ব্বেই পরিত্যক্ত নিষিদ্ধাচরণের নিষ্ঠুতাবলেহবৎ প্রসক্তিই কি অতএব নিষিদ্ধাচারী অনেক সন্ন্যাসী স্বশিষ্যকে আচার্য্য স্বামী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তাহারদের মতানুসারী দশনামা নামে এক প্রকার লোক অদ্যাবধি লোকেতে প্রসিদ্ধ আছে এ বিবিদিষাসন্ন্যাস করণে অসমর্থের প্রতি বহূদক কুটীচক্র নামে দুই প্রকার সন্ন্যাস বিহিত আছে তাহাতে নিষ্কাম কর্ম্মাচরণ যাবজ্জীব কর্ত্তব্য হয়। এবং অতি দুর্লভ তত্ত্বজ্ঞান লাভ ঈশ্বরাজ্ঞাপ্ত কর্ম্মযোগ ও চিত্তৈকাগ্রতাপরমফলক বেদান্তপ্রতিপাদিত কুপিতকপিকপোলবর্ণপদ্মাক্ষমূর্ত্ত্যাদ্যুপাসনাতেই সুলভ হইয়া অবিদ্যা তৎকার্য্য প্রপঞ্চসকলের উন্মূলন করিয়া জীবাভিন্ন ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করে। এই সাক্ষাৎকার দেহপাতপর্য্যন্ত জীবন্মুক্তি দেহপাতোত্তর নির্ব্বাণমুক্তি হয়। এবম্বিধ তত্ত্বজ্ঞানীর [১৪] দণ্ডবিনির্ম্মোকোত্তর সংস্কারবশত কুলালচক্রভ্রমিবৎ পূর্ব্বপূর্ব্বচিরাভ্যস্ত-তত্তদনুষ্ঠানবলাৎ সংস্কারবশত অনুবর্ত্তমান হয়। অতএব শাস্ত্রে কহিয়াছেন। আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥ পরিনিষ্ঠিতোপি নৈর্গুণ্যে উত্তমশ্লোকবার্ত্তয়া। গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং তদধীতবান্॥ আত্মভাবং সমুৎক্ষিপ্য দাস্যেনৈব রঘূদ্বহং। ভজেহং প্রত্যহং রামং সসীতং সহলক্ষ্মণং॥ সত্যপি ভেদাবগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বং। সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্কচ ন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ॥ বুদ্ধাদ্বৈতসতত্ত্বস্য নিষিদ্ধাচরণং যদি। শুনাং তত্ত্বদৃশাঞ্চৈব কো ভেদোঽশুচিভক্ষণে॥ প্রাণাত্যয়ে তথোপদেশাৎ। এই সূত্রে তত্ত্বজ্ঞানীর নিষিদ্ধাচরণ অকর্ত্তব্য ইহা আপনি সূত্রকার প্রতিপাদন করিয়াছেন। এবং ক্ষিপ্ত বাণের ন্যায় অনিবার্য্যবেগ প্রারব্ধ কর্ম্মবশত যদি কদাচিৎ তত্ত্বজ্ঞানীর অনিচ্ছাপ্রাপ্ত দুঃখবৎ গুরুদারাদি গমন হয় তবে তাঁহার নিঋতি-দেবতাক গর্দ্দভমেধ যাগে দেহপাতরূপ প্রায়শ্চিত্ত লোকশিক্ষার্থ সূত্রকার স্বয়ং প্রতিপাদন করিয়াছেন অতএব সাক্ষাৎ বিষ্ণু অবতার শ্রীউদয়নাচার্য্য নাস্তিক ব্রহ্মহত্যা [১৫] করিয়া শ্রীজগন্নাথ দেবের অজ্ঞাতে ও লোকসংগ্রহার্থে তুষানলে দেহপাত করিয়াছেন ইত্যাদি

শিষ্টাচার। ও যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥ এবং স্বয়ং ভাষ্যকার দক্ষিণামূর্ত্তির স্তব ও আনন্দলহরীতে শক্তির গুণরূপস্তবাদিকরণাচার ইত্যাদি নানা শ্রুতি স্মৃতি পুরাণেতিহাস অবিগীত শিষ্টাচার প্রামাণ্যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারসমকালেও সৎক্রিয়া করণ নিষিদ্ধের অকরণ বুঝা যায়। তবে যে পূর্ব্বলিখিত ভাষ্যমতে তত্ত্বজ্ঞানরূপ মহাবলপরাক্রম রাজা স্বকার্য্য মোক্ষসিদ্ধ্যর্থে নানাবিধ কর্ম্মরূপ সেনার অপেক্ষা করেন না ইহাতে কি তৎকালে কর্ম্মের অনাচরণ বুঝায়। তাহা নয়॥ যেহেতু যে ব্যক্তি স্বকার্য্যসাধনেতে স্বসামর্থ্যপ্রযুক্ত অন্যনিরপেক্ষ হয় তাহার কি তৎকালে অন্যের আনুকূল্যাচরণে কার্য্যসিদ্ধির ব্যাঘাত হয়। তাহা নয়॥ কিন্তু অন্যনৈরপেক্ষ্যে স্বকার্য্য-সিদ্ধিকরণাভিধানে মাহাত্ম্যকথনই হয় এই অভিপ্রায়ে ও অতএবাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা এই সূত্রেতে অনপেক্ষা শব্দোপাদানে সূত্রকারের অভিপ্রায় বুঝিয়া মোক্ষসিদ্ধিতে তত্ত্বজ্ঞানমাত্রের [১৬] সাক্ষাৎ উপযোগ কর্ম্মযোগের তাহা নয় ইহাই ভাষ্যকার প্রতিপাদন করিয়াছেন। নতুবা নিষিদ্ধাচরণের ন্যায় কর্ম্মযোগাচরণ তত্ত্বজ্ঞানীর বিহিত নহে ইহাও প্রতিপাদন করিয়াছেন। তত্ত্বজ্ঞানীর রাগাভাবপ্রযুক্ত রাগমূলক নিষিদ্ধাচরণ সম্ভাবনীয় নহে। রাগো লিঙ্গমবোধস্য চিত্তব্যায়ামভূমিষু। কুতঃ শাদ্বলতা তস্য যস্যাগ্নিঃ কোটরে তরোঃ ইতি। অতএব শ্রুতিতে কহিয়াছেন তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদন করিয়া বালকের ন্যায় থাকিবে তবেই ব্রহ্মজ্ঞানী হয়॥ ০॥ ০॥ হে শিষ্টসন্তানেরা তোমরা যদি সাংসারিক সুখাভিলাষী হও তবে বিহিতকর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষেচ্ছারূপ মহাবৃক্ষাগ্রারোহণ কদাচিৎ করিও না। সাংসারিক সুখবাসনারূপ রসনাকর্ষণেতে অধ আকৃষ্ট হইয়া অধঃপাতে যাবে। ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টো নচ পূর্ব্বং ন চাপরং। এতন্ন্যায়ের উদাহরণস্থান হইবে। যদি তাহা না হয় তবে কর্ম্মযোগাচরণ ও স্বস্বেষ্ট দেবতার পূজনরূপ উপাসনা করিয়া অন্তঃকরণদর্পণের রজস্তমোগুণাভিভবপূর্ব্বক সত্ত্বগুণোদ্দীপনরূপ পরিমার্জন ও স্থৈর্য্য সম্পাদন করিয়া সদসদ্বিবেক ও তন্মূলক ঐহিক পারলৌ[১৭]কিক ভোগবিরাগ ও তন্মূলক দম শম উপরতি মানাপমানাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা শ্রদ্ধা ও সমাধান এসকল সম্পাদন করিয়া মোক্ষপথগামী যদি হও তবেই শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনরূপ উপায়ত্রয়েতে জীবাভিন্ন সচ্চিদানন্দৈকরসামৃতসাগরেতে নিমগ্ন হইলেই জলনিমগ্ন ব্যক্তির ন্যায় দৃশ্য বস্তু দর্শনেতে পরিবর্জ্জিত হইবা তখন ভাল মন্দ কিছুই কহিতে ও করিতে পারিবা না। অতএব শ্রুতিতে কহিয়াছেন যে বলে আমি ব্রহ্ম জানি ও বুঝি সে কিছুই জানে না ও কিছুই বুঝে না। যে তাহা না কহে সেই সকল জানে ও বুঝে। ন কর্ম্মাণি ত্যজেৎ যোগী কর্ম্মভিস্ত্যজ্যতে হি সঃ। তাহা না হইয়া বিহিতের অনাচরণ ও নিষিদ্ধের আচরণ কেবল করিয়া মিথ্যা তত্ত্বজ্ঞানিত্ব খ্যাপন কেন কর। যদি বল আমি তাদৃশ বটি তবে তুমি যারদিগ্‌কে স্বীয় আচরণ করণে প্রবর্ত্তাইতেছো তাহারাও সকলেই কি বামদেব কপিলাদির প্রায় মাতৃগর্ত্ত হইঁতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান্ হইয়াছে যদি না হইয়া থাকে তবে কেন সল্লোক বালকেরদিগ্‌কে বঞ্চনা কর। ও আপনিও ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং ইতি। ও তান[১৮]কৃৎস্নবিদো মূঢ়ান্ কৃৎস্নবিন্ন

বিচালয়েৎ ইত্যাদি পরমেশ্বরাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া নিরঙ্কুশতুণ্ড হও। যদি তুমি পরমেশ্বরেচ্ছাতে ভ্রান্তেরদের ভ্রম দূর করিয়া পরম পদ আরোহণ করাইতে লোকে অবতীর্ণ হইয়া থাক তবে শিক্ষাপঞ্চক গ্রন্থেতে ভাষ্যকার কর্তৃক উপদিষ্ট পরমপদারোহণের যে২ ভূমিকা অর্থাৎ সোপান সেই২ সোপানের ক্রমশঃ প্রত্যেকের আরোহণেতে যেরূপে তাহারা পরম পদ প্রাপ্ত হয় তোমার তাহাই করা উচিত হয় বৃক্ষের মূলাদির আরোহণক্রমব্যতিরেকে হঠাৎ কি অগ্রারোহণ হয় যদ্যপি তাহা কেহ করিতে কিম্বা করাইতে চায় তবে কি তাহারা মধ্যে অধঃপাতে গিয়া চূর্ণাঙ্গ হয় না। যদি বল তত্ত্বজ্ঞানীর ফলাভাবপ্রযুক্ত কর্ম্মাকরণ তাহা নয় লোকশিক্ষারূপ ফল আছে অতএব জ্ঞানীর অধ্যাপনাকর্ম্মত্যাগ নাহি আর যে জ্ঞানী ফলার্থী সে কেমন জ্ঞানী ইতি কর্ম্মকাণ্ডপ্রকরণং সমাপ্তং ॥ ০ ॥

হে শিষ্টসন্তানেরা আর শুন জ্ঞানার্থ নির্ব্বিশেষ সচ্চিদানন্দৈকরস পরমাত্মা ও তজ্জ্ঞানানুকূলোপাসনার্থে সগুণ ব্রহ্ম এই দুইতে বেদান্ত শাস্ত্রের তাৎপর্য্য অতএব মহাকাশ মেঘাকাশের ন্যায় গুণসম্বন্ধ ভাবা[১৯]ভাবমাত্রকৃত ভেদ ভিন্ন সগুণ নির্গুণ ব্রহ্ম মুক্তিপ্রয়োজনক বেদান্ত শাস্ত্রে প্রতিপাদন করেন অন্যথা সগুণ ব্রহ্ম ও তদুপাসনা যে বেদান্তে প্রতিপাদন করেন সে কাকদন্ত পরীক্ষার ন্যায় নিষ্ফল হয়। অচিন্ত্যানন্তশক্তিবিশিষ্ট যে চৈতন্য তিনি স্বশক্তিপ্রাধান্যবিবক্ষাতে দুর্গা কালী ইত্যাদি নানা নামেতে অভিধেয় ও চতুর্ভুজ অষ্টভুজ দশভুজাদি রূপেতে ধ্যেয় নানাবিধ দেবীরূপেতে উপাস্য হন। ও স্বমাত্রপ্রাধান্যবিবক্ষাতে ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রেন্দ্রাদি নানা পুংদেবরূপেতে উপাস্য হন। যেমন এক মহাপটের একদেশেতে ঘট্টিত মসীলিখিত বর্ণপূরিতাবস্থাত্রয়ে ঐ এক মহাপটের স্ত্রীপুরুষাদি বিচিত্র নানাকারতা হয়। ও ঐ অবস্থাত্রয় লোপে শুদ্ধৈকমহাপটস্বরূপাবস্থান হয়। তন্ন্যায় এক ভূমব্রহ্মের একদেশে ঘটজননানুকূল মৃত্তিকাচৈক্কণ্যশক্তির ন্যায় স্বশক্তি ও সূক্ষ্ম তৎকার্য্য ও স্থূল তৎকার্য্য সাকল্যরূপ ত্রিতয়সম্বন্ধকৃতাবস্থাত্রয় ভেদে মহাপটস্থলাভিষিক্ত ঐ এক নির্বিশেষ ব্রহ্ম অন্তর্যামী ও হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট্ ও তদন্তর্গত ব্রহ্মাদি দুর্গাদি নানা দেব দেবী ও আর আর চরাচর জগদাকারে পরিদৃশ্য[২০]মান হন। অতএব ঐ এক ব্রহ্মকে বিশ্বাত্মা ও বিশ্বরূপ ও চিন্তামণি ইত্যাদি শব্দেতে শাস্ত্রে কহিয়াছেন ইহার প্রমাণ মাণ্ডুক্যোপনিষৎ ও পুরুষসূক্ত প্রভৃতি অনেক বেদ। অতএব যে যাহাতে যে কোন বিহিত প্রকারে ও যে কোন জ্ঞানে যাহাকে উপাসনা করে তাহারা সকলেই ঐ এক ঈশ্বরকেই উপাসনা করে। যেমন অতিথিকে অতিথি মাত্র জ্ঞানে যে সেবা করে সে সেবার যে ফল তাহা কি সে অতিথি দেয় তাহা নয়। কিন্তু সর্ব্বফলদাতা পরমেশ্বরই সে ফল দেন যদ্যপি ঐ অতিথিকে অতিথিজ্ঞানে সেবা করাতে ঈশ্বর সেবিত না হন তবে তিনি ফলদাতাও হন না যেহেতুক যবন দেশের পাৎসা উপাসিত হইলে তৎফলদাতা হিন্দুস্থানের পাৎসা হন না। আর ঈশ্বর ব্যতিরেকে অন্য কেহ কখনো ফলদাতা হয় না। ইহা ফলমত উপপত্তেঃ এই সূত্রেতে প্রতিপাদিত আছে ॥ ০ ॥ এবং অতন্নিরসনাপবাদে অবশিষ্ট ঐ এক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম হন। যেমন এক বহ্নি তৃণ কাষ্ঠাদি নানা সম্বন্ধে নানাকারে অভিব্যক্ত মূর্ত্তিমান্ হন। তৃণ কাষ্ঠাদি

সম্বন্ধাভাবে নির্ব্বাণ হইয়া অব্যক্তৈকতেজোরূপে অবস্থিত হন। বেদান্তে জীব ব্রহ্মের ঐক্য এইরূপ জানিও [২১] অতএব নির্ব্বাণ মোক্ষ তাহাকে কহি। দুগ্ধজল জললবণাদির ন্যায় নহে। কিন্তু মেঘাভাবে মেঘাকাশ মহাকাশের একত্বন্যায় চেতনমাত্রের অবস্থান হয়। ভাল মন্দ নাভাল নামন্দ এই ত্রিবিধ কার্য্য সর্ব্বানুভবসিদ্ধ আছে। তদ্দর্শনেতে অনুমিত যে সত্ত্বরজস্তমোগুণরূপ ত্রিবিধ কারণ তৎসাম্যাবস্থারূপা বহ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় ব্রহ্মসত্তাতেই সত্তাবিশিষ্টা স্বাতন্ত্র্যে সত্তারহিতা নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসবৎ অযত্নসাধ্য সৃষ্ট্যাদি কার্য্যত্রয়ানুমেয়া মায়াদি নানানাম্নী একা জড়া বিচিত্র ময়ূরাকার সূক্ষ্মাবস্থাত্মক ময়ূরাণ্ডোদকবৎ বটবীজবদ্বা বিচিত্র জগদ্বীজরূপা পরব্রহ্মচেতনাশ্রিতা পরতন্ত্রা পারমেশ্বরী শক্তিরূপা মূলপ্রকৃতি তদীক্ষণে সঙ্কলিতা হইয়া মহাপটরূপ কূটস্থ পরব্রহ্মেতে চিত্রবৎ স্বকল্পিত বিচিত্র স্থাবর জঙ্গমাত্মক কার্য্যকারণরূপ জগতের কল্পনা করেন যেমন স্বস্বনিদ্রারূপা শক্তি স্বপ্নাবস্থাতে বিচিত্র নানাকার পদার্থ স্বস্ব স্বরূপেতে কল্পনা করেন। এবং জীবমাত্রের ভোগপ্রদ কর্ম্মাবসানকালে নিদ্রার ন্যায় মহানিদ্রানাম্নী ঐ মূলপ্রকৃতি সাম্যাবস্থাপন্না হন। তাহাকেই প্রাকৃত প্রলয় কহি। এতদ্রূপে জাগরণোত্তর নিদ্রা নিদ্রোত্তর জাগরণের ন্যায় [২২] সৃষ্ট্যুত্তর প্রলয় প্রলয়োত্তর সৃষ্টি পুনঃ পুনঃ ঐ পরব্রহ্মাশ্রিতা মূলপ্রকৃতি পরব্রহ্মেতে করিতেছেন অচিন্ত্যানন্তকার্য্যকারিণী চিচ্ছক্তিরূপা ঐ মূলপ্রকৃতি লক্ষ্মী সরস্বতী দুর্গা সাবিত্রী ঐন্দ্রী সৌরী চান্দ্রী আগ্নেয়ী ইত্যাদি কীটস্তম্বপর্য্যন্ত নানা পদার্থশক্তিরূপে নানা কার্য্য করিতেছেন অয়ঃপিণ্ড দাহ করিতেছে ইত্যাদিবৎ। তত্তদ্বিবিধশক্ত্যুপহিত ঐ একচেতন জলাশয় জলসরাবাদিতে আকাশস্থ এক চন্দ্রের নানাকারতাভাণবৎ ব্রহ্মাদি কীট পর্য্যন্ত নানাবিধ শরীরেতে পৃথক্ পৃথক্ দেব মনুষ্য পশু পক্ষ্যাদি নানারূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। সমরূপে বিবর্ত্তমান যদ্যপি হউন তথাপি তত্তৎশরীরের পাপ তদভাবকৃত স্বচ্ছাস্বচ্ছভাবপ্রযুক্ত তাঁহার প্রকাশতারতম্যেতে তত্তৎশরীরেরও উত্তমাধম মধ্যম ভাব হয়। যেমন সর্ব্বত্র সমপ্রকাশমান এক সৌরালোকের কাচ ভূমি ও সামান্য ভূমির স্বচ্ছাস্বচ্ছ ভাবপ্রযুক্ত প্রকাশতারতম্যেতে তত্তদ্ভূমিরও উত্তমাধমভাব হয় তদ্বৎ। আর জলাশয়াদির অভাবে আকাশস্থ একচন্দ্রাবস্থানবৎ ঐ ভূত ভৌতিক শরীরপ্রপঞ্চাভাবে কেবল চিদেকরসাবস্থান হয় যেমন এ তেমনি জীবচেতনাশ্রিতা সুষুপ্তিকালেতে সর্ব্বানুভূতা [২৩] তমোময়ী অজ্ঞানরূপা মূলপ্রকৃতির একদেশ অবিদ্যানাম্নী জীবশক্তি সংস্কারাত্মক সূক্ষ্মকার্য্যস্বরূপ স্বপ্নাবস্থা ও স্থূল কার্য্য দর্শনরূপ জাগরণাবস্থাদ্বয়েতে সূক্ষ্মস্থূল কার্য্যায়তনে সূক্ষ্মস্থূল ভোগ ঐ অবস্থাদ্বয়মাত্রকৃত নামভেদমাত্র তৈজস বিশ্বকে করাইয়া ভোগদ কর্ম্মাবসানে নিদ্রারূপে স্থিত হইয়া তদবস্থাকালীন প্রাজ্ঞ নামক জীবাশ্রয়ে থাকেন এই অবস্থাত্রয়ে ভোগ ও ভোগদসংস্কারনিমিত্তক আবৃত্তি মালান্যায়ে জীববর্গের হইতেছে এ অবস্থাত্রয়ে কর্ম্মের অভাব নাহি ঐ অবস্থাত্রয়বিনিমুক্ত জীব ত্রিগুণকর্ম্মাভাবে মুক্ত হন অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত একরসাবস্থান হন। নির্বিকল্পসমাধিকালে কেবল ব্রহ্মাকারান্তঃকরণবৃত্তিপ্রবাহে অবস্থিত যে জীব তাহার পূর্ব্বোক্ত স্বরূপ হইতে যে ভেদ সে কেবল তদাকারবৃত্তিমাত্রকৃত অতএব

সুষুপ্তি সমাধি মূর্চ্ছা নির্ব্বাণ মুক্তি এই সময় ব্যতিরেকে তত্ত্বজ্ঞানীর সর্ব্বদ্বৈতবিজ্ঞানাভাব হইতে পারে না যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়া করতই থাকেন ইহাকে কি নিষিদ্ধাচরণ করিয়া থাকাই উপযুক্ত হয় গীতোক্ত কর্ম্মযোগানুষ্ঠানে কি তত্ত্বজ্ঞানের হানি হয় তত্ত্বজ্ঞানীর ব্যাবহারিক ব্যাপার যদি করিতে হয় তবে কি যৎকিঞ্চিৎ কর্ম্মযোগানুষ্ঠান [২৪] করণে তত্ত্বজ্ঞান-ভরালসেরদের ভার বোধ হয় মোটের উপরে কি শাকের আটি সহা যায় না॥ ০॥

হে বুদ্ধিমানেরা বিলক্ষণ মনোযোগ করিয়া স্বস্ব স্বরূপ ও স্বস্ব শক্তিস্বরূপকে স্বানুভব-প্রামাণ্যে নিশ্চয় করো তবেই ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে পারিবা স্বস্ব শরীর স্মরণ ও দর্শন ও মার্জনাদি ভোজন শয়নান্ত পর্য্যন্ত ব্যাপার যদি তোমারদের হইতেছে তবে ঈশ্বরাদিশরীরের উদ্বোধক প্রতিমাদিতে তদুদ্দেশে শাস্ত্রবিহিত পূজাদি ব্যাপার লৌকিক প্লীহাচ্ছেদন বাণ মারণাদির ন্যায় কেন না হয় আত্মবৎ সেবা ইহা কি শুন নাই যেমন গারুড়ী মন্ত্রশক্তিতে একোদ্দেশে অন্যত্র ক্রিয়া করাতে উদ্দেশ্যফলভাগী হয় তেমন কি বৈদিক মন্ত্রশক্তিতে হয় না। আরো শুন শক্তির কথনো শক্তিমান্ হইতে পৃথক্ সত্তা নয় শক্তিমান্ আত্মা স্বশক্তি হইতে পৃথক্ সত্তাবান্ বটেন। যেমন বহ্নির দাহিকা শক্তির বহ্নিসত্তা হইতে অতিরিক্ত সত্তা নাই বহ্নির সত্তা স্বদাহিকাশক্তি ব্যতিরেকে বটে বহ্নিতে মণিমন্ত্রমহৌষধি প্রক্ষেপে শক্তির অভাব হয় বহ্নিস্বরূপ দোধূয়মান পূর্ব্ববৎ থাকে অতএব শক্তি শক্তিমান্-সত্তানিয়তসত্তাক হন তদুপাদানকারণক জগতেরো পৃথক্ সত্তা [২৫] নাহি চেতনসত্তাতেই তাহার সত্তা রজ্জুসত্তাধীন তৎকল্পিত সর্পাদিসত্তার ন্যায় ইত্যভিপ্রায়ে বেদান্তীরা কহেন যে ব্রহ্মই সৎ তদ্ভিন্ন সকলই অসৎ অর্থাৎ তাহার স্বাতন্ত্র্যে সত্তা নাহি পশু পক্ষ্যাদির ন্যায় যথেষ্টাচার করণার্থে দেবাদি বিগ্রহের অন্যথা করণার্থে কিম্বা সাক্ষাৎ প্রতীয়মান এ জগতের কূর্ম্মলোম বন্ধ্যাপুত্রবৎ অত্যন্তাভাবাশয়ে কহেন না উন্মত্তপ্রলাপাপত্তি-দোষহেতুক॥ দেবান্ত মতে সত্তা ত্রিবিধা প্রাতিভাসিকী শুক্তিকা রজতাদির। ব্যাবহারিকী আকাশাদি দ্বৈত পদার্থের। পারমার্থিকী কেবল ব্রহ্মের। অতএব ব্রহ্মজ্ঞানী বেদ-ব্যাসাদির ব্যবহারকালে দ্বৈতসকলের সত্তা মান্য ইহা ভাষ্যকার পশ্বাদিভিশ্চাবিশেষাৎ এই স্ববাক্যেতে কহিয়াছেন ভাবাদ্বৈতং সদা কুর্য্যাৎ ক্রিয়াদ্বৈতং না কর্হিচিৎ ইতি। অন্যথা সংপ্রদায়োচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ। ইহাতে জগতের পরমেশ্বরাধীনতাই বুঝায় যেমন স্বামিধনসত্তাধীনই ভার্য্যাধনসত্তা ইহাতে ভার্য্যার স্বামিপরতন্ত্রতা প্রাপ্তিই হয় নতুবা পত্নীর অন্নবস্ত্রাভাব পর্য্যন্ত নিধনতা বুঝায় সত্যসংকল্প পরমেশ্বরের সামান্যাকার সৃষ্টির অলীকত্ব বেদান্ত শাস্ত্রে প্রতিপাদন করেন না কিন্তু মনোময়ী [২৬] জীবসৃষ্টিরই হেয়ত্ব তাৎপর্য্যে মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করেন তবে যে ঈশ্বরসৃষ্ট দ্বৈতের অনিত্যত্ব প্রতিপাদন বেদান্ত শাস্ত্রে করেন সে কেবল প্রাসঙ্গিক॥ আর শুন পরমাত্মা ও দেবাত্মা ও আর আর জীবাত্মা এ সকল আত্মা আত্মা যে দেহ হইতে ভিন্ন ইহা হিন্দু মোসলমান ইংরাজেরা সকলেই প্রায় জানে স্বস্ব দৃষ্টান্তে অনুমানে বুঝ যেমন আমি আত্মা দেহী তেমনি তুমি সে এ আত্মা সকল দেহী এই দৃষ্টান্তে পরমাত্মা ও দেবাত্মারদেরো দেহ আছে সে দেহ কর্ম্মাসিদ্ধ অস্মদাদির অদৃষ্ট

যদি হউক তথাপি সিদ্ধ যোগীরদের দৃষ্ট বটে অস্মদাদির শাস্ত্রজ্ঞানমাত্রগম্য যেমন ঈশ্বর অতএব যে শাস্ত্রজ্ঞানে ঈশ্বরকে মান সেই শাস্ত্রজ্ঞানে তাহারদের বিগ্রহ কেন না মান অর্দ্ধজরতীয় ন্যায়াবলম্বন কেন কর যদি বল শরীরের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন শাস্ত্রে করিয়াছেন তবে আমি জিজ্ঞাসি সে কি কেবল দেববিগ্রহের তোমারদের বিগ্রহের নয় যদি বল আমারদের বিগ্রহেরো বটে তবে আগে স্বশরীরকে মিথ্যা করিয়া জান মনে হইতে তাহাকে দূর কর ও তদনুরূপ ক্রিয়াতে অন্যের প্রামাণ্য জন্মাও পরে দেবতাবিগ্রহকে মিথ্যা বলিও তদনুরূপ কর্ম্মও করিও। নতুবা কেন [২৭] নানা নিষিদ্ধাচরণ দ্বারা এ স্বস্ব মাংসপিণ্ডকে পুষ্ট করো ও আর আর তদ্‌যোগক্ষেম করো তন্নিমিত্তক সুখার্থে পুত্র মিত্র কলত্র স্রক্‌ চন্দন গৃহ ক্ষেত্রাদির আরম্ভ করো ইহারা অর্থাৎ শাস্ত্রদৃষ্ট দেববিগ্রহস্মারক মৃৎপাষাণাদি প্রতিমাতে অর্থাৎ তসবীরেতে মনোযোগ করিয়া শাস্ত্রবিহিত তৎপূজাদি কেন না করো ইহা আমারদেরও বোধগম্য হয় না যদি বল ফলাভাবপ্রযুক্ত না করি তবে হে ফলার্থি জ্ঞানিমানি মিথ্যা কেন কহো যাহার যাহাতে উপযোগ না থাকে সে কি তাহাকে মিথ্যা কহে ঘৃতাভোজীর কাছে কি ঘৃত মিথ্যা আর তুমিই বা একচক্ষু না হও কেন কাকের কি এক চক্ষুতে নির্ব্বাহ হয় না। আর যদি বল আমরা দেবতাত্মাই মানি না তাহার বিগ্রহ ও তৎস্মারক প্রতিমার কথা কি। শিরো নাস্তি শিরোব্যথা। ভাঁল পরমাত্মা তো মান তবে তাঁহারি শাস্ত্রদৃষ্ট নানাবিধ মূর্ত্তি প্রতিমাতে মনোযোগ করিয়া তদুচিত ব্যাপার করো বস্তুত যদি স্বাত্মার প্রকৃত্যাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সর্ব্বানুভবসিদ্ধ মান তবে পরমাত্মারো তাহা অনুমানে মানো আত্মা ও পরমাত্মার রাজমহারাজের ন্যায় ব্যাপ্যব্যাপকত্ব ঐশ্বর্য্যানৈশ্বর্য্যকৃত বিশেষ ব্যতিরেকে স্বরূপ[২৮]গত বিশেষ কি যদি বল আমরা পরমাত্মার তাহা মানিলে তোমারদের দেবতাত্মার কি আইসে ইহাতে আমরা এই বলি তবে আমারদের দেবতাত্মারদিগেকেও তোমরা মানিলে যেহেতুক পরমাত্মার যে প্রকৃত্যাদি তাহাকেই আমরা স্ত্রীপুংলিঙ্গভেদে দেবীদেবাত্মা নামে কহি তোমরা ঈশ্বরীয় প্রকৃত্যাদিরূপে কহ এই কেবল জল পানি ইত্যাদিবৎ নাম মাত্র বিরোধে মুখরতা কেন করো অস্মদাদি ও অস্মদাদিপ্রকৃত্যাদি ও পরমাত্মা তৎপ্রকৃত্যাদি বৃক্ষবনবৎ ব্যষ্টিসমষ্টি রূপমাত্র অতিরিক্ত নয়। অতএব আমি দেবতাদিকে মানি না এই যে কথা সে কেবল আমার জিহ্বা নাহি এ কথার ন্যায় হাস্যাস্পদ যদি বল আমরা মাংসপিণ্ড মাত্র মানি মৃৎপাষাণাদিনির্ম্মিত কৃত্রিম পিণ্ড মানি না তবে আমরা তোমারদিগ্‌কে জিজ্ঞাসি হে বেদান্তিবৃষভেরা মৃৎপাষাণাদি ও মাংসপিণ্ডের ভেদ জীবাভিন্নব্রহ্মসাক্ষাৎকারবানের বেদান্ত শাস্ত্রে তোমরা কোথা পাইয়াছ যদি বল আমরা সচেতন পিণ্ডই মানি অচেতন পিণ্ড মানি না তবে কি তোমরা সুষুপ্ত মূর্চ্ছিত পিত্রাদিপিণ্ডেতে পৃথিবীর ন্যায় পদাঘাত করো যদি বল আমরা যাহার কখনো করচরণাদি [২৯] চেষ্টা দেখিয়াছি তাহাই মানি তদ্ভিন্ন পিণ্ড মানি না তবে মীমাংসকমতসিদ্ধ অচেতনমন্ত্রময় দেবতাত্মাই না মান বেদান্তমতসিদ্ধ অস্মদাদিবৎ সচেতন বিগ্রহবতী দেবতা কেন না মান ধ্যানদ্বারা তত্তদ্দেবতারূপেতে প্রবল মত্ত হস্তীর আলানস্তম্ভ ন্যায় প্রমাথি বলবৎ মানস মত্ত মাতঙ্গের বন্ধন করিয়া সবিকল্প সমাধিস্থ হইতে

যদি না পার তবে অন্তর্যাগ কর তাহাও না পার মুমুক্ষু যদি হও তবে তৎস্মারক কৃত্রিম তত্তৎপ্রতিমাতে ঐ এক সগুণ ব্রহ্মের আরাধনা করো ক্রমমুক্তিভাগী হবে সদ্যোমুক্তি না হউক হানি কি। বুভুক্ষিতঃ কিং দ্বিকরেণ ভুঙ্‌ক্তে ইতি। নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি ইত্যাদি প্রমাণতঃ। মাসোপবাসী কি পারণা সহে না। যদি বিশেষ ফলার্থী হও তবে তত্তদ্বিশেষ দেবতারদের আরাধনা কর। যদি বল আমরা তাদৃশ মনুষ্যাদি শরীরকে চক্ষুতে দেখিতে পাই তাহাই মানি বেদান্তমতসিদ্ধ দেবশরীর চক্ষে দেখিতে পাই না অতএব মানি না তৎপ্রতিমার প্রসক্তিই কি বিম্বাভাবে প্রতিবিম্বাভাববৎ বটে ভাল তবে কি তুমি প্রত্যক্ষৈকপ্রমাণবাদী নাস্তিকসকলের আদিপুরুষ হও সকল কহিতে ও করিতে পার আর ঈশ্বরই বা কেন মান [৩০] তাঁহাকে চক্ষে কখনো দেখিতে পাও নাই ও পাবেও না যদি বল আমি তাহা নই কিন্তু অবৈদিকেরা এইরূপ কহিয়া থাকে আমিও তদ্দৃষ্টিক্রমে কহি কিন্তু এই বিশেষ তাহারা স্বস্ব ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে কহে আমরা ঘট্টিং তরন্তি ন শঠাঃ কিমু নামধেয়ৈঃ এতন্ন্যায়ে বেদান্তের নাম করিয়া লোকবিড়ম্বনা করি তবে এ সকল কথা নূতন নহে ধারাবাহিক প্রসিদ্ধ আছে এবং সেই সেই মতের খণ্ডন পূর্ব্বাচার্য্যেরা নানা প্রকারে করিয়াছেন সে সকল বাক্যের প্রামাণ্য যদি না করো তবে তোমারদের বাক্যের প্রামাণ্য কি। ও তাঁহারা যে ইহা কহেন তাহাতে তাঁহারদের অধর্ম্ম হয় না যেহেতুক তাঁহারদের প্রতি তদীয় ধর্ম্মশাস্ত্রদ্বারা সেই আজ্ঞা আছে তুমি যে কহো কেন যদি তাহারদের মধ্যে তুমি কেহ হও কিম্বা হইতে চাহ তবে আগে তাহা হও পশ্চাৎ তাহা কহিয়া চালে ফলতি কুষ্মাণ্ডং হরিমাতুর্গলে ব্যথা এতন্ন্যায়ে অন্য ধনব্যয়ায়াসসাধ্য প্রতিমাপূজা দর্শন জন্য মর্ম্মান্তিক ব্যথা নিবৃত্তি করিও সংপ্রতি কেন এক দিক্ আশ্রয় না করিয়া মাজামাজি থাকিয়া আন্দোলায়মান হও। এবং নানা প্রবল শাব্দপ্রমাণসিদ্ধ ও বিশ্বকর্ম্মপ্রণীত শিল্পশাস্ত্রীয় তত্তদ্দেবতা[৩১]প্রতিমানির্ম্মাণপ্রকারাভিধান লিঙ্গকানুমানপ্রমাণসিদ্ধ ও নানাতীর্থস্থানস্থিত বিবিধ দেবতাপ্রতিমার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষগোচরতাতে প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ এবং শিষ্টাচারসিদ্ধ প্রতিমাকরণাচার তত্তত্তন্মূর্ত্তি তত্তদ্দেবপূজাধ্যানালম্বনপ্রয়োজনকে অনাদিপরম্পরা প্রসিদ্ধ আছে তাহার অপ্রামাণ্য কল্পনা করিয়া কেবল ইদানীন্তনলোককল্পিতত্ব জ্ঞান করাতে আপনারি অপ্রামাণিকত্ব ও অগ্রাহ্যবচনত্ব খ্যাপন মাত্র হয় যেহেতুক বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং ধর্ম্মার্থযুক্তং বচনং প্রমাণং। যস্য প্রমাণং ন ভবেৎ প্রমাণং কস্তস্য কুর্য্যাদ্বচনং প্রমাণমিতি। অতএব হে শিষ্ট লোকেরা শুন যেমন কোনহ মহারাজার সেনাপত্যাদি নানা পদ থাকে সেই সেই পদেতে স্বস্ব কর্ম্মানুসারে ঐ মহারাজের প্রসাদেতে কখনো কেহ অভিষিক্ত হয় তেমনি পরমেশ্বর সর্ব্বকর্ত্তার স্বশক্তিসাধ্য ইন্দ্রত্বাদি পদেতে স্বস্বানুষ্ঠিত কর্ম্মানুসারে ঈশ্বরেচ্ছাতে কখনো কেহো অধিকার প্রাপ্ত হয় তত্তদধিকারপ্রাপ্ত ইন্দ্রাদি দেবতারদের বিগ্রহবত্তাদি প্রতিপাদন বেদান্তশাস্ত্রে দেবতাধিকরণে সূত্রকর্ত্তা স্বয়ং করিয়াছেন সেই সেই দেবতা তত্তৎশরীরে স্বস্ব কর্ম্মও ভোগ করেন ও মীমাং[৩২]সকমতসিদ্ধ মন্ত্রময় দেবতারা বেদোক্ত যাগাদি কর্ম্মসিদ্ধিদশাতে মূর্ত্তিমান্ হইয়া সিদ্ধ পুরুষেরদের প্রত্যক্ষগোচর

হন ইহা রামায়ণে অগস্ত্যাশ্রম বর্ণনাপ্রসঙ্গে বাল্মীকির অভিপ্রায়ে বুঝা যায় অতএব বেদান্তমতে দেবতারদের ভোগার্থে বিগ্রহবত্তাদি মীমাংসক মতে যাগাদি কর্ম্মসিদ্ধ্যর্থে মন্ত্রময় অচেতন দেবতা সে মতে প্রতিমাদির করচরণাদিচেষ্টাভাবে ভ্রান্তেরদের যে প্রতিমার অদেবতাত্বাভিধান তাহা হইতে পারে না বস্তুত পূর্ব্বলিখিতানুসারে উভয় মতের বৈলক্ষণ্য কিছুই নাই যাগাদি সাধন সময়ে দেবতারদের মন্ত্রময়তা যাগাদি ক্রিয়াসিদ্ধিকালে দেবতারদের বিগ্রহাদি। এই দেবতারদের বিগ্রহাদি প্রতিপাদন করা গেল ও তৎপ্রতিমা ও তদাধারে তত্তদ্বিশেষ দেবতা পূজা কিম্বা এক সগুণ ব্রহ্মের পূজার প্রতিপাদন বিশেষ রূপে করা যাইতেছে ॥০ ॥০ ॥০ ॥

আর শুন বেদান্তশাস্ত্রে ভাষ্যকার জ্ঞান ও মানস ব্যাপাররূপ উপাসনার বিশেষ করিয়াছেন সে বিশেষ এই জ্ঞান বস্তু যথার্থ স্বরূপেরই অধীন হন পুরুষবুদ্ধির অধীন হন না ভাবনা বস্তুস্বরূপকে অপেক্ষা করেন না যেহেতুক যে পদার্থ যাহা নয় তাহাকে তদ্রূপে ভাবনা করা [৩৩] যায় যেমন পরস্ত্রীকে স্বমাতৃরূপে জানা জ্ঞান তেমন নন যেহেতুক যে বস্তুর যে যথার্থ স্বরূপ তাহাকে তদ্রূপে যে জানা সেই জ্ঞান ওই মানস ব্যাপাররূপ অর্থাৎ ভাবনারূপ যে উপাসনা সে তিন প্রকার হয়। সম্পদ্রূপ। অধ্যাসরূপ। ও বিশিষ্ট ক্রিয়াসংযোগনিমিত্ত। সম্পদ্রূপ উপাসনা এই। যেমন ক্ষুদ্র যে অবলম্বন অর্থাৎ উপাসনাক্রিয়ার আশ্রয় তাহার অনাদরেতে উৎকৃষ্ট বস্তুর যে অভেদজ্ঞান তাহাকেই সম্পদ্রূপ উপাসনা কহি যেমন রাজকর্ত্তব্য রাজক্রিয়া করণদ্বারা রাজতুল্য হইয়াছেন যে রাজপুরুষেরা তাঁহারা রাজা হইতে অপকৃষ্ট হন এতদ্রূপ অপকৃষ্ট রাজপুরুষেতে রাজরূপে যে উপাসনা তাদৃশ উপাসনা ঈশ্বরের স্বনিরূপিত কার্য্যকারী রূপগুণবিশিষ্ট সূর্য্যাদি দেবতাতে কিম্বা রূপগুণবিশিষ্ট গুর্ব্বাদি মনুষ্যেতে কি হইতে পারে না ॥১॥ অধ্যাসরূপ যে উপাসনা তাহাকেই প্রতীকোপাসনা নামে কহেন যেমন রাজার অবয়বেতে অর্থাৎ করচরণাদিতে সেবারূপ যে উপাসনা তাহাতেই রাজার উপাসনা হয় যেহেতুক অবয়বের সেবা ব্যতিরেকে অবয়বীর উপাসনা অন্য প্রকারে হইতে পারে না। অতএব অবয়বের যে সেবা সেই অবয়বীর সেবা এতাদৃশ উ[৩৪]পাসনা বিশ্বরূপ পরমেশ্বরের সর্ব্বাবয়বীর নানারূপ গুণবিশিষ্ট ভূতভৌতিক প্রপঞ্চরূপ অবয়বদ্বারা কি হইতে পারে না ॥২॥ বিশিষ্ট ক্রিয়াযোগনিমিত্ত উপাসনা এই। এক জাতীয় ক্রিয়া যে দুই বস্তুতে থাকে সে দুই বস্তুর অভেদরূপে যে উপাসনা তাহাকেই বিশিষ্ট ক্রিয়াযোগনিমিত্ত উপাসনা কহেন। তাদৃশ উপাসনা রূপগুণবিশিষ্ট দেবমনুষ্যাত্মারদের ও বিশ্বাত্মা পরমেশ্বরের চেতনব্যাপাররূপ ক্রিয়াবিশেষের উভয়ত্র সমতাতে অভেদজ্ঞানে কি হইতে পারে না ॥৩॥

ওই পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধোপাসনা আধ্যাত্মিক অর্থাৎ আত্মাতে ফলত দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ আধারেতে যে উপাসনা করা যায়। ও আধিদৈবিক অর্থাৎ ব্রহ্মাদি দেবতারূপ আধারেতে যে উপাসনা করা যায়। ও আধিভৌতিক অর্থাৎ ভূতভৌতিক প্রপঞ্চ ও তদন্তর্গত গুর্ব্বাদি দেহ ও প্রতিমাদিতে যে উপাসনা করা যায় এতদ্রূপ ত্রিবিধ ভেদেতে প্রত্যেকে তিন তিন

প্রকার পূর্ব্বোক্ত উপাসনাত্রয় হন। এইরূপে বেদান্তশাস্ত্রসিদ্ধ যে যে উপাসনা সে সকল উপাসনা মানস ব্যাপাররূপ হয় এ সকল উপাসনার অধিকারী বিহিতানুষ্ঠানে স্থিরচিত্ত যে পুরুষ সেই হয় চঞ্চলচিত্ত পুরুষের সাধ্য [৩৫] এ উপাসনা হয় না অতএব চঞ্চলচিত্ত পুরুষেরদের প্রতি কায়িক বাচনিক ব্যাপার পূজাস্তবাদিরূপ উপাসনা বিহিত আছে এই পূর্ব্বোক্ত উপাসনাসকল বিশ্বরূপ পরমেশ্বরের ও জগন্ময়ী তৎশক্তির ব্রহ্মাদি পুংদেবশরীরে ও দুর্গা কালী প্রভৃতি স্ত্রীদেবতাশরীরে ও রূপগুণবিশিষ্ট গুর্ব্বাদিতে কিম্বা ভূতভৌতিক প্রপঞ্চ ও তদন্তর্গত ঘট পট প্রতিমাদিতে অবিশেষে শাস্ত্রে বিহিত আছে। তবে যে শাস্ত্রেতে উপাসনার আলম্বনের বিশেষোপদেশ সে কেবল উপাসকেরদের শ্রদ্ধাতিশয়ার্থ। যেমন বিশ্বরূপ পরমেশ্বরের যোগবিভূতি কথনে সামবেদ অধ্যাত্মবিদ্যা রাজ[বিদ্যা] প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ পদার্থের ঈশ্বরস্বরূপত্ব কথন তেমনি জানিও॥ অতএব শাস্ত্রোপদিষ্ট উপাসনার আলম্বনেতে কিম্বা অনুপদিষ্ট অন্য অন্য কাষ্ঠকুদ্দালাদিতে দৃঢ়তর বিশ্বাসপূর্ব্বক যে যাতে ওই এক উপাস্য সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করে তাহারা সকলেই আপন আপন অভিলষিতভাগী হয়। ইহাতে মোক্ষশাস্ত্রীয় বিধানেতে যে উপাসনা করে সে মোক্ষভাগী হয় অন্যেরা সাংসারিক ফলভাগী হয় এইমাত্র বিশেষ। অতএব রূপগুণবিশিষ্ট দেব মনুষ্য প্রভৃতিকে উপাসনা করিলে ঈ[৩৬]শ্বরের উপাসনা হয় না ও মৃৎসুবর্ণাদিনির্ম্মিত প্রতিমাদিতে ঈশ্বরের উপাসনা হয় না ও গন্ধপুষ্পাদি দ্রব্যার্পণদ্বারা উপাসনা হয় না এই এইরূপ স্বুবুদ্ধিকল্পিত কথাসকল পূর্ব্বোক্ত বেদান্তসিদ্ধান্ত পর্য্যালোচনাতে উন্মত্তপ্রলাপ হয় কি না ইহা বুদ্ধিমানেরা স্বস্ব বুদ্ধিতে বিবেচনা করিয়া বুঝিবেন ॥০ ॥০ ॥০ ॥০ ॥

আর শুন উপাসনাপরম্পরা ব্যতিরেকে সাক্ষাৎ কথন হয় না নিরাকার পরমেশ্বরের কথা থাকুক সামান্য যে লৌকিক রাজাদির উপাসনা তাহাই বিবেচনা করিয়া বুঝ রাজাদির যে উপাসনা সে কিঁ তদীয় শরীর রূপগুণাদি সেবা স্তবাদি ব্যতিরেকে হয় রাজার যে শরীর রূপগুণাদি সেই কি রাজা কিম্বা তাহা হইতে অতিরিক্ত চেতনরূপী পুরুষ রাজা যদি বল যে শরীরাদি সেই রাজা তবে কি মৃত রাজশরীর দাহেতে রাজার দ্রোহ হয়। তাহা নয়। কিন্তু রাজা প্রাণত্যাগ করিয়া স্বকর্ম্মানুসারে পরলোকগামী হন পার্থিব শরীরমাত্রেরি দাহ হয় অতএব হে বুদ্ধিমানেরা সকলে স্বস্ব পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া মধ্যস্থপ্রায় হইয়া বিবেচনা কর। উপাস্য সগুণ ব্রহ্ম বস্তুতঃ যদি নিরাকার হউন তথাপি অনির্ব্বচনীয় স্বশক্তির আবেশপ্রযুক্ত [৩৭] যোগীরদের যোগবলেতে নানাকারতার ন্যায় ঐ মহাযোগী মহেশ্বর জগদাকারে বিবর্ত্তমান হইয়াছেন। ও স্বশক্তি সংকোচেতে স্বয়ং এক বর্ত্তমান হন যেমন ঊর্ণনাভি আপন হইতে বৃহদাকার তন্তুজালের বিস্তার করে ও সকলকে আপনাতে অন্তর্ভাব করিয়া আপনি এক থাকে এইরূপ পুনঃ পুনঃ করে এমনি ওই এক উপাস্য সগুণ ব্রহ্ম এই জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় করিতেছেন ইহাতে তাঁহা হইতে ভিন্ন বস্তু কি আছে যে তাহাতে উপাসনা করাতে তাঁহার উপাসনা সিদ্ধ হবে না॥ এই সকল কথার প্রমাণ॥ তিনি আপন হইতে এ সকল সৃষ্টি করিয়া সেই সকল সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে পুষ্পেতে গন্ধের ন্যায়

সর্ব্বজ্ঞ আপনি আছেন ও সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি দ্বিপদদিগকে করিলেন ও চতুষ্পদদিগকে করিলেন ও আপনি পক্ষীর মত হইয়া ওই সকলেতে থাকিলেন ওই ব্রহ্মকে মনেতে জানিও এ সংসারে তাঁহা হইতে ভিন্ন বস্তু কিছু নাই ও সে কি তুমি যাহা না হয় এবংরূপার্থ নানা শ্রুতিবাক্য-প্রমাণেতে বেদান্তীরদের এই নিশ্চয় যে সকল হইয়াছিল ও যে সকল বর্ত্তমান আছে ও যে সকল হবে সে সকল পদার্থরূপে ওই এক ব্রহ্ম সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষণ অবস্থিত আছেন' ইহাতে যাহারা [৩৮] রূপগুণবিশিষ্ট দেবমনুষ্যাদির উপাসনাতে ব্রহ্মের উপাসনা হয় না এমন কথা যে কহে সে যে আপনাকে বেদান্তী কহে ও ভেদজ্ঞান করে অথচ আপনাকে অদ্বৈতবাদীও কহে সে কেমন ইহা বুঝা যায় না। বুঝি অভিনব স্ববুদ্ধিকল্পিত বেদান্ত নামে কিছু এক প্রকার হইয়া থাকিবেক এবং সেও তেমনি অদ্বৈতবাদীও হইয়া থাকিবেক। যে যৎকিঞ্চিৎ ভেদজ্ঞান করে অর্থাৎ এ বস্তু ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ইহা কখনো মনে করে তাহার ভয় হয় অর্থাৎ অভয়ব্রহ্মপ্রাপ্তি কখন হয় না ইহা বেদ স্বয়ং কহিয়াছেন ॥ ০ ॥

আর শুন যেমন এক মৃৎসুবর্ণাদির অবয়বসংস্থানবিশেষমাত্র ঘটাদি মুকুটাদি নানা মৃণ্ময় হিরণ্ময়াদি পদার্থসকলের এক মৃৎসুবর্ণাদি মাত্র স্বরূপজ্ঞানের ন্যায় আকাশাদি ভূতভৌতিক প্রপঞ্চমাত্রের এক ব্রহ্মমাত্রস্বরূপত্বজ্ঞান ও তাদৃশ জ্ঞানেতে যেমন আচরণ অবশ্য সম্ভব হয় তাদৃশাচরণ যে পুরুষের হয় তাদৃশ পুরুষ সুদুর্লভ এবং সকলকে ব্রহ্মরূপে স্ববুদ্ধিদোষে জানিতে না পারে যে ব্যক্তি তাহার প্রতি ঈশ্বরসৃষ্ট একৈক পদার্থকে ঈশ্বররূপে ভাবনা করা রূপ তদুপাসনা শাস্ত্রে বিহিত আছে কেন না সর্ব্বথা যে বস্তু যাহা নয় তাহা[৩৯]তে তাহার দৃঢ়তর ভাবনাতে বাস্তব ফলসিদ্ধি শঙ্কাবিষভক্ষণমরণাদি দৃষ্টান্তে লোকপ্রসিদ্ধ আছে ইহাতে কি যে বস্তু বাস্তব যদ্রূপ তাহাকে স্ববুদ্ধিদোষে তদ্রূপে জানিতে যে না পারা এই অপরাধে পূর্ব্বোক্ত বাস্তব ফলসিদ্ধি কি হইতে পারে না। স্বপ্নেতে মিথ্যা ব্যাঘ্রাদি দর্শনে বাস্তব ফল প্রত্যক্ষ কি হয় না ॥ ০ ॥ ০ ॥

আর শুন সৃষ্টিকালে ঘটাদি কার্য্যের স্রষ্ট্যাদিকর্ত্তা যে কোন কুম্ভকারাদি স্বকর্ত্তব্য কার্য্যের উপাদানকারণ যে মৃত্তিকাদি তদুপষ্টম্ভে সৃষ্ট্যাদি করা যাবে যে কার্য্যেরদের তাহার স্বরূপ আগে আপন মনে করে পশ্চাৎ তাহা করিতে ইচ্ছা করে তদনন্তর স্বশক্ত্যনুসারে ক্রিয়াতে ঘটাদি কার্য্যস্বরূপের প্রকাশাদি করে তাহাতে ঐ ঘটাদি কার্য্যের করণাদির অনুকূল উপষ্টম্ভীকৃত যে মৃত্তিকাদি তাহার নানাপ্রকার সংস্থান বিস্তার করিয়া বিস্তারিত সেই সেই মৃত্তিকাদি নানাপ্রকার বিশেষসংস্থানরূপ বিশেষের দ্বারা স্বকার্য্যকরণে অপেক্ষিত যেমন হয় তেমনি সৃষ্টির প্রাক্‌কালেও ঐ সর্ব্বশক্তিমান্ চেতনরূপী এক অদ্বিতীয় যিনি থাকেন সেই আদিকর্ত্তা ঈশ্বরেরও স্বকার্য্য জগৎকরণাদিতে তৎকালে জানিও তৎকালে স্বভিন্ন পদার্থান্তরের অ[৪০]ভাবপ্রযুক্ত যে স্বশক্তিমাত্রকে উপাদানকারণরূপে ঈশ্বর উপষ্টম্ভ করেন তাঁহাকেই মূলপ্রকৃতি বলি তাঁহারি উপাসনা দুর্গাদি দেবীরূপ নানাপ্রকার নামরূপ দ্বারা। ও যে জ্ঞানশক্তি ইচ্ছাশক্তি ক্রিয়াশক্তি এই তিন শক্তি তৎপ্রাধান্যপ্রযুক্ত ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী রুদ্রাণী নামরূপ দ্বারা ও ঐ মূলপ্রকৃতিবিশিষ্ট স্বপ্রাধান্যরূপ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বকর্ত্তারূপে ঐ এক

সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম পরম্পরারূপে উপাস্য হন এবং ঐ জ্ঞানশক্তি প্রভৃতি শক্তিত্রয়বিশিষ্ট স্বমাত্রপ্রাধান্যে ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্ররূপে তিনিই উপাস্য হন ও ঐ মূলশক্তির নানা প্রকার সংস্থানরূপ যে বিশেষ তৎপ্রাধান্যে ইন্দ্রাণী প্রভৃতিরূপে ও সেই সেই শক্তিবিশেষবিশিষ্ট স্বমাত্রপ্রাধান্যে ইন্দ্রাদিরূপে জ্ঞানেতেই বা কি অজ্ঞানেতেই বা কি ঐ এক পরব্রহ্ম উপাস্য হন তসবীরে প্রিয়বন্ধুর ভাবনার মত। শরাবাদিস্থ নানা জলে প্রতিবিম্বরূপে বর্ত্তমান নানা চন্দ্রাভাসের উপাসনাতে আকাশস্থ এক চন্দ্রের উপাসনার মত ॥ ০ ॥

এবং যেমন কোনহ মহারাজ আচ্ছন্নরূপে স্বপ্রজাবর্গের রক্ষানুরোধে সামান্য লোকের ন্যায় স্বরাজ্যে ভ্রমণ করেন তেমনি ঈশ্বরও রামকৃষ্ণাদি মনুষ্যরূপে আচ্ছন্ন[৪১]স্বরূপ হইয়া স্বসৃষ্ট জগতের রক্ষা করেন ইহাতে যেমন আচ্ছন্ন রূপের উপাসনাতে মহারাজোপাসনা হয় তেমনি আচ্ছন্ন লীলাবিগ্রহোপাসনাতে ঐ পরমেশ্বরের উপাসনা হয়। মহারাজ প্রজাবর্গেরদের কার্য্যানুরোধে রূপান্তর কল্পনা করিয়াছেন এতাদৃশজ্ঞানী রাজপুরুষেরদের ও ইনি মহারাজের অনুচর পদাতিক কেহ এতাদৃশ জ্ঞানে বাস্তব স্বরূপের অজ্ঞানী প্রজা-লোকেরদের উপাসনাতে অবিশেষে ঐ এক মহারাজই উপাসিত হন কিন্তু ফললাভেতেই বিশেষ হয় স্বরূপজ্ঞানীরা উপযুক্ত ফলভাগী হন সামান্য পদাতিকজ্ঞানীরা যৎকিঞ্চিৎ ফলভাগী হন তেমনি ঈশ্বরজ্ঞানী ও সামান্য ইন্দ্রাদি দেবতাজ্ঞানীরদের উপাসনাতে ঐ ঈশ্বরের উপাসনার বিশেষ কিছু নাই কিন্তু কেবল ফলেরি বিশেষ॥ এবং নানাবিধ চিত্রপটার্পিত চিত্রপুত্তলিকারদের উপরে গন্ধপুষ্পাদি দ্রব্যার্পণরূপ পূজা করাতে যেমন সর্ব্বাধার পটেতে গন্ধাদি সর্ব্বদ্রব্যের অর্পণ হওয়াতে ঐ এক পট পূজিত হন তেমনি চেতনাচেতন নামরূপ গুণবিশিষ্ট সকলের কিম্বা একৈকের উপাসনাতে ঐ এক ঈশ্বর উপাসিত হন আর যেমন রজ্জুতে আরোপিত সর্পাদির দর্শন স্পর্শাদিতে ঐ এক [৪২] রজ্জুই দৃষ্ট স্পৃষ্ট হয় সর্পাদি কেবল প্রতীতিমাত্র আদি মধ্য অন্তেতে রজ্জুই বস্তু সৎ তেমনি স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে যে রূপে নামরূপগুণবিশিষ্ট দেব মনুষ্য পশু পক্ষি প্রভৃতি ভুতভৌতিকের সেবা করে তাহাতে ঐ এক ঈশ্বর সেবিত হন অতিথিসেবার ন্যায় যেহেতুক তিনিই ফলদাতা ॥ ০ ॥

মৃত্তিকাঘটাদি ও স্বর্ণকুণ্ডলাদি দৃষ্টান্তেও ইহা জানিও ইত্যাদি নানাবিধ যুক্তিতে ও আমি এক অনেক হইবো এই পর্য্যালোচনা করিয়া চেতনরূপী ঈশ্বর বিশ্বরূপে বিবর্ত্তমান হইয়াছেন ইত্যর্থ ও তুমি স্ত্রী তুমি পুমান্ তুমি বৃদ্ধ ইত্যাদ্যর্থ ও এক দেব সর্ব্বভূতেতে ব্যাপ্ত আছেন ইত্যাদ্যর্থ ও মায়াপদবাচ্য মূলপ্রকৃতি আপনাতে বর্ত্তমান চেতনাভাসরূপে ও স্বশক্তি মায়াকার্য্য বুদ্ধ্যাদিতে বর্ত্তমান চিদাভাসরূপে ঈশ্বর ও জীববর্গের প্রকাশ করিতেছেন এতদর্থ নানা বেদপ্রামাণ্যে ও যেপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকং॥ ও বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥ ইত্যাদি স্মৃতিপ্রামাণ্যে ও ত্রয়স্ত্রিংশৎকোটিত্রিদশময়মূর্ত্তিস্ত্রিনয়নঃ। ও ভো ভো বৈষ্ণবশৈবশাক্তপরমো[৪৩]দারাঃ পরার্থোৎসুকা ভিক্ষুঃ প্রার্থয়তে রঘূত্তম ইমাং ভিক্ষাং সতাং সম্মতাং। নির্ভেদে পরমেশ্বরে হরিহরে শ্রীকালিকাদ্যাহ্বয়ে ভেদাখ্যাং পরিমুচ্য মুঞ্চত জনাঃ স্বা নারকীর্যাতনাঃ॥ ও ঈশ্বরাঃ

সর্ব্ব এবৈতে পূজিতাঃ ফলদায়িনঃ। ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক বাক্যপ্রামাণ্যে। ও *তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ।* ইত্যাদি বেদান্তসূত্রপ্রামাণ্যে সকল বেদান্তশাস্ত্রগ্রন্থের ডিণ্ডিমরূপ সকল অদ্বৈতবাদী বেদান্তীরদের স্বানুভবপ্রসিদ্ধ যে অর্থ তাহার অন্যথা অর্থাৎ রূপগুণবিশিষ্ট দেবমনুষ্যাদিরা ও আকাশ মন অন্নাদিরা ঈশ্বর হইতে ভিন্ন হয় ও ঈশ্বররূপে উপাস্য হয় না ইত্যাদি ও সকলকে ঈশ্বররূপে স্বীকার করা মাত্র অর্থাৎ উপাসনাদি প্রয়োজনরহিত এই বেদের তাৎপর্য্য এই কহে ইহাতে ভেদবাদকে আশ্রয় করে ও আপনাকে অদ্বৈতবাদী অর্থাৎ অভেদবাদী বেদান্তী করিয়াও জানে যে লোক সে কেমন ইহা বুদ্ধিমানেরা বিবেচনা করিও এ সকল শাস্ত্রীয় কথা ইহাতে বিলক্ষণরূপে মনোযোগ করিলেই বুদ্ধিমানেরদের উত্তমরূপে বোধগম্য হইতে পারিবে হাটারি বাজারি কথা নয় যে অত্যল্প মনোযোগেই বুদ্ধিগম্য হইবে ॥ ০ ॥ ০ ॥

[৪৪] আর শুন নির্বিশেষ সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্ম বেদান্তের সাক্ষাৎ প্রতিপাদ্য হন না অতএব সাক্ষাৎ উপাস্যও হন না অবাঙ্‌মনসগোচরত্বহেতুক কিন্তু কেবল জ্ঞেয় হন ঐ ব্রহ্ম স্বশক্তিবিশিষ্ট হওত সগুণ ব্রহ্ম হন ইহাতে সাক্ষাৎ বেদান্তপ্রতিপাদ্য ও উপাস্য হন বাঙ্‌মনসগোচরত্বহেতুক এঁহার শক্তি ও তৎকার্য্যবর্গ অনির্ব্বচনীয় হন যেহেতুক সদ্রূপে কিম্বা অসদ্রূপে নির্বচা যায় না ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দরূপে বেদে নির্বচনীয় হইয়াছেন অন্যথা তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ যথার্থজ্ঞান অপ্রসিদ্ধ হয় যেহেতুক যে জ্ঞানের যে বিষয় সে অনির্বচনীয় যদি হয় তবে সে জ্ঞান যথার্থজ্ঞান হইতে পারে না বস্তুর যে যাথার্থ্যাবধারণ সেই নির্বচন তাহার যে অভাব সেই অনির্বচন আর নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম যে বেদান্তের সাক্ষাৎ প্রতিপাদ্য হন না তাহার এই কারণ বেদান্ত বাঙ্‌ময় বাক্যের বিষয় সেই হয় যাহার কিছু বিশেষ ধর্ম্ম থাকে ব্রহ্মের তাহা নাহি অতএব তিনি বেদবাক্যের সাক্ষাৎ বিষয় হন না তবে যে বেদান্ত নির্বিশেষ ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করেন সে কেবল তটস্থলক্ষণাতে তটস্থলক্ষণা কেমন যেমন কোনহ ব্যক্তি কোনহ পিপাসু মনুষ্যকে অঙ্গুলীতে নির্দেশ করিয়া নদীতীরস্থ বৃক্ষকে দেখা[৪৫]ইয়া কহে যে এই নদী ঐ বাক্যে পিপাসু ব্যক্তি বৃক্ষতলে গিয়া নদীকে দেখিতে পায় স্নান পান করিয়া সন্তাপহীন হইয়া তৃপ্ত হয় এই বাক্যে নদীতীরস্থ বৃক্ষকে যে নদী কহা গেল তাহাতে বৃক্ষ কখনো নদী হয় না কিন্তু তন্নিকটস্থ নদী হয় তেমনি বেদান্ত সবিশেষ ব্রহ্মকে বৃক্ষের ন্যায় সাক্ষাৎ দেখাইয়া দেন তাহাতেই নির্বিশেষ ব্রহ্ম নদীর ন্যায় দেখান হন এইরূপ তটস্থলক্ষণাতে বেদান্ত পরম্পরায় নির্বিশেষ ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করেন উপাস্য সগুণ ব্রহ্মকে দেখান অর্থাৎ প্রতিপাদন করেন অতএব নির্বিশেষ ব্রহ্ম মনেরো গোচর হন না সগুণ উপাস্য ব্রহ্ম মনের গোচর হন যেহেতুক যাহা বাক্যেতে কহা যায় তাহা অবশ্য মনে জানা যায় যে মনে জানা না যায় সে বাক্যেতেও কহা যায় না ইহা সকলের অনুভবসিদ্ধ এবং যে মনে জানা যায় না সে উপাস্য হয় না অতএব বেদান্তপরমপ্রতিপাদ্য যে ত্রিগুণাতীত তুরীয় জীবব্রহ্মৈক্য শুদ্ধ চৈতন্য তিনি স্বরূপতঃ জ্ঞেয়মাত্র স্বশক্তিকৃত ঔপাধিক জগৎকারণাদি গুণপর্য্যন্ত রূপোপাসনাতে পরম্পরাতেই উপাসিত হন

সাক্ষাৎ উপাসিত হন না পরম্পরা উপাসনা দৃঢ়তর বিশ্বাসে সর্ব্বত্র সমান সাক্ষাৎ উপাসনা উপা[৪৬]স্য স্বরূপসাক্ষাৎকার ব্যতিরেকে হয় না অতএব ব্রহ্মোপাসনা সাক্ষাৎ হইতে পারে না ব্রহ্মস্বরূপের যে সাক্ষাৎকার সেই তত্ত্বজ্ঞান উপাসনা নয় উপাসনাসম্বাদি ভ্রমাত্মক জ্ঞানবিশেষ ভ্রমাত্মক জ্ঞান দুই প্রকার হয় ফলসম্বাদি অর্থাৎ যে ভ্রমাত্মক জ্ঞানেতে বাস্তব ফলের লাভ হয় ও বিসম্বাদি অর্থাৎ যে ভ্রমাত্মক জ্ঞানেতে ফল লাভ হয় না যেমন মাণিক্য-প্রভাতে মাণিক্যবুদ্ধিতে প্রবৃত্তের বাস্তব মাণিক্যপ্রাপ্তি হয় এবং শুক্তিকাতে রজতজ্ঞানে প্রবর্ত্তমান ব্যক্তির রজতলাভ হয় না ॥ ০ ॥

অতএব দ্বৈতবাদী অর্থাৎ কার্য্যকারণের ভেদবাদীরো মতে যে যে স্থানে যাহাকে দৃঢ়তর বিশ্বাসে ঈশ্বরবুদ্ধিতে কিম্বা তত্তদ্বিশেষ দেবতাজ্ঞানে উপাসনা করে সে অবশ্য ঐ এক সর্ব্বত্রাবস্থিত চেতনরূপী ঈশ্বরকেই উপাসনা করে ফলপ্রাপ্তিও স্বস্ব উদ্দেশানুসারে ঐ ঈশ্বর হইতেই হয়। যদি ঈশ্বর উপাসিত না হন তবে সর্ব্বফলদাতা তিনি হন না এক উপাসিত হয় অন্য ফলদাতা হয় এমন কখনো হইতে পারে না বস্তুতঃ বেদান্ত অভেদবাদী হইয়া যদি ভেদবাদী হন তবে বেদ স্বতঃপ্রমাণ হইতে পারেন না পরতঃপ্রমাণই হন স্বতঃপ্রমাণ [৪৭] সেই হয় যে অন্যকে অপেক্ষা না করিয়া স্বার্থ প্রতিপাদন আপনি করে যেমন রাজাজ্ঞা। পরতঃপ্রমাণ সেই হয় যে অন্যকে অপেক্ষা করিয়া স্বার্থ প্রতিপাদন করে যেমন মন্ত্রীর আজ্ঞা। যদি স্বতঃপ্রমাণ বাক্যবিশেষ না মান তবে কোনহ ব্যবহার সিদ্ধ হইতে পারে না উত্তরোত্তর প্রমাণান্তরাকাঙ্ক্ষাতে কোনহ বাক্য প্রমাণ হইতে পারে না তবে ব্যাবহারিকরূপে সিদ্ধ হইতে পারে স্বয়ং অসিদ্ধ অন্যের সাধক হইতে পারে না অতএব সকল মনুষ্যকে স্বস্ব ব্যবহার নির্বাহার্থে স্বতঃপ্রমাণ বাক্যবিশেষ মানিতে হইবে অতএব আবালবৃদ্ধবনিতাপ্রসিদ্ধ যে ভেদ তৎপ্রতিপাদক যে বেদ সে প্রমাণান্তরেতে জ্ঞাত অর্থের প্রতিপাদক হইয়া আপন সহজ ধর্ম্ম স্বতঃপ্রামাণ্য হইতে চ্যুত হন অতএব বেদরহস্যার্থবেত্তা বেদান্তীরা অদ্বৈতবাদী হন যেহেতুক অদ্বৈত অর্থাৎ অভেদ বেদান্ত ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রমাণে জ্ঞাত নয় অতএব হে সর্ব্বজাতীয় সৎপুরুষেরা শুন তোমারদের মধ্যে যদি কেহো কখনো সর্ব্বত্র সম পরমেশ্বররূপ পরমধামকে পাইতে ইচ্ছা করো কিম্বা প্রাপ্ত হইয়া থাকো তবে কি স্বস্ব স্বতঃপ্রমাণবাক্যরূপ শাস্ত্রেতে দর্শিত ও প্রাচীন পণ্ডিতেরদের [৪৮] কর্তৃক পরিষ্কারিত ও গত যে পথ তাহাতে যাও না। কিম্বা আপনারা গিয়া সে পথে কণ্টক কর্দ্দম প্রক্ষেপ করো কিম্বা সে পথ ত্যাগ করিয়া নূতন পথ কল্পনা কর স্বস্ব শাস্ত্রে বিহিত পথে যে চলে সেই ফলভাগী হয় অতএব যজ্ঞপ্রতিমাদি পূজাদি কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগাদিরূপ অনেক পথ ঐ ঈশ্বরপ্রাপ্ত্যর্থে সকলেরি প্রাচীন শাস্ত্রেতে দর্শিত ও মহাজনপরিষ্কারিত আছে তাহাতে এই বিশেষ কেহ সকল পথ মানে কেহ বা কিছু মানে কিছু না মানে অর্দ্ধজরতীয়ন্যায়াশ্রয় করে॥ আর যদি মন্দির মস্জিদ গির্জা প্রভৃতি যে কোন স্থানে যে কোন বিহিতক্রিয়াদ্বারা শূন্য স্থানে ঈশ্বর উপাস্য হন তবে কি সুঘটিত স্বর্ণমৃত্তিকাপাষাণকাষ্ঠাদিতে ঐ ঈশ্বরের উপাসনা করাতে ঈশ্বরের অসম্মান করা হয় কিম্বা দৃষ্টিকৌরূপ্য হয় স্বগৃহাগত প্রিয় বন্ধুকে গৃহমধ্যে স্বর্ণাদিপীঠে বসাইয়া গন্ধপুষ্পাদি

প্রদানে কি তার অসম্ভ্রম করা হয় কিম্বা অন্তকে ভাল দেখায় না কিম্বা মহারাজাধিরাজকে অতি ক্ষুদ্র লোকেরা শ্রদ্ধাভক্তিতে যৎকিঞ্চিৎ ফল জল ফুল যদি দেয় তবে কি তিনি তাহাতে আমোদ করেন না। স্বমহত্ত্বাভিমানে পাদেতে কি ফেলিয়া দেন পিতাকে বালকেরা মিষ্টান্ন বলিয়া মৃৎখণ্ড [৪৯] দিলে তিনি তৎপরিতোষার্থে হাতে লইয়া মুখ লাড়েন না কিম্বা সর্ব্বত্রগ সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর অন্তত্র প্রতিমাদিতে পূজাস্তবাদি যাহা যাহা হয় তাহা দেখিতে পান না ও শুনিতে পান না দেখিয়া শুনিয়া কি জগদীশ্বর উপাসকের অভীষ্ট প্রদান করেন না বস্তুতঃ উপাসনার যৎকিঞ্চিদুপলক্ষে উপাস্য ব্রহ্মবিষয়ক প্রত্যয়াবৃত্তিদ্বারা তদৈকাগ্র্যে পরম তাৎপর্য্য। হে সৎপুরুষেরা তোমরা যে স্বপরিজন ভৃত্যবর্গের প্রতিপালন করো তাহার ফল স্বর্গ কি তোমারদিগ্‌কে তাহারা দেয় তাহা নয় কিন্তু সর্ব্বথা সর্ব্বত্র সর্ব্বব্যাপী চেতনরূপী পরমেশ্বরই সকলের ফলদাতা হন অতএব জ্ঞানেতে বা কি অজ্ঞানেতেই বা কি তিনিই এক সকলেরি উপাস্য হন এই বেদান্তসিদ্ধান্ত অতএব ভেদবুদ্ধি ত্যাগ করো সকলকে ব্রহ্মময় দেখ কিম্বা এক ব্রহ্মকে সর্ব্বময় দেখ নির্দ্বন্দ্ব হও নিত্য নিরতিশয় সুখরূপ হও ॥ ০ ॥ ইহাতে সকলকে ব্রহ্মরূপে স্বীকার করা মাত্র অর্থাৎ তাহাতে কিছু ফল নাই এমন যে কেহ বলে তাহার সে ভ্রান্তি মাত্র আপনি নূতন সম্প্রদায়কারী হব ইহা মনে করিয়া আপনার অহঙ্কারসোদরতা লোকে প্রকাশ করে ॥ ০ ॥ ০ ॥

[৫০] আর শুন বেদান্তমতে কার্য্যমাত্রের কারণ দুই প্রকার হয় নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ যেমন পট কার্য্যের তন্তুবায় নিমিত্ত তন্তু উপাদান তেমনি এ জগৎ কার্য্যের নিমিত্ত যে এক অচিন্ত্যানন্তশক্তিমৎ ব্রহ্ম তিনিই স্বশক্তিদ্বারা উপাদানও হন এইরূপে ঐ এক চেতন ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণও হন জান। কার্য্যের প্রতি উর্ণনাভির ন্যায়। অতএব যেমন বস্ত্র কার্য্যের উপাদানকারণ যে তন্তু সে বস্ত্র কার্য্যের পূর্ব্বে ও বস্ত্রাকারতা রূপ কার্য্যকালে ও তাহার ধ্বংসের পরকালেও ঐ এক তন্তুস্বরূপের ব্যাঘাত ব্যতিরেকেই থাকে ও বস্ত্রেতে রাগাদি প্রদানে তন্তুরি রাগাদি যেমন হয় তেমনি এ জগতের পূর্ব্ব ও নানাবিধ জগদাকারতা রূপ কার্য্যকালে ও জগতের নাশকালে ঐ এক ব্রহ্ম স্বরূপব্যাঘাত ব্যতিরেকেই থাকেন ও ইন্দ্রচন্দ্রাদি দেব ও গুর্ব্বাদি মনুষ্য মৃৎপাষাণাদিতে পূজাদি করাতে ঐ এক জগদুপাদানকারণ ব্রহ্মেরি পূজাদি হয় এই বেদান্তসিদ্ধান্ত॥ এবং আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেপি তত্তথা এতন্ন্যায়ে এ জগৎ অনিত্য। আর যেমন তন্তু হইতে পৃথক্ করিয়া জানিলে বস্ত্র কেবল নামমাত্র থাকে স্বরূপতঃ সৎ হয় না [৫১] তেমন উপাদানকারণ হইতে উপাদেয় কার্য্য পৃথক্ নয় কিন্তু উপাদানকারণেরি সংস্থানবিশেষ তেমনি ব্রহ্ম ও তৎকার্য্য জগৎ। জগতের অসত্তা এইরূপ জানিও ॥ ০ ॥ ০ ॥

আর শুন পূর্ব্বকালে যে সকল তত্ত্বজ্ঞানী হইয়াছিলেন তাহারাও এ সমস্ত জগৎকে অসৎ কহিয়াছেন ও মুক্তও হইয়াছেন কিন্তু এ জগৎপ্রবাহ পূর্ব্ববৎ বরাবর চলিতেছে তবে জগৎ যে অসৎ সে কেমন ইহাতে এই হয় দৃষ্টিসৃষ্টিন্যায়ে এ জগতের অসত্তা দৃষ্টিসৃষ্টি ন্যায় এই যাহা দেখি সেই হয় অর্থাৎ আছে যাহাকে কখনো না দেখি সে হয় না অর্থাৎ নাহি অতএব নির্ব্বাণ

মোক্ষ যাঁহারদের হইয়াছে তাঁহারদের সংসারদর্শন আর বার হয় না সর্ব্বদা অসৎ এই অভিপ্রায়ে বেদান্তীরা জগৎকে ঐন্দ্রজালিক বস্তুর মত অসৎ কহেন ॥ অতএব যে ব্রহ্মকে অনির্ব্বচনীয় বলে তাহার মতে ব্রহ্ম জগতের মত অনিত্য হইতে পারেন অনির্ব্বচনীয় হেতুর সমতাপ্রযুক্ত হে বুদ্ধিমানেরা মাৎসর্য্যদোষ ত্যাগ করিয়া পক্ষপাতশূন্য হইয়া বুঝ এ অনির্ব্বচনীয় অত্যাশ্চর্য্য বেদান্তী ঈশ্বরকে সদ্রূপ কহে আর বার অনির্ব্বচনীয়ও কহে যাহাতে ঐন্দ্রজালিক বস্তুর মত ঈশ্বর মিথ্যা হন [৫২]। আর শুন সৃষ্টি দুই প্রকার হয় ঈশ্বরসৃষ্টি ও জীবসৃষ্টি যেমন মাংসময়ী স্ত্রী মাত্র ঈশ্বরসৃষ্টি তাহাতে অবয়বসংস্থানাদিকৃত বিশেষ চিহ্ন ব্যতিরেকে স্বস্ব বুদ্ধ্যনুসারে জীবেরা মাতা পত্নী ভগিনী ইত্যাদি নানা প্রকার বিশেষ কল্পনা করে এই জীবসৃষ্টি মোক্ষপ্রতিবন্ধক বালকজ্ঞানবৎ যে সামান্যাকার জ্ঞান সে মোক্ষপ্রতিবন্ধক হয় না অতএব মোক্ষপ্রাপ্তির নিমিত্ত জীবসৃষ্টির মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন বেদান্তের অভিপ্রায় সত্যসংকল্প ঈশ্বরসৃষ্টির অন্যথাকরণ বেদান্তের অভিপ্রায় নয় অশক্য নিষ্ফলক কর্ম্মকরণেতে প্রবৃত্তি কেবল হাস্যাস্পদ হয়। তবে যে ঈশ্বরসৃষ্টি জগতের সৃষ্টি প্রলয় সে কেবল আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র যেমন পট বিস্তার ও সঙ্কোচেতে তদর্পিত বিচিত্র চিত্রের দর্শনাদর্শন মাত্র তেমনি চেতনেশ্বরশক্তির বিস্তার আর সঙ্কোচেতে এ বিচিত্র জগতের যে আবির্ভাব ও তিরোভাব সেই সৃষ্টি ও প্রলয় হয় সত্যসংকল্পের মনোরাজ্যরূপ এ জগৎ অসত্য অর্থাৎ মিথ্যা হয় না। মায়ায়াং সর্ব্বদা সর্ব্বং সর্ব্বাবস্থমিদং জগৎ। ইত্যাদি প্রমাণতঃ এ বিদ্যারণ্য মুনীশ্বরের মত। এই সকল শাস্ত্রতাৎপর্য্য না জানিয়া আপাতদর্শীরদের যে স্বকপোলক[৫৩]ল্পিত বাঙ্‌মাত্র কল্পনা সে কেবল কল্পনামাত্র তাহাকে পণ্ডিতেরা বালভাষিত জ্ঞান করিয়া অমৃতাভিষিক্ত হইয়া হাস্য করেন ॥ ০ ॥

আর শুন ব্রহ্ম অলৌকিক বস্তু ঘটপটাদিবৎ লৌকিক বস্তু নয় কেবল শাস্ত্রেতে ব্রহ্ম জানা যান কায়িক বাচিক মানসিক ব্যাপাররূপ যে তাঁহার উপাসনা সেও কেবল শাস্ত্রীয়। শয়নাসনভোজনাদির ন্যায় লৌকিক নয় যে যার যেমন ইচ্ছা সে তেমনি করিবে কিন্তু যার যে শাস্ত্র সে শাস্ত্রেতে যেরূপ ঈশ্বরোপাসনা বিহিত আছে তার সেইরূপ করিলেই ঈশ্বরোপাসনা সিদ্ধ হয় অন্যথা হয় না যেমন শাস্ত্রীয় যজ্ঞকর্ম্মের সাধনসামগ্রী যে যূপ স্রুক্ স্রুব্ চমসাদি তাহা শাস্ত্রবিহিত প্রকারে করিলেই হয় অন্যথা আপন আপন অভিপ্রায়মত প্রকারে করিলে সে যূপাদি হয় না অতএব হিন্দু মুসলমান ইঙ্‌রাজেরা স্বস্ব শাস্ত্রানুসারে জপ পূজাদিদ্বারা ও রোজা নমাজাদিদ্বারা ও গিরিজাদিদ্বারা ঈশ্বরোপাসনা করেন অন্যথা কেহ করে না যদি করে তবে সে ঈশ্বরোপাসনা হয় না কেবল উৎপাত হয়। অতএব শ্রুতিস্মৃতি-বিধানানি পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা। আত্যন্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥ শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে ইত্যাদি প্র[৫৪]মাণতঃ শ্রুতিস্মৃতিবিধানরূপ উপাস্যেশ্বরাজ্ঞা না মানিয়া স্বেচ্ছানুসারে ঈশ্বরোপাসনা করে যে উপাসকেরা তাহারদের সে উপাসনা উপাসনা হয় না প্রত্যুত সর্ব্বনাশিনী হয় রাজাজ্ঞাতিক্রমীর রাজোপাসনার ন্যায় ঈশ্বরাজ্ঞাবিরুদ্ধ তদুপাসকেরদের সেবা করা তদাজ্ঞাবিরোধে স্বেচ্ছানুসারে যাহা করিবে তাহাতেই কি তাহারা উপাসিত

হইয়া সেবক ভৃত্যাদিকে বেতন দিবে তাহা নয় কিন্তু তাহারদের আজ্ঞার্পিত সমস্ত কর্ম্মকারি সেবকেরদিগ্‌কেই নিয়মিত বেতন দিবে বরং পারিতোষিকও কিছু অধিক দিবে আজ্ঞা-বিপরীত সেবাকারী সেবকদিগ্‌কে দণ্ড দিয়া দূর করিয়া দিবে। উপচারার্পণদ্বারা প্রতিমাদিতে ঈশ্বরপূজাদি কি ঈশ্বরাজ্ঞাপ্ত নয় অতএব সকল বেদান্তসিদ্ধ ঈশ্বরোপাসনার্থ প্রতিমাদি পূজা। এই কারণে প্রাচীন যবনাদি শাস্ত্রেতেও প্রতিমাদি পূজা ও যাগাদি কর্ম্ম প্রসিদ্ধ আছে নব্যেরদের বুদ্ধিমত্তাধিক্যে ধিকৃকৃত হইয়াছে মুক্তিপরাঙ্‌মুখ ধর্ম্মার্থকামার্থি পুরুষেরদের তত্তৎফলার্থে তত্তদ্বিশেষদেবতারদের উপাসনা তাহার আধুনিকত্ব ও স্বার্থপরবচনসিদ্ধত্ব কল্পনা করে যে অস্বার্থপরবচন সে আপনারি আধুনিকত্ব উত্তমলোকেরদের [৫৫] নিকটে বিখ্যাত করে॥ দুর্গম বন পর্ব্বতে কণ্টকোদ্ধার করিয়া প্রথম পথপ্রবর্ত্তক প্রাচীনতর বিদ্যাজ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিতেরদের কর্ত্তৃক প্রকাশিত পথের পরিষ্কার করিয়া সেই পথের পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমত্বকারীও যদি হউন প্রাচীন পণ্ডিতেরা তথাপি তাদৃশ প্রাচীনতর পণ্ডিতেরদের হইতে বড় হন না যে প্রথম পথপ্রবর্ত্তক সেই বড় ও তৎপ্রবর্ত্তিত ও তদুত্তরপণ্ডিতপরিষ্কৃত যে পথ সেই পথ। মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ইতি। আধুনিক ধনমদমত্ত ভ্রান্তেরদের স্বাহঙ্কারকুজ্ঞানেতে কৃত যে পথ সে কেবল লোকবিনাশার্থ কিম্বা তারদের রাজপথ পরিত্যাগে নূতনপথগামীরা বিপদ্‌গ্রস্ত অবশ্য হয় ও গমনকালে নানা নিষেধবাক্য না মানিয়া তৎপথগামীরা ততোধিক বিপত্তিভাগী হয়। ইত্যাদি নানাবিধ প্রমাণ ও যুক্তি ও অনুভবসিদ্ধ ও প্রত্যন্তদেশীয় নানাজাতীয় প্রাচীন শিষ্ট পণ্ডিতব্যবহারপ্রসিদ্ধ কুমারিকাখণ্ডীয় নব্য প্রাচীনাচার প্রসিদ্ধ এতদ্রূপে অনাদি শিষ্টপরম্পরাগত দান যাগ হোমরূপ ধর্ম্মান্তর্গত প্রতিমাপূজা। অর্থাৎ উপচারার্পণ নিমিত্ত সুন্দর প্রতিমাবলোকনদ্বারা স্বভাবতঃ সদাচঞ্চল চিত্তকে স্থির করিয়া উপাস্যবিষয়ক ভাবনা[৫৬]ধারা করা যে ক্রিয়াকৌশল তাহা বুঝিতে না পারার মত হইয়া ঈশ্বরোপাসনামানকেরদের সে বিষয়ে আত্যন্তিক দ্বেষভাব যে বুদ্ধিতে হয় তাদৃশ বুদ্ধিমন্তের বুদ্ধিতে অপরিষ্কৃত আমমাংসখণ্ডচর্ব্বণ হইতে সুপরিষ্কৃত পক্ক মাংসাস্বাদনেতে উত্তমতাবোধ কি হয় না। আপাততঃ সেবাকারী সেবকের ও প্রভুর আজ্ঞপ্ত পরিপাটীতে সেবাকারী সেবকের বিশেষ যে প্রভুর কাছে কিছু নাহি তিনি কি এমনি প্রভু ইহাই কি তোমরা জান ভাল তোমারদের প্রতি তেমনি ঐ চিন্তামণি ঈশ্বর হউন্। যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং ইত্যাদি প্রমাণতঃ। ঈশ্বরোপাসনা অনীশ্বরবাদী ব্যতিরেকে সর্ব্ববাদিসিদ্ধ। তাহার প্রকারবিশেষ মাত্রে যে বিপ্রতিপত্তি সে পণ্ডিতের গ্রাহ্য নয় সকলেরি কর্ত্তব্য শরীরযাত্রা কর্ম্মের প্রাণিবিশেষের প্রকারবিশেষের ন্যায়। ঈশ্বরাতিরিক্ত অন্য দেব মনুষ্য প্রতিমাদ্যুপাসনা এ যে কথা সে বেদান্তবেত্তারদের নয় যেহেতুক ঈশ্বর ভিন্ন যে কিছু আছে ইহাতে বেদান্তীরা সুষুপ্ত হইয়াছেন বেদান্তানভিজ্ঞেরাই তাহাতে বড় জাগরূক তাহারদের বুদ্ধিরূপ নটী পণ্ডিতেরদের গ্রাহ্য নয়। যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী। যস্যাং জাগ্র[৫৭]তি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥ ইত্যাদি প্রমাণতঃ॥০॥ ইতি উপাসনাকাণ্ডঃ সমাপ্তঃ॥০॥

অথ জ্ঞানকাণ্ডারম্ভঃ॥ এবং তদধিগমে উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ। এই বেদান্তসূত্রের ভাষ্যকারসম্মত ব্যাখ্যাতে মহামোহনিদ্রোত্থিত স্বাভিন্নব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান্ পুরুষের তত্ত্বপ্রবোধপূর্ব্বকালীন অনাদি জন্মসঞ্চিত কর্ম্মসকলের নিদ্রোত্থিত প্রবুদ্ধ পুরুষের স্বপ্নকৃত বিহিতনিষিদ্ধ স্বাভাবিক যাবৎ কর্ম্মের কারণীভূত নিদ্রাবিনাশের ন্যায় মহামোহ-রাত্রিরূপাবিদ্যাপগমে বিনাশ ও তন্তুনাশে পটনাশ ক্ষণবিলম্বস্বীকারবৎ তত্ত্বজ্ঞানীর মুক্ত হওয়ার সেই বিলম্ব যাবৎ পর্য্যন্ত ক্ষিপ্তবাণবৎ অনিবার্য্যবেগ প্রারব্ধ কর্ম্মপ্রবাহেতে উপনীত ইচ্ছা অনিচ্ছা পরেচ্ছাপ্রাপ্ত সুখদুঃখভোগ হইতে বিমুক্ত না হয় তদনন্তর ব্রহ্মসম্পন্ন হয় এতদর্থ বেদপ্রমাণসিদ্ধ তত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপ প্রবোধোত্তর ভৃষ্টবীজবৎ বিদ্যমান অবিদ্যা ও তৎকার্য্য বুদ্ধ্যহঙ্কারাদিকৃত প্রারব্ধ ভোগার্থ বিহিত নিষিদ্ধাচরণের ফল তত্ত্বজ্ঞানীতে সংশ্লিষ্ট হয় না কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীর দেহপাতোত্তর যেমন পিত্রাদিমরণোত্তর পুত্রাদিরা দায়ভাগী হয় তেমনি তৎসুহৃদেরা তৎকৃত পুণ্যফলভাগী হয় [৫৮] তদ্দ্বেষকারীরা পাপফলভাগী হয় ইহাতে এই বুঝায় তত্ত্বজ্ঞানীর পূর্ব্বসংস্কারবশত বিহিত নিষিদ্ধাচরণের অনুবৃত্তি ও তত্তৎকর্ম্মের ফলজনকতা আছে কিন্তু সে ফলজনকতা তত্ত্বজ্ঞানীর প্রতি নয় তৎসুহৃদাদির প্রতি অতএব বিষ্টিগৃহীত ন্যায়েতে জ্ঞানীর যে প্রারব্ধমাত্র ভোগ সে দুঃখবৎ সুখও কেবল জঞ্জাল জ্ঞানীর বিহিতনিষিদ্ধ-করণাকরণে আগ্রহ নাহি আগ্রহ ব্যতিরেকে রাগদ্বেষাভাবে সুখ কিম্বা দুঃখ ঈশ্বরেচ্ছাপ্রযুক্ত যখন যাহা উপস্থিত হয় তাহাতেই হর্ষবিষাদশূন্য হইয়া সমভাবে অবস্থানমাত্র। ইহার প্রমাণ। পুরুষ তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদন করিয়া বাল্যভাবে থাকিবে তবেই ব্রহ্মজ্ঞানী হয় ইত্যর্থক শ্রুতিও যদি ঐহিক পারত্রিক সর্ব্বমনোবাসনাশূন্য হয় তবেই ব্রহ্মকে পাইতে পারে এতদর্থক শ্রুত্যন্তর ও অজ্ঞানীরদের স্থূল দেহেতে আত্মজ্ঞান ও চিদাত্মার সর্ব্বদা অজ্ঞান যেমন প্রসিদ্ধ আছে তেমনি চিদাত্মাতে আত্মজ্ঞান ও স্থূলদেহাদিতে সর্ব্বথা আত্মজ্ঞানাভাব যখন স্থিরতররূপে হয় ও দেহাদিতে অহঙ্কার ও তন্মূলক মমকার এই দুইতে রহিত যখন হয় তখনি তত্ত্বজ্ঞানী হয় ইহাকেই সিদ্ধিদশা কহি এতাদৃশ তত্ত্বজ্ঞানীর পরিচয় গীতোক্ত স্থিতপ্রজ্ঞ[৫৯]লক্ষণ ও জীবন্মুক্তিবিবেকাদিতে বিশেষরূপে জানিবে অতএব শাস্ত্রতত্ত্বার্থজ্ঞানশূন্য ও অবিধিকৃত বিহিত কর্ম্ম পরিত্যাগ ও নিষিদ্ধসেবী যদি তত্ত্বজ্ঞানী হয় তবে কাক কুক্কুর শূকরাদি কেন তত্ত্বজ্ঞানী না হয় ও বৈষয়িক যৎকিঞ্চিৎ সুখ ধনব্যয় শারীরিক ক্লেশ ব্যতিরেকে সম্পন্ন হইতে পারে না নিরতিশয় সুখরূপ মোক্ষ যদি কামকারি পুরুষেদের অনায়াসে হইতে পারে তবে বেদেতে অতিকষ্টসাধ্য যোগাদি সাধনোপদেশ তাদৃশ মোক্ষপ্রাপ্ত্যর্থে কেন করেন অর্কে চেৎ মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ। এই লৌকিক গাথাজ্ঞান কি সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের ছিল না যে অতি অনায়াসসাধ্যের সিদ্ধিনিমিত্তে পর্ব্বতপননাদিবৎ অতিকষ্টসাধ্য নানাসাধনোপদেশ করিয়া আপনার লোকপ্রতারকতামাত্র প্রকাশ করেন। আরো শুন বেদান্তে পরমার্থদৃষ্টিতে কহিয়াছেন যে ব্রহ্মই সত্য অর্থাৎ যথার্থ বাস্তব তদন্য সকলি মিথ্যা অর্থাৎ অযথার্থ অবাস্তব যেমন যে যদ্বিষয়েতে একান্ত অনুরক্ত সে তদ্বিষয়কে কহে যে এই সত্য ও যদ্বিষয়েতে অত্যন্ত বিরক্ত তদ্বিষয়প্রসঙ্গে কহে যে দূর করো যাতে দেও ও সকল মিথ্যা তদ্বৎ অতএব ইহাতে

ব্রহ্মের অহেয়ত্ব ও আস্থেয়ত্ব বুঝায় ও তদন্যের হেয়ত্ব অনা[৬০]স্থেয়ত্ব বুঝায় আর রজ্জুতে সর্পাদির ন্যায় ব্রহ্মেতে এ জগতের ভ্রম ইহাও কহিয়াছেন ইহাতে সংসারের তত্ত্বজ্ঞাননাশ্যত্ব বুঝায় এবং ঐন্দ্রজালিকপ্রাসাদাদিবৎ এ জগৎ ইহা কেহো কেহো কহেন তাহাতে জগতের মায়িকত্ব বুঝায় এবং স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থবৎ এ জগৎ ইহাও কেহো কহেন ইহাতে চিচ্ছক্তি মহানিদ্রাকার্য্যত্ব বুঝায় সবিতার প্রকাশসত্ত্বে দিবান্ধপরিকল্পিতান্ধকারের ন্যায় এ প্রপঞ্চসকল ইহাও কথিত আছে ইহাতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারসমকালে এ জগৎ অসৎ দিবান্ধতুল্য অজ্ঞানীরদের দৃষ্টিতে এ জগৎ সর্ব্বদা সৎ এই বুঝায় অতএব টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র কহেন এ জগৎ ব্রহ্মের মত সৎ নয় তাহা যদি হয় তবে কাহারো কখন মুক্তি হইতে পারে না ও বন্ধ্যাপুত্রের মত অসৎও নয় তাহা যদি কহ তবে প্রত্যক্ষপ্রমাণের বিরোধ হয় তদ্বিরোধে অনুমানের বাধ হয় এতদুভয় প্রমাণবিরোধে শাব্দপ্রমাণমাত্রে প্রমেয়সিদ্ধি হওয়া দুর্ঘট অতএব স্বয়ং শ্রুতি স্বার্থ প্রতিপাদন বিষয়ে তর্কের সাহায্য স্বীকার করিয়াছেন হে বুদ্ধিমানেরা তোমরা সকলে স্বস্ব বুদ্ধিতে বুঝ এ সকল মতে এই বুঝায় যে সংসারপ্রীতিপরিত্যাগে চিদৈকরস ব্রহ্মেতেই নিরতিশয় প্রীতি কর্ত্তব্য যে[৬১]মন ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রতিপাদনতাৎপর্য্যক পূর্ব্বমীমাংসামতে অধর্ম্মানুরাগত্যাগে ধর্ম্মানুরাগ বুঝায় তদ্বৎ ইদানীন্তন নাস্তিকৈকদেশি ভ্রান্তেরদের অভিপ্রায়-সিদ্ধ বিহিত কর্ম্মমাত্রত্যাগে নিষিদ্ধমাত্রানুরক্তত্ব বুঝায় না ॥০॥

আরো শুন কোনহ বেদান্তীরা কহেন যেমন এক চন্দ্র নানাবিধ জলাশয় জলসরাবাদিতে অনেকাকারে প্রতিভাসমান হন তেমনি এক চেতন ব্রহ্মাদি কীটপর্য্যন্ত নানাবিধ দেহেন্দ্রিয়াদিতে পৃথক্ পৃথক্ অনেকাকারে বর্ত্তমান আছেন। ইহাতে এই বুঝায় জলগত চন্দ্রাভাসের ভ্রমাত্মকত্বজ্ঞানীর তৎপ্রমাত্মকত্বাভিমানীর ন্যায় যেমন জলসত্ত্বে আভাসদর্শনাভাব হইতে পারে না তেমনি প্রমেয় শুদ্ধচৈতন্যমাত্রজ্ঞানীরো ভ্রমাত্মকাভাসের প্রমাত্মকত্বাভিমানীর মত দেহেন্দ্রিয়াদিসত্ত্বে আভাসজ্ঞাননিবৃত্তি হইতে পারে না অতএব তন্মূলক ত্রিপুটী অর্থাৎ কর্ত্তা কার্য্য ক্রিয়া জ্ঞানও থাকে কিন্তু বিশেষ এই বাস্তব বিম্বজ্ঞানীর ভ্রমাত্মকাভাস জ্ঞানে হর্ষাদি হয় না আভাস মাত্রের বাস্তবত্বাভিমানীর তদ্দর্শনে হর্ষাদি হয় অতএব পদার্থপ্রতীতিসত্ত্বে তদভাবমাত্র নিশ্চয়ে তদনুরূপ ব্যাপার করা উচিত হয় না যেমন রোগী ব্যক্তির সত্ত্বে তন্মরণমাত্রনিশ্চয়ে দাহাদি [৬২] ব্যাপার উপযুক্ত হয় না কিন্তু যাবদবস্থান তাবদ্বিহিতানুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য হয় অতএব বেদান্ত শাস্ত্রের এই তাৎপর্য্য যাবৎ তত্ত্বজ্ঞানীর দেহেন্দ্রিয়াদি জ্ঞান থাকিবে তাবৎ তত্ত্বজ্ঞানবলেতে চিদাভাস জীবজ্ঞানানুবৃত্তির নিবৃত্তি হইতে পারে না তৎকর্ত্তব্য বিহিতানুষ্ঠান ও অভ্যাসবশতঃ স্বয়ংক্রিয়মাণ হয় অতএব বিদ্যারণ্য তীর্থস্বামী কহিয়াছেন। পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মণি। তদেবাস্বাদয়ত্যন্তঃ পরসঙ্গরসায়নং ॥ ইহাতে যদি কেহ কহে যে বেদান্তে সকলি ব্রহ্ম ইহা কহিয়াছেন তাহাতে বিহিতাবিহিত বিভাগ কি। তবে কি সে কর্ত্তব্য বা কি অকর্ত্তব্য বা কি ভক্ষ্য বা কি অভক্ষ্য বা কি গম্যা বা কি অগম্যা বা কি যখন যাহাতে আত্মসন্তোষ হবে তখন সেই কর্ত্তব্য যাহাতে অসন্তোষ হবে সেই অকর্ত্তব্য এতাদৃশ অনৈকান্তবাদী আর্হতনাম বৌদ্ধবিশেষের যে মত

তৎপ্রতিপাদনার্থেই বেদান্তে সকলের ব্রহ্মত্ব কথন ইহাই মানে কিম্বা অন্ন ও তপ্তায়োগোলক বিষ ও জল ভার্য্যা ও তদিতরস্ত্রী বারিকুণ্ড ও বহ্নিকুণ্ড ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থসকলের ব্যবহারকালে যে দৃষ্টফলক ভেদজ্ঞান তাহাও নাহি ইহাও বলে উভয়থা সে ব্যক্তি অতিবড় মহা[৬৩]পুরুষ আমারদের পর্য্যনুযোগের বিষয় নয় চিরজীবী হইয়া থাকুক যদি বলে ব্রহ্মভিন্ন সকলই মিথ্যা অতএব আমিও যাহা করি সেও মিথ্যা স্বপ্নদৃষ্ট রাজ্যসুখাদির ন্যায় তবে তাহাকে এইরূপ জ্ঞানে তৎফল নরকভোগও করিতে হবে। এবং যেমন প্রত্যক্ষ-বিরোধে অনুমানের প্রামাণ্য নাহি। অনুমানেন মন্তব্যং শিরশ্ছেদে ন জীবতি ইত্যাদিবৎ তেমনি আগমবিরোধে অনুমান অপ্রমাণ যেমন মানুষের মাথার খুলি পবিত্র বটে প্রাণ্যঙ্গত্বহেতুক দন্তিদন্ত শঙ্খাদিবৎ ইত্যাদি এতাদৃশ শাস্ত্রবিরুদ্ধ স্বকপোলকল্পিতানুমানে বৈধ বহু পশুবধস্থানের সিদ্ধপীঠত্ব প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্তে বুচরখানার স্বসিদ্ধপীঠস্থ কল্পনা এবং তাদৃশ অন্য অন্য কল্পনা যাহারা করে তাহারা স্বস্ত্রী ও তদিতরস্ত্রী মাত্রেতে কিরূপ ব্যবহার করে ইহা তাহারদিগ্‌কে জিজ্ঞাসা করিও। হে অগ্রাহ্যনামরূপ অমুকেরা আমরা তোমারদিগ্‌কে জিজ্ঞাসি তোমরা কি যদি বল আমরা শুদ্ধ অদ্বৈতবাদী তবে কি তোমারদের কেবল কথাতেই অদ্বৈত মনে নয় যদি বল আমরা অদ্বৈতজ্ঞানী ও অদ্বৈতবাদীও বটে তবে তোমরা আপনাকে দুই প্রকার করিয়া কহিলে যে আমরা অদ্বৈত বস্তুকে জানি এবং [৬৪] কহি। তবে তোমরা শুদ্ধ অদ্বৈতজ্ঞানী হও না যেহেতুক তোমরা আপন মুখেই আপনারদের দ্বৈতজ্ঞানিত্ব প্রকাশ করিলে। যেহেতুক অদ্বৈতজ্ঞানাভাবে তাদৃশ বাক্য প্রয়োগ হইতে পারে না যদি বল অদ্বৈতজ্ঞানীবা কাষ্ঠলোষ্টের ন্যায় থাকেন কিছু কহেন না ও কিছু করেন না। আমরা তাহা কহি না। কিন্তু এই কহি যে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়েতে দ্বৈতপদার্থজ্ঞানকালরূপ জাগরণাবস্থাতে এবং দীর্ঘকাল নিরন্তর আদরাভ্যস্ত তত্ত্বজ্ঞানসংস্কারবশত ইন্দ্রিয়সকল স্বস্ব ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইয়া অন্তঃকরণে লীন হইলে পর জাগরণকালীন সংস্কারজন্য স্ববিষয়ক প্রত্যয়রূপ স্বপ্নাবস্থাতে ও পারমার্থিক অদ্বৈতাসক্তচিত্ততাতে ব্যাবহারিক দ্বৈতজ্ঞানপূর্ব্বক তত্তৎসময়োপযুক্ত ব্যাপারসকল কর তত্ত্বভাষীর ন্যায় কিম্বা শ্বশ্রূ শ্বশুরাদি গুরুজন সেবাদি গার্হস্থ্য সকল ব্যাপারকারিণী প্রোষিতপতিকা পতিপ্রাণা কুলবতী যুবতী বধূর ন্যায় ব্যবহারকালে যে থাকে সেও এবং ব্যবহারাভাবকালে অর্থাৎ দ্বৈতজ্ঞানাভাবকালে সমাধিস্থ তত্ত্বজ্ঞানী যে সেও শুদ্ধাদ্বৈতজ্ঞানী হয় সুষুপ্ত মূর্চ্ছিত তত্ত্বজ্ঞানহীন নির্বিকল্পসমাধিস্থ পুরুষেরা ঘটপটাদি অচেত[৬৫]নেরা বা দ্বৈতজ্ঞানভাবমাত্রপ্রযুক্ত অদ্বৈতজ্ঞানী হয় না ॥ ০ ॥ ০ ॥ ০ ॥

আর শুন জ্ঞান দ্বিবিধ হয় পরোক্ষ ও অপরোক্ষ ইহারি নামান্তর সাক্ষাৎকার যেমন জ্বরিব্যক্তির স্বশরীরেতে জ্বরানুভব সে তেমনি আর বৈদ্যের যে নাড়ীদর্শনাদিদ্বারা তদীয় জ্বরজ্ঞান সে পরোক্ষ জ্ঞান। তাদৃশ জ্ঞান মুক্তির প্রয়োজক হয় না যেমন বেদচারী এতাবন্মাত্রজ্ঞানে চতুর্বেদজ্ঞব্যপদেশ হয় না কিন্তু জ্বরানুভব ন্যায় সর্ব্বত্র স্বস্বরূপাভিন্ন সচ্চিদানন্দাদ্বৈতসাক্ষাৎকারবান্ যে সেই অদ্বৈতজ্ঞানী হওত ব্যবহারকালে অদ্বৈতবাদীও হয় ও দ্বৈতপ্রতিপাদক শাস্ত্রার্থবাদীও হয় ও তদ্বিহিতব্যাপারকারীও হয়। যদি বল আমি

তাদৃশ অদ্বৈতজ্ঞানী হই এমন কহিও না তুমি তাদৃশ নও গীতাতে জীবন্মুক্তিবিবেকেতে তাদৃশ তত্ত্বজ্ঞানীর লক্ষণ কহিয়াছেন তাহার গন্ধমাত্র স্পর্শ তোমাতে নাহি বরং বিরুদ্ধ অনেক সংপূর্ণ লক্ষণ আছে যেহেতুক তোমারদের লোকৈষণা ও বিত্তৈষণা ও পুত্রৈষণা ও স্রক্‌চন্দনবনিতাদি ভোগবাসনা আছে এ সকলের মধ্যে একৈকের থাকাতেও তত্ত্বজ্ঞানের অঙ্কুরও হইতে পারে না যে বৃক্ষের কোটরে [৬৬] অগ্নি থাকে তাহার কি মঞ্জরী হইতে পারে সে যে আপনি ভস্মীভূত না হয় সেই যথেষ্ট যদি বল আমার মনে কোনহ বাসনা নাহি বটে তুমি এমন ভাল ভাল এমন পুরুষ বড় দুর্লভ পাতঞ্জল দর্শনে নির্বিকল্পসমাধির উত্তমাধিকারী এতাদৃশ পুরুষকেই কহিয়াছেন। তবে তোমারো নির্বিকল্পসমাধি বড় সুলভ। তাহা করিয়া দ্বৈতমাত্রজ্ঞানশূন্য হইয়া অদ্বৈতৈকরসসাগরে মগ্ন হইয়া থাক ভালমানুষেরদের সন্তানগুলি রক্ষা পাউক্ অনধিকারচর্চ্চা বা তোমরা কেন করো॥ অনধিকারচর্চ্চা যে করিয়াছিলো ও তাহার যে প্রতিফল পাইয়াছিলো তাহা কি তোমরা শুন নাই আপনার চক্ষুর ঢেঁকি দেখিতে পায় না পরের চক্ষুর ধূলি তুলিতে চায়। পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য হইতে মনে করে আর যদি বল সাধনদশাতেই বিহিতানুষ্ঠানে থাকা সিদ্ধদশাতে নয় তবে তোমরা তত্ত্বজ্ঞানিসম্প্রদায়েতে সিদ্ধিদশা যাহাকে বলে তাহাই কি অবিহিতানুষ্ঠান করিবার জন্যে চাও। দেহপাত হইলে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন ইহাই কহা সম্প্রদায়সিদ্ধ আছে দেহ বিদ্যমানে জীবন্মুক্তিদশাকেও সিদ্ধিদশা কহা যায় জীবন্মুক্ত পুরুষ গীতোক্ত লক্ষণ দ্বারা জানা যায় [৬৭] এতদুভয় ব্যতিরিক্ত যে যে দশা সে সকলিই মুমুক্ষুর সাধনদশা। অতএব সে সকল দশাতে নিষিদ্ধাচরণ পরিবর্জনপূর্ব্বক বিহিতাচরণের আবশ্যক ॥ ০ ॥

পরমার্থদর্শী ধার্ম্মিক সৎপুরুষেরদের নির্ম্মলজলবদ্‌বুদ্ধিতে বেদান্তসিদ্ধান্ত বিস্তারার্থে তৈলকণাবৎ বেদান্তসিদ্ধান্তলেশমাত্র প্রক্ষেপ করা গেল আর যেমন মণি পথে ঘাটে পড়িয়া থাকে না কিন্তু তৎপরীক্ষকেরা উত্তম সংপুটেতে অতিযত্নে দৃঢ়তর বন্ধন করিয়া রাখেন তেমনি শাস্ত্রসিদ্ধান্ত নিতান্ত লৌকিক ভাষাতে থাকে না কিন্তু সুপক্ব বদরীফলবৎ বাক্যেতে বদ্ধ হইলেই থাকে। আরো যেমন রূপালঙ্কারবতী সাধ্বী স্ত্রীর হৃদয়ার্থবোদ্ধা সুচতুর পুরুষেরা দিগম্বরী অসতী নারীর সন্দর্শনে পরাঙ্মুখ হন তেমনি সালঙ্কারা শাস্ত্রার্থবতী সাধুভাষার হৃদয়ার্থবোদ্ধা সৎপুরুষেরা নগ্না উচ্ছৃঙ্খলা লৌকিক ভাষা শ্রবণমাত্রেতেই পরাঙ্মুখ হন॥ ইতি জ্ঞানকাণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥ ০ ॥

ইতি বেদান্তচন্দ্রিকা সমাপ্তা ॥

ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার

॥ ভূমিকা ॥

ওঁ তৎ সৎ। মহামহোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্যের বেদান্তচন্দ্রিকা লিখিবাতে এবং তাঁহার অনুগতদিগের ঐ গ্রন্থ বিখ্যাত করাতে অন্তঃকরণে যথেষ্ট হর্ষ জন্মিয়াছে যে এইরূপ শাস্ত্রার্থের অনুশীলনের দ্বারা সকল শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ যে পথ তাহা সর্ব্বসাধারণ প্রকাশ হইতে পারিবেক এবং কোন পক্ষে ভ্রম আর প্রতারণা ও স্বার্থপরতা আছে তাহাও বিদিত হইতে পারে এবং ইহাও একপ্রকার নিশ্চয় হইতেছে যে ভট্টাচার্য্য একবার প্রবর্ত্ত হইয়া পুনরায় নিবর্ত্ত হইবেন না অতএব দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকার উদয়ের প্রতীক্ষাতে আমরা রহিলাম। কিন্তু তিন প্রকারে অন্তঃকরণে খেদ জন্মে প্রথম এই যে সংস্কৃত ত্যাগ করিয়া ভাষাতে বেদান্তের মত এবং উপনিষদাদির বিবরণ করিবার তাৎপর্য্য এই যে সর্ব্বসাধারণ লোক ইহার অর্থবোধ করিতে পারেন কিন্তু প্রগাঢ়২ সংস্কৃত শব্দসকল ইচ্ছাপূর্ব্বক দিয়া গ্রন্থকে দুর্গম করা কেবল লোককে তাহার অর্থ হইতে বঞ্চনা এবং তাৎপর্য্যের অন্যথা করা হয় অতএব প্রার্থনা এই যে দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাকে প্রথম বেদা[২]ন্তচন্দ্রিকা হইতে সুগম ভাষাতে যেন ভট্টাচার্য্য লিখেন যাহাতে লোকের অনায়াসে বোধগম্য হয়॥ দ্বিতীয়। বেদান্তচন্দ্রিকা সাতষষ্টিপৃষ্ঠ তাহাতে অভিপ্রায় করি যে বেদান্তের আট নয় সূত্রের অধিক নাই আর বেদের দুই তিন প্রমাণ লিখিয়া থাকিবেন অধিকন্তু ওই সকল সূত্র কোন অধ্যায়ের কোন পাদের হয় তাহা লিখেন না এবং বেদান্তচন্দ্রিকার মঙ্গলাচরণীয় প্রভৃতি শ্লোকসকল কোন গ্রন্থের হয় তাহা প্রায় লিখেন না অতএব নিবেদন দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাতে যে সূত্র এবং শ্রুতি আর স্মৃত্যাদির প্রমাণ ভট্টাচার্য্য লিখিবেন তাহার বিশেষরূপে নিদর্শন যেন লিখেন। তৃতীয়। বেদান্তচন্দ্রিকার প্রথমে লিখেন যে এ গ্রন্থ কাহার ভাষাবিবরণের উত্তর দিবার জন্যে লেখা যাইতেছে এমৎ নহে অথচ প্রথমঅবধি শেষ পর্য্যন্ত হে অগ্রাহ্যনামরূপ অমুকেরা ইত্যাদি উক্তির দ্বারা কেবল আমাদিগ্যেই শ্লেষ করিয়াছেন এবং স্থানে২ যাহা আমরা কদাপি কোনো গ্রন্থে লিখি নাই এবং স্বীকার করি নাই তাহা আ[৩]মাদের মত হয় এমৎ জানাইয়াছেন অতএব তৃতীয় প্রার্থনা এই যে শাস্ত্রার্থের অনুশীলনে সত্যকে অবলম্বন করিয়া দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাতে যদি আমাদের লিখিত মতকে ভট্টাচার্য্য দূষিতে ইচ্ছা করেন তবে তাহার পৃষ্ঠ এবং পংক্তির নির্দ্দেশপূর্ব্বক লিখিয়া যেন দোষ দেন তাহা হইলে বিজ্ঞলোক দোষাদোষ অনায়াসে বুঝিতে

পারিবেন॥ ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রালাপে দুর্ব্বাক্য না কহেন এ প্রার্থনা বৃথা করি যেহেতু অভ্যাসের অন্যথা প্রায় হয় না যদি ভট্টাচার্য্য কৃপাপূর্ব্বক দ্বিতীয় বেদান্ত-চন্দ্রিকাকে পূর্ব্বের ন্যায় দুর্ব্বাক্যে পরিপূর্ণ না করেন তবে যথেষ্ট শ্লাঘা করিয়া মানিব ইতি॥

[১] ওঁ তৎ সৎ ॥ ভট্টাচার্য্য আপন বেদান্তচন্দ্রিকার প্রথম পত্রে লিখেন যে এ গ্রন্থ কোনো ব্যক্তির কাল্পনিক বাক্যের খণ্ডনের জন্যে লেখা যাইতেছে এমৎ কেহ যেন মনে না করেন কিন্তু বেদান্তশাস্ত্রে লোকের অনাস্থা না হয় কেবল এই নিমিত্তে বেদান্তশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে লেখা গেল এবং ভট্টাচার্য্য ঐ গ্রন্থের সমাপ্তিতে তাহার নাম বেদান্তচন্দ্রিকা রাখিয়াছেন। ইহাতে এই সমূহ আশঙ্কা আমাদের হইতেছে যে যে কোনো ব্যক্তি বেদান্তশাস্ত্রের মত পূর্ব্ব হইতে না জানেন এবং ভট্টাচার্য্যের পাণ্ডিত্যে বিশ্বাস রাখেন তেঁহ বেদান্তের মত জানিবার নিমিত্ত ঐ গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন তখন সুতরাং দেখিবেন যে বেদান্তচন্দ্রিকার প্রথম শ্লোকে কলিকালীয় তাবৎ ব্রহ্মবাদীর উপহাসের দ্বারা মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন এবং পরে২ অশ্বচিকিৎসা ও গোপের শ্বশুরালয় গমন ইত্যাদি নানা প্রকার ব্যঙ্গ ও দুর্ব্বাক্য কথনের দ্বারা গ্রন্থকে পরিপূর্ণ করিয়াছেন এবং ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ চালে ফলতি কুষ্মাণ্ডং। হাটারি বাজারি কথা নয়। রোজা নমাজ আদি। এবং তেত্রিশ কোটি দেহবিশিষ্ট দেবতারূপে পরব্রহ্ম গণিত হ[২]য়েন ইহাই সকল পুনঃ২ কহিয়াছেন তখন ঐ পাঠকর্ত্তার চিত্তে সন্দেহ হইতে পারে যে বেদান্ত কেমন পরমার্থশাস্ত্র যাহার চন্দ্রিকাতে এই সকল ব্যঙ্গ বিদ্রূপ দুর্ব্বাক্য লেখা দেখিতেছি যে গ্রন্থের সংক্ষেপ চন্দ্রিকা এইরূপ হয় তাহার মূল গ্রন্থ কি প্রকার বা হইবেক কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি সুবোধ হয়েন তবে অবশ্যই বিবেচনা করিবেন যে বেদান্তশাস্ত্রে প্রসিদ্ধরূপে শুনা যায় যে কীট পর্য্যন্তকেও ঘৃণা করিবেক না এবং ব্রহ্ম একমাত্র আর যাবৎ নামরূপ সকল প্রপঞ্চ কিন্তু এ বেদান্তচন্দ্রিকাতে তাহার বিপরীত দেখা যাইতেছে অতএব তেঁহ বেদান্তে অশ্রদ্ধা না করিয়া চন্দ্রিকাতেই অপ্রামাণ্য করিবেন ॥

আমাদের সম্বন্ধে যে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ দুর্ব্বাক্য ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন তাহার উত্তর না দিবার তিন কারণ আদৌ এই যে পরমার্থ বিষয় বিচারে অসাধু ভাষা এবং দুর্ব্বাক্য কথন সর্ব্বথা অযুক্ত হয় দ্বিতীয়ত আমাদের এমত রীতিও নহে যে দুর্ব্বাক্যকথনবলের দ্বারা লোকেতে জয়ী হই তৃতীয়ত যে সকল ব্যক্তি জগন্নাথদেব যাঁহাকে ঈশ্বর করিয়া কহেন তাঁহার প্রতি রথাদি যাত্রাতে কিঞ্চিৎ ক্রোধ হইলে নানাবিধ [৩] দুর্ব্বাক্য কহিয়া থাকেন সেই সকল ব্যক্তি যখন কোনো অকিঞ্চন মনুষ্যের প্রতি ক্রোধ করিবেন তখন সেই মনুষ্যকে অত্যন্ত মন্দ কহা তাঁহাদের কোন বিচিত্র হয় অতএব ভট্টাচার্য্যের দুর্ব্বাক্যের উত্তর প্রদানে আমরা অপরাধী রহিলাম ॥

আমরা যাহা২ বেদান্তসূত্রের এবং ঈশ প্রভৃতি উপনিষদের বিবরণে ও তাহার ভূমিকাতে লিখিয়াছি তাহাকে ভট্টাচার্য্য আপন বেদান্তচন্দ্রিকাতে যে২ স্থানে অঙ্গীকার করিয়াছেন তাহা আদৌ লিখিতেছি পরে২ ভট্টাচার্য্য বেদান্তমতবিরুদ্ধ এবং আপনার পূর্ব্বোক্তির বিরুদ্ধ যাহা২ লিখিয়াছেন তাহার, বিবরণ পশ্চাৎ করিব ॥

ঈশোপনিষদের ভূমিকায় প্রথম পৃষ্ঠের ১৪ পক্তিতে আমরা লিখি যে "পরমেশ্বর একমাত্র সর্ব্বত্রব্যাপী আমাদের ইন্দ্রিয়ের এবং বুদ্ধির অগোচর হয়েন" ভট্টাচার্য্য বেদান্তচন্দ্রিকার ২০ পৃষ্ঠের ১ পংক্তিতে লিখিয়াছেন যে "এক ব্রহ্মকে বিশ্ব আত্মা বিশ্বরূপ চিন্তামণি ইত্যাদি শব্দেতে শাস্ত্রে কহিয়াছেন" ঐ পৃষ্ঠের ১৬ পংক্তিতে লিখেন যে "অতন্নিরসনাপবাদে অবশিষ্ট ঐ এক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম হয়েন" [৪] ৪৯ পৃষ্ঠের ১০ পংক্তিতে লিখেন "সর্ব্বথা সর্ব্বত্র সর্ব্বব্যাপী চেতনরূপী পরমেশ্বরই সকলের ফলদাতা হয়েন অতএব জ্ঞানেতে বা অজ্ঞানেতে বা তিনিই এক সকলেরই উপাস্য হয়েন " ॥

২ আমরা বেদান্তসারের প্রথম পৃষ্ঠার চতুর্থ পংক্তিতে লিখি যে শ্রুতি এবং শ্রুতিসম্মত বিচারের দ্বারা দেখিলেন যে ব্রহ্মের স্বরূপ কোনো মতে জানিতে পারা যায় না ঐ পৃষ্ঠের ১৭ পংক্তিতে "অতএব বেদব্যাস দ্বিতীয় সূত্রে ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনের প্রয়াস না করিয়া তটস্থরূপে তাঁহার নিরূপণ করিতেছেন" ভট্টাচার্য্য বেদান্তচন্দ্রিকার ৪৪ পৃষ্ঠের ১৬ পংক্তিতে লিখেন "তবে যে বেদান্তে ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করেন সে কেবল তঠস্থ লক্ষণাতে" ॥

৩ আমরা পুনঃ২ লিপির দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছি যে কেবল ব্রহ্মোপাসনা মুক্তির কারণ সে মুক্তি জীব এবং ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানাধীন হয় ঈশোপনিষদের ভূমিকার ১ পৃষ্ঠের ১৭ পংক্তিতে এবং তাহার পরে২ ও বেদান্তসূত্রবিবরণের ১ পৃষ্ঠের ১৭ পংক্তিতে ইহার প্রমাণ পাইবেন ভট্টাচার্য্য ঐ আমাদের লিপিকে বারম্বার [৫] স্বীকার করেন যেহেতু বেদান্তচন্দ্রিকার ছয়ের পৃষ্ঠের ১৩ পংক্তি অবধি লিখিয়াছেন যে "পূর্ব্বপুণ্যপুঞ্জপরিপাকবশত পুরুষের প্রতি পরম কারুণিক পরমেশ্বর বেদ তৃতীয় কাণ্ডে অধ্যাত্মবিদ্যোপদেশ করিয়াছেন"। ২০ পৃষ্ঠ ২০ পংক্তিতে পুনরায় লিখেন যে "বেদান্তে জীব ব্রহ্মের ঐক্য এইরূপ জানিও অতএব নির্ব্বাণ মোক্ষ তাহাকে কহি দুগ্ধ জল জললবণাদির ন্যায় নহে কিন্তু মেঘাভাবে মেঘাকাশ মহাকাশের একত্ব ন্যায় চেতন মাত্রের অবস্থান

হয়"। ৩৭ পৃষ্ঠে ১৫ পংক্তিতে লিখেন "ওই ব্রহ্মকে মনেতে জানিও এ সংসারে তাঁহা হইতে ভিন্ন বস্তু কিছু নাই"। পুনরায় ১৮ পংক্তিতে কহিয়াছেন "যে সকল হইয়াছিল ও যে সকল বর্ত্তমান আছে ও যে সকল হবে সে সকল পদার্থরূপে ওই এক ব্রহ্ম সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষণ অবস্থিত আছেন" ৪৭ পৃষ্ঠ ১৪ পংক্তিতে লেখেন "বেদরহস্যার্থবেত্তা বেদান্তীরা অদ্বৈতবাদী হয়েন যেহেতু অদ্বৈত অর্থাৎ অভেদ বেদান্ত ব্যতিরেকে অন্য কোনো প্রমাণে জ্ঞাত নয়"। ৪৯ পৃষ্ঠ ১২ পংক্তিতে লিখেন "অতএব জ্ঞানেতে বা কি অজ্ঞানেতেই বা [কি] তিনি এক সকলেরি উপাস্য হ[৬]য়েন এই বেদান্তসিদ্ধান্ত অতএব ভেদবুদ্ধি ত্যাগ কর সকলকে ব্রহ্মময় দেখ কিম্বা এক ব্রহ্মকে সর্ব্বময় দেখ"॥ ৬০ পৃষ্ঠ ১৮ পংক্তিতে "হে বুদ্ধিমানেরা তোমরা সকলে স্ব স্ব বুদ্ধিতে বুঝ এ সকল মতে এই বুঝায় যে সংসারপ্রীতি পরিত্যাগ চিদেকরস ব্রহ্মেতে নিরতিশয় প্রীতি কর্ত্তব্য"॥

৪ আমরা ঈশোপনিষদের ১১ পৃষ্ঠের ৫ পংক্তিতে লিখিয়াছি বরঞ্চ ব্রহ্মোপাসনা বিনা কেবল কর্ম্মের দ্বারা মুক্তি হয় না এমৎ স্থানে২ পাওয়া যাইতেছে তাহাই ভট্টাচার্য্য বেদান্তচন্দ্রিকার ৯ পৃষ্ঠে ১ পংক্তিতে স্বীকার করিতেছেন যে "এই দুই জনের মধ্যে যে বিদ্যমানরথ মাত্র তাহার গন্তব্যপ্রাপ্তি হইতে পারে না বর্ত্তমানাশ্ব ব্যক্তির কিছু কষ্টে গন্তব্যপ্রাপ্তি হইতে পারে ইহাতে উভয়ের একযোগে অনায়াসে পরম সুখে গন্তব্যপ্রাপ্তি হয় তেমনি অশুক্ল কৃষ্ণাখ্য কর্ম্ম ও তত্ত্বজ্ঞান এই দুয়ের সমুচ্চয়েতে অনায়াসে সুখেতে মুমুক্ষুর মোক্ষপ্রাপ্তি হয় "॥

৫ ঈশোপনিষদের ভূমিকার ১২ পৃষ্ঠ ৮ পংক্তিতে লিখিয়াছি যে প্রেরকেরা আপন লাভের কারণ এবং প্রেরিতেরা আপনাদের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত এইরূ[৭]প নানা প্রকার উপাসনার বাহুল্য করিয়াছেন ভট্টাচার্য্য বেদান্তচন্দ্রিকাতে উহাই স্থাপিত করিয়াছেন ৬ পৃষ্ঠ ২০ পংক্তিতে লিখেন যে "ঐ অধ্যাত্মবিদ্যা মনুষ্যলোকে পূর্ব্বে প্রচলিত ছিলেন মধ্যে কিছু কাল কর্ম্মকাণ্ড বাহুল্য হওয়াতে প্রায় লুপ্ত হইয়াছিল"।

৬ ঈশোপনিষদের ভূমিকায় ১ পৃষ্ঠ ১৭ পংক্তিতে আমরা লিখি যে যাবৎ নাম রূপ সকল মায়াকার্য্য হয় আর ঐ ঈশোপনিষদের ভূমিকায় পাঁচের পৃষ্ঠ অবধি ষষ্ঠ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত আমরা প্রতিপন্ন করি যে যাবৎ নাম রূপ কি দেবতা কি স্থাবর জঙ্গমাদি সকলেই জন্য এবং নশ্বর হয়েন বেদান্তসূত্রভাষার ২ পৃষ্ঠ ১৪ পংক্তিতে লিখি যে "ব্রহ্ম সর্ব্বময় হয়েন তাঁহাতে অধ্যাস করিয়া সকলকে

ব্রহ্মরূপে স্বীকার করা যায় পৃথক্২কে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বর্ণন বেদের তাৎপর্য্য নহে" ভট্টাচার্য্য সেই বাক্য পুনঃ পুনঃ দৃঢ় করেন বেদান্তচন্দ্রিকার ১৯ পৃষ্ঠের ৯ পংক্তিতে আদৌ ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র ইন্দ্রাদি নানা পুংদেবতারূপে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম উপাস্য হয়েন ইহা লিখিয়া পরে তাঁহাদের স্বরূপ কহিতেছেন বেদান্তচন্দ্রিকার তৃতীয় [৮] পৃষ্ঠের ১৮ পংক্তিতে ভট্টাচার্য্য লিখেন "ব্রহ্মাদি কীটপর্য্যন্ত জীববর্গের আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক আধিভৌতিক ত্রিবিধ দুঃখপরিহারে ও সুখপ্রাপ্তিতে মনের অত্যন্ত অভিনিবেশ আছে" পুনরায় ১৯ পৃষ্ঠে ১৮ পংক্তিতে লিখিয়াছেন যে "এক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম অন্তর্যামী ও হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট্ ও তদন্তর্গত ব্রহ্মাদি দুর্গাদি নানা দেব দেবী ও আর২ চরাচর জগদাকারে পরিদৃশ্যমান হন অতএব ঐ এক ব্রহ্মকে বিশ্বাত্মা বিশ্বরূপ চিন্তামণি ইত্যাদি শব্দেতে শাস্ত্রে কহিয়াছেন" পুনরায় ২২ পৃষ্ঠের ৭ পংক্তিতে ঐ এক চেতন জলাশয় জলশরাবাদিতে আকাশস্থ এক চন্দ্রের নানাকারতাভাণবৎ ব্রহ্মাদি কীট পর্য্যন্ত নানাবিধ শরীরেতে পৃথক্২ দেব মনুষ্য পশু পক্ষ্যাদি নানারূপে প্রতীয়মান হইতেছেন" ৩৬ পৃষ্ঠের ১৯ পংক্তি অবধি লিখিয়াছেন "উপাস্য সগুণ ব্রহ্ম বস্তুত যদি নিরাকার হউন তথাপি অনির্ব্বচনীয় স্বশক্তির আবেশপ্রযুক্ত যোগীরদের যোগবলেতে নানা আকারতার ন্যায় ঐ মহাযোগী মহেশ্বর জগদাকারে বিবর্ত্তমান হইয়াছেন ও স্বশক্তি সঙ্কোচেতে স্বয়ং এক বর্ত্তমান হন" এই লিখনের [৯] দ্বারা ভট্টাচার্য্য স্পষ্ট অঙ্গীকার করেন যে বস্তুত ব্রহ্ম নিরাকার বটেন কিন্তু স্বশক্তি আবেশেতে যথার্থ আকার না হউক কিন্তু জগৎরূপে আপনাকে আকারের ন্যায় দেখান।

৭ ঈশোপনিষদের ভূমিকায় ১১ পৃষ্ঠের ৭ অবধি ১১ পংক্তি পর্য্যন্ত আমরা এই প্রতিপন্ন করি যে ব্রহ্মোপাসনা মুখ্য আর সাকারোপাসনা গৌণ হয় ভট্টাচার্য্য আপন বেদান্তচন্দ্রিকাতে ঐ দেবতাদের উপাসনাকে গৌণ বরঞ্চ ভ্রম জন্য কহিয়া পশু পক্ষীর সেবা আর দেবতার সেবা তুল্যরূপে বর্ণন করিয়া ঐ সকলের ফলদাতা পরব্রহ্মকে কহিয়াছেন বেদান্তচন্দ্রিকার ৪১ পৃষ্ঠের ১৯ পংক্তি অবধি লিখেন॥ "যেমন রজ্জুতে আরোপিত সর্পাদির দর্শন স্পর্শনাদিতে ঐ এক রজ্জুই দৃষ্ট স্পৃষ্ট হয় সর্পাদি কেবল প্রতীতি মাত্র আদি মধ্যে অন্তেতে রজ্জুই বস্তু সৎ তেমনি স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে যেরূপে নামরূপগুণবিশিষ্ট দেব মনুষ্য পশু পক্ষী প্রভৃতি ভূতভৌতিকের সেবা করে তাহাতে এই এক ঈশ্বর সেবিত হন অতিথিসেবার ন্যায় যেহেতু তিনিই ফলদাতা" ইহাতে যেমন রজ্জু সত্য আর সর্পের [১০] জ্ঞান কেবল ভ্রম সেইরূপ ব্রহ্ম সত্য দেব মনুষ্য পশু পক্ষীর জ্ঞান

ভ্রম কিন্তু ওই ভ্রমরূপ শরীরের উপাসনা করিলে ব্রহ্মই ফলদাতা হয়েন অতএব যথার্থই কহিয়াছেন ইহাতে আমাদের বিরোধ নাই কিন্তু সাক্ষাৎ ব্রহ্মোপাসনার ও আরোপিত উপাসনার যদ্যপি ব্রহ্মই ফলদাতা হয়েন তথাপি ঐ দুই উপাসনার যে ফলের বিশেষ তাহা বেদান্তমতানুসারে পূর্ব্ব২ গ্রন্থে বিবরণ করিয়াছি ইহাতেও পশ্চাৎ করিব।

৮ ঈশোপনিষদের ভূমিকাদিতে আমরা ইহাই পুনঃ২ প্রতিপন্ন করিয়াছি যে আত্মোপাসনা ব্যতিরেক সাক্ষাৎ মুক্তি নাই মূর্ত্ত্যাদিতে যে উপাসনা সে ঐ ব্রহ্মের গৌণ উপাসনা হয় ভট্টাচার্য্য বেদান্তচন্দ্রিকার ২৯ পৃষ্ঠের ৮ পংক্তিতে লিখিয়াছেন "মুমুক্ষু যদি হও তবে তৎস্মারক কৃত্রিম তত্তৎপ্রতিমাতে ঐ এক সগুণ ব্রহ্মের আরাধনা করো ক্রমমুক্তিভাগী হবে সদ্যোমুক্তি না হউক হানি কি"।

৯ আমরা ঈশোপনিষদের ১৫ পৃষ্ঠের আটের পংক্তিতে লিখি যে "বশিষ্ঠ পরাশর সনৎকুমার ব্যাস জনক ইত্যাদি ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াও লৌকিক [১১] জ্ঞানে তৎপর ছিলেন এবং রাজনীতি ও গৃহস্থব্যবহার করিয়াছিলেন" এবং ঐ পৃষ্ঠের ১৭ পংক্তিতে লেখা যায়। "বহির্ব্যাপারসংরম্ভো হৃদি সংকল্পবর্জ্জিতঃ। কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্তরেবং বিহর রাঘব" ভট্টাচার্য্য বেদান্তচন্দ্রিকার ২৫ পৃষ্ঠের ১০ পংক্তি অবধি লিখেন "পারমার্থিকী সত্তা কেবল ব্রহ্মের অতএব ব্রহ্মজ্ঞানী বেদব্যাসাদির ব্যবহারকালে দ্বৈতসকলের সত্তা মান্য" ইহাতেও আমাদের বাক্যের দৃঢ়তা হয়। এ পর্য্যন্ত ভট্টাচার্য্য ব্রহ্মকে এক এবং বিশেষরহিত বিশ্বাত্মা ও তাঁহার বিশেষজ্ঞান নির্ব্বাণমুক্তির প্রতি কারণ কহিয়া ব্রহ্মাদি দুর্গাদি এবং যাবৎ নামরূপ চরাচর কেবল ভ্রমমাত্র কহিয়া এখন আপনার পূর্ব্বলিখিত বাক্যের বিরুদ্ধ এবং বেদান্তাদি সর্ব্বশাস্ত্রের ও বেদসম্মত যুক্তির বিরুদ্ধ যাহা কেবল আপনাদের লৌকিক লাভের রক্ষার নিমিত্ত লিখিয়াছেন তাহার বিবরণ লিখিতেছি বেদান্তচন্দ্রিকার ২৪ পৃষ্ঠের ৭ পংক্তিতে লিখেন "ঈশ্বরাদি শরীরের উদ্বোধক প্রতিমাদি ইত্যাদি" ২৬ পৃষ্ঠে ৮ পংক্তিতে "এই দৃষ্টান্তে পরমাত্মা ও দেবাত্মাদেরো দেহ আছে"॥ পরমাত্মাকে দেহবিশিষ্ট বলা প্রথমত সকল বেদকে তুচ্ছ করা [১২] হয় তাহার কারণ এই বেদান্তে স্পষ্ট কহিতেছেন॥ ৩ অধ্যায় ২ পাদ ১৪ সূত্র। অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ। ব্রহ্ম কোনো মতে রূপবিশিষ্ট নহেন যেহেতু নির্গুণপ্রতিপাদক শ্রুতির সর্ব্বপ্রাধান্য হয় এই সূত্রের ভাষ্যে আচার্য্যধৃত ভূরি শ্রুতির মধ্যে কথক লিখিতেছি। অশব্দম-স্পর্শমরূপমব্যয়মিত্যাদি। স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ। তে যদন্তরা তদ্‌ব্রহ্ম। ব্রহ্ম

নামরূপের ভিন্ন হয়েন। ৩ অধ্যায় ২ পাদ ১৬ সূত্র। আহ হি তন্মাত্রং। বেদেতে ব্রহ্মকে চৈতন্যমাত্র করিয়া কহিয়াছেন। কেনোপনিষদের চতুর্থ মন্ত্র অবধি অষ্টম মন্ত্র পর্য্যন্ত এই করিয়া বারম্বার কহিয়াছেন যে বাক্য মন চক্ষু ইত্যাদির অগোচর তেঁহই ব্রহ্ম হয়েন উপাধিবিশিষ্ট যাহাকে লোকে উপাসনা করে সে ব্রহ্ম নহে এবং ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য কেনোপনিষদের ভাষ্যেতে চতুর্থ মন্ত্রের অবতরণিকাতে ব্যক্তই কহিয়াছেন যে লোকপ্রসিদ্ধ বিষ্ণু মহেশ্বর ইন্দ্র প্রাণ ইত্যাদি ব্রহ্ম নহেন কিন্তু ব্রহ্ম কেবল চৈতন্যমাত্র হয়েন। ব্রহ্ম রূপবিশিষ্ট কদাপি নহেন ইহাতে বেদের এবং বেদান্তসূত্রের এবং ভাষ্যের কিঞ্চিৎ২ প্রমাণ লেখা গেল ইহার কারণ এই ভট্টাচার্য্য এ সকল শা[১৩]স্ত্রে প্রামাণ্য রাখেন এমৎ তাঁহার লিপির দ্বারা বোধ হয় যেহেতু বেদান্তচন্দ্রিকার ৩১ পৃষ্ঠের নবম পংক্তিতে বেদকে প্রমাণ করিয়া এবং ৩ পৃষ্ঠের একাদশ ও দ্বাদশ পংক্তিতে ব্যাসাদি মুনিদিগের বাক্যকে এবং ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের বাক্যকে প্রমাণ করিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন॥ এখন ব্রহ্মকে রূপবিশিষ্ট কহা সর্ব্বথা বেদসম্মত যুক্তির বিরুদ্ধ হয় তাহার বিবরণ লিখিতেছি। অবয়ববিশিষ্ট যে সকল বস্তু তাহার এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থা হওয়া ও তাহার হ্রাস বৃদ্ধি হওয়া আর জন্য এবং নশ্বর হওয়া প্রত্যক্ষ দেখিতেছি আর যাহার অবস্থার পরিবর্ত্তের স্বীকার ও হ্রাস বৃদ্ধি জন্ম মৃত্যুর স্বীকার করা যায় তাহাকে হ্রাস বৃদ্ধি জন্ম মৃত্যু অবস্থান্তররহিত ঈশ্বর করিয়া কিরূপে কহা যাইতে পারে এ স্থলে ভট্টাচার্য্য এমত যদি কহেন যে পঞ্চভূতঘটিত যে সকল মূর্ত্তি তাহারি অবস্থান্তর এবং নাশের সম্ভাবনা হয় কিন্তু ঈশ্বরের যে মূর্ত্তি সে পঞ্চভূতঘটিত নহে অথচ যোগবলে সে মূর্ত্তি দেখা যায় তাহার উত্তর এই পৃথিবী কিম্বা জল কিম্বা তেজ এ তিন ঘটিত যে মূর্ত্তি নহে তাহা কদাপি কাহারো [১৪] দৃষ্টিগোচর হয় না এ সর্ব্বথা প্রত্যক্ষসিদ্ধ অতএব পাঞ্চভৌতিক মূর্ত্তি না হইয়াও চক্ষুর্গোচর হয় এমং প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ বিষয়ে ভট্টাচার্য্যের প্রিয় শিষ্য ব্যতিরেক অন্য কাহারো বিশ্বাস হইতে পারে না যদি কহ কখন২ রজ্জুতে সর্প দেখা যায় অথচ সে সর্পের মূর্ত্তি পঞ্চভূতঘটিত নহে। ইহার উত্তর সে সর্পের মূর্ত্তি ভ্রমমাত্র জানিবে রজ্জুর জ্ঞান হইবা মাত্র সে ভ্রমমূর্ত্তির নাশ হয় আর যে ব্যক্তির রজ্জুতে সর্পভ্রম হয় সে পূর্ব্বে অবশ্যই পঞ্চভূতঘটিত সর্প দেখিয়া থাকিবেক নতুবা সেই সর্পাকার ভ্রম তাহার হইতো না যদি ভট্টাচার্য্য কহেন স্বপ্নেতে যে সকল মূর্ত্তি দেখি সে পঞ্চভূতঘটিত নহে অতএব পঞ্চভূত ব্যতিরেকে মূর্ত্তিও দৃষ্টিগোচর হয় তাহার

উত্তর স্বপ্নেতে যে সকল মূর্ত্তি দেখ স্বপ্নভঙ্গে তাহার নাশ আছে আর জাগ্রদবস্থায় যে সকল মূর্ত্তি দেখা যায় স্বপ্নে তাহারি অনুরূপ মাত্রের দৃষ্টি হয় যদি ভট্টাচার্য্য কহেন যে জাগ্রদবস্থায় শশারুর শৃঙ্গ কখন দেখা যায় না অথচ স্বপ্নে দেখিবার সম্ভাবনা আছে। ইহার উত্তর জাগ্রদবস্থায় বনেতে শশারু দৃষ্ট হয় এবং গরু প্রভৃতির মস্তকেতে শৃঙ্গ দেখা যায় এ[১৫]ই হেতু স্বপ্নেতে শশারু এবং শৃঙ্গ এই দুয়ের অনুরূপকে কখন২ একত্র দেখিবার সম্ভাবনা হয় এই নিমিত্তেই যে ব্যক্তি জন্মান্ধ হয় সে স্বপ্নেতে কদাপি কোনো বস্তু দেখিতে পায় না কিন্তু সে ব্যক্তি স্বপ্নে আঘ্রাণ স্পর্শ শ্রবণ আর স্বাদু গ্রহণ ইহাই কেবল করে এইরূপ অন্ধকারকেও জানিবে অর্থাৎ যেমন স্বপ্নেতে যে সকল মূর্ত্তি দেখা যায় স্বপ্নভঙ্গ হইলে তাহার নাশ হয় সেইরূপ অন্ধকারাদিতে যে নীলরূপে ভ্রমাত্মক জ্ঞান সে তেজের প্রকাশ হইলে নষ্ট হয় অন্ধকারের চাক্ষষ হয় এমৎ স্বীকার করিলে চক্ষু মুদ্রিত সময়ে কদাপি তাহার উপলব্ধি হইতো না যেহেতু রূপগ্রহণ চক্ষু ব্যতিরিক্ত অন্যের কার্য্য নহে অতএব নীলরূপে অন্ধকারের উপলব্ধি শুদ্ধ ভ্রম মাত্র কিন্তু তাহার নাশ তেজের প্রকাশে হয় এইরূপ মনের কল্পিত মূর্ত্তি সকলকেও জানিবে অর্থাৎ পূজাকালে কি দ্বিভুজ কি শতভুজ কি সহস্রভুজ যে মূর্ত্তিকে মনে রচিয়া ধ্যান করা যাইবেক অপর কোনো বস্তুর সহিত মনের সংযোগ হইবামাত্র সেই দ্বিভুজ শতভুজ সহস্রভুজ তৎক্ষণাৎ মন হইতে লুপ্ত হয়েন পুনরায় সেই মূর্ত্তিকে মনের দ্বারা গড়িবার আবশ্যক হয় [১৬] এবং ইহাও জানিবে যে মনেতে যাহা রচনা করা যায় সেও স্বপ্নের ন্যায় লৌকিক প্রত্যক্ষের অনুরূপ হয় অর্থাৎ লোকেতে যাহার প্রত্যক্ষ না থাকে তাহার রচনা কি স্বপ্নেতে কি জাগ্রদবস্থাতে কদাপি মনেতে করা যায় না আর যখন মূর্ত্তি স্বীকার কি ধ্যানে কি প্রত্যক্ষে করিবে সে যদি অত্যন্ত বৃহদাকার হয় তথাপি আকাশেরো মধ্যগত হইয়া পরিমিত এবং আকাশের ব্যাপ্য অবশ্য হইবেক আর ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী হয়েন কোনো মতে পরিমিত এবং কাহারো ব্যাপ্য নহেন ভট্টাচার্য্য যদি কহেন ব্রহ্ম বস্তুত অমূর্ত্তি বটেন কিন্তু তাঁহার সর্ব্বশক্তি আছে অতএব তেঁহ আপনাকে সমূর্ত্তি করিতে পারেন ইহার উত্তর এই জগতের সৃষ্ট্যাদি বিষয়ে ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্ বটেন কিন্তু তাঁহার আপনার স্বরূপের নাশ করিবার শক্তি নাই যেহেতু আপনার নাশ করিবার শক্তি তাঁহার আছে এমৎ স্বীকার করিলে জগতের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মের নাশ হওনের সম্ভাবনাও সুতরাং স্বীকার করিতে হইবেক আর ব্রহ্ম হইতে কিম্বা অপর হইতে যাহার স্বরূপের নাশের

সম্ভাবনা হয় সে ব্রহ্ম নহে অতএব জগতের বিষয়ে ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তি[১৭]মান্ হয়েন আপনার স্বরূপের নাশে শক্তিমান্ নহেন এই নিমিত্তেই স্বভাবত অমূর্ত্তি ব্রহ্ম কদাপি সমূর্ত্তি হইতে পারে না যেহেতু সমূর্ত্তি হইলে তাঁহার স্বরূপের বিপর্য্যয় অর্থাৎ পরিমাণ এবং আকাশাদির ব্যাপ্যত্ব ইত্যাদি ঈশ্বরের বিরুদ্ধ ধর্ম্মসকল তাঁহাতে উপস্থিত হইবেক। যদি ভট্টাচার্য্য বলেন যে ব্রহ্ম সমূর্ত্তি যদি হইতে না পারেন তবে জগদাকারে কিরূপে তেঁহ দৃশ্যমান হইতেছেন। ইহার উত্তর বেদান্তশাস্ত্রেই আছে যে যাবৎ নামরূপময় মিথ্যা জগৎ সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া সত্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে যেমন মিথ্যা সর্প সত্য রজ্জুকে অবলম্বন করিয়া সত্যরূপে প্রকাশ পায় বস্তুত সে রজ্জুই সর্প হয় এমৎ নহে সেইরূপ সত্যস্বরূপ যে ব্রহ্ম তেহোঁ মিথ্যারূপ জগৎ বাস্তবিক না হয়েন এই হেতু বেদান্তে পুনঃ২ কহেন যে ব্রহ্ম বিবর্ত্তে অর্থাৎ আপন স্বরূপের ধ্বংস না করিয়া প্রপঞ্চস্বরূপ দেবাদি স্থাবর পর্য্যন্ত জগদাকারে আত্মমায়া দ্বারা প্রকাশ পায়েন। কিরূপে পণ্ডিতেরা লৌকিক কিঞ্চিৎ লাভের নিমিত্তে ব্রহ্মস্বরূপে আঘাত করিতে উদ্যত হয়েন অর্থাৎ তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন বিনাশযোগ্য [১৮] মূর্ত্তিমান্ কহিতে সাহস করেন। ইহা হইতে আশ্চর্য্য আর অন্য কি আছে যে ইন্দ্রিয় হইতে পর যে মন এবং মন হইতে পর যে বুদ্ধি বুদ্ধি হইতে পর যে পরমাত্মা তাঁহাকে বুদ্ধির অধীন যে মন সেই মনের অধীন যে পঞ্চেন্দ্রিয় তাহার মধ্যে এক ইন্দ্রিয় যে চক্ষু সেই চক্ষুর গোচরযোগ্য করিয়া কহেন। ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্ব্বুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ॥ ইত্যাদি বচন প্রসিদ্ধ আছে॥ অতএব পূর্ব্বলিখিত শ্রুতিসকলের প্রমাণে এবং বেদান্তসূত্রের প্রমাণে এবং প্রত্যক্ষসিদ্ধ যুক্তিতে এবং প্রত্যক্ষমূলক শ্রুতিসম্মত অনুমানেতে যাহা সিদ্ধ তাহার অন্যথা কহিলে যে ব্যক্তির বেদে শ্রদ্ধা আছে এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ও আছে এবং প্রত্যক্ষ বস্তুর দর্শনাধীন যে ব্যক্তির অনুমান করিবার ক্ষমতাও আছে সে কেন গ্রাহ্য করিবেক॥ বেদান্তচন্দ্রিকার উনত্রিশ পৃষ্ঠেতে এবং অন্য২ স্থলে ভট্টাচার্য্য কহেন যে সগুণব্রহ্মের উপাসনা মূর্ত্তিতেই কর্ত্তব্য। এ সর্ব্বথা বেদান্তবিরুদ্ধ এবং যুক্তিবিরুদ্ধ হয় যেহেতু বস্তুকে সগুণ করিয়া মানিলে সাকার করিয়া অবশ্যই মানিতে হয় এমত নহে যেমন আ[১৯]কাশকে শব্দগুণবিশিষ্ট কহি অথচ আকারবিশিষ্ট কহি না যেমন কালের নিয়মকর্ত্তৃত্ব গুণ মানি অথচ কালের আকার মানি না এই জীবাত্মার ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ স্বীকার করা যায় অথচ আকারের স্বীকার কেহ

করেন না সেইরূপ পরব্রহ্ম বিশেষরহিত অনির্ব্বচনীয় হয়েন অর্থাৎ বাঙ্‌ময় শাস্ত্রে এবং যুক্তিতে তাঁহার স্বরূপ জানা যায় না কিন্তু ভ্রমাত্মক জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের নিয়ম দেখিয়া ব্রহ্মকে স্রষ্টা পাতা সংহর্ত্তা ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা বেদে কহেন। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্‌বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্মেতি। যাঁহা হইতে এই সকল বিশ্ব জন্মিতেছে আর জন্মিয়া যাঁহার আশ্রয়ে স্থিতি করে মৃত্যুর পরে ঐ সকল বিশ্ব যাঁহাতে লীন হয় তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর তেঁহই ব্রহ্ম হয়েন। ভগবান্‌ বেদব্যাসও এইরূপ বেদান্তের দ্বিতীয় সূত্রে তটস্থলক্ষণে ব্রহ্মকে বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়-কর্ত্তৃত্ব গুণের দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন কিন্তু তটস্থ লক্ষণে ব্রহ্মকে সগুণ কহিবাতে সাকার কহা হয় এমৎ নহে বস্তুত অন্য২ সূত্রে এবং নানা শ্রুতিতে [২০] তাঁহার সগুণরূপে বর্ণনের অপবাদকে দূর করিয়াছেন যে ব্রহ্মের কোনো প্রকারে দ্বিতীয় নাই কোনো বিশেষণের দ্বারা তাঁহার স্বরূপ কহা যায় না তবে যে তাঁহাকে স্রষ্টা পাতা সংহর্ত্তা ইত্যাদি গুণের দ্বারা কহা যায় সে কেবল প্রথমাধিকারীর বোধের নিমিত্ত। শ্রুতি যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। মনের সহিত বাক্য যাঁহার স্বরূপকে না জানিয়া নিবর্ত্ত হয়েন। বেদান্তের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ১৭ সূত্র। দর্শয়তি চাথো হ্যপি চ স্মর্য্যতে। ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ হয়েন ইহা অথ অবধি করিয়া বেদে দেখাইতেছেন স্মৃতিও এইরূপ কহেন অতএব বেদান্তমতে ব্রহ্ম সর্ব্বদা নির্ব্বিশেষ দ্বিতীয়শূন্য হয়েন এইরূপ জ্ঞানমাত্র মুক্তির কারণ হয়।

বেদান্তচন্দ্রিকার ৪৬ পৃষ্ঠে এবং অন্য২ স্থানে ভট্টাচার্য্য যাহা লিখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্মোপাসনা সাক্ষাৎ হইতে পারে না যেহেতু উপাসনা ভ্রমাত্মক জ্ঞান হয় অতএব সাকার দেবতারি উপাসনা হইতে পারে যেহেতু সে ভ্রমাত্মক জ্ঞান। উত্তর দেবতার উপাসনাকে যে ভ্রমাত্মক কহিয়াছেন তাহাতে আমাদের হানি নাই কিন্তু উপাসনা মাত্রকে [২১] ভ্রমাত্মক কহিয়া ব্রহ্মোপাসনা হইতে জীবকে বহির্ম্মুখ করিবার চেষ্টা করেন ইহাতে আমাদের আর অনেকের সুতরাং হানি আছে যেহেতু ব্রহ্মবিষয় উপাসনাই মুখ্য হয় তদ্ভিন্ন মুক্তির কোনো উপায় নাই। আদৌ জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের দ্বারা পরমাত্মার সত্তাতে নিশ্চয় করিয়া আত্মাই সত্য হয়েন নামরূপময় জগৎ মিথ্যা হয় ইহার অনুকূল শাস্ত্রের শ্রবণ মননের দ্বারা বহু কালে বহু যত্নে আত্মার সাক্ষাৎকার কর্ত্তব্য হয় এই মত বেদান্তসিদ্ধ যথার্থজ্ঞানরূপ আত্মোপাসনা তাহা না করাতে প্রত্যবায় অনেক লিখিয়াছেন। শ্রুতি অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে

প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই মন্ত্রের ভাষ্যে লিখেন যে আত্মা অপেক্ষা করিয়া দেবাদি সকল অসুর হয়েন তাঁহাদের দেহকে অসূর্য্যলোক অর্থাৎ অসুরদেহ কহি সেই দেবতা অবধি স্থাবর পর্য্যন্ত দেহসকল অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আবৃত আছে ঐ সকল দেহকে আত্মজ্ঞানরহিত ব্যক্তিসকল সৎকর্ম্ম অসৎকর্ম্মানুসারে এই শরীরকে ত্যাগ করিয়া প্রাপ্ত হয়ে[২২]ন। ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ। এই মনুষ্যশরীরে পূর্ব্বোক্তপ্রকারে যদি ব্রহ্মকে না জানে তবে তাহার অত্যন্ত ঐহিক পারত্রিক দুর্গতি হয়। এবং আত্মোপাসনার ভূরি বিধি শ্রুতি ও স্মৃতিতে আছে। শ্রুতি। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ। আত্মৈবোপাসীত॥ ৪ অধ্যায় ১ পাদ ১ সূত্র। আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ। ইত্যাদি বেদান্তসূত্রে আত্মার শ্রবণ মননে পুনঃ২ বিধি দেখিতেছি। এই সকল বিধির উল্লঙ্ঘন করিলে এবং লৌকিক লাভার্থী হইয়া এ সকল বিধির অন্যথা প্রেরণ লোককে করিলেও পাপভাগী হইতে হয় ইহাই কোন ভট্টাচার্য্য না জানেন। কিন্তু ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার অনুচরেরা যাহাকে উপাসনা কহেন সেরূপ উপাসনা সুতরাং পরমাত্মার হইতে পারে না অর্থাৎ উপাসনা কখন মনেতে কখন হস্তেতে উপাস্যকে নির্ম্মাণ করিয়া সেই উপাস্যের ভোজন শয়নাদির উদ্‌যোগ এবং তাহার জন্মাদিতিথিতে ও বিবাহ-দিবসে উৎসব করা এবং তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি কল্পনা করিয়া সম্মুখে নৃত্য করান সুতরাং এরূপ উপাসনা পরমাত্মার সম্ভব হয় না॥ ভট্টাচার্য্য বেদান্তচন্দ্রি[২৩]কার ১২ পৃষ্ঠ অবধি শেষ পর্য্যন্ত কোথায় স্পষ্ট কোথায় অস্পষ্টরূপে প্রায় এই লিখিয়াছেন যে বর্ণাশ্রমের ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্রহ্মজ্ঞান সাধনের সময়ে এবং ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপত্তির পরেও সর্ব্বথা কর্ত্তব্য কিন্তু আমরা বর্ণাশ্রমের নিষিদ্ধাচরণ সর্ব্বদা করিতেছি এবং অন্যকেও বিধি দিতেছি এরূপ ভট্টাচার্য্যের লেখাতে অনুভব হয় যে আমাদের ভাষা ও সংস্কৃত কোনো পুস্তক মনোযোগপূর্ব্বক ভট্টাচার্য্য দেখেন নাই অথবা দেখিয়াও দ্বেষপ্রযুক্ত নিন্দা করিবার এবং নিন্দা করাইবার উৎসাহে এরূপ লিখিয়াছেন অন্যথা বেদান্তের ভাষাবিবরণে স্থানে২ এবং বিশেষরূপে ১৩৭।১৩৮। পৃষ্ঠে আমরা লিখি যে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পূর্ব্বে সর্ব্বথা কর্ত্তব্য এবং জ্ঞানোৎপত্তির পরেও উচিত হয় এবং বেদান্তসারের ১৭ পৃষ্ঠের ১৮ পংক্তিতে লিখি যে চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত সকল কর্ম্মের অপেক্ষা রাখে তবে ভট্টাচার্য্য কিরূপে লিখেন যে আমরা বর্ণাশ্রমাচারের অনুষ্ঠানকে ত্যাগ করাইতে প্রবর্ত্ত হইয়াছি এবং ত্যাগ করিয়াছি। শাস্ত্রবিহিত বর্ণাশ্রমাচারের

কি পর্য্যন্ত অনুশীলন আমরা করি আর কি পর্য্যন্ত উল্লঙ্ঘন করি আর ভট্টা[২৪]চার্য্য কি পর্য্যন্ত অনুশীলন করেন ও কি পর্য্যন্ত না করেন এ বিবেচনা দলাদল প্রকরণে শোভা পায় শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গে ইহার বিষয় কি কিন্তু শাস্ত্রীয় বিচারে কেবল পরস্পর লিখিতের এবং কথিতের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য হয়। যদ্যপিও জ্ঞান সাধনের সময় বর্ণাশ্রমাচার কর্ত্তব্য হয় কিন্তু এ স্থলে আমাদিগে বিশেষ করিয়া লিখা আবশ্যক যে বর্ণাশ্রমাচার ব্যতিরেকেও ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন হয়। অন্তরা চাপি তদ্দৃষ্টেঃ। বেদান্তের ৩ অধ্যায়ে ৪ পাদে ৩৬ সূত্রের ভাষ্যে ভগবান্ পূজ্যপাদ প্রথমত আশঙ্কা করেন যে তবে কি বর্ণাশ্রমাচারের অনুষ্ঠান বিনা ব্রহ্মজ্ঞান সাধন হয় না পরে এই সূত্রের ব্যাখ্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাচার বিনাও ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন হয় রৈক্য প্রভৃতি বর্ণাশ্রমাচারের অনুষ্ঠান না করিয়াও ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৩ অধ্যায় ৪ পাদ ৯ সূত্র। তুল্যন্তু দর্শনং। যেমন কোনো২ জ্ঞানী কর্ম্ম এবং জ্ঞান উভয়ের অনুষ্ঠান করিয়াছেন সেইরূপ কোনো২ জ্ঞানী কর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক জ্ঞানের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তবে বেদান্তে ৩ অধ্যায়ে ৪ পাদে ৩১ সূত্রে বর্ণাশ্রমধর্ম্মত্যাগী [২৫] যে সাধক তাহা হইতে বর্ণাশ্রমবিশিষ্ট যে সাধক তাহাকে শ্রেষ্ঠ করিয়া কহিয়াছেন ॥ * ॥ * ॥ ইতি আদ্যখণ্ডং ॥ * ॥ * ॥

এখন ভট্টাচার্য্য বেদান্তচন্দ্রিকাতে যে সকল যোগ্যাযোগ্য প্রশ্ন লিখিয়াছেন তাহার উত্তর একপ্রকার দেয়া যাইতেছে। ১৭ পৃষ্ঠের ১৪ পংক্তিতে ভট্টাচার্য্য প্রশ্ন করেন "যদি বল আমি তাদৃশ বটি তবে তুমি যারদিগ্যে স্বীয় আচরণ করণে প্রবর্ত্তাইতেছ তাহারাও সকলে কি বামদেব কপিলাদির প্রায় মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান্ হইয়াছে" ইহার উত্তর পূর্ব্ব২ যোগীদের তুল্য হওয়া আমাদিগের দূরে থাকুক ভট্টাচার্য্য যেরূপ সৎকর্ম্মান্বিত তাহাও আমরা নহি কেবল ব্রহ্মজিজ্ঞাসু তাহাতে যেরূপ কর্ত্তব্য শাস্ত্রে লিখিয়াছেন তাহার অনুষ্ঠানেও অপটু আছি ইহা আমরা ঈশোপনিষদের ভূমিকাতে ১৭ পৃষ্ঠের ২ পংক্তি অবধি অঙ্গীকার করিয়াছি অতএব অঙ্গীকার করিলে পরেও ভট্টাচার্য্য যে এরূপ শ্লেষ করেন সে ভট্টাচার্য্যের মহত্ত্ব আর আমরা অন্যকে বিরুদ্ধ আচরণে প্রবর্ত্ত করাইতেছি ইহা যে ভট্টাচার্য্য কহেন সেও ভট্টাচার্য্যের সাধুতা। এ প্রমাণ বটে যে বে[২৬]দান্তের ও ঈশাদি উপনিষদের বিবরণ সংক্ষেপে সাধ্যানুসারে আমরা করিয়াছি যাঁহার দেখিবার ইচ্ছা থাকে তেঁহ দেখেন আর যাঁহার শাস্ত্রে শ্রদ্ধা আছে তেঁহ শ্রদ্ধা করেন আর যাঁহারা সুবোধ হয়েন তাঁহারা

ঈশ্বরের উপাসনা আর কেবল খেলা এ দুয়ের প্রভেদ অবশ্যই করিয়া লয়েন আর ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র ঐ সকলের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইয়াছে কি না এ প্রশ্ন করা ভট্টাচার্য্যকেই সম্ভব হয় যেহেতু ভট্টাচার্য্যেরা মন্ত্রবলে কাষ্ঠ পাষাণ মৃত্তিকাদিকে সজীব করিতেছেন অতএব মনুষ্যের বালককে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান্ করা তাঁহাদের কোন আশ্চর্য্য কিন্তু আমরা সাধারণ মনুষ্য আমাদিগে এ প্রশ্ন আশ্চর্য্য জ্ঞান হয়।

বেদান্তচন্দ্রিকার ২৪ পৃষ্ঠে ৭ পংক্তি অবধি করিয়া লিখেন "তবে ঈশ্বরাদি শরীরের উদ্বোধক প্রতিমাদিতে তদুদ্দেশে শাস্ত্রবিহিত পূজাদি ব্যাপ্যার লৌকিক প্লীহাছেদন বাণ মারণাদির ন্যায় কেন না হয় আত্মবৎ সেবা ইহা কি শুনো না যেমন গারুড়ী মন্ত্রশক্তিতে একের উদ্দেশে অন্যত্র ক্রিয়া করাতে উদ্দেশ্যফলভাগী হয় তেমন কি বৈদিক মন্ত্রশক্তি[২৭]তে হয় না" উত্তর। এই যে দুই উদাহরণ ভট্টাচার্য্য দিয়াছেন যে বাণ মারিলে প্লীহাছেদন হয় আর সর্পাদিমন্ত্র অন্যোদ্দেশে পড়িলে অন্য ব্যক্তি ভালো হয় ইহাতে যে সকল মনুষ্যের নিশ্চয় আছে তাঁহারাই সুতরাং ভট্টাচার্য্যের বাক্যে বিশ্বাস করিবেন আর তাঁহাদেরি চিত্তস্থিরের নিমিত্তে শাস্ত্রে নানাপ্রকার কাল্পনিক উপাসনা লিখিয়াছেন কিন্তু যাঁহাদের জ্ঞান আছে তাঁহারা এই দুই উদাহরণেতে ভট্টাচার্য্যের সত্য মিথ্যা সকল জানিতেছেন আর এই সকল প্রপঞ্চ হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত উপাধিবিশিষ্টের উপাসনা না করিয়া পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়াছেন।

২৬ পৃষ্ঠের ১৪ পংক্তি অবধি করিয়া লিখেন "যদি কহ শরীরের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন শাস্ত্রে করিয়াছেন তবে আমি জিজ্ঞাসি সে কি কেবল দেববিগ্রহের হয় তোমারদের বিগ্রহের নয় যদি বল আমারদের বিগ্রহেরো বটে তবে আগে শরীরকে মিথ্যা করিয়া জান মনে হইতে তাহাকে দূর কর ও তদনুরূপ ক্রিয়াতে অন্যের প্রামাণ্য জন্মাও পরে দেবতাবিগ্রহকে মিথ্যা বলিও তদনুরূপ কর্ম্মও করিও" [২৮] ইহার উত্তর ভট্টাচার্য্যের এ অনুমতির পূর্ব্বেই আমরা আপনাদের শরীরকে ও দেবতাদের শরীরকে মিথ্যারূপে তুল্য জানিয়া সেই জ্ঞানের দৃঢ়তার নিমিত্তে যত্ন আরম্ভ করিয়াছি অতএব আমাদের প্রতি ভট্টাচার্য্যের এ প্রেরণার প্রয়োজন নাই কিন্তু ভট্টাচার্য্যের উচিত আপন প্রিয়পাত্র শিষ্টসন্তানের প্রতি এ প্রেরণা করেন যে তাঁহারা আপনার শরীরকে এবং দেবশরীরকে মিথ্যা যেন জানেন এবং তদনুরূপ কর্ম্ম করেন।

কিন্তু ভট্টাচার্য্য প্রথমে আপন শরীরকে পশ্চাৎ দেবশরীরকে মিথ্যা করিয়া ক্রমে জানিবার বিধি যে দিয়াছেন সে ক্রম সর্ব্বপ্রকারে অযুক্ত হয় যেহেতু আপনার শরীরকে মিথ্যা করিয়া জানিবার যে কারণ হয় দেবশরীরকে মিথ্যা করিয়া জানিবারো সেই কারণ অর্থাৎ নামরূপসকলকে মায়াকার্য্য করিয়া জানিলেই কি আপন শরীরের কি দেবাদিশরীরের মিথ্যা করিয়া জ্ঞান এককালেই হয় অতএব আপন শরীরে আর দেবশরীরে মিথ্যা জ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বাপরের সম্ভাবনা নাই। আর আপনার তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছে ইহার প্রামাণ্য অন্যকে জন্মাইবার বিষয়ে [২৯] যাহা ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন তাহা যাহাদের প্রতারণা-পূর্ব্বক শিষ্যাদি করিবার ইচ্ছা থাকে তাহাদিগ্যেই শোভা পায়॥ ২৬ পৃষ্ঠের ১২ পংক্তিতে লিখেন "যে শাস্ত্রজ্ঞানে ঈশ্বরকে মান সেই শাস্ত্রজ্ঞানে দেবতাদিগ্যে কেন না মান" ইত্যাদি। উত্তর। বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এব চ। কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ॥ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদিদেবতা ভূতজাতয়ঃ। সর্ব্বে নাশং প্রযাস্যন্তি তস্মাৎ শ্রেয়ঃ সমাচরেৎ ইত্যাদি ভূরি প্রমাণের দ্বারা দেবতাদের শরীরকে আমরা মানিয়াছি এবং ঐ সকল প্রমাণের দ্বারাতেই তাহার জন্যত্ব ও নশ্বরত্ব মানিয়াছি ইহার বিস্তার ঈশোপনিষদের ভূমিকার ৬ পৃষ্ঠে বর্ত্তমান আছে তাহা দেখিয়াও ভট্টাচার্য্য প্রশ্ন করেন যে দেবতাদের বিগ্রহ কেন না মান ইহার কারণ বুঝিতে পারিলাম না॥ বেদান্তচন্দ্রিকার ২৭ পৃষ্ঠের ৪ পংক্তিতে লিখেন "ইহাতে অর্থাৎ শাস্ত্রদৃষ্ট দেববিগ্রহস্মারক মৃৎপাষাণাদি প্রতিমাতে মনোযোগ করিয়া শাস্ত্রবিহিত তৎপূজাদি কেন না কর ইহা আমারদেরও বোধগম্য হয় না" ইহার উত্তর। কাষ্ঠলোষ্ট্রেষু মূর্খানাং। অর্চ্চা[৩০]য়াং দেবচক্ষুষাং। প্রতিমাস্বল্পবুদ্ধীনাং ইত্যাদি ঈশোপনিষদের ভূমিকাতে লিখিত প্রমাণের দ্বারা প্রতিমাদিতে দেবতার আরাধনা করা ইতর অধিকারীর নিমিত্তে শাস্ত্রে দেখিতেছি কিন্তু ভট্টাচার্য্য এবং তাদৃশ লোকসকল আপন২ লাভের কারণ ঐ বিধিকে সর্ব্বসাধারণ প্রেরণ করেন তথাপি ব্রহ্মজিজ্ঞাসা যাঁহাদের হইয়াছে তাঁহাদের প্রতিমাদির দ্বারা অথবা মানস দ্বারা দেবতার আরাধনা করিতে স্পৃহা এবং আবশ্যকতা থাকে না শ্রুতি। যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেব স দেবানাং। যে আত্মা ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসনা করে আর কহে যে এই দেবতা অন্য এবং আমি অন্য উপাস্য উপাসকরূপে হই সে অজ্ঞান দেবতাদের পশুমাত্র হয়। ৩ অধ্যায় ১ পাদ ৭ সূত্র। ভাক্তং বা অনাত্মবিত্ত্বাত্তথাহি দর্শয়তি। শ্রুতিতে যে জীবকে দেবতার অন্ন করিয়া

কহিয়াছেন সে ভাক্ত হয় অর্থাৎ সাক্ষাৎ অন্ন না হইয়া দেবতার ভোগের সামগ্রী সেই জীব হয় এই তাৎপর্য্য মাত্র যেহেতু যাহার আত্মজ্ঞান না হয় সে অন্নের ন্যায় তুষ্টি জন্মাইবার দ্বারা দেবতার ভোগে আইসে যেহেতু বেদে এই[৩১]রূপ দেখাইয়াছেন।

ভগবান্ মনু চতুর্থাধ্যায়ের ২২।২৩।২৪ শ্লোকে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থদের পরম্পরারীতি দেখাইয়াছেন যে তাঁহারা বাহ্যপঞ্চযজ্ঞস্থানে কেবল জ্ঞান সাধন ও জ্ঞানোপদেশ করিয়া থাকেন। ইহার বিশেষ ঈশোপনিষদের ভূমিকার ৯ পৃষ্ঠে পাইবেন ভট্টাচার্য্য বেদান্তচন্দ্রিকার ৫৪ পৃষ্ঠে ১৪ পংক্তিতে লিখেন যে "এই কারণে প্রাচীন যবনাদি শাস্ত্রেতেও প্রতিমাদি পূজা ও যাগাদি কর্ম্ম প্রসিদ্ধ আছে নব্যদের বুদ্ধিমত্তাধিক্যে ধিক্কৃত হইয়াছে"। উত্তর। ভট্টাচার্য্য আপনিই অঙ্গীকার করিতেছেন যে বুদ্ধিমত্তা হইলে প্রতিমাদি পূজা ধিক্কৃত হয় এই অঙ্গীকারের দ্বারা স্পষ্ট বুঝায় যে এদেশস্থ লোকের ভট্টাচার্য্যের অভিপ্রায়ে বুদ্ধিমত্তা নাই এই কারণ এ সকল কাল্পনিক উপাসনা ধিক্কৃত হয় নাই। শাস্ত্রেতেও পুনঃ২ লিখিতেছেন যে অজ্ঞানীর মনঃস্থিরের নিমিত্ত বাহ্য পূজাদি কল্পনা করা গিয়াছে এবং প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে ইতর লোককে যদি এরূপ উপদেশ করা যায় যে এ জগতের স্রষ্টা পাতা সংহর্ত্তা এক পরমেশ্বর আছেন তেঁহই সকলের নিয়ন্তা তাঁহা[৩২]র স্বরূপ আমরা জানি না তাঁহার আরাধনাতে সর্ব্বসিদ্ধি হয় তাঁহারি আরাধনা কর সেই ইতর ব্যক্তির এ উপদেশ বোধগম্য না হইয়া চিত্তের অস্থৈর্য্য হইবার সম্ভাবনা আছে আর যদি সেই ইতর ব্যক্তিকে এরূপ উপদেশ করা যায় যে যাঁহার হস্তীর ন্যায় মস্তক মনুষ্যের ন্যায় হস্তপাদাদি তেঁহো ঈশ্বর হয়েন সে ব্যক্তি এই উপদেশকে শীঘ্র বোধগম্য করিয়া ঈশ্বরোদ্দেশে সেই মূর্ত্তিতে চিত্তস্থির রাখিবেক এবং শাস্ত্রাদির অনুশীলন করিবেক তাহার দ্বারা পরে২ বুঝিবেক যে এ কেবল দুর্ব্বলাধিকারীর জন্যে অরূপবিশিষ্ট ঈশ্বরের রূপ কল্পনা করিয়াছেন অপরিমিত যে পরমাত্মা তেঁহো কি প্রকারে দৃষ্টির পরিমাণে আসিতে পারেন কোথায় বাক্য মনের অগোচর ব্রহ্ম আর কোথায় হস্তীর মস্তক এইরূপ মননাদির দ্বারা সেই ব্যক্তি ব্রহ্মতত্ত্বের জিজ্ঞাসু হইয়া কৃতকার্য্য হয়। কুলার্ণবে। স্থিরার্থং মনসঃ কেচিৎ স্থূলধ্যানং প্রকুর্ব্বতে। স্থূলেন নিশ্চলং চেতো ভবেৎ সূক্ষ্মেঽপি নিশ্চলং॥ কোনো ব্যক্তি মনস্থিরের নিমিত্ত স্থূলের অর্থাৎ মূর্ত্ত্যাদির ধ্যান করেন যেহেতু স্থূল ধ্যানের দ্বারা চিত্ত স্থির হইলে সূক্ষ্ম আত্মাতেও চিত্ত স্থির হইতে পারে কিন্তু [৩৩] যাঁহাদের বুদ্ধিমত্তা আছে আর

যাঁহারা জগতের নানাপ্রকার নিয়ম ও রচনা দেখিয়া নিয়মকর্ত্তাতে নিষ্ঠা রাখিবার সামর্থ্য রাখেন তাঁহাদের জন্যে হস্তিমস্তকের উপদেশ করা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নহে। কুলার্ণবে। করপাদোদরাস্যাদিরহিতং পরমেশ্বরি। সর্ব্বতেজোময়ং ধ্যায়েৎ সচ্চিদানন্দলক্ষণং॥ হস্ত পাদ উদর মুখ প্রভৃতি অঙ্গরহিত সর্ব্বতেজোময় সচ্চিদানন্দস্বরূপকে হে ভগবতি ধ্যান করিবেক।

২৭ পৃষ্ঠের ৭ পংক্তিতে ভট্টাচার্য্য লিখেন "যদি বল ফলাভাবপ্রযুক্ত দেবতাদের উপাসনা না করি তবে হে ফলার্থি জ্ঞানিমানি মিথ্যা কেন কহ যাহার যাহাতে উপযোগ না থাকে সে কি তাহাকে মিথ্যা কহে" উত্তর। প্রয়োজন ব্যতিরেকে কেহ কোন বিষয়ে প্রবর্ত্ত হয় না আত্মজ্ঞানসাধনেরো প্রয়োজন মুক্তি হয় এরূপ প্রয়োজনকে যদি ফল কহ তবে সকলেই ফলাকাঙ্ক্ষি হয় ইহাতে হানি কি আছে স্বর্গাদি ফলাকাঙ্ক্ষি হইয়া কর্ম্ম করা মোক্ষাকাঙ্ক্ষির অকর্ত্তব্য বটে। আর যাহার যাহাতে উপযোগ না থাকে সে তাহাকে কখন মিথ্যা কহে যেমন শশারুর শৃঙ্গ বস্তুত নাই এবং তাহাতে উপযোগও নাই অতএব মি[৩৪]থ্যা কহা যায় আর যাহার যাহাতে উপভোগ নাই সে তাহাকে কখন বৃথা কহিয়া থাকে যেমন নাসিকার রোম যাহাতে আমাদের কোনো প্রয়োজন নাই তাহাকে সুতরাং বৃথা কহা যায় এ স্থলেও সেইরূপ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইলে সোপাধি উপাসনা বৃথা জ্ঞান হয়॥ বেদান্তচন্দ্রিকার ২৭ পৃষ্ঠের ১০ পংক্তিতে ভট্টাচার্য্য প্রশ্ন করেন যে "ঘৃতাভোজীর কাছে ঘৃত কি মিথ্যা" উত্তর ঘৃতকে যে ভোজন না করে এবং মর্দ্দন ও ক্রয় বিক্রয়াদি না করে সে ব্যক্তির নিকট ঘৃত মিথ্যা নহে কিন্তু তাহার কোন প্রয়োজন ঘৃততে নাই এনিমিত্ত সে ঘৃতকে আপন বিষয়ে বৃথা জানিয়া থাকে।

ঐ পৃষ্ঠের ১১ পংক্তিতে ভট্টাচার্য্য প্রশ্ন করেন "তুমি বা একাক্ষ না হও কেন কাকের কি এক চক্ষুতে নির্ব্বাহ হয় না" এ প্রশ্নের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিতেছি না যাহা হউক ইহার উত্তরে ভট্টাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করি যে আপনি রাজসংক্রান্ত কর্ম্মত্যাগ কেন না করেন যাঁহাদের রাজসংক্রান্ত কর্ম্ম নাই তাঁহাদের কি দিনপাত হয় না এ প্রশ্নের উত্তরে ভট্টাচার্য্য যাহা কহিবেন তাহা আমাদের উত্তর হইবেক অর্থাৎ [৩৫] যদি ভট্টাচার্য্য ইহার উত্তরে কহেন যে রাজসংক্রান্ত কর্ম্মে আমাদের উপকার আছে আমি কেন ত্যাগ করিব তবে আমরাও কহিব যে দুই চক্ষে অধিক উপকার আছে অতএব সর্ব্বথা রক্ষণীয়।

২৭ পৃষ্ঠের ১২ পংক্তিতে লিখেন "যদি বল আমরা দেবতাত্মাই মানি না তাহার বিগ্রহ ও তৎস্মারক প্রতিমার কথা কি শিরো নাস্তি শিরোব্যথা ভালো পরমাত্মা তো মান তবে তাহারি শাস্ত্রদৃষ্টি নানাবিধ মূর্ত্তি প্রতিমাতে মনোযোগ করিয়া তদুচিত ব্যাপার কর" উত্তর আমরা পরমাত্মা মানি কিন্তু তাঁহার মূর্ত্তি শাস্ত্রত এবং যুক্তিত অপ্রসিদ্ধ হয় ইহার বিবরণ ১১ পৃষ্ঠে ১৯ পংক্তি অবধি ১৮ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত লিখিয়াছি ভট্টাচার্য্য তাহাই যেন অবলোকন করেন অতএব পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই।

বেদান্তচন্দ্রিকার ২৭ পৃষ্ঠের ১৭ পংক্তিতে লিখেন "স্বাত্মার প্রকৃত্যাদি চতুর্বিংশতিতত্ত্ব সর্ব্বানুভবসিদ্ধ যদি মান তবে পরমাত্মারো তাহা অনুমানে মান আত্মার ও পরমাত্মার রাজামহারাজার ন্যায় ব্যাপ্যব্যাপকত্ব ঐশ্বর্য্যানৈশ্বর্য্যকৃত বিশেষ ব্যতিরেকে স্বরূপগত বিশেষ কি" উত্তর ভট্টাচার্য্য আত্মাকে [৩৬] ব্যাপ্য ও অনীশ্বর এবং পরমাত্মাকে ব্যাপক ও ঈশ্বর কহিয়া পুনরায় কহিতেছেন যে এ দুয়ের স্বরূপগত কি বিশেষ। ঈশ্বর আর ব্যাপক হওয়া এবং অনীশ্বর আর ব্যাপ্য হওয়া ইহা হইতে অধিক কি বিশেষ আছে যে ভট্টাচার্য্য, অনীশ্বরের দেহ সম্বন্ধের দ্বারা পরিচ্ছিন্নত্ব দেখিয়া ঈশ্বরের দেহ আর পরিচ্ছিন্নত্ব কল্লেন আমরা ভয় পাইতেছি যে জীবের দেহসম্বন্ধ দেখিয়া পরমাত্মার দেহসম্বন্ধ ভট্টাচার্য্য অঙ্গীকার করিয়াছেন ইহার পরে জীবের সুখদুঃখাদি ভোগ ও স্বর্গনরকাদি প্রাপ্তির শাস্ত্র দেখিয়া পরমাত্মারো সুখদুঃখাদি ভোগ বা ভট্টাচার্য্য স্বীকার করেন।

২৮ পৃষ্ঠের ১ পংক্তি অবধি লিখেন "যদি বল আমরা পরমাত্মার তাহা মানিলে তোমাদের দেবাত্মার কি আইসে ইহাতে আমরা এই বলি তবে আমাদের দেবতাদিগ্যেকেও তোমরা মানিলে যেহেতু পরমাত্মার যে প্রকৃত্যাদি তাহাকেই আমরা স্ত্রীপুংলিঙ্গভেদে দেবী দেবাত্মা নামে কহি তোমরা ঈশ্বরীয় প্রকৃত্যাদিরূপে কহ এই কেবল জলপানি ইত্যাদিবৎ" উত্তর যদি ভট্টাচার্য্য পরমাত্মার প্র[৩৭]কৃত্যাদিকে দেবী দেবাত্মা নামে স্বীকার করেন তাহাতে কাহারো আপত্তি নাই যেহেতু ঈশ্বরীয় মায়া কোথায় দেবীরূপে কোথায় দেবরূপে কোথায় জল স্থলরূপে সদ্রূপ পরমাত্মাতে অধ্যস্ত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে আর ঐ ভ্রমাত্মক দেবী দেব জল স্থলাদির প্রতীতি যথার্থজ্ঞান হইলেই নাশকে পায়। ২৮ পৃষ্ঠের ১২ পংক্তিতে লিখেন "যদি বল আমরা মাংসপিণ্ড মাত্র মানি মৃৎপাষাণাদিনির্ম্মিত কৃত্রিম পিণ্ড মানি না" উত্তর এ আশঙ্কা ভট্টাচার্য্য কি নিদর্শনে করিতেছেন অনুভব হয় না যেহেতু আমরা মাংসপিণ্ড ও মৃত্তিকা-

পাষাণাদিনির্ম্মিত পিণ্ড এ দুইকেই মানি কিন্তু এ দুইয়ের কাহাকেও স্বতন্ত্র ঈশ্বর কহি না পরমাত্মার সত্তার আরোপের দ্বারা সত্যের ন্যায় প্রতীত হইয়া লৌকিক ব্যবহারে ঐ দুয়ের প্রথম যে মাংসপিণ্ড সে পশ্বাদির ভোজনে আইসে আর দ্বিতীয় অর্থাৎ মৃত্তিকাপাষাণাদিপিণ্ড খেলা আর অন্য২ আমোদের কারণ হয়।

ঐ স্থানে ভট্টাচার্য্য পুনরায় আশঙ্কা করেন "যদি বল আমরা সচেতন পিণ্ডই মানি অচেতন পিণ্ড মানি না" উত্তর উপাধি অবস্থাতে সচেতন এবং অচেতন [৩৮] উভয় বস্তুরি পৃথক্২ রূপে প্রতীতি হয় আর যে বস্তু যদর্থে নিয়মিত হইয়াছে তাহাকে তদনুরূপে ব্যবহার করা যায় যেমন ঐ সচেতনের মধ্যে গুরু প্রভৃতিকে মান্য করিতে হয় ও ভৃত্যাদির দ্বারা গৃহকর্ম্ম লওয়া যায় আর অচেতন পিণ্ডের মধ্যে যেমন ইষ্টকাদি তাহার দ্বারা গৃহাদি নির্ম্মাণ করা যায় এবং পাষাণাদিতে পুত্তলিকাদি নির্ম্মিত হয় কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে অনেক সচেতন পিণ্ড অচেতন পিণ্ডকে সচেতন অভিপ্রায় করিয়া আহার শয্যা সুগন্ধি দ্রব্য এবং বিবাহাদি দেন।

২৮ পৃষ্ঠের বিংশতি পংক্তিতে লিখেন "যদি বল আমরা যাহার কখন করচরণাদিচেষ্টা দেখিতেছি তাহাই মানি তদ্ভিন্ন পিণ্ড মানি না তবে মীমাংসক-মতসিদ্ধ অচেতন মন্ত্রময় দেবাত্মাই না মান বেদান্তমতসিদ্ধ অস্মদাদিবৎ সচেতন বিগ্রহবিশিষ্ট দেবতা কেন না মান" উত্তর বেদান্তমতে দেবতাদের শরীর প্রসিদ্ধ আছে এবং সূর্য্যাদি দেবতাদের বিগ্রহ প্রত্যক্ষ হয় সুতরাং আমরাও ঐ দেবতাদের বিগ্রহ স্বীকার করি কিন্তু ঐ বেদান্তনিদর্শনে ঐ বিগ্রহকে অস্মদাদির দেহবৎ মায়িক ও নশ্বর করিয়া [৩৯] জানি এবং যেমন আমাদের প্রতি ব্রহ্মজ্ঞান সাধনের অধিকার আছে সেইরূপ দেবতাদের প্রতিও অধিকার আছে। তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ। ১ অধ্যায় ৩ পাদ ২৬ সূত্র। মনুষ্যের উপর এবং দেবতাদের উপর ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার আছে বাদরায়ণ কহিতেছেন যেহেতু বৈরাগ্যের এবং মোক্ষাকাঙ্ক্ষার সম্ভাবনা যেমন মনুষ্যে আছে সেইরূপ সম্ভাবনা দেবতাতেও হয়॥ এবং তাবৎ দেবতার সমাধি করা ভারতাদি গ্রন্থে প্রসিদ্ধ আছে।

২৯ পৃষ্ঠের ১৪ পংক্তিতে লিখেন "যদি বল আমরা তাদৃশ মনুষ্যাদি শরীরকে চক্ষে দেখিতে পাই তাহাই মানি বেদান্তমতসিদ্ধ দেবশরীর চক্ষে দেখিতে পাই না অতএব মানি না তৎপ্রতিমার প্রশক্তিই কি" উত্তর পূর্ব্বপ্রশ্নের উত্তরেতেই ইহার উত্তর দেয়া গিয়াছে যে বেদান্তমতসিদ্ধ দেবশরীরকে এবং সেই শরীরের মায়িকত্ব নশ্বরত্ব আমরা মানিয়া থাকি।

৩০ পৃষ্ঠের ২ পংক্তিতে লিখেন "যদি বল আমি তাহা অর্থাৎ নাস্তিক নহি কিন্তু অবৈদিকেরা এইরূপ কহিয়া থাকে আমিও তদ্দৃষ্টিক্রমে কহি" ইত্যাদি উত্তর। আশ্চর্য্য এই যে ঐহিক লাভের নিমিত্ত ভট্টা[৪০]চার্য্য সর্ব্বশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ আত্মোপাসনা ত্যাগ করিয়া এবং করাইয়া গৌণ সাধন যে প্রতিমাদির পূজা তাহার প্রেরণা করিয়া আপনার বৈদিকত্ব-অভিমান রাখেন আর আমরা সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত পরব্রহ্মোপাসনাতে প্রবর্ত্ত হইয়া ভট্টাচার্য্যের বিবেচনায় অবৈদিক ও নাস্তিক হই সুবোধ লোক এ দুএরি বিবেচনা করিবেন॥ ঐ ৩০ পৃষ্ঠে ১৬ পংক্তিতে লিখেন যে "অন্য ধনব্যয় আয়াসসাধ্য প্রতিমাপূজা দর্শন জন্য মর্ম্মান্তিক ব্যথা নিবৃত্তি করিও সংপ্রতি কোন এক দিক্ আশ্রয় না করিয়া আন্দোলায়মান হও" উত্তর যে ব্যক্তি কেবল স্বার্থপর না হয় সে অন্য ব্যক্তিকে দুঃখী অথবা প্রতারণাগ্রস্ত দেখিলে অবশ্যই মর্ম্মান্তিক ব্যথা পায় এবং ঐ দুঃখ ও প্রতারণা হইতে মুক্তি করিবার চেষ্টা করে কিন্তু যাহার প্রতারণার উপর কেবল জীবিকা এবং সম্মান সে অবশ্যই প্রতারণার যে ভঞ্জক তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবেক। আর আমরা একমাত্র আশ্রয় করিয়াই আছি। আশ্চর্য্য এই ভট্টাচার্য্য পাঁচ উপাসনার তরঙ্গের মধ্যে ইচ্ছাপূর্ব্বক পড়িয়া অন্যকে উপদেশ করেন যে মাঝামাঝি থাকিয়া আন্দোলায়মান হইও না।

[৪১] ৩০ পৃষ্ঠের ১৯ পংক্তি অবধি ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে। প্রতিমাপূজার প্রমাণ প্রথমত প্রবল শাস্ত্র। দ্বিতীয়ত বিশ্বকর্ম্মার প্রণীত শিল্পশাস্ত্র দ্বারা প্রতিমা নির্ম্মাণের উপদেশ। তৃতীয় নানা তীর্থস্থানেতে প্রতিমার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ। চতুর্থ শিষ্টাচারসিদ্ধ। পঞ্চম অনাদিপরম্পরা প্রসিদ্ধ।

উত্তর প্রথম যে শাস্ত্রপ্রমাণ লিখিয়াছেন তাহার বিবরণ এই শাস্ত্রে নানা প্রকার বিধি আছে বামাচারের বিধি দক্ষিণাচারের বিধি বৈষ্ণবাচারের বিধি অঘোরাচারের বিধি এইরূপ নানাপ্রকার বিধি দেখিতেছি ওই তেত্রিশ কোটি দেবতা এবং তাঁহাদের প্রতিমাপূজার বিধিতে কেবল শাস্ত্রে পর্য্যবসান করিয়াছেন এমৎ নহে বরঞ্চ নানাবিধ পশু যেমন গো শৃগাল প্রভৃতি এবং নানাবিধ পক্ষি যেমন শঙ্খচিল নীলকণ্ঠ প্রভৃতি এবং নানাবিধ স্থাবর যেমন অশ্বত্থ বট বিল্ব তুলসী প্রভৃতি যাহা সর্ব্বদা দৃষ্টিগোচরে এবং ব্যবহারে আইসে তাহাদেরো পূজা নিমিত্ত অধিকারিবিশেষে বিধি দিয়াছেন। যে যাহার অধিকারি সে তাহাই অবলম্বন করে তথাহি। অধিকারিবিশেষেণ শাস্ত্রাণ্যুক্তান্যশেষতঃ॥ অতএব শাস্ত্রে [৪২] প্রতিমাপূজার বিধি আছে কিন্তু ঐ শাস্ত্রেই কহেন যে সকল

অজ্ঞানি ব্যক্তি পরমেশ্বরের উপাসনাতে সমর্থ নহেন তাহাদের নিমিত্তে প্রতিমাদি পূজার অধিকার হয় ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত ২৯ পৃষ্ঠের ২০ পংক্তিতে লেখা গিয়াছে তাহা যেন অবলোকন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত শিল্পের আদেশ লিখিয়াছেন। উত্তর শাস্ত্রে কি যজ্ঞাদি কি মারণোচ্চাটনাদি যখন যে বিষয় লিখেন তখন তাহার সমুদায় প্রকরণই লিখিয়া থাকেন তদনুসারে প্রতিমাপূজার প্রয়োগ যখন শাস্ত্রে লিখিয়াছেন তাহার নির্ম্মাণ এবং আবাহনাদি পূজার প্রকরণও সুতরাং লিখিয়াছেন এবং ঐ প্রতিমার নির্ম্মাণের ও পূজাদির অধিকারী যে হয় তাহাও লিখিয়াছেন। কুলার্ণবে। উত্তমা সহজাবস্থা মধ্যমা ধ্যানধারণা জপস্তুতিঃ স্যাদধমা হোমপূজাধমাধমা। আত্মার যে স্বরূপে অবস্থিতি তাহাকে উত্তম কহি আর মননাদিকে মধ্যম অবস্থা কহি জপ ও স্তুতিকে অধম অবস্থা কহি হোম পূজাকে অধম হইতেও অধম অবস্থা কহি।

তৃতীয়ত নানাতীর্থে প্রতিমাদি চাক্ষুষ হয়। উত্তর [৪৩] যে সকল ব্যক্তি তীর্থগমনের অধিকারি তাহারাই প্রতিমাপূজার অধিকারি অতএব তাহারা যদি তীর্থে গিয়া প্রতিমা লইয়া মনোরঞ্জন করিতে না পায় তবে সুতরাং তাহাদের তীর্থগমনের তাবদভিলাষ থাকিবেক না এ নিমিত্তে তীর্থাদিতে প্রতিমার প্রয়োজন রাখে অতএব এই অধিকারিবিষয়ে প্রাচীন প্রয়োগো আছে। রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্বর্ণিতং স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাঽখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া। ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতাদোষ-ত্রয়ং মৎকৃতং॥ রূপবিবর্জ্জিত যে তুমি তোমার ধ্যানের দ্বারা আমি যে রূপবর্ণন করিয়াছি আর তোমার যে অনির্ব্বচনীয়ত্ব তাহাকে স্তুতিবাদের দ্বারা আমি যে খণ্ডন করিয়াছি আর তীর্থযাত্রার দ্বারা তোমার সর্ব্বব্যাপকত্বের যে ব্যাঘাত করিয়াছি হে জগদীশ্বর আমার অজ্ঞানতাকৃত এই তিন অপরাধ ক্ষমা কর।

চতুর্থ প্রতিমাপূজা শিষ্টাচারসিদ্ধ উত্তর যে সকল লোক এদেশে শিষ্ট এবং শাস্ত্রার্থের প্রেরক হয়েন তাঁহাদের অনেকেই প্রতিমাপূজার বাহুল্যে ঐহিক লাভ দেখিয়া যথাসাধ্য উহারি প্রচার করাইতেছেন যে[৪৪]হেতু প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠার উপলক্ষে এবং নানা তিথিমাহাত্ম্যে ও নানাবিধ লীলার উপলক্ষে তাঁহাদের যে লাভ তাহা সর্ব্বত্র বিখ্যাত আছে আত্মোপাসনাতে জন্মদিবসীয় উৎসব এবং বিবাহের ও নানাপ্রকার লীলাছলে লাভের কোনো প্রসঙ্গ নাই সুতরাং তাহার প্রেরণাতে ক্ষান্ত থাকেন কিন্তু ঐ শিষ্ট লোকের মধ্যে যাঁহারা পরমার্থনিমিত্ত ঐহিক লাভকে তুচ্ছ করিয়াছেন তাঁহারা কি এদেশে কি

পাঞ্চালাদি অন্য দেশে কেবল পরমেশ্বরের উপাসনাই করিয়া আসিতেছেন প্রতিমার সহিত পরমার্থ বিষয়ে কোনো সম্বন্ধ রাখেন নাই।

পঞ্চম প্রতিমাপূজা পরম্পরাসিদ্ধ হয় উত্তর যে কোনো মত কি বৌদ্ধ কি জৈন কি বৈদিক কি অবৈদিক একবার ভ্রমেই বা কি যথার্থ বিচারের দ্বারাই বা কথক লোকের গ্রাহ্য হয় তাহার পর সেই মতের নাশ সম্যক্ প্রকারে প্রায় হয় না সেইরূপ প্রতিমাপূজা প্রথমত কথক লোকের গ্রাহ্য হইয়া পরম্পরা চলিয়া আসিতেছে এবং তাহার অবহেলাও কথক লোকের দ্বারা পরম্পরা হইয়া আসিতেছে। সুবোধ নির্বোধ সর্ব্বকাল হইয়া আসিতেছেন এবং তাঁহাদের অনুষ্ঠিত পৃথক্২ [৪৫] মতপরম্পরা চলিয়া আসিতেছে বরঞ্চ পূর্ব্বকালে একাল অপেক্ষা করিয়া প্রতিমা প্রচারের অল্পতা ছিলো ইহার এক প্রকার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই হিন্দোস্থানের যে কোনো স্থানের চতুর্দ্দিকে ২০ ক্রোশের মণ্ডলীতে ভ্রমণ করিয়া যদি কেহ দেখেন তবে আমরা অভিপ্রায় করি যে ওই মণ্ডলীর মধ্যে বিংশতি ভাগের এক ভাগ প্রতিমা এক শত বৎসরের পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এমৎ পাইবেন আর উনিশ ভাগ এক শত বৎসরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় ইহা দেখিবেন বস্তুত যে২ দেশে ধনের বৃদ্ধি আর জ্ঞানের ত্রুটি হইবেক সেই২ দেশে প্রায় পরমার্থ সাধন বিধিমতে না হইয়া লৌকিক খেলার ন্যায় হইয়া উঠে॥ ৩৬ পৃষ্ঠের প্রায় অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত যাহা ভট্টাচার্য্য লিখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে যে কোনো বস্তুর উপাসনা ঈশ্বরোদ্দেশে করা যায় তাহাতে পরব্রহ্মের উপাসনা হয় আর লেখেন যে রূপগুণবিশিষ্ট দেব মনুষ্য প্রভৃতিকে উপাসনা করিলে ঈশ্বরের উপাসনা হয় না ও মৃৎসুবর্ণাদিনির্ম্মিত প্রতিমাতে ঈশ্বরের উপাসনা হয় না এমৎ যে কহে সে প্রলাপ ভাষণ করে।

উত্তর ঈশোপনিষদের ভূমিকায় ১১ পৃষ্ঠের ১১ পংক্তি[৪৬]তে আমরা লিখি যে ঈশ্বরের উদ্দেশে সাকার উপাসনা সে ঈশ্বরের গৌণ উপাসনা হয় ইহা দেখিয়াও ভট্টাচার্য্য প্রলাপের কথা কহেন আমাদের ইহাতে সাধ্য কি কিন্তু এ স্থলে জানা কর্ত্তব্য যে আত্মার শ্রবণমননাদি বিনা কোনো এক অবয়বীকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম জানিয়া উপাসনা করাতে কদাপি মুক্তিভাগী হয় না সকল শ্রুতি এক-বাক্যতায় ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। সেই আত্মাকেই জানিলে মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হয় মুক্তিপ্রাপ্তির নিমিত্ত অন্য পথ নাই। শ্রুতি। নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে। তত্ত্বজ্ঞান বিনা মুক্তির অন্য উপায় নাই॥ কঠবল্লীশ্রুতিঃ। নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেত-

নানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্ তমাত্মস্থং যেনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং। সেই পরমেশ্বর যাবৎ অনিত্য নামরূপাদি বস্তুর মধ্যে নিত্য হয়েন যাবৎ চৈতন্যবিশিষ্টের চেতনার কারণ তেহঁ হয়েন তেহঁ একাকী অথচ সকল প্রাণীর কামনাকে দেন সেই বুদ্ধির অধিষ্ঠাতাস্বরূপ আত্মাকে যে ধীরসকল সাক্ষাৎ অনুভব করেন তাঁহাদেরি নির্ব্বাণস্বরূপ নিত্যসুখ হয় [৪৭] ইতর অর্থাৎ যাহারা বহির্দ্রষ্টা তাহাদের সে সুখ হয় না।

ভট্টাচার্য্য ৩৬ পৃষ্ঠের পরার্দ্ধে লিখেন যে "উপাসনাপরম্পরা ব্যতিরেক সাক্ষাৎ হয় না নিরাকার পরমেশ্বরের কথা থাকুক সামান্য যে লৌকিক রাজাদির উপাসনা বিবেচনা করিয়া বুঝ" ইত্যাদি। ইহার উত্তর। বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের দ্বারা যে আমরা পরমেশ্বরের আলোচনা করি সেই পরম্পরা উপাসনা হয় আর যখন অভ্যাসবশত প্রপঞ্চময় বিশ্বের প্রতীতির নাশ হইয়া কেবল ব্রহ্মসত্তামাত্রের স্ফূর্ত্তি থাকে তাহাকেই আত্মসাক্ষাৎকার কহি কিন্তু ভট্টাচার্য্য যাহাকে পরম্পরা উপাসনা কহেন অর্থাৎ অনীশ্বরকে ঈশ্বর এবং নশ্বরকে নিত্য জানা আর অপরিমিত পরমাত্মাকে পরিমিত অঙ্গীকার করা সে বস্তুত উপাসনা না হয় কেবল কল্পনামাত্র। আর রাজাদের সেবা তাঁহাদের শরীর দ্বারা ব্যতিরেক হয় না ইহা যথার্থ ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন যেহেতু তাহারা শরীরী সুতরাং তাহার উপাসনা শরীর দ্বারা কর্ত্তব্য কিন্তু অশরীরী আকাশের ন্যায় ব্যাপক সদ্রূপ পরমেশ্বরের উপমা শরীরীর সহিত দেওয়া শাস্ত্র[৪৮]ত এবং যুক্তিত সর্ব্বথাবিরুদ্ধ হয় তবে এ উপমা দিবাতে ভট্টাচার্য্যের ঐহিক লাভ আছে অতএব দিতে পারেন যেহেতু পরমেশ্বরের উপাসনা আর রাজাদের উপাসনা এই দুইকে লোকে তুল্য করিয়া জানিলে রাজাদের উপাসনায় যেমন উৎকোচ অর্থাৎ ঘুষ দিয়া থাকে সেইরূপ ঈশ্বরকেও বাঞ্ছাসিদ্ধির নিমিত্ত পূজাদি দিবেক বিশেষ এইমাত্র রাজাদের নিমিত্ত যে ঘুষ দেওয়া যায় তাহা রাজাতে পর্য্যাপ্ত হয় ঈশ্বরের নিমিত্ত ঘুষ ভট্টাচার্য্যের উপকারে আইসে। ৩৭ পৃষ্ঠের ৬ পংক্তি অবধি লিখেন যে "এমনি ঐ এক উপাস্য সগুণব্রহ্ম এই জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় করিতেছেন ইহাতে তাঁহা হইতে ভিন্ন বস্তু কি আছে যে তাহার উপাসনা করাতে তাঁহার উপাসনা সিদ্ধ হবে না" উত্তর জগতে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বস্তু নাই অতএব যে কোনো বস্তুর উপাসনা ব্রহ্মোদ্দেশে করিলে ব্রহ্মের উপাসনা হইতে পারে এ যুক্তিক্রমে কি দেবতা কি মনুষ্য কি পশু কি পক্ষি সকলেরি উপাসনার তুল্যরূপে বিধি পাওয়া গেল তবে নিকটস্থ স্থাবর জঙ্গম ত্যাগ করিয়া দূরস্থ দেবতা-

বিগ্রহের উপাসনা কষ্টসাধ্য এবং বিশেষ প্রয়োজনাভাব অতএব তাহাতে প্র[৪৯]বর্ত্ত হওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে। যদি বল দূরস্থ দেবতাবিগ্রহ এবং নিকটস্থ স্থাবর জঙ্গমের উপাসনা করিলে তুল্যরূপেই যদ্যপি ওই সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের আরাধনা সিদ্ধ হয় তথাপি শাস্ত্রে ঐ সকল দেববিগ্রহে পূজা করিবার অনুমতির আধিক্য আছে অতএব শাস্ত্রানুসারে দেববিগ্রহের পূজা করিয়া থাকি তাহার উত্তর যদি শাস্ত্রানুসারে দেববিগ্রহের উপাসনা কর্ত্তব্য হয় তবে ঐ শাস্ত্রেই কহিয়াছেন যে যাহার বিশেষ বোধাধিকার এবং ব্রহ্মজিজ্ঞাসা নাই সেই ব্যক্তি কেবল চিত্তস্থিরের জন্য কাল্পনিক রূপের উপাসনা করিবেক আর বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আত্মার শ্রবণ মনন রূপ উপাসনা করিবেন অতএব শাস্ত্র মানিলে সর্ব্বত্র মানিতে হয়। এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ। কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্প-মেধসাং। এইরূপ গুণের অনুসারে নানাপ্রকার রূপ অল্পবুদ্ধি ভক্তদিগের হিতের নিমিত্তে কল্পনা করা গিয়াছে ঈশোপনিষদের ভূমিকায় ইহার বিশেষ পাইবেন আর আত্মার উপাসনা কেবল শ্রবণমননস্বরূপ হয় ইহার বিবরণ। মুণ্ডক। ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধ[৫০]য়ীত আযম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সৌম্য বিদ্ধি। ইহার ভাষ্যের তাৎপর্য্য এই। উপনিষদে উক্ত যে প্রণবরূপ মহাস্ত্র ধনুক তাহাকে গ্রহণ করিয়া তাহাতে সর্ব্বদা ধ্যানের দ্বারা আত্মারূপ শরকে তীক্ষ্ণ করিয়া সন্ধান করিবেক পশ্চাৎ আকর্ষণ করিয়া অর্থাৎ লক্ষ্যেতে নিয়োগ করিয়া ব্রহ্মচিন্তনযুক্ত যে চিত্ত তাহার দ্বারা অক্ষর ব্রহ্মেতে হে সৌম্য আত্মারূপ শরকে প্রাপ্ত কর। মুণ্ডক। প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে। অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ॥ কেনোপনিষৎ। তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যং। অতএব সর্ব্বভজনীয় করিয়া তিনি বিখ্যাত হয়েন এই প্রকারেতে ব্রহ্মের উপাসনা অর্থাৎ চিন্তা কর্ত্তব্য হয়।

৩৮ পৃষ্ঠের ১১ পংক্তি অবধি ৩৯ পৃষ্ঠের ৬ পংক্তি পর্য্যন্ত যাহা ভট্টাচার্য্য লিখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে যদি সর্ব্বত্র ব্রহ্মময় স্ফূর্ত্তি না হয় তবে ঈশ্বরের সৃষ্ট এক এক পদার্থকে ঈশ্বর বোধ করিয়া উপাসনা করিলেও ফলসিদ্ধি অবশ্য হয় আপনার বুদ্ধিদোষে বস্তুকে যথার্থরূপে না জানিলে ফলসিদ্ধির হানি হইতে পারে না যেমন স্বপ্নেতে মিথ্যা ব্যাঘ্রাদি দর্শনে [৫১] বাস্তব ফল প্রত্যক্ষ কি না হয়। ইহার উত্তর ভট্টাচার্য্য আপন অনুগতদিগ্যে উত্তম জ্ঞান দিতেছেন যে ঈশ্বরের সৃষ্টকে আপন বুদ্ধিদোষে ঈশ্বর জ্ঞান করিলেও স্বপ্নের ব্যাঘ্রাদি দর্শনের ফলের ন্যায় ফলসিদ্ধি হয় কিন্তু ভট্টাচার্য্যের অনুগতদিগের মধ্যে যদি কেহ সুবোধ

থাকেন তেঁহ অবশ্য এই উদাহরণের দ্বারা বুঝিবেন যে স্বপ্নেতে ভ্রমাত্মক ব্যাঘ্রাদি দর্শনেতে যেমন ফলসিদ্ধি হয় সেইরূপ ফলসিদ্ধি এই সকল কাল্পনিক উপাসনার দ্বারা হইবেক অর্থাৎ স্বপ্নভঙ্গ হইলে যেমন সেই স্বপ্নের সিদ্ধ ফল নষ্ট হয় সেইরূপ ভ্রমনাশ হইলেই ভ্রমজন্য উপাসনার ফলও নাশকে পায় তখন যথার্থ জ্ঞানাধীন যে ফল সিদ্ধ হয় আর যে ফলের কদাপি নাশ নাই তাহার উপার্জনে অবশ্য সেই ব্যক্তি প্রবর্ত্ত হইতে পারেন।

৪০ পৃষ্ঠের ১৮ পংক্তি অবধি লিখেন "যেমন কোনহ মহারাজ আচ্ছন্নরূপে স্বপ্রজাবর্গের রক্ষণানুরোধে সামান্য লোকের ন্যায় স্বরাজ্যে ভ্রমণ করেন তেমনি ঈশ্বর রাম কৃষ্ণাদি মনুষ্যরূপে আচ্ছন্নস্বরূপ হইয়া স্বসৃষ্টি জগতের রক্ষা করেন" ইহার উত্তর পরমেশ্বর কি রাম কৃষ্ণ বিগ্রহে কি আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত শ[৫২]রীরে স্বকীয় মায়ার দ্বারা প্রকাশ পাইতেছেন অস্মদাদির শরীরে এবং রামকৃষ্ণশরীরে ব্রহ্মস্বরূপের ন্যূনাধিক্য নাই কেবল অবিদ্যা আর বিদ্যা মায়ার ভেদ মাত্র যেমন এক প্রদীপ সূক্ষ্ম আবরণেতে অর্থাৎ কাচাদি পাত্রে থাকিলে তাহার জ্যোতি বাহ্যে প্রকাশ পায় সেইরূপ সূর্য্যাদি দেবতা ও রামকৃষ্ণাদিশরীরে ব্রহ্ম প্রকাশ পান আর সেই দীপ যখন স্থূল আবরণ যেমন ঘটাদি তাহার মধ্যে থাকিলে তাহার জ্যোতি বাহ্যে প্রকাশ পায় না সেইরূপ অস্মদাদির শরীরে অপ্রকটরূপে থাকেন অতএব আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত ব্রহ্মসত্তার তারতম্য নাই। গীতা। বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন। তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ। হে অর্জুন হে শত্রুতাপজনক আমার অনেক জন্ম অতীত হইয়াছে এবং তোমারো অনেক জন্ম অতীত হইয়াছে কিন্তু বিদ্যা মায়ার দ্বারা আমার চৈতন্য আবৃত নহে এ প্রযুক্ত আমি তাহা সকল জানিতেছি আর তোমার চৈতন্য অবিদ্যা মায়াতে আবৃত আছে এই হেতু তুমি তাহা জানিতেছ না। মুণ্ডক। ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ব্রহ্ম পশ্চাদ্ ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ। অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং [৫৩] বিশ্বমিদং বরিষ্ঠং। সংমুখে ও পশ্চাৎ এবং দক্ষিণে ও বামে অধো উর্দ্ধে তোমার অবিদ্যা দোষের দ্বারা যাহা২ নামরূপে প্রকাশমান দেখিতেছ সে সকল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং নিত্যব্রহ্মমাত্র হয়েন অর্থাৎ নামরূপ সকল মায়াকার্য্য ব্রহ্মই কেবল সত্য সর্ব্বব্যাপক হয়েন॥ শ্রীভাগবতের দশম স্কন্ধে পঁচাশী অধ্যায়ে বসুদেবের স্তুতি শুনিয়া ভগবান্ কৃষ্ণ কহিতেছেন। বচো বঃ সমবেতার্থং তাতৈতদুপমন্মহে। যন্নঃ পুত্রান্ সমুদ্দিশ্য তত্ত্বগ্রাম উদাহৃতঃ॥ ২০॥ হে পিতা আপনি পুত্র যে আমরা আমাদিগ্যে উদ্দেশ করিয়া যে বাক্যের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের নিরূপণ করিলেন

সে সকল বাক্যকে আমরা সঙ্গত করিয়া জানিলাম॥ ২০॥ অহং যুয়মসাবার্য্য ইমে চ দ্বারকৌকসঃ। সর্ব্বেপ্যেবং যদুশ্রেষ্ঠ বিমৃগ্যাঃ সচরাচরং॥ ২১॥ হে যদুবংশশ্রেষ্ঠ আমি ও তোমরা ও এই বলদেব আর দ্বারকাবাসী যাবৎ লোক এ সকলকে ব্রহ্ম করিয়া জান কেবল এ সকলকে ব্রহ্ম জানিবে এমৎ নহে, কিন্তু স্থাবরজঙ্গমের সহিত সমুদায় জগৎকে ব্রহ্ম করিয়া জান॥ ২১॥

বেদান্তচন্দ্রিকার ৪৩ পৃষ্ঠের ৬ পংক্তি আরম্ভ করিয়া শেষ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত ভট্টাচার্য্য ব্যঙ্গপূর্ব্বক যাহা লিখে[৫৪]ন তাহার তাৎপর্য্য এই যে সে কেমন অদ্বৈত-বাদী যে রূপগুণবিশিষ্ট দেবমনুষ্যাদিরা ও আকাশ মন অন্নাদি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হয় ও ব্রহ্মোদ্দেশে উপাস্য হয় না। ইহার উত্তর আমরা যে সকল গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত বিবরণ করিয়াছি তাহাতে ইহাই পরিপূর্ণ আছে যে ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী কোনো বস্তু পরমাত্মা হইতে ভিন্ন স্থিতি করে না ব্রহ্মের উদ্দেশে দেব মনুষ্য পশু পক্ষিরো উপাসনা করিলে ব্রহ্মের গৌণ উপাসনা হয় এবং ওই সকল গৌণ উপাসনার অধিকারী কোন২ ব্যক্তি হয় ইহাও লিখিয়াছি এ সকল দেখিয়াও ভট্টাচার্য্য এরূপ লিখেন অতএব জ্ঞানবান্ লোকের এ কথা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। তবে যে আমরা কি দেবতা কি মনুষ্য কি অন্ন মন ইত্যাদির স্বতন্ত্র ব্রহ্মত্ব সর্ব্বথা নিষেধ করিয়াছি সে কেবল বেদান্তমতানুসারে এবং বেদসম্মত যুক্তিদ্বারা করা গিয়াছে যেহেতু ব্রহ্মের আরোপে যাবৎ মায়াকার্য্য নামরূপের ব্রহ্মত্ব স্বীকার করা যায় মায়িক নামরূপাদি স্বতন্ত্র ব্রহ্ম কদাপি নহে। বেদান্তের প্রথমাধ্যায়ের প্রথম পাদে ১৬ সূত্র। নেতরোঽনুপপত্তেঃ। ইতর অর্থাৎ জীব আনন্দময় জগৎকারণ না হয়েন যেহেতু জগতের সৃষ্টি করিবার সংকল্প জীবে আ[৫৫]ছে এমৎ বেদে কহেন নাই॥ ১৬॥ ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ॥ ২১॥ সূর্য্যান্তর্ব্বর্ত্তী পুরুষ সূর্য্য হইতে ভিন্ন হয়েন যেহেতু সূর্য্যের এবং সূর্য্যান্তর্ব্বর্ত্তীর ভেদকথন বেদে আছে॥ ২১॥ ইত্যাদি অনেক সূত্র অন্যের স্বতন্ত্র ব্রহ্মত্বখণ্ডনে প্রমাণ আছে॥ বেদে এবং বেদান্তশাস্ত্রে প্রথমত জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের নিদর্শন দ্বারা ব্রহ্মসত্তাকে প্রমাণ করেন তদনন্তর ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াসে তাঁহাকে সত্তামাত্র চিন্মাত্র ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা কহিয়া ইন্দ্রিয় এবং মনের অগোচর ব্রহ্মস্বরূপকে নির্দ্দেশ করিতে বাক্যময় বেদ অসমর্থ হইয়া ইহা স্বীকার করেন যে ব্রহ্মের স্বরূপ যথার্থত অনির্ব্বচনীয় হয় তেঁহ কোনো বিশেষণেতে নির্দ্ধারিতরূপে কহা যান না। বৃহদারণ্যকের চতুর্থাধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণের একাদশ ৫০চা॥ অথাত আদেশো নেতি নেতি ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্ত্যথ নামধেয়ং

সত্যস্য সত্যমিতি প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যং॥ ১১॥ নানাপ্রকার সগুণ-নির্গুণস্বরূপে ব্রহ্মের বর্ণনের পরে দেখিলেন যে বাক্যের দ্বারা বেদে ব্রহ্মকে কহিতে পারেন না যেহেতু নামের দ্বারা কিম্বা রূপের দ্বারা অথবা কর্ম্মের দ্বারা অথবা জাতির দ্বারা অ[৫৬]থবা অন্য কোনো গুণের দ্বারা বস্তুকে বাক্য কহেন কিন্তু বস্তুত ব্রহ্মেতে ইহার কিছুই নাই অতএব ইহা নহেন ইহা নহেন এইরূপে বেদে তাঁহাকে নির্দ্ধারিত করেন অর্থাৎ কোনো ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহার প্রত্যক্ষ হয় কিম্বা মনের দ্বারা যাহার অনুভব হয় সে ব্রহ্ম নহে তবে বিজ্ঞান আনন্দ ব্রহ্ম বিজ্ঞানঘন ব্রহ্ম আত্মা ব্রহ্ম ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা যে বেদে ব্রহ্মের কথন আছে সে উপদেশমাত্র অর্থাৎ ব্রহ্মকে কহিতে লাগিলে এই পর্য্যন্ত কহা যায় অতএব ব্রহ্ম এই সকল অনুভূত বস্তুর মধ্যে কিছুই নহেন এইমাত্র ব্রহ্মের নির্দ্দেশ ইহা ভিন্ন আর নির্দ্দেশ নাই। সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে যে জগৎ তাহার মধ্যে যথার্থরূপ যে সত্য তেঁহই ব্রহ্ম আর প্রাণ প্রভৃতিই যাহা যে সত্যরূপে প্রতীত হইতেছে তাহার মধ্যে যে যথার্থরূপ সত্য তেঁহই ব্রহ্ম হয়েন॥ অতএব ভট্টাচার্য্যের উচিত যে ইহার ভাষ্যকে বিশেষরূপে দেখেন॥ কেনোপনিষদে একাদশ মন্ত্রে কহেন। যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ। ব্রহ্মস্বরূপ আমার জ্ঞাত নহে এরূপ নিশ্চয় যে ব্রহ্মজ্ঞানীর হয় তিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন আর আমি ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়াছি এরূপ নিশ্চয় যে ব্যক্তির হয় সে ব্রহ্মকে [৫৭] জানে না অতএব ভট্টাচার্য্য বেদান্তচন্দ্রিকার ৪৪ পত্রাদিতে যে কহেন ব্রহ্ম বচনীয় এবং জ্ঞেয় হয়েন ইহা যদ্যপি শাস্ত্রের দ্বারা যুক্ত নয় কিন্তু তাঁহার প্রতি যুক্ত বটে॥

৪৮ পৃষ্ঠের দশের পংক্তি অবধি করিয়া লিখেন "যদি মন্দির মস্‌জিদ গিরজা প্রভৃতি যে কোনো স্থানে যে কোনো বিহিত ক্রিয়ার দ্বারা শূন্য স্থানে ঈশ্বর উপাস্য হয়েন তবে কি সুঘটিত স্বর্ণমৃত্তিকা পাষাণকাষ্ঠাদিতে ঐ ঈশ্বরের উপাসনা করাতে ঈশ্বরের অসম্মান করা হয়" ইহার উত্তর। মস্‌জিদ গিরজাতে ঈশ্বরের উপাসনা আর স্বর্ণমৃত্তিকাদি প্রতিমাতে ঈশ্বরের উপাসনা এই দুয়ের সাদৃশ্য যে ভট্টাচার্য্য দিয়াছেন সে অত্যন্ত অযুক্ত যেহেতু মস্‌জিদ গিরজাতে যাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা করেন তাঁহারা ঐ মস্‌জিদ গিরজাকে ঈশ্বর কহেন না কিন্তু স্বর্ণ মৃত্তিকা পাষাণে যাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা করেন তাঁহারা উহাকে ঈশ্বর কহেন এবং আশ্চর্য্য এই যে তাহাকে ভোগ দেন এবং শয়ন করান ও শীত নিবারণার্থে বস্ত্র দেন তাহার গ্রীষ্ম নিবারণার্থে বায়ু ব্যজন করেন এ সকল অর্থাৎ ভোগ শয়নাদি

ঈশ্বরধর্ম্মের অত্যন্ত বিপরীত হয় বস্তুত প[৫৮]রমেশ্বরের উপাসনাতে মস্‌জিদ গিরিজা মন্দির ইত্যাদি স্থানের কোন বিশেষ নাই যেখানে চিত্ত স্থির হয় সেই স্থানেই উপাসনা করিবেক বেদান্তের ৪ অধ্যায় ১ পাদ ১১ সূত্র। যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ। যেখানে চিত্ত স্থির হয় সেইখানেই আত্মোপাসনা করিবেক তীর্থাদি স্থানের বিশেষ নাই।

ভট্টাচার্য্য ৬২ পৃষ্ঠের ৯ পংক্তি অবধি লিখেন "ইহাতে যদি কেহ কহে যে বেদান্তে সকলি ব্রহ্ম ইহা কহিয়াছেন তাহাতে বিহিত অবিহিত বিভাগ কি তবে কি সে কর্ত্তব্য বা কি অকর্ত্তব্য বা কি ভক্ষ্য বা কি অভক্ষ্য বা কি গম্যা বা কি অগম্যা বা কি যখন যাহাতে আত্মসন্তোষ হয় তখন সেই কর্ত্তব্য যাহাতে অসন্তোষ হবে সে অকর্ত্তব্য" ইত্যাদি। উত্তর। যে ব্যক্তি এমৎ কহে যে বেদান্তে সকলি ব্রহ্ম ইহা কহিয়াছেন তাহাতে বিহিত অবিহিতের বিভাগ কি তাহার প্রতি ভট্টাচার্য্যের এ আশঙ্কা করা যুক্ত হইতে পারে কিন্তু যে ব্যক্তি কহে যে লোকেতে প্রত্যক্ষ যাহা২ হইতেছে তাহার বাস্তব সত্তা নাই যথার্থ সত্তা কেবল ব্রহ্মের আর সেই ব্রহ্মসত্তাকে আশ্রয় করিয়া লৌকিক যে২ বস্তু যে যে প্রকারে প্রকাশ পায় তাহাকে ঐ প্রপঞ্চময় [৫৯] জগতে সেই২ রূপে ব্যবহার করিতে হয় যেমন এক অঙ্গ হস্তরূপে অন্য অঙ্গ পাদরূপে প্রতীত হইতেছে যে পাদরূপে প্রতীত হয় তাহার দ্বারা গমনক্রিয়া নিষ্পন্ন করা যায় আর যে হস্তরূপে প্রতীত হয় তাহার দ্বারা গ্রহণরূপ ব্যাপার সম্পন্ন করা যায় আর যাহার দাহিকা শক্তি দেখেন তাহাকে দাহকর্ম্মে আর যাহার শৈত্যগুণ পান তাহাকে পানাদি বিষয়ে নিয়োগ করেন এইরূপ যাহাকে খাদ্যরূপে শাস্ত্রে নিয়ম করিয়াছেন সে ভক্ষণীয় হয় আর যাহাকে ভক্ষণে নিষিদ্ধ করিয়াছেন সে অখাদ্য এইরূপ প্রপঞ্চময় জগতে মায়িক নামরূপ সকলের যে পর্য্যন্ত পৃথক্২ অনুভব থাকে তাবৎ ঐ নিয়মানুসারে ঐ সকল বস্তুর ব্যবহার করা যায় এবং ঐ প্রতীতিবশত ফলাফল প্রাপ্তি হয় এইরূপ যে ব্যক্তি জানে তাহার প্রতি ভট্টাচার্য্যের এ আশঙ্কা কদাপি যুক্ত হয় না কিন্তু ভট্টাচার্য্যের মতানুযায়ীর প্রতি এ আশঙ্কার একপ্রকার সম্ভাবনা আছে যেহেতু তাঁহারা জগৎকে শিবশক্তিময় অথবা বিষ্ণুময় কহেন অতএব এরূপ জ্ঞান যাঁহার তেঁহ খাদ্যাখাদ্য ইত্যাদির প্রভেদ চক্রে অথবা পঙ্গতে প্রায় করেন না এবং যে [৬০] ব্যক্তি ধ্যানসময়ে ও পূজাতে যুগলের সাহিত্য সর্ব্বদা স্মরণ করেন এবং যাঁহার বিশ্বাস এরূপ হয় যে আমার আরাধ্য দেবতারা নানাপ্রকার অগম্যা গমন করিয়াছেন এবং ঐ সকল ইতিহাসের পাঠ শ্রবণ এবং মনন সর্ব্বদা করিয়া

থাকেন তাঁহার প্রতি একপ্রকার অগম্যাদি গমনের আশঙ্কা হইতে পারে যেহেতু গীতাতে কহিয়াছেন। যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ॥ কিন্তু যে ব্যক্তি এমৎ নিশ্চয় রাখে যে বিধিনিষেধের কর্ত্তা যে পরমেশ্বর তেঁহ সর্ব্বত্রব্যাপী সর্ব্বদ্রষ্টা সকলের শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে সুখদুঃখরূপ ফলকে দেন সে ব্যক্তি ঐ সাক্ষাৎ বিদ্যমান পরমেশ্বরের ত্রাসপ্রযুক্ত তাঁহার কৃত নিয়মের রক্ষা নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্ন অবশ্যই করিবেক।

৬৩ পৃষ্ঠের ১০ পংক্তি অবধি করিয়া লিখেন যে "এতাদৃশ শাস্ত্রবিরুদ্ধ স্বকপোলকল্পিতানুমানে বৈধ বহুপশুবধস্থানের সিদ্ধপীঠত্ব প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত বুচরখানার সিদ্ধপীঠত্ব কল্পনা এবং তাদৃশ অন্য২ কল্পনা যাহারা করে তাহারা স্বস্ত্রী ও তদিতর স্ত্রী মাত্রেতে কিরূপ ব্যবহার করে ইহা তাহাদিগ্যের জিজ্ঞাসা করিও" উত্তর। যাহার পর নাই এমৎ [৬১] উপাসনা বিষয়ে নানাপ্রকার কল্পনা যাঁহারা করিয়া থাকেন তাঁহাদিগের প্রতি এ প্রশ্ন করা অত্যাবশ্যক হয় অতএব যে পক্ষে কল্পনা ব্যতিরেক নির্ব্বাহ নাই তাহাদের এ প্রশ্ন করা অতি আশ্চর্য্য॥

ঐ ৬৩ পৃষ্ঠের ১৫ পংক্তিতে ভট্টাচার্য্য প্রশ্ন করেন "হে অগ্রাহ্যনামরূপ অমুকেরা আমরা তোমাদিগ্যে জিজ্ঞাসি তোমরা কি" ইত্যাদি। উত্তর। আমাদিগে সোপাধি জীব করিয়া বেদে কহেন ইহা দেখিতেছি ব্রহ্মতত্ত্ব বিদিত না হইলে উপাধির নাশ হয় না এ কারণ তাহার জিজ্ঞাসু হই সুতরাং তাঁহার প্রতিপাদক শাস্ত্রের এবং আচার্য্যোপদেশের শ্রবণের নিমিত্ত যত্ন করিয়া থাকি অতএব আমরা বিশ্বগুরু ও সিদ্ধ পুরুষ ইত্যাদি গর্ব্ব রাখি না এবং ভট্টাচার্য্যের উপকৃতি স্বীকার করি যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার আপনি অতি প্রিয় হয় এ নিমিত্তে স্বকীয় দোষসকল দেখিতে পাইতেছিলাম না ভট্টাচার্য্য তাহা জ্ঞাত করাইতেছেন উত্তম লোকের ক্রোধও বরতুল্য হয়॥ যদি বল আত্মোপাসনার যে সকল নিয়ম লিখিয়াছেন তাহার সম্যক্‌প্রকার অনুষ্ঠান হইতে পারে না অতএব সাকার উপাসনা সুলভ তাহাই [৬২] কর্ত্তব্য। উত্তর উপাসনার নিয়মের সম্যক্‌প্রকার অনুষ্ঠান না হইলে যদি উপাসনা অকর্ত্তব্য হয় তবে সাকার উপাসনাতেও প্রবর্ত্ত হওয়া উচিত হয় না যেহেতু তাহার নিয়মেরো সম্যক্‌প্রকার অনুষ্ঠান করিতে কাহাকেও দেখিতে পাই না বস্তুত সম্যক্‌প্রকার অনুষ্ঠান যাবৎ উপাসনাতেই অতি দুঃসাধ্য অতএব অনুষ্ঠানে যথাসাধ্য যত্ন কর্ত্তব্য হয় ইহার বিশেষ বিবরণ ঈশোপনিষদের ভূমিকার ১৭ পৃষ্ঠে ২ পংক্তি অবধি পাইবেন॥ ইতি উত্তরখণ্ডং॥

আমরা এখন দুই তিন প্রশ্ন করিয়া এ প্রত্যুত্তরের সমাপ্তি করিতেছি প্রথম। যে কোনো ব্যক্তি আচারের দ্বারা ঋষির ন্যায় আপনাকে দেখান এবং ঋষিদের ন্যায় বেশ ধারণ করেন আপনি সর্ব্বদা অনাচারীর নিন্দা করেন অথচ যাহাকে ম্লেচ্ছ কহেন তাহার গুরু এবং নিয়ত সহবাসী হয়েন আর গোপনে নানাবিধ আচরণ করেন আর অন্য এক ব্যক্তি অধম বর্ণের ন্যায় বেশ রাখে আমিষাদি স্পষ্ট ভোজন করে আপনাকে কোনো মতে সাচারী না দেখায় যে দোষ তাহার আছে তাহা অঙ্গীকার করে এ দুই প্রকার মনুষ্যের মধ্যে বকধূর্ত্ত আখ্যান কাহাকে শোভা [৬৩] পায়। এ প্রশ্নের কারণ এই যে ভট্টাচার্য্য আমাদিগ্যে বকধূর্ত্ত করিয়া বেদান্তচন্দ্রিকাতে কহিয়াছেন। দ্বিতীয় একজন নিষিদ্ধাচারী সে আপনাকে বিশ্বগুরু করিয়া জানে আর একজন নিষিদ্ধাচারী সে আপনার অধমতা স্বীকার করে এ দুয়ের মধ্যে কাহার অপরাধ মার্জ্জনার যোগ্য হয়। তৃতীয় এক ব্যক্তি লোকের যাবৎ শাস্ত্র গোপন করিয়া লোককে শিক্ষা দেয় যে যাহা আমি বলি এই শাস্ত্র ইহাই নিশ্চয় কর তোমার বুদ্ধিকে এবং বিবেচনাকে দূরে রাখ আমাকে ঈশ্বর করিয়া জান আমার তুষ্টির জন্যে সর্ব্বস্ব দিতে পার ভালই নিদান তোমার ধনের অর্দ্ধেক আমাকে দেও আমি তুষ্ট হইলে সকল পাপ হইতে তুমি মুক্ত এবং স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে। আর একজন শাস্ত্র এবং লোকের বোধের নিমিত্ত যথাসাধ্য তাহার ভাষাবিবরণ করিয়া লোকের সংমুখে রাখে এবং নিবেদন করে যে আপনার অনুভবের দ্বারা এবং বেদসম্মত যুক্তির দ্বারা ইহাকে বুঝ আর যাহা ইহাতে প্রতিপন্ন হয় তাহা যথাসাধ্য অনুষ্ঠান কর আর অন্তঃকরণের সহিত তাহারি কেবল সম্মান করিবে যাহার ঈশ্বরে ভয় ও নীতি ভাল দেখহ এ দুয়ের মধ্যে কোন [৬৪] ব্যক্তি স্বার্থপর বুঝায়। এ প্রশ্নের কারণ এই যে ভট্টাচার্য্য বেদান্তচন্দ্রিকাতে আমাদিগে স্বপ্রয়োজনপর করিয়া লিখিয়াছেন। এখন ইহার সমাধা বিজ্ঞ লোকের বিবেচনায় রহিল। হে সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর তুমি আমাদিগ্যে হিংসা মৎসরতা মিথ্যাপবাদে প্রবর্ত্ত করাইবে না ওঁ তৎ সৎ। ইতি শকাব্দা ১৭৩৯॥ ১৩ জ্যৈষ্ঠস্য॥

উপনিষৎ

তলবকার (কেন), ঈশ, কঠ, মাণ্ডুক্য ও মুণ্ডক

তলবকার উপনিষৎ

[১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে প্রকাশিত]

ওঁ তৎ সৎ। সামবেদের তলবকার উপনিষদের ভাষাবিবরণ ভগবান্ ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানুসারে করা গেল বেদেতে যে যে ব্যক্তির প্রামাণ্য জ্ঞান আছে তাঁহারা ইহাকে মান্য এবং গ্রাহ্য অবশ্যই করিবেন আর যাহার নিকট বেদ প্রমাণ নহেন তাহার সহিত সুতরাং প্রয়োজন নাই ॥

ওঁ তৎ সৎ। কেনেষিতং ইত্যাদি শ্রুতিসকল সামবেদীয় তলবকার শাখার নবমাধ্যায় হয়েন ইহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে কর্ম্ম এবং দেবোপাসনা কহিয়া এ অধ্যায়ে শুদ্ধ ব্রহ্মতত্ত্ব কহিতেছেন অতএব এ অধ্যায়কে উপনিষৎ অর্থাৎ বেদশিরোভাগ কহা যায়। এ সকল শ্রুতি ব্রহ্মপর হয়েন কর্ম্মপর নহেন। শিষ্যের প্রশ্ন গুরুর উত্তর কল্পনা করিয়া এ সকল শ্রুতিতে আত্মতত্ত্ব কহিয়াছেন ইহার তাৎপর্য্য এই যে প্রশ্ন উত্তর রূপে যাহা কহা যায় তাহার অনায়াসে বোধ হয় আর দ্বিতীয় তাৎপর্য্য এই যে প্রশ্ন উত্তরের দ্বারা জানাইতেছেন যে উপদেশ ব্যতিরেকে কেবল তর্কেতে ব্রহ্মতত্ত্ব জানা যায় না।

[২] কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ। কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি ॥ ১ ॥ কোন্ কর্ত্তার ইচ্ছা মাত্রের দ্বারা মন নিযুক্ত হইয়া আপনার বিষয়ের প্রতি গমন করেন অর্থাৎ আপন বিষয়ের চিন্তা করেন। আর কোন্ কর্ত্তার আজ্ঞার দ্বারা নিযুক্ত হইয়া সকল ইন্দ্রিয়ের প্রধান যে প্রাণ বায়ু তিনি আপন ব্যাপারে প্রবর্ত্ত হয়েন। আর কার প্রেরিত হইয়া শব্দরূপে বাক্য নিঃসরণ হয়েন যে বাক্যকে লোকে কহিয়া থাকেন। আর কোন্ দীপ্তিমান্ কর্ত্তা চক্ষু ও কর্ণকে উহাদের আপন আপন বিষয়েতে নিয়োগ করেন ॥ ১ ॥ শিষ্য এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পরে গুরু উত্তর করিতেছেন ॥ শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ। চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥ ২ ॥ তুমি যাঁহার প্রশ্ন করিতেছ তিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র হয়েন এবং অন্তঃকরণের অন্তঃকরণ বাক্যের বাক্য প্রাণের প্রাণ চক্ষুর চক্ষু হয়েন অর্থাৎ যাঁহার অধিষ্ঠানে এই সকল ইন্দ্রিয় আপন আপন কার্য্যেতে প্রবর্ত্ত হয় তিনি ব্রহ্ম [৩] হয়েন। এই হেতু শ্রোত্রাদির স্বতন্ত্র চৈতন্য আছে এমৎ জ্ঞান করিবে না এইরূপে ব্রহ্মকে জানিয়া

আর শ্রোত্রাদিতে আত্মভাব ত্যাগ করিয়া জ্ঞানী সকল এ সংসার হইতে মৃত্যু হইলে পর মুক্ত হয়েন ॥ ২ ॥ ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্গচ্ছতি নো মনো ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাদন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যে নস্তদ্ব্যচচক্ষিরে ॥ ৩ ॥ যেহেতু ব্রহ্ম জ্ঞানেন্দ্রিয়সকলের জ্ঞানেন্দ্রিয়স্বরূপ হইয়াছেন এই হেতু চক্ষুঃ তাঁহাকে দেখিতে পায়েন না বাক্য তাঁহাকে কহিতে পারেন না আর মন তাঁহাকে ভাবিতে পারেন না এবং নিশ্চয় করিতেও পারেন না অতএব শিষ্যকে কি প্রকারে ব্রহ্মের উপদেশ করিতে হয় তাহা আমরা কোন মতে জানি না। কিন্তু বেদে এক প্রকারে উপদেশ করেন যে যাবৎ বিদিত বস্তু অর্থাৎ যে যে বস্তুকে জানা যায় তাহা হইতে ভিন্ন হয়েন এবং অবিদিত হইতে অর্থাৎ ঘট পটাদি হইতে ভিন্ন হইয়া ঘট পটাদিকে যে মায়া প্রকাশ করেন সে মায়া হইতেও ভিন্ন ব্রহ্ম হয়েন। তর্ক এবং যজ্ঞাদি শুভ কর্ম্মের দ্বারা ব্রহ্ম জ্ঞানগোচর [৪] হয়েন না কিন্তু এইরূপ আচার্য্যের কথিত যে বাক্য তাহার দ্বারা এক প্রকারে তাঁহাকে জানা যায় ইহা আমরা পূর্ব্ব আচার্য্যদের মুখে শুনিয়া আসিতেছি যে আচার্য্যেরা আমাদিগ্যে ব্রহ্মোপদেশ করিয়াছেন ॥ ৩ ॥ শিষ্যের পাছে অন্য কাহাকে ব্রহ্ম করিয়া বিশ্বাস হয় তাহা নিবারণের নিমিত্তে পরের পাঁচ শ্রুতি কহিতেছেন ॥ যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৪ ॥ যাঁহাকে বাক্য অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয় এবং বর্ণ আর নানাপ্রকার পদ ঞেহারা কহিতে পারেন না আর যিনি বাক্যকে বিশেষ বিশেষ অর্থে নিযুক্ত করেন তাঁহাকেই কেবল ব্রহ্ম করিয়া তুমি জান অন্য যে পরিচ্ছিন্ন যাঁহাকে লোকসকল উপাসনা করেন সে ব্রহ্ম নহে ॥ ৪ ॥ যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতং। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৫ ॥ যাঁহাকে মন আর বুদ্ধির দ্বারা লোকে সঙ্কল্প এবং নিশ্চয় করিতে পারেন না আর যিনি মন আর বুদ্ধিকে জানিতেছেন এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানীরা কহেন তাঁহাকেই কেবল ব্রহ্ম করিয়া তুমি জান অন্য যে পরিচ্ছিন্ন যাহাকে লোকসকল উপাসনা করে সে [৫] ব্রহ্ম নহে ॥ ৫ ॥ যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৬ ॥ যাঁহাকে চক্ষুর্দ্বারা লোকে দেখিতে পায়েন না আর যাঁহার অধিষ্ঠানেতে লোকে চক্ষুর্বৃত্তিকে অর্থাৎ ঘটপটাদি যাবদ্বস্তুকে দেখেন তাঁহাকেই কেবল ব্রহ্ম করিয়া তুমি জান অন্য যে পরিচ্ছিন্ন যাহাকে লোকসকল উপাসনা করে সে ব্রহ্ম নহে ॥ ৬ ॥ যৎ শ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতং। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৭ ॥ যাঁহাকে

কর্ণেন্দ্রিয় দ্বারা কেহ শুনিতে পায়েন না আর যিনি এই কর্ণেন্দ্রিয়কে শুনিতেছেন তাঁহাকেই কেবল ব্রহ্ম করিয়া তুমি জান অন্য যে পরিচ্ছিন্ন যাহাকে লোকসকল উপাসনা করে সে ব্রহ্ম নহে ॥ ৭ ॥ যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৮ ॥ যাঁহাকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা লোকে গন্ধের ন্যায় গ্রহণ করিতে পারেন না আর যিনি ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে তাহার বিষয়েতে নিযুক্ত করেন তাঁহাকেই কেবল ব্রহ্ম করিয়া তুমি জান অন্য যে পরিচ্ছিন্ন যাহাকে লোকসকল উপাসনা করে সে ব্রহ্ম নহে ॥ ৮ ॥ পূর্ব্বে যে উপদেশ [৬] গুরু করিলেন তাহা হইতে পাছে শিষ্য এই জ্ঞান করে যে এই শরীরস্থিত সোপাধি যে জীব তিনি ব্রহ্ম হয়েন এই শঙ্কা দূর করিবার নিমিত্ত গুরু কহিতেছেন ॥ * ॥ যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি নূনং ত্বং বেথ ব্রহ্মণো রূপং। যদস্য ত্বং যদস্য দেবেষ্বথ নু মীমাংস্যমেব তে মন্যে বিদিতং ॥ ৯ ॥ আমি অর্থাৎ এই শরীরস্থিত যে আত্মা সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হই অতএব আমি সুন্দররূপে ব্রহ্মকে জানিলাম এমত যদি তুমি মনে কর তবে তুমি ব্রহ্মস্বরূপের অতি অল্প জানিলে। আপনাতে পরিচ্ছিন্ন করিয়া যে তুমি ব্রহ্মের স্বরূপ জানিতেছ সে কেবল অল্প হয় এমত নহে বরঞ্চ দেবতাসকলেতে পরিচ্ছিন্ন করিয়া ব্রহ্মের স্বরূপ যে জানিতেছ তাহাও অল্প হয় অতএব তুমি ব্রহ্মকে জানিলে না এই হেতু এখন ব্রহ্ম তোমার বিচার্য্য হয়েন এই প্রকার গুরুর বাক্য শুনিয়া শিষ্য বিশেষ মতে বিবেচনা করিয়া উত্তর করিতেছেন আমি বুঝি যে ব্রহ্মকে এখন আমি জানিলাম ॥ ৯ ॥ কিরূপে শিষ্য ব্রহ্মকে জানিলেন তাহা শিষ্য কহিতেছেন ॥ নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ। যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ ॥ ১০ ॥ আমি ব্রহ্ম[৭]কে সুন্দর প্রকারে জানিয়াছি এমত আমি মনে করি না আর ব্রহ্মকে আমি জানি না এরূপো আমি মনে করি না আর আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত বাক্যকে বিশেষ মতে জানিতেছেন সে ব্যক্তি ব্রহ্মতত্ত্বকে জানিতেছেন পূর্ব্বোক্ত বাক্য কি তাহা কহিতেছেন ব্রহ্মকে আমি জানি না এমত মনে করি না আর ব্রহ্মকে সুন্দররূপ জানি এরূপো মনে করি না। অর্থাৎ যথার্থরূপে ব্রহ্মকে জানি না কিন্তু ব্রহ্মকে সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ করিয়া বেদে কহিয়াছেন ইহা জানি ॥ ১০ ॥ এখন গুরুশিষ্যসম্বাদ দ্বারা যে অর্থ নিষ্পন্ন হইল তাহা পরের শ্রুতিতে কহিতেছেন ॥ যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ। অবিজ্ঞাতং বিজানতাম্ বিজ্ঞাতমবিজানতাং ॥ ১১ ॥ ব্রহ্ম আমার জ্ঞাত নহেন এরূপ নিশ্চয় যে ব্রহ্মজ্ঞানীর হয় তিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন আর আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি এরূপ নিশ্চয় যে

ব্যক্তির হয় সে ব্রহ্মকে জানে না উত্তম জ্ঞানবান্ ব্যক্তির বিশ্বাস এই যে ব্রহ্ম আমার জ্ঞেয় নহেন আর উত্তম জ্ঞানবিশিষ্ট যে ব্যক্তি নহেন তাঁহার বিশ্বাস এই যে ব্রহ্ম আমার জ্ঞেয় হয়েন ॥ ১১ ॥ পরের শ্রুতিতে কি প্রকারে ব্রহ্মের জ্ঞান হইতে [৮] পারে তাহা কহিতেছেন ॥ প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে। আত্মনা বিন্দতে বীর্য্যং বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতং ॥ ১২ ॥ জড় যে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সে ব্রহ্মের অধিষ্ঠানের দ্বারা চেতনের ন্যায় ঘটপটাদি বস্তুর জ্ঞান করিতেছে ইহাতেই সাক্ষাৎ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম প্রতীত হইতেছেন এইরূপে ব্রহ্মের যে জ্ঞান সেই উত্তম জ্ঞান হয় যেহেতু এইরূপ জ্ঞান হইলে মোক্ষ হয়। আর আপনার যত্নের দ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞানের সামর্থ্য হয় সেই ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা মুক্তি হয় ॥ ১২ ॥ ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ। ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥ ১৩ ॥ যদি এই মনুষ্যদেহেতে ব্রহ্মকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যে ব্যক্তি জানে তবে তাহার ইহলোকে প্রার্থনীয় সুখ পরলোকে মোক্ষ দুই সত্য হয় আর এই মনুষ্যশরীরে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্রহ্মকে না জানে তবে তাহার অত্যন্ত ঐহিক পারত্রিক ক্লেশ হয়। অতএব জ্ঞানী সকল স্থাবরেতে এবং জঙ্গমেতে এক আত্মাকে ব্যাপক জানিয়া ইহলোক হইতে মৃত্যু হইলে পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১৩ ॥ ব্রহ্ম সকলের কর্ত্তা [৯] এবং দুর্জ্ঞেয় হয়েন ইহা দেখাইবার নিমিত্তে পরে এক আখ্যায়িকা অর্থাৎ এক বৃত্তান্ত কহিতেছেন ॥ ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে তস্য হ ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবা অমহীয়ন্ত ত ঐক্ষন্তাস্মাকমেবায়ং বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমেতি ॥ ১৪ ॥ ব্রহ্ম দেবতাদের নিমিত্তে নিশ্চয় জয় করিলেন অর্থাৎ দেবাসুরসংগ্রামে জগতের কল্যাণের নিমিত্ত দেবতাদিগ্যে জয় দেয়াইলেন সেই ব্রহ্মের জয়েতে অগ্নি প্রভৃতি দেবতাসকল আপন আপন মহিমাকে প্রাপ্ত হইলেন আর তাঁহারা মনে করিলেন যে আমাদিগ্যেরী এ জয় আর আমাদিগ্যেরী এ মহিমা অর্থাৎ এ জয়ের সাক্ষাৎ কর্ত্তা আর এ মহিমার সাক্ষাৎ কর্ত্তা আমরাই হই ॥ ১৪ ॥ তদ্ধৈষাং বিজজ্ঞৌ তেভ্যো হ প্রাদুর্ব্বভূব তন্ন ব্যজানত কিমিদং যক্ষমিতি ॥ ১৫ ॥ সেই অন্তর্যামী ব্রহ্ম দেবতাদের এই মিথ্যাভিমান জানিলেন পাছে দেবতাসকল এই মিথ্যাভিমানের দ্বারা অসুরের ন্যায় নষ্ট হয়েন এই হেতু তাঁহাদিগ্যে জ্ঞান দিবার নিমিত্ত বিস্ময়ের হেতু মায়ানির্ম্মিত অদ্ভুতরূপে বিদ্যুতের ন্যায় তাঁহাদিগ্যের চক্ষুর গোচর হইলেন। ইনি কে পূজ্য হয়েন তাহা দেবতারা জানি[১০]তে পারিলেন না ॥ ১৫ ॥ তে অগ্নিমব্রুবন্ জাতবেদ এতদ্বিজানীহি কিমেতৎ যক্ষমিতি তথেতি তদভ্যদ্রবৎ

তমভ্যবদৎ কোসীতি অগ্নির্ব্বা অহমস্মীত্যব্রবীজ্জাতবেদা বা অহমস্মীতি ॥ ১৬॥ সেই দেবতাসকল অগ্নিকে কহিলেন যে হে অগ্নি এ পূজ্য কে হয়েন ইহা তুমি বিশেষ করিয়া জান অগ্নি তথাস্তু বলিয়া সেই পূজ্যের নিকট গমন করিলেন সেই পূজ্য অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করিলেন অর্থাৎ অগ্নির কর্ণগোচর এই শব্দ হইল যে তুমি কে। অগ্নি উত্তর দিলেন যে আমার নাম অগ্নি হয় আমার নাম জাতবেদ হয় অর্থাৎ আমি বিখ্যাত হই ॥ ১৬॥ তস্মিংস্তয়ি কিং বীর্য্যমিতি অপীদং সর্ব্বং দহেয়ং যদিদং পৃথিব্যামিতি তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি ॥ ১৭॥ তখন অগ্নিকে সেই পূজ্য কহিলেন এমন বিখ্যাত যে তুমি অগ্নি তোমাতে কি সামর্থ্য আছে তাহা কহ তখন অগ্নি উত্তর দিলেন যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যে কিছু বস্তু আছে সে সকলকেই দগ্ধ করিতে পারি তখন সেই পূজ্য অগ্নির সংমুখে এক তৃণ রাখিয়া কহিলেন যে এই তৃণকে তুমি দগ্ধ কর অর্থাৎ যদি এই তৃণকে তুমি দগ্ধ করিতে না পার [১১] তবে আমি দগ্ধ করিতে পারি এমত অভিমান আর করিবে না ॥ ১৭॥ তদুপপ্রেয়ায় সর্ব্বজবেন তন্ন শশাক দগ্ধুং স তত এব নিববৃতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্যক্ষমিতি ॥ ১৮॥ তখন অগ্নি সেই তৃণের নিকট গিয়া আপনার তাবৎ পরাক্রমের দ্বারাতে তাহাকে দগ্ধ করিতে পারিলেন না তখন অগ্নি সেই স্থান হইতে নিবর্ত্ত হইয়া দেবতাদিগ্যে কহিলেন যে এ পূজ্য কে হয়েন তাহা জানিতে পারিলাম না ॥ ১৮॥ অথ বায়ুমব্রুবন্ বায়বেতদ্বিজানীহি কিমেতদ্যক্ষমিতি তথেতি তদভ্যদ্রবৎ তমভ্যবদৎ কোসীতি বায়ুর্ব্বা অহমস্মীত্যব্রবীন্মাতরিশ্বা বা অহমস্মীতি ॥ ১৯॥ পশ্চাৎ সেই সকল দেবতারা বায়ুকে কহিলেন যে হে বায়ু এ পূজ্য কে হয়েন তাহা তুমি বিশেষ করিয়া জান বায়ু তথাস্তু বলিয়া সেই পূজ্যের নিকট গমন করিলেন সেই পূজ্য বায়ুকে জিজ্ঞাসা করিলেন অর্থাৎ বায়ুর কর্ণগোচর এই শব্দ হইল যে তুমি কে। বায়ু উত্তব দিলেন যে আমার নাম বায়ু হয় আমার নাম মাতরিশ্বা হয় অর্থাৎ আমি বিখ্যাত হই ॥ ১৯॥ তস্মিংস্তয়ি কিং বীর্য্যমিতি অপীদং সর্ব্বমাদদীয় যদিদং [১২] পৃথিব্যামিতি তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদাদৎস্বেতি ॥ ২০॥ তখন বায়ুকে সেই পূজ্য কহিলেন এমন বিখ্যাত যে তুমি বায়ু তোমাতে কি সামর্থ্য আছে তাহা কহ তখন বায়ু উত্তর দিলেন যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যে কিছু বস্তু আছে সে সকলকেই গ্রহণ করিতে পারি তখন সেই পূজ্য বায়ুর সম্মুখে এক তৃণ রাখিয়া কহিলেন যে এই তৃণকে তুমি গ্রহণ কর অর্থাৎ যদি এই তৃণকে গ্রহণ করিতে তুমি না পার তবে আমি গ্রহণ করিতে পারি এমত অভিমান আর করিবে না ॥ ২০॥ তদুপপ্রেয়ায় সর্ব্বজবেন

তন্ন শশাকাদাতুং স তত এব নিববৃতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্‌যক্ষমিতি ॥ ২১ ॥ তখন বায়ু সেই তৃণের নিকটে গিয়া আপনার তাবৎ পরাক্রমের দ্বারাতে তাহাকে গ্রহণ করিতে পারিলেন না তখন বায়ু সেই স্থান হইতে নিবর্ত্ত হইয়া দেবতাদিগ্যে কহিলেন যে এ পূজ্য কে হয়েন তাহা জানিতে পারিলাম না ॥ ২১ ॥ অথেন্দ্রমব্রুবন্ মঘবন্নেতদ্বিজানীহি কিমেতদ্‌যক্ষমিতি তথেতি তদভ্যদ্রবৎ তস্মাত্তি-রোদধে ॥ ২২ ॥ পশ্চাৎ সেই সকল দেবতারা ইন্দ্রকে কহিলেন যে হে ইন্দ্র এই পূজ্য কে হয়েন তাহা তুমি বিশেষ [১৩] করিয়া জান ইন্দ্র তথাস্তু বলিয়া সেই পূজ্যের নিকট গমন করিলেন তখন সেই পূজ্য ইন্দ্র হইতে চক্ষুর নিমেষের ন্যায় অন্তর্দ্ধান করিলেন অর্থাৎ ইন্দ্রের চক্ষুগোচর আর থাকিলেন না ॥ ২২ ॥ স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীং তাং হোবাচ কিমেতৎ যক্ষমিতি ব্রহ্মেতি হোবাচ ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি ॥ ২৩ ॥ ইন্দ্র ওই আকাশে সেই পূজ্যকে দেখিতে না পাইয়া নিবর্ত্ত না হইয়া তথায় থাকিলেন তখন বিদ্যারূপিণী মায়া অতিসুন্দরী উমারূপেতে ইন্দ্রকে দেখা দিলেন ইন্দ্র তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে কে এ পূজ্য এখানে ছিলেন তেঁহ কহিলেন যে ইনি ব্রহ্ম আর এই ব্রহ্মের জয়েতে তোমরা মহিমা প্রাপ্ত হইয়াছ ॥ ২৩ ॥ ততো হৈব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি তস্মাদ্বা এতে দেবা অতিতরামিবান্যান্ দেবান্ যদগ্নির্ব্বায়ুরিন্দ্রস্তে হ্যেনৎ নেদিষ্ঠং পস্পর্শুস্তে হ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥ ২৪ ॥ সেই বিদ্যার উপদেশেতেই ইনি ব্রহ্ম ইহা ইন্দ্র জানিলেন। যেহেতু অগ্নি বায়ু ইন্দ্র এঁহারা ব্রহ্মের সমীপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন আর যেহেতু অতি নিকটস্থ ব্রহ্মের [১৪] সহিত এঁহাদিগ্যের আলাপাদি দ্বারা সম্বন্ধ হইয়াছিল আর যেহেতু এঁহারা অন্য দেবতার পূর্ব্বে ব্রহ্ম করিয়া জানিয়াছিলেন সেই হেতু অগ্নি বায়ু ইন্দ্র অন্য দেবতা হইতে শ্রেষ্ঠের ন্যায় হইলেন কারণ এই যে বিদ্যাবাক্য হইতে ইন্দ্র ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন আর ইন্দ্র হইতে প্রথমত অগ্নি ও বায়ু ব্রহ্ম করিয়া জানিয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥ তস্মাদ্বা ইন্দ্রোঽতিতরামিবান্যান্ দেবান্ স হ্যেনন্নেদিষ্ঠং পস্পর্শ স হ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥ ২৫ ॥ যেহেতু ইন্দ্র ব্রহ্মের অতিসমীপ গমনের দ্বারা সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন আর যেহেতু অগ্নি বায়ু অপেক্ষা করিয়াও উমার বাক্যতে প্রথমে ব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন সেই হেতু অগ্নি বায়ু প্রভৃতি সকল দেবতা হইতেও ইন্দ্র শ্রেষ্ঠের ন্যায় হইলেন অর্থাৎ জ্ঞানেতে যে শ্রেষ্ঠ সেই শ্রেষ্ঠ হয় ॥ ২৫ ॥ তস্যৈষ আদেশো যদেতদ্বিদ্যুতো ব্যদ্যুতদা ইতীতি ন্যমীমিষদা ইত্যধিদৈবতং ॥ ২৬ ॥ সেই যে উপমারহিত ব্রহ্ম

তাঁহার এই এক উপমার কথন হয় যেমন বিদ্যুতের প্রকাশের ন্যায় অর্থাৎ একেবারেই তেজের দ্বারা বিদ্যুতের ন্যায় [১৫] জগতের ব্যাপক হয়েন আর অন্য উপমা কথন এই যে যেমন চক্ষুর্নিমেষ অত্যন্ত দ্রুত এবং অনায়াসে হয় সেইরূপ ব্রহ্ম সৃষ্ট্যাদি এবং তিরোধান অনায়াসে করেন এই যে উপমা তাহা দেবতাদের বিষয়ে কহিয়াছেন॥ ২৬॥ অথাধ্যাত্মং যদেতদ্গচ্ছতীব চ মনোঽনেন চৈতদুপস্মরত্যভীক্ষ্ণং সঙ্কল্পঃ তদ্ধ তদ্বনং নাম তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যং স য এতদেবং বেদাভিহৈনং সর্ব্বাণি ভূতানি সংবাঞ্ছন্তি॥ ২৭॥ এখন মনের বিষয়ে সর্ব্বব্যাপি ব্রহ্মের তৃতীয় আদেশ এই যে এই ব্রহ্মকে যেন পাইতেছি এমৎ অভিমান মন করেন আর এই মনের দ্বারা সাধকে জ্ঞান করেন ব্রহ্মকে যেন ধ্যানগোচর করিলাম আর মনের পুনঃ পুনঃ সঙ্কল্প অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়ে সাধকের পুনঃ পুনঃ স্মরণ হয়। তাৎপর্য্য এই যে পূর্ব্বের দুই উপমা আর পরের এই আদেশ অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির জ্ঞানের নিমিত্ত কহেন যেহেতু উপমা-ঘটিত বাক্যকে অল্পবুদ্ধিরা অনায়াসে বুঝিতে পারে নতুবা নিরুপাধি ব্রহ্মের কোনো উপমা নাই এবং মনো তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারেন না। সেই যে ব্রহ্ম তিনি সকলের নিশ্চিত ভজনীয় [১৬] হয়েন অতএব সর্ব্বভজনীয় করিয়া তিনি বিখ্যাত হয়েন এই প্রকারেতে তাঁহার উপাসনা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি এই প্রকারে ব্রহ্মের উপাসনা করে তাহাকে সকল লোক প্রার্থনা করেন॥ ২৭॥ পূর্ব্ব উপদেশের দ্বারা সবিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া নির্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত আর যাহা পূর্ব্বে কহিয়াছেন তাহাতে উপনিষদের সমাপ্তি হইল কি আর কিছু অবশেষ আছে ইহা নিশ্চয় করিবার জন্যে শিষ্য কহিতেছেন॥ উপনিষদং ভো ব্রূহীত্যুক্তা ত উপনিষৎ ব্রাহ্মী বাব ত উপনিষদমব্রূমেতি তস্যৈ তপো দমঃ কর্ম্মেতি প্রতিষ্ঠা বেদাঃ সর্ব্বাঙ্গানি সত্যমায়তনং॥ ২৮॥ শিষ্য বলিতেছেন যে হে গুরু উপনিষৎ অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয় পরম রহস্য যে শ্রুতি তাহা আমাকে কহ গুরু উত্তর দিলেন যে উপনিষৎ তোমাকে কহিলাম অর্থাৎ প্রথমত নির্ব্বিশেষ পশ্চাৎ সবিশেষ করিয়া ব্রহ্মতত্ত্বকে কহিলাম ব্রহ্মতত্ত্বঘটিত যে বাক্য সে উপনিষৎ হয় তাহা তোমাকে কহিলাম অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহা কহিয়াছি তাহাতেই উপনিষদের সমাপ্তি হইল। তপ আর ইন্দ্রিয়নিগ্রহ আর অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম [১৭] আর বেদ আর বেদের অঙ্গ অর্থাৎ ব্যাকরণ প্রভৃতি এঁহারা সেই উপনিষদের পা হয়েন অর্থাৎ এ সকলের অনুষ্ঠান যে ব্যক্তি ইহ জন্মে কিম্বা পূর্ব্বজন্মে করিয়াছে উপনিষদের অর্থ সেই ব্যক্তিতে প্রকাশ হয় আর

উপনিষদের আলয় সত্য হয়েন অর্থাৎ সত্য থাকিলেই উপনিষদের অর্থস্ফূর্ত্তি থাকে॥ ২৮॥ যো বা এতামেবং বেদ অপহত্য পাপ্মানমনন্তে স্বর্গে লোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি॥ ২৯॥ কেনেষিতং ইত্যাদি শ্রুতিরূপ যে উপনিষৎ তাহাকে যে ব্যক্তি অর্থত এবং শব্দত জানে সে ব্যক্তি প্রাক্তনকে নষ্ট করিয়া অন্তশূন্য সকল হইতে মহান্ আনন্দস্বরূপ পরমাত্মাতে অবস্থিতি করে অবস্থিতি করে। শেষ বাক্যতে যে পুনরুক্তি সে নিশ্চয়ের দ্যোতক এবং গ্রন্থসমাপ্তির জ্ঞাপক হয়॥ ২৯॥ ইতি সামবেদীয় তলবকারোপনিষৎ সমাপ্তা॥ সামবেদীয় তলবকারোপনিষদের সমাপ্তি হইল ইতি॥ শকাব্দা ১৭৩৮ ইংরাজী ১৮১৬। ১৭ আষাঢ় ২৯ জুনেতে ছাপানা গেল॥

ঈশোপনিষৎ

[১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্রকাশিত]

॥ ভূমিকা ॥

ওঁ তৎ সৎ। ভগবান্ বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রের দ্বারা ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন যে সমুদায় বেদ একবাক্যতায় বুদ্ধি মন বাক্যের অগোচর যে ব্রহ্ম কেবল তাঁহাকে প্রতিপন্ন করিতেছেন সেই সকল সূত্রের অর্থ সর্ব্বসাধারণ লোকের বুঝিবার নিমিত্তে সংক্ষেপে ভাষাতে বিবরণ করা গিয়াছে এক্ষণে দশোপনিষৎ যে মূল বেদ ও যাহার ভাষ্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য করিয়াছেন তাহার বিবরণ সেই ভাষ্যের অনুসারেতে ভাষাতে করিবার যত্ন করা গিয়াছে সংপ্রতি সেই দশোপনিষদের মধ্যে যজুর্ব্বেদীয় ঈশোপনিষদের ভাষাবিবরণকে ছাপানো গেল আর ক্রমে ক্রমে যে যে উপনিষদের ভাষাবিবরণ পরমেশ্বরের প্রসাদে প্রস্তুত হইবেক তাহা পরে পরে ছাপানো যাইবেক। এই সকল উপনিষদের দ্বারা ব্যক্ত হইবেক যে পরমেশ্বরের এক মাত্র সর্ব্বত্র ব্যাপী আমাদের ইন্দ্রিয়ের এবং বুদ্ধির অগোচর হয়েন তাঁহারি উপাসনা প্রধান এবং মুক্তির প্রতি কারণ হয় আর নাম রূপ সকল মায়ার কার্য্য হয়। যদি কহ পুরাণ এবং তন্ত্রাদি শাস্ত্রেতে যে সকল দেবতাদের উপাসনা লিখিয়াছেন সে সকল [২] কি অপ্রমাণ আর পুরাণ এবং তন্ত্রাদি কি শাস্ত্র নহেন। তাহার উত্তর এই যে পুরাণ এবং তন্ত্রাদি অবশ্য শাস্ত্র বটেন যেহেতু পুরাণ এবং তন্ত্রাদিতেও পরমাত্মাকে এক এবং বুদ্ধি মনের অগোচর করিয়া পুনঃ২ কহিয়াছেন তবে পুরাণেতে এবং তন্ত্রাদিতে সাকার দেবতার বর্ণন এবং উপাসনার যে বাহুল্যমতে লিখিয়াছেন সে প্রত্যক্ষ বটে কিন্তু ঐ পুরাণ এবং তন্ত্রাদি সেই সাকার বর্ণনের সিদ্ধান্ত আপনিই পুনঃ২ এইরূপে করিয়াছেন যে যে ব্যক্তি ব্রহ্মবিষয়ের শ্রবণ মননেতে অশক্ত হইবেক সেই ব্যক্তি দুষ্কর্ম্মে প্রবর্ত্ত না হইয়া রূপ কল্পনা করিয়াও উপাসনার দ্বারা চিত্ত স্থির রাখিবেক পরমেশ্বরের উপাসনাতে যাহার অধিকার হয় কাল্পনিক উপাসনাতে তাহার প্রয়োজন নাই। প্রমাণ স্মার্ত্তধৃত যমদগ্নির বচন॥ চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা। রূপস্থানাং দেবতানাং পুংস্ত্র্যংশাদিককল্পনা। জ্ঞানস্বরূপ অদ্বিতীয় উপাধিশূন্য শরীররহিত যে পরমেশ্বর তাঁহার রূপের কল্পনা সাধকের নিমিত্তে

করিয়াছেন রূপ কল্পনার স্বীকার করিলে পুরুষের অবয়ব স্ত্রীর অবয়ব ইত্যাদি অবয়বের সুতরাং কল্পনা [৩] করিতে হয়। বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশের দ্বিতীয়াধ্যায়ের বচন॥ রূপনামাদিনির্দ্দেশবিশেষণবিবর্জিতঃ। অপক্ষয়বিনাশাভ্যাং পরিণামার্ত্তিজন্মভিঃ। বর্জিতঃ শক্যতে বক্তুং যঃ সদাস্তীতি কেবলং। রূপ নাম ইত্যাদি বিশেষণরহিত নাশরহিত অবস্থান্তরশূন্য দুঃখ এবং জন্মহীন পরমাত্মা হয়েন কেবল আছেন এই মাত্র করিয়া তাঁহাকে কহা যায়। অপ্সু দেবা মনুষ্যাণাং দিবি দেবা মনীষিণাং। কাষ্ঠলোষ্টেষু মুর্খাণাং যুক্তস্যাত্মনি দেবতা॥ জলেতে ঈশ্বর বোধ ইতর মনুষ্যের হয় গ্রহাদিতে ঈশ্বর বোধ দেবজ্ঞানীরা করেন কাষ্ঠ মৃত্তিকা ইত্যাদিতে ঈশ্বর বোধ মূর্খেরা করে আত্মাকে ঈশ্বর বোধ জ্ঞানীরা করেন। শ্রীভাগবতের দশম স্কন্ধে চৌরাশি অধ্যায়ে ব্যাসাদির প্রতি ভগবদ্বাক্য। কিং স্বল্পতপসাং নৃণামর্চ্চায়াং দেবচক্ষুষাং। দর্শনস্পর্শনপ্রশ্নপ্রহ্বপাদার্চ্চনাদিকং॥ ভগবান্ শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যা। তীর্থস্নানাদিতে তপস্যাবুদ্ধি যাহাদের আর প্রতিমাতে দেবতাজ্ঞান যাহাদের এমতরূপ ব্যক্তিসকলের যোগেশ্বরেদের দর্শন স্পর্শন নমস্কার আর পাদার্চ্চন অসম্ভাবনীয় হয়। যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ। যত্তীর্থবুদ্ধিশ্চ জলে ন কর্হিচিৎ জনে[৪]ষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥ যে ব্যক্তির কফপিত্তবায়ুময় শরীরেতে আত্মার বোধ হয় আর স্ত্রীপুত্রাদিতে আত্মভাব হয় আর মৃত্তিকানির্ম্মিত বস্তুতে দেবতাজ্ঞান হয় আর জলেতে তীর্থবোধ হয় আর এ সকল জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞানীতে না হয় সে ব্যক্তি বড় গরু অর্থাৎ অতি মূঢ় হয়। কুলার্ণবে নবমোল্লাসে। বিদিতে তু পরে তত্ত্বে বর্ণাতীতে হ্যবিক্রিয়ে। কিঙ্করত্বং হি গচ্ছন্তি মন্ত্রা মন্ত্রাধিপৈঃ সহ॥ ক্রিয়াহীন বর্ণাতীত যে ব্রহ্মতত্ত্ব তাহা বিদিত হইলে মন্ত্রসকল মন্ত্রের অধিপতি দেবতার সহিত দাসত্ব প্রাপ্ত হয়েন। পরে ব্রহ্মণি বিজ্ঞাতে সমস্তৈর্নিয়মৈরলং। তালবৃন্তেন কিং কার্য্যং লব্ধে মলয়মারুতে॥ পরব্রহ্মজ্ঞান হইলে কোন নিয়মের প্রয়োজন থাকে না যেমন মলয়ের বাতাস পাইলে তালের পাখা কোনো কার্য্যে আইসে না। মহানির্ব্বাণ। এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ। কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাং॥ এইরূপ গুণের অনুসারে নানাপ্রকার রূপ অল্পবুদ্ধি ভক্তদিগ্যের হিতের নিমিত্তে কল্পনা করা গিয়াছে। অতএব বেদ পুরাণ তন্ত্রাদিতে যত২ রূপের কল্পনা এবং উপাসনার বিধি দুর্ব্বলাধিকারীর নিমিত্ত কহিয়াছেন তাহার মীমাংসা পরে [৫] এইরূপ শত২ মন্ত্র এবং বচনের দ্বারা আপনিই করিয়াছেন। যদি কহ

ব্রহ্মজ্ঞানের যেরূপ মাহাত্ম্য লিখিয়াছেন সে প্রমাণ কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের সম্ভাবনা নাই সুতরাং সাকার উপাসনা কর্ত্তব্য। তাহার উত্তর এই যে। ব্রহ্মজ্ঞান যদি অসম্ভব হইত তবে। আত্মা বা অরে শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ। আত্মৈবোপাসীত। এইরূপ শ্রুতি এবং স্মৃতিতে ব্রহ্মজ্ঞান সাধনের প্রেরণা থাকিতো না। কেন না অসম্ভব বস্তুর প্রেরণা শাস্ত্রে হইতে পারে না আর যদি কহ ব্রহ্মজ্ঞান অসম্ভব নহে কিন্তু কষ্টসাধ্য বহু যত্নে হয় ইহার উত্তর এই। যে বস্তু বহু যত্নে হয় তাহার সিদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বদা যত্ন আবশ্যক হয় তাহার অবহেলা কেহ করে না। তুমি আপনিই ইহাকে কষ্টসাধ্য কহিতেছ অথচ ইহাতে যত্ন করা দূরে থাকুক ইহার নাম করিলে ক্রোধ কর। অধিকন্তু পুরাণ এবং তন্ত্রাদি স্পষ্ট কহিতেছেন যে যাবৎ নামরূপবিশিষ্ট সকলেই জন্য এবং নশ্বর। প্রমাণ স্মার্ত্তধৃত বিষ্ণুর বচন। যে সমর্থা জগত্যস্মিন্ সৃষ্টিসংহারকারিণঃ। তেঽপি কালে প্রলীয়ন্তে কালো হি বলবত্তরঃ॥ এই জগতের যাঁহারা সৃষ্টি সংহারের কর্ত্তা এবং সমর্থ হয়েন তাঁহারাও কালে লীন হয়েন অতএব কাল বড় বলবান্। [৬] যাজ্ঞবল্ক্যের বচন। গন্ত্রী বসুমতী নাশমুদধির্দৈবতানি চ। ফেনপ্রখ্যঃ কথং নাশং মর্ত্যলোকো ন যাস্যতি॥ পৃথিবী এবং সমুদ্র এবং দেবতারা এ সকলেই নাশকে পাইবেন অতএব ফেনার ন্যায় অচিরস্থায়ী যে মনুষ্যসকল কেন তাহারা নাশকে না পাইবেক। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবীমাহাত্ম্যে ভগবতীর প্রতি ব্রহ্মার বাক্য। বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এব চ। কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ॥ বিষ্ণুর এবং আমার অর্থাৎ ব্রহ্মার এবং শিবের যেহেতু শরীরগ্রহণ তুমি করাইয়াছ অতএব কে তোমাকে স্তব করিতে পারে। কুলার্ণবের প্রথমোল্লাসে। ব্রহ্মবিষ্ণু-মহেশাদিদেবতা ভূতজাতয়ঃ। সর্ব্বে নাশং প্রয়াস্যন্তি তস্মাচ্ছ্রেয়ঃ সমাচরেৎ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি দেবতা এবং যাবৎ শরীরবিশিষ্ট বস্তুসকলে নাশকে পাইবেন অতএব আপন আপন মঙ্গল চেষ্টা করিবেক। এইরূপ ভূরি বচনের দ্বারা গ্রন্থবাহুল্যের প্রয়োজন নাই। যদ্যপি পুরাণ তন্ত্রাদিতে লক্ষ স্থানেও নামরূপবিশিষ্টকে উপাস্য করিয়া কহিয়া পুনরায় কহেন যে এ কেবল দুর্ব্বলাধি-কারীর মনস্থিরের নিমিত্ত কল্পনা মাত্র করা গেল তবে ঐ পূর্ব্বের লক্ষ বচনের সিদ্ধান্ত পরের [৭] বচনে হয় কি না। আর যদি পুরাণতন্ত্রাদিতে সকল ব্রহ্মময় এই বিচারের দ্বারা নানা দেবতা এবং দেবতার বাহন এবং ব্যক্তিসকল আর অন্নাদি যাবদ্বস্তুকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়া পুনরায় পাছে এ বর্ণনের দ্বারা ভ্রম হয় এ নিমিত্ত পশ্চাৎ কহেন যে বাস্তবিক নাম রূপ সকল জন্য এবং নশ্বর হয়েন তবে তাবৎ

পূর্ব্বের বাক্যের মীমাংসা পরের বাক্যে হয় কি না যদি কহ কোন দেবতাকে পুরাণেতে সহস্র সহস্র বার ব্রহ্ম কহিয়াছেন আর কাহাকেও কেবল দুই চারি স্থানে কহিয়াছেন অতএব যাহাঁদিগ্যে অনেক স্থানে ব্রহ্ম কহিয়াছেন তাহাঁরাই স্বতন্ত্র ব্রহ্ম হয়েন। ইহার উত্তর। যদি পুরাণাদিকে সত্য করিয়া কহ তবে তাহাতে দুই চারি স্থানে যাহার বর্ণন আছে আর সহস্র স্থানে যাহার বর্ণন আছে সকলকেই সত্য করিয়া মানিতে হইবেক যেহেতু যাহাকে সত্যবাদী জ্ঞান করা যায় তাহার সকল বাক্যেই বিশ্বাস করিতে হয় অতএব পুরাণ তন্ত্রাদি আপনার বাক্যের সিদ্ধান্ত আপনিই করিয়াছেন যাহাতে পরস্পর দোষ না হয় কিন্তু আমরা সিদ্ধান্তবাক্যে মনোযোগ না করিয়া মনোরঞ্জনবাক্যে মগ্ন হই। যদি কহ আত্মার উপাসনা [৮] শাস্ত্রবিহিত বটে এবং দেবতাদের উপাসনাও শাস্ত্রসম্মত হয় কিন্তু আত্মার উপাসনা সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য আর দেবতার উপাসনা গৃহস্থেরো কর্ত্তব্য হয়। তাহার উত্তর। এইরূপ আশঙ্কা কদাপি করিতে পারিবে না। যেহেতু বেদে এবং বেদান্তশাস্ত্রে আর মনু প্রভৃতি স্মৃতিতে গৃহস্থেরো আত্মোপাসনা কর্ত্তব্য এরূপ অনেক প্রমাণ আছে তাহার কিঞ্চিৎ লিখিতেছি বেদে এবং, বেদান্তে যাহা প্রমাণ আছে তাহা বেদান্তের ৩ অধ্যায়ে ৪ পাদে ৪৮ সূত্রে পাইবেন অধিকন্তু মনু সকল স্মৃতির প্রধান তাহার শেষ গ্রন্থে সকল কর্ম্মকে কহিয়া পশ্চাৎ কহিলেন। যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্॥ শাস্ত্রোক্ত যাবৎ কর্ম্ম তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রহ্মোপাসনাতে এবং ইন্দ্রিয়নিগ্রহেতে আর প্রণব এবং উপনিষদাদি বেদাভ্যাসেতে ব্রাহ্মণ যত্ন করিবেন। ইহাতে কুল্লূক ভট্ট মনুর টীকাকার লিখেন যে এ সকলের অনুষ্ঠানে দ্বারা মুক্তি হয় ইহাই এ বচনের তাৎপর্য্য হয় এ সকল অনুষ্ঠান করিলে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের পরিত্যাগ করিতে অবশ্য হয় এমৎ নহে। আর মনুর চতুর্থাধ্যায়ে গৃহস্থধর্ম্মপ্রকরণে। ঋষিযজ্ঞং দেব[৯]যজ্ঞং ভূতযজ্ঞঞ্চ সর্ব্বদা। নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞঞ্চ যথাশক্তি ন হাপয়েৎ॥ ২১॥ তৃতীয়াধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে ঋষিযজ্ঞ আর দেবযজ্ঞ ভূতযজ্ঞ নৃযজ্ঞ পিতৃযজ্ঞ এই পঞ্চ যজ্ঞকে সর্ব্বদা যথাশক্তি গৃহস্থে ত্যাগ করিবেক না॥ ২১॥ এতানেকে মহাযজ্ঞান্ যজ্ঞশাস্ত্রবিদো জনাঃ। অনীহমানাঃ সততমিন্দ্রিয়েষ্বেব জুহ্বতি॥ ২২॥ যে সকল গৃহস্থেরা বাহ্য এবং অন্তর যজ্ঞের অনুষ্ঠানের শাস্ত্রকে জানেন তাঁহারা বাহ্যেতে কোনো যজ্ঞাদির চেষ্টা না করিয়া চক্ষুঃ শ্রোত্র প্রভৃতি যে পাঁচ ইন্দ্রিয় তাহার রূপ শব্দ প্রভৃতি পাঁচ বিষয়কে সংযম করিয়া পঞ্চ যজ্ঞকে সম্পন্ন করেন। অর্থাৎ

কোনো২ ব্রহ্মজ্ঞানী গৃহস্থেরা বাহ্যেতে পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান না করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠার বলেতে ইন্দ্রিয়দমনরূপ যে পঞ্চ যজ্ঞ তাহাকে করেন ॥ ২২ ॥ বাচ্যেকে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণে বাচঞ্চ সর্ব্বদা। বাচি প্রাণে চ পশ্যন্তো যজ্ঞনির্ব্বৃতিমক্ষয়াং ॥ ২৩ ॥ আর কোনো২ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ পঞ্চ যজ্ঞের স্থানে বাক্যেতে নিশ্বাসের হবন করাকে আর নিশ্বাসেতে বাক্যের হবন করাকে অক্ষয় ফলদায়ক যজ্ঞ জানিয়া সর্ব্বদা বাক্যেতে নিশ্বা[১০]সকে আর নিশ্বাসেতে বাক্যকে হবন করিয়া থাকেন অর্থাৎ যখন বাক্য কহা যায় তখন নিশ্বাস থাকে না যখন নিশ্বাসের ত্যাগ করা যায় তখন বাক্য থাকে না এই হেতু কোনো২ গৃহস্থেরা ব্রহ্মনিষ্ঠার বলের দ্বারা পঞ্চ যজ্ঞ স্থানে শ্বাস নিশ্বাস ত্যাগ আর জ্ঞানের উপদেশ মাত্র করেন ॥ ২৩ ॥ জ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রা যজন্ত্যেতৈর্মখৈঃ সদা। জ্ঞানমূলাং ক্রিয়ামেষাং পশ্যন্তো জ্ঞানচক্ষুষা ॥ ২৪ ॥ আর কোনো২ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থেরা গৃহস্থের প্রতি যে যে যজ্ঞ শাস্ত্রে বিহিত আছে তাহা সকল কেবল ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা নিষ্পন্ন করেন জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা তাঁহারা জানিতেছেন যে পঞ্চ যজ্ঞাদি সমুদায় ব্রহ্মাত্মক হয়েন। অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থেদের ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সমুদায় যজ্ঞ সিদ্ধ হয় ॥ ২৪ ॥ যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতিঃ। ন্যায়ার্জ্জিতধনস্তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠোঽতিথিপ্রিয়ঃ। শ্রাদ্ধকৃৎ সত্যবাদী চ গৃহস্থোপি বিমুচ্যতে ॥ সৎপ্রতিগ্রহাদি দ্বারা যে গৃহস্থে ধনের উপার্জ্জন করেন আর অতিথিসেবাতে তৎপর হয়েন নিত্যনৈমিত্তিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানেতে রত হয়েন আর সর্ব্বদা সত্য বাক্য কহেন আত্মতত্ত্ব ধ্যানেতে আসক্ত হয়েন এমৎ ব্যক্তি গৃহস্থ হইয়াও মুক্ত হয়েন অর্থাৎ কেবল [১১] সন্ন্যাসী হইলেই মুক্ত হয়েন এমৎ নহে কিন্তু এরূপ গৃহস্থেরো মুক্তি হয়। অতএব স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে গৃহস্থের প্রতি নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মের যেমন বিধি আছে সেইরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক অথবা কর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনারো বিধি আছে বরঞ্চ ব্রহ্মোপাসনা বিনা কেবল কর্ম্মের দ্বারা মুক্তি হয় না এমৎ স্থানে২ পাওয়া যাইতেছে। যদি বল ব্রহ্ম অনির্ব্বচনীয় তাঁহার উপাসনা বেদবেদান্ত এবং স্মৃত্যাদি যাবৎ শাস্ত্রের মতে প্রধান যদি হইল তবে এতদ্দেশীয় প্রায় সকলে এইরূপ সাকার উপাসনা যাহাকে গৌণ কহিতেছ কেন পরম্পরায় করিয়া আসিতেছেন। ইহার উত্তর বিবেচনা করিলে আপনা হইতে উপস্থিত হইতে পারে তাহার কারণ এই। পণ্ডিত সকল যাঁহারা শাস্ত্রার্থের প্রেরক হইয়াছেন তাঁহাদের অনেকেই বিশেষ মতে আত্মনিষ্ঠ হওয়াকে প্রধান ধর্ম্ম করিয়া জানিয়া থাকেন কিন্তু সাকার উপাসনায় যথেষ্ট নৈমিত্তিক কর্ম্ম এবং ব্রত যাত্রা মহোৎসব

আছে সুতরাং ইহার বৃদ্ধিতে লাভের বৃদ্ধি অতএব তাঁহারা কেহ২ সাকার উপাসনার প্রেরণ সর্ব্বদা বাহুল্য মতে করিয়া আসিতেছেন এবং যাঁহারা প্রেরিত অর্থাৎ শূদ্রাদি এ[১২]বং বিষয়কর্ম্মান্বিত ব্রাহ্মণ তাঁহাদের মনের রঞ্জনা সাকার উপাসনায় হয় অর্থাৎ আপনার উপমার ঈশ্বর আত্মবৎ সেবার বিধি পাইলে, ইহা হইতে অধিক কি তাঁহাদের আহ্লাদ হইতে পারে। আর ব্রহ্মোপাসনাতে কার্য্য দেখিয়া কারণে বিশ্বাস করা এবং নানাপ্রকার নিয়ম দেখিয়া নিয়মকর্ত্তাকে নিশ্চয় করিতে হয় তাহা মন এবং বুদ্ধির চালনের অপেক্ষা রাখে সুতরাং তাহাতে কিঞ্চিৎ শ্রম বোধ হয় অতএব প্রেরকেরা আপন লাভের কারণ এবং প্রেরিতেরা আপনাদের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত এইরূপ নানাপ্রকার উপাসনার বাহুল্য করিয়াছেন কিন্তু কোনো লোককে স্বার্থপর জানিলে তাঁহার বাক্যে সুবোধ ব্যক্তিরা বিশেষ বিবেচনা না করিয়া বিশ্বাস করেন না অতএব আপনাদের শাস্ত্র আছে পরমার্থ বিষয়ে কেন না বিবেচনা করিয়া বিশ্বাস করা যায়। এ স্থানে এক আশ্চর্য্য এই যে অতি অল্প দিনের নিমিত্ত আর অতি অল্প উপকারে যে সামগ্রী আইসে তাহার গ্রহণ অথবা ক্রয় করিবার সময় যথেষ্ট বিবেচনা সকলে করিয়া থাকেন আর পরমার্থ বিষয় যাহা সকল হইতে অত্যন্ত উপকারী আর অতি মূল্য হয় তাহার গ্রহণ [১৩] করিবার সময় কি শাস্ত্রের দ্বারা কি যুক্তির দ্বারা বিবেচনা করেন না আপনার বংশের পরম্পরা মতে আর কেহ২ আপনার চিত্তের যেমন প্রাশস্ত্য হয় সেইরূপ গ্রহণ করেন এবং প্রায় কহিয়া থাকেন যে বিশ্বাস থাকিলে অবশ্য উত্তম ফল পাইবে। কিন্তু এক জনের বিশ্বাস দ্বারা বস্তুর শক্তি বিপরীত হয় না যেহেতু প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে দুগ্ধের বিশ্বাসে বিষ খাইলে বিষ আপনার শক্তি অবশ্য প্রকাশ করে। বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে যদি কোন ক্রিয়া শাস্ত্রসংমত এবং সত্যকাল অবধি শিষ্টপরম্পরাসিদ্ধ হয় কেবল অল্প কাল কোনো২ দেশে তাহার প্রচারের ত্রুটি জন্মিয়াছে আর সংপ্রতি তাহার অনুষ্ঠানেতে লৌকিক কোনো প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না এবং হাস্য আমোদ জন্মে না তাহার অনুষ্ঠান করিতে কহিলে লোকে কহিয়া থাকেন যে পরম্পরাসিদ্ধ নহে কিরূপে ইহা করি কিন্তু সেই সকল ব্যক্তি যেমন আমরা সেইরূপে সামান্য লৌকিক প্রয়োজন দেখিলে পূর্ব্ব শিষ্ট পরম্পরার অত্যন্ত বিপরীত এবং শাস্ত্রের সর্ব্ব প্রকারে অন্যথা শত২ কর্ম্ম করেন সে সময়ে কেহ শাস্ত্র এবং পূর্ব্বপরম্পরার নামো করেন না যেমন যেমন আধুনিক কুলের নিয়ম যাহা পূর্ব্বপরম্পরার [১৪] বিপরীত এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ। আর ইঙ্গরেজ যাহাকে ম্লেচ্ছ কহেন তাঁহাকে

অধ্যয়ন করান কোন্ শাস্ত্রে আর কোন্ পূর্ব্বপরম্পরায় ছিল। আর কাগজ যে সাক্ষাৎ যবনের অন্ন তাহাকে স্পর্শ করা আর তাহাতে গ্রন্থাদি লেখা কোন্ শাস্ত্রবিহিত আর পরম্পরাসিদ্ধ হয় ইঙ্গরেজের উচ্ছিষ্ট করা আর্দ্র ওয়ফর দিয়া বন্ধ করা পত্র যত্নপূর্ব্বক হস্তে গ্রহণ করা কোন্ পূর্ব্বপরম্পরাতে পাওয়া যায় আর আপনার বাটীতে দেবতার পূজাতে যাঁহাকে ম্লেচ্ছ কহেন তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা আর দেবতাসমীপে আহারাদি করান কোন্ পরম্পরাসিদ্ধ হয় এইরূপ নানাপ্রকার কর্ম্ম যাহা অত্যন্ত শিষ্টপরম্পরাবিরুদ্ধ হয় প্রত্যহ করা যাইতেছে। আর শুভসূচক কর্ম্মের মধ্যে জগদ্ধাত্রী রটন্তী ইত্যাদি পূজা আর মহাপ্রভুর নিত্যানন্দ প্রভুর বিগ্রহ এ কোন্ পরম্পরায় হইয়া আসিতেছিল তাহাতে যদি কহ যে এ উত্তম কর্ম্ম শাস্ত্রবিহিত আছে যদ্যপিও পরম্পরাসিদ্ধ নহে তত্রাপি কর্ত্তব্য বটে। ইহার উত্তর। শাস্ত্রবিহিত উত্তম কর্ম্ম পরম্পরাসিদ্ধ না হইলেও যদি কর্ত্তব্য হয় তবে সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধ আত্মোপাসনা যাহা অনাদি পরম্পরাক্রমে সিদ্ধ আছে কেবল [১৫] অতি অল্প কাল কোনো২ দেশে ইহার প্রচারের ন্যূনতা জন্মিয়াছে ইহা কর্ত্তব্য কেন না হয়। শুনিতে পাই যে কোনো২ ব্যক্তি কহিয়া থাকেন যে তোমরা ব্রহ্মোপাসক তবে শাস্ত্রপ্রমাণ সকল বস্তুকে ব্রহ্ম বোধ করিয়া পঙ্ক চন্দন শীত উষ্ণ আর চোর সাধু এ সকলকে সমান জ্ঞান কেন না কর। ইহার উত্তর এক প্রকার বেদান্তসূত্রের ভাষাবিবরণের ভূমিকাতে ৬ ছয়ের পৃষ্ঠে লেখা গিয়াছে যে বশিষ্ঠ পরাশর সনৎকুমার ব্যাস জনক ইত্যাদি ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়াও লৌকিক জ্ঞানে তৎপর ছিলেন আর রাজনীতি এবং গৃহস্থব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা যোগবাশিষ্ঠ মহাভারতাদি গ্রন্থে স্পষ্টই আছে। ভগবান্ কৃষ্ণ অর্জ্জুন যে গৃহস্থ তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপ গীতার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান দিয়াছিলেন এবং অর্জ্জুনো ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া লৌকিক জ্ঞানশূন্য না হইয়া বরঞ্চ তাহাতে পটু হইয়া রাজ্যাদি সম্পন্ন করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠদেব ভগবান্ রামচন্দ্রকে উপদেশ করিয়াছেন। বহির্ব্যাপারসংরম্ভো হৃদি সঙ্কল্পবর্জ্জিতঃ। কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্তরেবং বিহর রাঘব। বাহ্যেতে ব্যাপারবিশিষ্ট হইয়া কিন্তু মনেতে সঙ্কল্পবর্জ্জিত হইয়া আর বাহ্যেতে আপনা[১৬]কে কর্ত্তা দেখাইয়া আর অন্তঃকরণে আপনাকে অকর্ত্তা জানিয়া হে রাম লোকযাত্রা নির্ব্বাহ কর। রামচন্দ্রো ঐ সকল উপদেশের অনুসারে আচরণ সর্ব্বদা করিয়াছেন। আর দ্বিতীয় উত্তর এই যে যে ব্যক্তি প্রশ্ন করেন যে তুমি ব্রহ্মজ্ঞানী শাস্ত্রপ্রমাণ সকলকে ব্রহ্ম জানিয়াও খাদ্যাখাদ্য পঙ্ক চন্দন আর শত্রু মিত্রের বিবেচনা কেন করহ সে ব্যক্তি যদি দেবীর

উপাসক হয়েন তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য যে ভগবতীকে তুমি ব্রহ্মময়ী করিয়া বিশ্বাস করিয়াছ আর কহিতেছ দেবীমাহাত্ম্যে। সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে। যে তুমি সর্ব্বস্বরূপ এবং সকলের ঈশ্বরী হও। তবে তুমি সকল বস্তুকে ভগবতী জ্ঞান করিয়াও পঙ্ক চন্দন শত্রু মিত্রকে প্রভেদ করিয়া কেন জান। সে ব্যক্তি যদি বৈষ্ণব হয়েন তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য যে তোমার বিশ্বাস এই যে। সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ। যে যাবৎ সংসার বিষ্ণুময় হয়। গীতায় ভগবান্ কৃষ্ণের বাক্য। একাংশেন স্থিতো জগৎ। আমি জগৎকে একাংশেতে ব্যাপিয়া আছি। তবে তুমি বৈষ্ণব হইয়া বিষ্ণুকে সর্ব্বত্র জানিয়াও পঙ্ক চন্দন শত্রু মিত্রের ভেদ কেন করহ। এইরূপ সকল দেবতার উপাসকেরে [১৭] জিজ্ঞাসা করিলে যে উত্তর তাঁহারা দিবেন সেই উত্তর প্রায় আমাদের পক্ষে হইবেক। আর কোনো কোনো পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে তোমরা ব্রহ্মজ্ঞানী কহাও তাহার মত কি কর্ম্ম করিয়া থাকহ। এ যথার্থ বটে যে যেরূপ কর্ত্তব্য এ ধর্ম্মের তাহা আমাদের হইতে হয় নাই তাহাতে আমরা সর্ব্বদা সাপরাধ আছি। কিন্তু শাস্ত্রের ভরসা আছে॥ গীতা॥ পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে। নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥ যে কোন ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি জ্ঞানের অভ্যাসে যথার্থরূপ যত্ন না করিতে পারে তাহার ইহলোকে পাতিত্য পরলোকে নরকোৎপত্তি হয় না যেহেতু শুভকারীর হে অর্জ্জুন কদাপি দুর্গতি জন্মে না। কিন্তু ওই পণ্ডিতেরদিগ্যে জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য যে তাঁহারা ব্রাহ্মণের যে যে ধর্ম্ম প্রাতঃকাল অবধি রাত্রি পর্য্যন্ত শাস্ত্রে লিখিয়াছেন তাহার লক্ষাংশের একাংশ করেন কি না বৈষ্ণবের শৈবের এবং শাক্তের যে যে ধর্ম্ম তাহার শতাংশের একাংশ তাঁহারা করিয়া থাকেন কি না যদি এ সকল বিনাও তাঁহারা কেহ ব্রাহ্মণ কেহ বৈষ্ণব কেহ শৈব ইত্যাদি কহা[১৮]ইতেছেন তবে আমাদের সর্ব্বপ্রকার অনুষ্ঠান করিতে অশক্ত দেখিয়া এরূপ ব্যঙ্গ কেন করেন। মহাভারতে। রাজন্ সর্ষপমাত্রাণি পরছিদ্রাণি পশ্যতি। আত্মনো বিল্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি ন পশ্যতি॥ পরের ছিদ্র সর্ষপমাত্র লোকে দেখেন আপনার ছিদ্র বিল্বমাত্র হইলে দেখিয়াও দেখেন না। সকলের উচিত যে আপন আপন অনুষ্ঠান যত্নপূর্ব্বক করেন সংপূর্ণ অনুষ্ঠান না করিলে উপাসনা যদি সিদ্ধ না হয় তবে কাহারো উপাসনা সিদ্ধ হইতে পারে না। কেহো কেহো কহেন বিধিবৎ চিত্তশুদ্ধি না হইলে ব্রহ্মোপাসনায় প্রবর্ত্ত হওয়া উচিত নহে। তাহার উত্তর এই যে। শাস্ত্রে কহেন যথাবিধি চিত্তশুদ্ধি হইলেই ব্রহ্মজ্ঞানের ইচ্ছা হয় অতএব ব্রহ্মজ্ঞানের

ইচ্ছা ব্যক্তিতে দেখিলেই নিশ্চয় হইবেক যে চিত্তশুদ্ধি ইহার হইয়াছে যেহেতু কারণ থাকিলেই কার্য্যের উৎপত্তি হয় তবে সাধনের দ্বারা অথবা সৎসঙ্গ অথবা পূর্ব্বসংস্কার অথবা গুরুর প্রসাদাৎ কি কারণের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে তাহা বিশেষ কিরূপে কহা যায়। অধিকন্তু যাঁহারা এমত প্রশ্ন করেন তাঁহাদিগ্যে জিজ্ঞাসা উচিত যে তন্ত্রে দীক্ষাপ্রকরণে লিখিয়াছেন॥ শান্তো বিনীতঃ [১৯] শুদ্ধাত্মা শ্রদ্ধাবান্ ধারণক্ষমঃ। সমর্থশ্চ কুলীনশ্চ প্রাজ্ঞঃ সচ্চরিতো যতিঃ॥ এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ শিষ্যো ভবতি নান্যথা॥ যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হয় এবং বিনয়ী হয় সর্ব্বদা শুচি হয় শ্রদ্ধাযুক্ত হয় ধারণাতে পটু শক্তিমান্ আচারাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট সুন্দর বুদ্ধিমান্ সচ্চরিত্র সংযত হয় ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট হইলেই দীক্ষার অধিকারী হয়। কিন্তু শিষ্যকে তাঁহারা এইরূপ অধিকারী দেখিয়া মন্ত্র দিয়া থাকেন কি না যদি আপনারা অধিকারী বিবেচনা উপাসনার প্রকরণে না করেন তবে অন্যের প্রতি কি বিচারে এ প্রশ্ন তাঁহাদের শোভা পায়। ব্যক্তির কর্ম্ম ত্যাগ প্রায় তিন প্রকারে হয় এক এই যে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির কর্ম্ম ত্যাগ পরে পরে হইয়া উঠে। দ্বিতীয় নাস্তিক সুতরাং কর্ম্ম করে নাই। তৃতীয় কৃতাকৃত শাস্ত্রজ্ঞানরহিত যেমন অন্ত্যজ জাতি সকল হয়; তাহারা শাস্ত্রের অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত কোনো কর্ম্ম করে না। বেদান্তশাস্ত্রের ভাষাবিবরণে কিম্বা বেদের ভাষাবিবরণে আর ইহার ভূমিকায় কোনো স্থানে এমৎ লেখা নাই যে নাস্তিকতা করিয়া অথবা শাস্ত্রে অবহেলা করিয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিবেক। যদি কোনো ব্যক্তি নাস্তিকতা করিয়া অথবা শাস্ত্রে বিমুখ হইয়া এবং [২০] আলস্যপ্রযুক্ত কর্ম্মাদি ত্যাগ করে তবে তাহার নিমিত্তে বেদান্তের ভাষাবিবরণের অপরাধ মহৎ ব্যক্তিরা দিবেন না যেহেতু তাঁহারা দেখিতেছেন যে ভাষাবিবরণের পূর্ব্বে এরূপ কর্ম্মত্যাগী লোক সকল ছিলো বিবরণে অশাস্ত্র কোনো স্থানে লেখা থাকে তবে তাহার প্রতিবাদ করিতে পারেন এবং অশাস্ত্র প্রমাণ হইলে দোষ দিতে পারেন। তবে দ্বেষ মৎসরতা প্রাপ্ত হইয়া নিন্দা করিলে ইহার উপায় নাই। হে পরমাত্মন্ আমাদিগ্যে দ্বেষ মৎসরতা অসূয়া এবং পক্ষপাত এ সকল পীড়া হইতে মুক্ত করিয়া যথার্থ জ্ঞানে প্রেরণ কর ইতি। ওঁ তৎ সৎ। শকাব্দ ১৭৩৮ ইংরাজী ১৮১৬। ৩১ আষাঢ় ১৩ জুলাই।

অনুষ্ঠান।

॥ ওঁ তৎ সৎ ॥ এই সকল উপনিষদ্‌কে শ্রবণ এবং পাঠ করিয়া তাহার অর্থকে পুনঃ২ চিন্তন করিলে ইহার তাৎপর্য্য বোধ হইবার সম্ভাবনা হয়। কেবল ইতিহাসের ন্যায় পাঠ করিলে বিশেষ অর্থবোধ হইতে পারে না অতএব নিবেদন ইহার অর্থে যথার্থ মনোযোগ করিবেন। বেদান্তের বিবরণ ভাষাতে হইবার পরে প্রথমত স্বার্থপর ব্যক্তিরা লোকসকলকে ইহা হইতে বিমুখ করিবার নিমিত্ত নানা দুষ্প্রবৃত্তি লওয়াইয়াছিলেন এখন কেহ২ কহিয়া থাকেন যে এ গ্রন্থ অমুকের মত হয় তোমরা ইহাকে কেন পড় আর গ্রহণ কর অর্থাৎ ইহা শুনিলে অনেকের অভিমান উদ্দীপ্ত হইয়া এ শাস্ত্রকে এক জন আধুনিক মনুষ্যের মত জানিয়া ইহার অনুশীলন হইতে নিবর্ত্ত হইতে পারিবেন। অত্যন্ত দুঃখ এই যে সুবুদ্ধি ব্যক্তিরা এমত সকল অপ্রামাণ্য বাক্যকে কিরূপে কর্ণে স্থান দেন’ কোনো শাস্ত্রকে ভাষায় বিবরণ করিলে সে শাস্ত্র যদি সেই বিবরণকর্ত্তার মত হয় তবে ভগবদ্গীতা যাহাকে বাঙ্গালি ভাষায় এবং হিন্দোস্থানি ভাষায় কয়েক জন বিবরণ করিয়াছেন সেই সকল ব্যক্তির [২] মত হইতে পারে ও রামায়ণকে কীর্ত্তিবাস আর মহাভারতের কথক২ কাশীদাস ভাষায় বিবরণ করেন তবে এ সকল গ্রন্থ তাঁহাদের মত হইল আর মনু প্রভৃতি গ্রন্থের অন্য২ দেশীয় ভাষাতে বিবরণ দেখিতেছি তাহাও সেই২ দেশীয় লোকের মত তাঁহাদের বিবেচনায় হইতে পারে ইহা হইলে অনেক গ্রন্থের প্রামাণ্য উঠিয়া যায়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিসকল বিবেচনা করিলে অনায়াসেই জানিবেন যে এ কেবল দুষ্প্রবৃত্তিজনক বাক্য হয় এ সকল শাস্ত্র শ্রমপূর্ব্বক ভাষা করিবার উদ্দেশ এই যে ইহার মত জ্ঞান স্বদেশীয় লোকসকলের অনায়াসে হইয়া এ অকিঞ্চনের প্রতি তুষ্ট হয়েন কিন্তু মনোদুঃখ এই যে অনেক স্থানে তাহার বিপরীত দেখা যায়।

ঈশোপনিষদের ভাষাবিবরণ সমুদায় ছাপানার পূর্ব্বেই সামবেদের তলবকার উপনিষৎ ছাপানা হইয়া প্রকাশ হওয়াতে কোনো২ ব্যক্তি আপত্তি করিলেন যে যদি ব্রহ্ম বিদ্যুতের ন্যায় দেবতাদের সম্মুখে প্রকাশ পাইলেন আর বাক্য কহিলেন তবে তেঁহো এক প্রকার সাকার হইলেন। এরূপ আপত্তি শুনিলে কেবল খেদ উপস্থিত হয় সে এই খেদ যে ব্যক্তিসকল গ্রন্থের পূর্ব্বাপর [৩] না পড়িয়া এবং বিবেচনা না করিয়া আশঙ্কা করেন যেহেতু ওই উপনিষদের পূর্ব্বে ব্রহ্মের স্বরূপ যে পর্য্যন্ত কহা যায় তাহা কহিলেন অর্থাৎ তেঁহো মন বুদ্ধি বাক্য শ্রবণ

ঘ্রাণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর হয়েন পরে এই স্থির করিবার নিমিত্তে যে কর্ত্তৃত্ব ব্রহ্ম বিনা অন্য কাহারো নাই ওই আখ্যায়িকা অর্থাৎ ইতিহাস কহিলেন যেহেতু ওই উপনিষদে এবং ভাষ্যতে লিখিতেছেন যে এরূপ আদেশ মায়িক বস্তুত তাঁহার উপমা নাই এবং চক্ষুর্গোচর তেঁহ কদাপি হয়েন না ইহা না হইলে উপনিষদের পূর্ব্বাপরের একবাক্যতা থাকে না। দ্বিতীয় এই যে ব্রহ্মমায়া কল্পনায় আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত নাম রূপেতে দেখাইতেছেন তাঁহার বিদ্যুতের ন্যায় মায়া কল্পনা করিয়া দেখান কোন আশ্চর্য্য আর যেঁহো যাবৎ শব্দকে কর্ণের গোচর করিতেছেন আর সেই শব্দসকলের দ্বারা নানা অর্থ প্রাণিসমূহকে বোধ করাইতেছেন তাঁহার কি আশ্চর্য্য যে অগ্নি বায়ু ইন্দ্রের কর্ণে শব্দ দ্বারা অর্থ বোধ করান। এই শরীরেতে উপাধিবিশিষ্ট যে চৈতন্য যাহাকে জীব কহিয়া একত্র সহবাস করিতেছি সে কি আর কি প্রকার হয় তাহা দেখিতে [৪] এবং জানিতে পারি না তবে সর্ব্বব্যাপী অনির্ব্বচনীয় চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মাকে দেখিব এমত ইচ্ছা করা কোন্ বিবেচনায় হইতে পারে। আমার নিবেদন এই। ব্যক্তি-সকল যে যে গ্রন্থকে দেখেন তাহার পর পূর্ব্ব দেখিয়া যেন সিদ্ধান্ত স্থির করেন কেবল বাদ করিব ইহা মনে করিয়া দুই চারি শ্লোকের এক এক চরণ শুনিয়াই আপত্তি যদি করেন তবে ইহার উপায়ে মনুষ্যের ক্ষমতা নাই। ইতি। ওঁ তৎ সৎ॥

ওঁ তৎ সৎ॥ এই যজুর্ব্বেদীয় উপনিষৎ অষ্টাদশ মন্ত্রস্বরূপ হয়েন ঐ উপনিষৎ কর্ম্মের অঙ্গ নহেন যেহেতু আত্মার যথার্থ্যসূচক বাক্য কোনো মতে কর্ম্মাঙ্গ হইতে পারে না আর উপনিষৎ কর্ম্মাঙ্গ না হইলে বৃথা হয়েন না,যেহেতু ব্রহ্মকথনের দ্বারা উপনিষৎ চরিতার্থ হয়েন। ঈশা আদি করিয়া উপনিষদেতে ব্রহ্মই প্রতিপন্ন হয়েন ইহার প্রমাণ এই যে প্রথমেতে শেষেতে মধ্যেতে পুনঃ২ ব্রহ্ম কথিত হইয়াছেন আর আত্মজ্ঞানের প্রশংসাকথন এবং তাহার ফলের কথন আর আত্মজ্ঞান ভিন্ন যে অজ্ঞান তাহার নিন্দা উপনিষদেতে দেখিতেছি। তবে কর্ম্ম কদাপি বিহিত না হয় এমত নহে যেহেতু যাবৎ মিথ্যা সোপাধি জ্ঞানে বাধিত থাকে তাবৎ কর্ম্ম বিহিত হয় জৈমিনি প্রভৃতিও এই মত কহিয়াছেন যে আমি ব্রাহ্মণ কর্ম্মেতে অধিকারী হই এই অভিমান যাবৎ পর্য্যন্ত থাকিবেক তাবৎ তাহার কর্ম্মে অধিকার হয়। এই উপনিষদের প্রতিপাদ্য আত্মার যাথার্থ্য জ্ঞান হয়েন আর ইহার প্রয়োজন মোক্ষ হয় আর সম্বন্ধ প্রকাশ্য প্রকাশক ভাব অর্থাৎ আত্মা[২]র যাথার্থ্য জ্ঞান প্রকাশ্য আর মন্ত্রসকল প্রকাশক হয়েন॥

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনং॥ ১॥ পরমেশ্বরের চিন্তন দ্বারা যাবৎ নামরূপবিশিষ্ট মায়িক বস্তু সংসারে আছে সে সকলকে আচ্ছাদন করিবেক অর্থাৎ ভ্রমাত্মক নামরূপবিশিষ্ট বস্তুসকল পরমেশ্বরের সত্তাকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পাইতেছে এমত জ্ঞান করিবেক যাবৎ বস্তুকে মিথ্যা জানিয়া সংসার হইতে অভ্যাস দ্বারা বিরক্ত হইবেক সেই বিরক্তির দ্বারা আত্মাকে পালন অর্থাৎ উদ্ধার করিবেক। এইরূপ বিরক্ত যে তুমি পরের ধনে অভিলাষ কিম্বা আপনার ধনে অত্যন্ত অভিলাষ করিবে না॥ ১॥ পূর্ব্বমন্ত্রে আত্মার যাথার্থ্য কহিয়া এবং আত্মজ্ঞানের প্রকার কহিয়া সেই আত্মজ্ঞানেতে যাহারা অসমর্থ এবং শতায়ু হইয়া বাঁচিতে ইচ্ছা করে তাহাদের প্রতি দ্বিতীয় মন্ত্রে কর্ম্মের উপদেশ করিতেছেন॥ কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ। এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥ ২॥ এই সংসারে যে পুরুষ শতায়ু হইয়া বাঁচিতে ইচ্ছা করিবেক সে অগ্নিহোত্রা[৩]দি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতেই এক শত বৎসর বাঁচিতে ইচ্ছা করিবেক এইরূপ নরাভিমানী যে তুমি তোমাতে এই প্রকার অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম ব্যতিরেকে আর অন্য কোনো প্রকার নাই যাহাতে অশুভ কর্ম্ম তোমাতে লিপ্ত না হয় অর্থাৎ জ্ঞানেতে অশক্ত যাহারা তাহাদের বৈধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানের

দ্বারা অশুভ হইতে পারে না॥ ২ ॥ পূর্ব্বমন্ত্রে জ্ঞান দ্বিতীয় মন্ত্রে কর্ম্ম কহিয়া তৃতীয় মন্ত্রেতে এ দুয়ের মধ্যে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ ইহা কহিতেছেন॥ অসুর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥ ৩ ॥ পরমাত্মার অপেক্ষা করিয়া দেবাদি সব অসুর হয়েন তাঁহাদের দেহকে অসুর্য্য লোক অর্থাৎ অসুর্য্য দেহ কহি সেই দেবতা অবধি করিয়া স্থাবর পর্য্যন্ত দেহসকল অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আবৃত আছে এই সকল দেহকে আত্মঘাতী অর্থাৎ আত্মজ্ঞানরহিত ব্যক্তিসকল শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে এই শরীরকে ত্যাগ করিয়া প্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ শুভ কর্ম্ম করিলে উত্তম দেহ পায়েন আর অশুভ কর্ম্ম করিলে অধম দেহ পায়েন এইরূপ ভ্রমণ করেন মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন না॥ ৩॥ যে আত্মজ্ঞানরহিত ব্যক্তিরা সংসারে পুনঃ২ যাতায়াত করেন [৪] আর যে আত্মতত্ত্বজ্ঞানবিশিষ্ট হইলে ব্যক্তিরা মুক্ত হয়েন সেই আত্মতত্ত্ব কি তাহা চতুর্থ মন্ত্রে কহিতেছেন॥ অনেজদেকং মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ। তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠত্তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি॥ ৪ ॥ সেই পরমাত্মা গতিহীন হয়েন অর্থাৎ সর্ব্বদা এক অবস্থায় থাকেন এবং তেঁহো এক হয়েন আর মন হইতেও বেগবান্ হয়েন অর্থাৎ মন যে পর্য্যন্ত যাইতে পারেন তাহা যাইয়া ব্রহ্মকে না পাইয়া জ্ঞান করেন যে ব্রহ্ম আমা হইতেও পূর্ব্বে গিয়াছেন বস্তুত মন হইতে বেগবান্ ইহার তাৎপর্য্য এই যে মনেরো অপ্রাপ্য হয়েন আর চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সকলো তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন না যেহেতু চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় হইতে মনের অধিক সামর্থ্য হয় সে মন হইতেও তেঁহ অগ্রে গমন করেন অতএব ইন্দ্রিয়েরা কিরূপে তাঁহাকে পাইতে পারেন অর্থাৎ মনের যে অগোচর সে সুতরাং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইবেক মন আর বাগিন্দ্রিয় প্রভৃতি আত্মার অন্বেষণ নিমিত্তে দ্রুত গমন করেন সেই মন বাগিন্দ্রিয় প্রভৃতিকে ব্রহ্ম অতিক্রম করিয়া যেন গমন করেন এমৎ অনুভব হয় অর্থাৎ মন আর বাগিন্দ্রিয়ের [৫] অগোচর ব্রহ্ম হয়েন সেই ব্রহ্ম সর্ব্বদা স্থির অর্থাৎ গমনরহিত এই বিশেষণের দ্বারা এই প্রমাণ হইল যে মন বাক্য ইন্দ্রিয়ের পূর্ব্বে বস্তুত আত্মা গমন করেন এমৎ নহে কিন্তু মন বাক্য ইন্দ্রিয়েরা তাঁহাকে না পাইয়া অনুভব করেন যেন মন বাক্য ইন্দ্রিয়ের পূর্ব্বে আত্মা গমন করিতেছেন সেই আত্মার অধিষ্ঠানেতে বায়ু যাবৎ বস্তুর কর্ম্মকে বিধান করিতেছেন অর্থাৎ ব্রহ্মের অবলম্বনের দ্বারা বায়ু হইতে সকল বস্তুর কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতেছে॥ ৪॥ তদেজতি তন্নৈজদি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে। তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥ ৫ ॥ সেই আত্মা চলেন এবং চলেন না অর্থাৎ

অচল হইয়া চলের ন্যায় উপলব্ধ হয়েন আর অজ্ঞানীর অপ্রাপ্য হইয়া অতি দূরে যেন থাকেন আর জ্ঞানীর অতি নিকটস্থ হয়েন কেবল অজ্ঞানীর দূরস্থ আর জ্ঞানীর নিকটস্থ তেঁহ হয়েন এমৎ নহে কিন্তু এ সমুদায় জগতের সূক্ষ্মরূপে অন্তর্গত হয়েন আর আকাশের ন্যায় ব্যাপকরূপে সমুদায় জগতের বহিঃস্থিত হয়েন ॥ ৫ ॥ পূর্ব্বোক্ত আত্মজ্ঞানের ফল কহিতেছেন ॥ যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি। সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥ ৬ ॥ যে ব্যক্তি [৬] স্বভাব অবধি স্থাবর পর্য্যন্ত ভূতকে আত্মাতে দেখে অর্থাৎ আত্মা হইতে ভিন্ন কোন বস্তু না দেখে। আর আত্মাকে সকল ভূতে দেখে অর্থাৎ যাবৎ শরীরে এক আত্মাকে দেখে সে ব্যক্তি এই জ্ঞানের দ্বারা কোনো বস্তুতে ঘৃণা করে না অর্থাৎ সকল বস্তুকে আত্মা হইতে অভিন্ন দেখিলে কেন ঘৃণা উপস্থিত হইবেক ॥ ৬ ॥ পূর্ব্বমন্ত্রের অর্থ পুনরায় সপ্তম মন্ত্রে কহিতেছেন ॥ যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ। তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥ ৭ ॥ যে সময়েতে জ্ঞানীর এই প্রতীতি হয় যে কোনো বস্তুর পৃথক্ সত্তা নাই পরমাত্মার সত্তাতেই সকলের সত্তা হইয়াছে আর আকাশের ন্যায় ব্যাপক করিয়া পরমাত্মাকে এক করিয়া যে দেখে ওই জ্ঞানীর সে সময়েতে শোক আর মোহ হইতে পারে না যেহেতু শোক মোহের কারণ যে অজ্ঞান তাহা সে জ্ঞানীর থাকে না ॥ ৭ ॥ পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে কথিত হইয়াছেন যে আত্মা তাঁহার স্বরূপকে অষ্টম মন্ত্রে স্পষ্ট করিতেছেন ॥ স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং। কবির্ম্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥ ৮ ॥ সেই পরমাত্মা সর্ব্বত্র আকা[৭]শের ন্যায় ব্যাপিয়া আছেন এবং সর্ব্বপ্রকাশক এবং সূক্ষ্মশরীররহিত হয়েন এবং খণ্ডিত হয়েন না আর তাঁহাতে শির নাই এ দুই বিশেষণের দ্বারা তাঁহার স্থূল শরীরো নাই ইহা প্রতিপন্ন হইল অতএব তেঁহ নির্ম্মল হয়েন আর পাপ পুণ্য দুই হইতে রহিত আর সকল দেখিতেছেন আর মনের নিয়মকর্ত্তা আর সকলের উপরি বর্ত্তমান হয়েন আর সৃষ্টিকালে স্বয়ংপ্রকাশ হয়েন এইরূপ নিত্য মুক্ত যে পরমাত্মা তিনি অনাদি বর্ষসকলকে ব্যাপিয়া প্রজা আর প্রজাপতিসকলের বিহিত কর্ত্তব্য কর্ম্মসকলকে বিধান অর্থাৎ বিভাগ করিয়া দিয়াছেন। ৮। প্রথম মন্ত্রেতে জ্ঞান কহিলেন দ্বিতীয় মন্ত্রে কর্ম্ম কহিলেন তৃতীয় মন্ত্রে অজ্ঞানী যে কর্ম্মী তাহার নিন্দা কহিলেন পরে চতুর্থ মন্ত্র অবধি অষ্টম মন্ত্র পর্য্যন্ত জ্ঞানের অঙ্গ কহিলেন এখন নবম মন্ত্রে কহিতেছেন যে কর্ম্ম করিবেক সে

দেবতাজ্ঞানের সহিত মিশ্রিত করিয়া করিবেক পৃথক্ পৃথক্ করিলে নিন্দা আছে ইহা নবম মন্ত্রাদিতে কহিতেছেন। অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অবিদ্যামুপাসতে। ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥ ৯॥ যে ব্যক্তিরা দেবতাজ্ঞান বিনা কেবল কর্ম্ম করেন [৮] তাঁহারা অজ্ঞানস্বরূপ নিবিড়ান্ধকারে গমন করেন আর যাঁহারা কর্ম্ম বিনা কেবল দেবজ্ঞানে রত হয়েন তাঁহারা সে অন্ধকার হইতেও বড় অন্ধকারে প্রবেশ করেন॥ ৯॥ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের আর দেবতা-জ্ঞানের পৃথক্ পৃথক্ ফল কহিতেছেন। অন্যদেবাহুর্ব্বিদ্যয়া অন্যদেবাহুরবিদ্যয়া। ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে॥ ১০॥ দেবজ্ঞান পৃথক্ ফলকে করেন অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম পৃথক্ ফলকে করেন পণ্ডিতসকল কহিয়াছেন যে সকল পণ্ডিত এইরূপ দেবজ্ঞান আর কর্ম্মের পৃথক্২ ফল আমাদিগ্যে কহিয়াছেন তাঁহাদের এই প্রকার বাক্য আমরা পরম্পরাক্রমে শুনিয়া আসিতেছি॥ ১০॥ এক পুরুষেতে কর্ম্ম এবং দেবজ্ঞানের ফলের সমুচ্চয় কহিতেছেন। বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ। অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্ব্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে॥ ১১॥ যে ব্যক্তি দেবজ্ঞান আর অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম এ দুই এক পুরুষের কর্ত্তব্য হয় এমৎ জানিয়া এ দুয়ের অনুষ্ঠান করে সে ব্যক্তি কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা স্বাভাবিক কর্ম্ম এবং সাধারণ জ্ঞান এ দুইকে অতিক্রম করিয়া দেবজ্ঞানের দ্বারা উপাস্য দেবতার শরীরকে পায়॥ ১১॥ এক্ষণে অব্যাকৃত অর্থাৎ [৯] প্রকৃতিতত্ত্ব ব্যাকৃত কার্য্যব্রহ্ম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ এ দুয়ের পৃথক্ পৃথক্ উপাসনায় নিন্দা আছে তাহা কহিতেছেন। অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে। ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ॥ ১২॥ যে যে ব্যক্তি কার্য্যব্রহ্ম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ ভিন্ন কেবল অবিদ্যাকামকর্ম্মবীজস্বরূপিণী প্রকৃতির উপাসনা করে তাহারা অজ্ঞানস্বরূপ অন্ধকারেতে প্রবেশ করে আর যে যে ব্যক্তি প্রকৃতি ভিন্ন কেবল হিরণ্যগর্ভের উপাসনাতে রত হয় তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অজ্ঞানস্বরূপ অন্ধকারে প্রবিষ্ট হয়॥ ১২॥ এক্ষণে হিরণ্যগর্ভ আর প্রকৃতির উপাসনার ফলভেদ কহিতেছেন। অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ। ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে॥১৩॥ পণ্ডিতসকল হিরণ্যগর্ভের উপাসনার অণিমাদি ঐশ্বর্য্যরূপ পৃথক্ ফলকে কহিয়াছেন এবং প্রকৃতির উপাসনার প্রকৃতিতে লয়রূপ পৃথক্ ফলকে কহিয়াছেন যে সকল পণ্ডিত এইরূপ হিরণ্যগর্ভের আর প্রকৃতির উপাসনার ফল আমাদিগ্যের কহিয়াছেন তাঁহাদের এইরূপ বাক্য আমরা পরম্পরায় শুনিয়া আসিতেছি [১০]॥ ১৩॥ এক্ষণে হিরণ্যগর্ভ আর প্রকৃতির মিলিত উপাসনার ফল কহিতেছেন। সম্ভুতিঞ্চ

বিনাশঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ। বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যাঽমৃতমশ্নুতে॥ ১৪॥ যে ব্যক্তি হিরণ্যগর্ভ আর প্রকৃতি এ দুয়ের উপাসনা এক পুরুষের কর্ত্তব্য এমৎ জানিয়া দুই উপাসনাকে মিশ্রিতরূপে করে সে ব্যক্তি হিরণ্যগর্ভের উপাসনার দ্বারা অধর্ম্ম এবং দুঃখ এ দুইকে অতিক্রম করিয়া প্রকৃতির উপাসনার দ্বারা প্রকৃতিতে লীন হয়॥ ১৪॥ এ উপনিষদে নিবৃত্তিরূপ পরমাত্মার জ্ঞান এবং সর্ব্বত্র এক সত্তার অনুভব বিস্তার মতে কহিয়া অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম এবং দেবোপাসনা আর হিরণ্যগর্ভ ও প্রকৃতির উপাসনাকে বিস্তার মতে কহিলেন। আত্মোপাসনার প্রকরণ বাহুল্যরূপে বৃহদারণ্যকে আছে আর কর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা প্রবর্গ্যান্ত যে ব্রাহ্মণসংজ্ঞক শ্রুতি তাহাতে বাহুল্যরূপে আছে। এ উপনিষদে পূর্ব্ব২ মন্ত্রে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম এবং দেবতোপাসনার ফল লিখিলেন যে স্বাভাবিক কর্ম্ম এবং সাধারণ জ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া উপাস্য দেবতার শরীরকে প্রাপ্ত হয়েন এবং হিরণ্যগর্ভ আর প্রকৃতির উপাসনার ফল লিখিলেন যে অণিমাদি ঐশ্বর্য্যকে পাইয়া প্রকৃতিতে লীন হ[১১]য় এ দুই ফল কোন্ পথের দ্বারা পাইবেক তাহা কহিতেছেন। হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং। তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥ ১৫॥ কর্ম্মী এবং দেবোপাসক মৃত্যুকালে আত্মার প্রাপ্তির নিমিত্ত আপন উপাস্য দেবতা সূর্য্যস্থানে পথ প্রার্থনা করিতেছেন। হে সূর্য্য স্বর্ণময় পাত্রের ন্যায় যে তোমার জ্যোতির্ময় মণ্ডল সেই মণ্ডলের দ্বারা তোমার অন্তর্যামী যে পরমাত্মা তাঁহার দ্বারকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ তুমি সেই দ্বারকে তোমার উপাসক যে আমি আমার প্রতি আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির নিমিত্তে খোলো॥ ১৫॥ পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি। যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি॥ ১৬॥ হে জগতের পোষক সূর্য্য হে একাকী গমনকর্ত্তা হে সকল প্রাণীর সংযমকর্ত্তা হে তেজের এবং জলের গ্রহণকর্ত্তা হে প্রজাপতির পুত্র আপন কিরণকে দুই পাশে চালাইয়া পথ দেও আর তোমার তাপজনক যে তেজ তাহাকে উপসংহার কর যেহেতু কিরণকে উপসংহার করিলে তোমার প্রসাদেতে তোমার অতি শোভন রূপকে দেখি। পুনরায় সেই উপাসক আত্মজ্ঞানের প্রকাশের দ্বারা কহিতেছেন যে [১২] হে সূর্য্য তোমাকে কি ভৃত্যের ন্যায় যাচ্ঞা করি যেহেতু তোমার মণ্ডলস্থ যে আত্মা সে আমি হই অর্থাৎ তোমার যে অন্তর্যামী সে আমারো অন্তর্যামী হয়েন অতএব তোমাকে যাচ্ঞা করিবার কি প্রয়োজন আছে॥ ১৬॥ বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরং।

ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ॥ ১৭ ॥ মৃত্যুকাল প্রাপ্ত হইয়াছি যে আমি আমার প্রাণবায়ু সকলের আধার যে মহাবায়ু তাহাতে লীন হউন এবং আমার সূক্ষ্ম শরীর উপরে গমন করুন আর আমার স্থূল শরীর ভস্ম হউন। সত্যরূপ ব্রহ্মের অধিষ্ঠান অগ্নিতে ও সূর্য্যেতে আছে কর্ম্মীরা অগ্নি দ্বারা আর দেবজ্ঞানীরা সূর্য্য দ্বারা তাহাকে পরম্পরায় উপাসনা করেন এখানে অধিষ্ঠান আর অধিষ্ঠাতার অভেদবুদ্ধিতে ওঁকার শব্দের দ্বারা অগ্নিকে সম্বোধন করিতেছেন প্রথমত মনকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন যে হে মন মৃত্যুর কালে যাহা স্মরণযোগ্য হয় তাহা স্মরণ কর হে অগ্নি এ পর্য্যন্ত যে উপাসনা এবং অগ্নিহোত্রাদি যে কর্ম্ম করিয়াছি তাহা তুমি স্মরণ কর পুনর্ব্বার মন আর অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া পূর্ব্ববৎ কহিতেছেন এখানে পুনরুক্তি [১৩] আদরের নিমিত্তে জানিবা ॥ ১৭ ॥ অষ্টাদশ মন্ত্রেতে কেবল অগ্নিকে প্রার্থনা করিতেছেন। অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্। যুযোধ্যস্মৎ জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নমউক্তিং বিধেম ॥ ১৮ ॥ হে অগ্নি আমাদিগ্যে উত্তম পথের দ্বারা কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্তে স্বর্গে গমন করাও যেহেতু আমরা যে সকল কর্ম্ম এবং দেবোপাসনা করিয়াছি তাহা তুমি সকল জান। আর আমাদের কুটিল যে পাপ তাহাকে নষ্ট কর আর আমরা পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ইষ্ট ফলকে প্রাপ্ত হই এ মৃত্যুকালে তোমার অধিক সেবা করিতে অশক্ত হইয়াছি অতএব নমস্কার মাত্র করিতেছি। এইরূপ যাচ্ঞা কর্ম্মীর এবং দেবোপাসকের আবশ্যক হয় ব্রহ্মজ্ঞানীর প্রতি এ বিধি নহে যেহেতু বেদে কহিতেছেন যে ব্রহ্মজ্ঞানী শরীরত্যাগের পর স্বর্গাদি ভোগ না করিয়া এই লোকেই ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন তাহার প্রমাণ এই শ্রুতি। ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।

ইতি যজুর্ব্বেদীয়োপনিষৎ সমাপ্তা ॥ ওঁ তৎ সৎ ॥

কঠোপনিষৎ

[১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে প্রকাশিত]

ওঁ তৎ সৎ

॥ ভূমিকা ॥

যজুর্ব্বেদীয় কঠোপনিষদের ভাষাবিবরণ ভগবান্ পূজ্যপাদের ভাষ্যানুসারে করা গেল ইহাতে কি পর্য্যন্ত কর্ম্মফলের গতি এবং ব্রহ্মবিদ্যার কি প্রভাব পরিপূর্ণ-রূপে স্ব স্ব স্থানে বর্ণন আছে আর অধ্যাত্মবিদ্যার বিশেষ মতে পরিসীমা ইহাতে আছে পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্যের দ্বারা অথবা এতৎকালীন সুকৃতাধীন যে সকল ব্যক্তির ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইয়া থাকে তাঁহাদের এই উপনিষদের শ্রবণ মননে অবশ্য যত্ন হইবেক এবং তাঁহারা ইহার অনুষ্ঠানের ন্যনাধিক্যের দ্বারা বিলম্বে অথবা ত্বরায় কৃতার্থ হইবেন আর যাঁহারা যুদ্ধ বিগ্রহ হাস্য কৌতুক আহার বিহার ইত্যাদি লৌকিক ব্যবহারের শ্রবণ মননকে পরমার্থ জানেন তাঁহাদের প্রবৃত্তি এই শুদ্ধ পরমাত্মতত্ত্বের অভ্যাসে সুতরাং না হইতে পারে হে অন্তর্যামিন্ পরমেশ্বর আমাদিগ্যে আত্মার অন্বেষণ হইতে বহির্ম্মুখ না রাখিয়া যাহাতে তোমাকে এক অদ্বিতীয় অতীন্দ্রিয় সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বনিয়ন্তা করিয়া দৃঢ়রূপে আমরণান্ত জানি এমৎ অনুগ্রহ কর ইতি ॥ ওঁ তৎ সৎ—

ওঁ তৎ সৎ ॥ অথ কঠোপনিষৎ ॥ ব্রহ্মবিষয়ের বিদ্যাকে উপনিষৎ শব্দে কহা যায়। অথবা যে বিদ্যা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত করান সেই বিদ্যাকে উপনিষৎ শব্দে কহি। শমদমাদিবিশিষ্ট পুরুষ উপনিষদের অধিকারী জানিবে। সর্ব্বব্যাপি পরব্রহ্ম উপনিষদের বক্তব্য হয়েন। সর্ব্বপ্রকার দুঃখনিবৃত্তি অর্থাৎ মুক্তি উপনিষৎ অধ্যয়নের প্রয়োজন হয়। আর উপনিষদের সহিত মুক্তির জন্যজনক-ভাব সম্বন্ধ অর্থাৎ উপনিষদের জ্ঞানের দ্বারা সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিরূপ যে মুক্তি তাহা হয়। *। *। উশন্ হ বৈ বাজশ্রবসঃ সর্ব্ববেদসং দদৌ তস্য হ নচিকেতা নাম পুত্র আস। ১। *। যজ্ঞফলের কামনাবিশিষ্ট বাজশ্রবস রাজা বিশ্বজিৎ নাম যজ্ঞ করিয়া আপনার সর্ব্বস্ব ধনকে দক্ষিণা দিলেন সেই যজ্ঞকর্ত্তা রাজার নচিকেতা

নামে পুত্র ছিলেন। ১।।*। তং হ কুমারং সন্তং দক্ষিণাসু নীয়মানাসু শ্রদ্ধাবিবেশ সোঽমন্যত। ২। *। যে সময়ে ঋত্বিক্ আর [২] সদস্যদিগ্যে দক্ষিণার গরু বিভাগ করিয়া দিতেছিলেন সেই কালে ওই নচিকেতা যে অতিবালক রাজপুত্র ছিলেন তাঁহাতে পিতার হিতের নিমিত্ত শ্রদ্ধা উপস্থিত হইল আর ওই রাজপুত্র বিচার করিতে লাগিলেন সে কি বিচার করিতে লাগিলেন তাহা পরের মন্ত্রে কহিতেছেন। ২। *। পীতোদকা জগ্ধতৃণা দুগ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়াঃ। অনন্দানাম তে লোকাস্তান্ স গচ্ছতি তা দদৎ। ৩। *। যে সকল গরু পিতা দিতেছেন তাহারা এমৎরূপ বৃদ্ধ যে পূর্ব্বে জলপান এবং তৃণ আহার যাহা করিয়াছে সেই মাত্র পুনরায় জলপান এবং তৃণ আহার করিতে তাহাদের শক্তি নাই আর পূর্ব্বে যে তাহাদের দুগ্ধ দোহা গিয়াছে সেই মাত্র পুনরায় তাহাদিগ্যে দোহন করিতে হয় কিম্বা পুনর্ব্বার তাঁহাদের বৎস জন্মে এমৎ সম্ভাবনা নাই এমৎরূপ গরু যে ব্যক্তি দক্ষিণাতে দান করে সে আনন্দশূন্য যে লোক অর্থাৎ নরক তাহাতে যায়। এখন নচিকেতা এইরূপ বিবেচনা করিয়া পিতার অমঙ্গল নিবারণের নিমিত্ত পিতার নিকট যাইয়া কহিতেছেন। ৩। *। স হোবাচ পিতরং তাত কস্মৈ মাং দাস্যসীতি দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং তং হোবাচ মৃত্যবে ত্বা [৩] দদামীতি। ৪। *। হে পিতা কোন ঋত্বিক্‌কে দক্ষিণাস্বরূপে আমাকে দান করিবে এইরূপ দ্বিতীয় বার তৃতীয় বার রাজাকে কহিলেন বালক পুত্রের এরূপ পুনঃ২ পিতাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত নহে ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া পুত্রকে রাজা কহিলেন যে তোমাকে যমেরে দিলাম। তখন নচিকেতা একান্তে যাইয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৪। *। বহূনামেমি প্রথমো বহূনামেমি মধ্যমঃ। কিং স্বিৎ যমস্য কর্ত্তব্যং যন্ময়াদ্য করিষ্যতি। ৫। *। অনেক সৎ পুত্রের মধ্যে আমি প্রথমে গণিত হই আর অনেক মধ্যম পুত্রের মধ্যে মধ্যম গণিত হই অর্থাৎ কদাপি অধম পুত্রে গণিত নহি। আমার দানের দ্বারা যমের যে কার্য্য পিতা এখন করিবেন সে কার্য্য কি পূর্ব্বে স্বীকৃত ছিলো কি ক্রোধবশেতে পিতা এরূপ কহিলেন। সৎ পুত্র তাহাকে কহি যে পিতার অভিপ্রায় জানিয়া পিতার সন্তোষজনক কর্ম্ম করে আর মধ্যম পুত্র সেই যে পিতার আজ্ঞা পাইয়া পিতৃ-সন্তোষজনক কর্ম্ম করে আর অধম পুত্র সেই যে পিতার ক্রোধ জন্মাইয়া পিতার অভিপ্রেত কর্ম্ম করে। যাহা হউক ইহা মনে করিয়া তখন শোকা[৪]বিষ্ট পিতাকে নচিকেতা কহিতে লাগিলেন। ৫। *। অনুপশ্য যথা পূর্ব্বে প্রতিপশ্য তথা পরে। শস্যমিব মর্ত্যঃ পচ্যতে শস্যমিবাজায়তে পুনঃ। ৬। *। আপনকার

পিতৃপিতামহাদি যে যে প্রকারে সত্যানুষ্ঠান করিয়াছেন তাহাকে ক্রমে আলোচনা কর আর ইদানীন্তন সাধু ব্যক্তিরা যেরূপে সত্যাচরণ করিতেছেন তাহাকেও দেখ অর্থাৎ তাঁহারা সত্যানুষ্ঠানের দ্বারা সদ্গতিকে পাইয়াছেন অতএব তাহাদের সত্য ব্যবহারকে অবলম্বন করা আপনকার উচিত হয়' মিথ্যার দ্বারা মনুষ্য কদাপি অজরামর হয় না যেহেতু মনুষ্য শস্যের ন্যায় কালে জীর্ণ হইয়া মরে আর মরিয়া শস্যের ন্যায় পুনরায় উৎপন্ন হয় অতএব অনিত্য সংসারে মিথ্যা কহিবার কি ফল আছে এ নিমিত্ত আমাকে যমকে দিয়া আত্মসত্য প্রতিপালন কর। পিতাকে এইরূপ কহিলে সেই পিতা আত্মসত্য পালনের নিমিত্তে সেই নচিকেতা পুত্রকে যমের নিকট পাঠাইলেন নচিকেতা যমলোকে যাইয়া ত্রিরাত্র বাস করিলেন যেহেতু তৎকালে যম ব্রহ্মলোকে গিয়াছিলেন তেঁহ পুনরাগমন করিলে পর যমের পরিজনসকল যমকে কহি[৫]তেছেন। ৬। *। বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথির্ব্রাহ্মণো গৃহান্। তস্যৈতাং শান্তিং কুর্ব্বন্তি হর বৈবস্বতোদকং। ৭।*। অতিথিরূপে ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় যেন দাহ করেন এই মতে গৃহকে প্রবেশ করেন সাধু ব্যক্তিরা অগ্নিস্বরূপ অতিথিকে পাদ্যাদি দ্বারা 'শান্তি করেন অতএব হে যম তুমি এই অতিথির পাদপ্রক্ষালনের জল আনয়ন কর। অতিথি বিমুখ হইলে প্রত্যবায় হয় ইহা পরে কহিতেছেন। ৭। *। আশাপ্রতীক্ষে সঙ্গতং সূনৃতাং চেষ্টাপূর্ত্তে পুত্রপশূংশ্চ সর্ব্বান্। এতদ্‌বৃঙ্‌ক্তে পুরুষস্যাল্পমেধসো যস্যানশ্নন্ বসতি ব্রাহ্মণো গৃহে। ৮। *। যে অল্পবুদ্ধি পুরুষের গৃহেতে ব্রাহ্মণ অতিথি অভুক্ত হইয়া বাস করেন সেই পুরুষের আশাকে আর প্রতীক্ষাকে সঙ্গতকে আর সূনৃতাকে ইষ্টকে আর পূর্ত্তকে এবং পুত্রকে আর পশ্বাদি এই সকলকে সেই অতিথি ব্রাহ্মণ নষ্ট করেন। যে বস্তুর প্রাপ্তিতে সন্দেহ থাকে তাহার প্রার্থনাকে আশা কহি। আর যে বস্তুর প্রাপ্তিতে নিশ্চয় থাকে তাহার প্রার্থনাকে প্রতীক্ষা কহি। সৎসঙ্গাধীন ফলকে সঙ্গত কহি। প্রিয়বাক্যজন্য ফলকে সূনৃতা কহি। যাগাদিজন্য [৬] ফলকে ইষ্ট কহি। কৃত্রিম পুষ্পোদ্যানাদিজন্য ফলকে পূর্ত্ত কহি। ৮। যম আপন পরিজনের স্থানে এ সম্বাদ শুনিয়া নচিকেতার নিকট যাইয়া পূজাপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিতেছেন। *। তিস্রো রাত্রীর্যদবাৎসীর্গৃহে মেঽনশ্নন্ ব্রহ্মন্নতিথির্নমস্যঃ। নমস্তেঽস্তু ব্রহ্মন্ স্বস্তি মেঽস্তু তস্মাৎ প্রতি ত্রীন্ বরান্ বৃণীষ্ব। ৯। * হে ব্রাহ্মণ যেহেতুক তিন রাত্রি আমার গৃহেতে অতিথি হইয়া অনাহারে বাস করিয়াছ এবং তুমি নমস্য হও অতএব তোমাকে নমস্কার করিতেছি আর প্রার্থনা করিতেছি

যে তোমার উপবাসজন্য যে দোষ তাহার নিবৃত্তি দ্বারা আমার মঙ্গল হউক আর তুমি অধিক প্রসন্ন হইবে এ নিমিত্তে কহিতেছি যে তিন রাত্রি আমার গৃহেতে উপবাসী ছিলে তাহার এক এক রাত্রির প্রতি এক এক বর যাচ্ঞা কর। ৯। তখন নচিকেতা কহিতেছেন। *। শান্তসঙ্কল্পঃ সুমনা যথা স্যাৎ বীতমন্যুর্গৌতমো মাভিমৃত্যো। ত্বৎপ্রসৃষ্টং মাভিবদেৎ প্রতীত এতত্ত্রয়াণাং প্রথমং বরং বৃণে।১০।*। হে যম যদি তোমার বর দিবার ইচ্ছা থাকে তবে তিন বরের প্রথম বর এই আমি যাচ্ঞা করি যে আমার পিতা গৌতম তাঁহার সঙ্ক[৭]ল্পের শান্তি হউক অর্থাৎ তোমার নিকট আসিয়া আমি কি করিতেছি এইরূপ যে তাঁহার চিন্তা তাহা নিবৃত্তি হউক আর আমার প্রতি পিতার চিত্ত প্রসন্ন হউক এবং আমার প্রতি তাঁহার ক্রোধ দূর হউক আর তোমার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া গৃহে গমন করিলে পর আমার পিতার এইরূপ স্মৃতি যেন হয় যে সেই সাক্ষাৎ আমার পুত্র যমালয় হইতে ফিরিয়া আইল। ১০। তখন যম কহিতেছেন। *। যথা পুরস্তাদ্ভবিতা প্রতীত ঔদ্দালকিরারুণির্মৎপ্রসৃষ্টঃ। সুখং রাত্রীঃ শয়িতা বীতমন্যুস্ত্বাং দদৃশিবান্ মৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্তং। ১১। পূর্ব্বে যেরূপে পুত্র করিয়া তোমাকে তোমার পিতার প্রতীতি ছিল সেইরূপ নিঃসন্দেহ হইয়া যেরূপ পূর্ব্বে তোমার প্রতি তেঁহ সংতুষ্ট ছিলেন সেইরূপ সংতুষ্ট হইবেন আর তোমার পিতা যাঁহার নাম ঔদ্দালকি এবং আরুণি তেঁহ আমার অনুগৃহীত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় পরের রাত্রিসকল সুখেতে শয়ন করিবেন আর তোমাকে মৃত্যুর হস্ত হইতে মুক্ত দেখিয়া অক্রোধী হইবেন অর্থাৎ তোমার পিতার বিশ্বাস হইবেক যে তুমি যমালয় পর্য্যন্ত গিয়াছিলে পথ হইতে ফিরিয়া আইসো নাই [৮]। ১১। এখন নচিকেতা দ্বিতীয় বর যাচ্ঞা করিতেছেন। স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চ নাস্তি ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি। উভে তীর্ত্বা অশনায়াপিপাসে শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে। ১২। *। স্বর্গলোকেতে হে যম রোগাদিজন্য কোন ভয় হয় নাই আর তুমি যে মৃত্যু তুমিও স্বর্গে হঠাৎ প্রভুতা করিতে পারো না অতএব জরাযুক্ত মর্ত্য লোকের ন্যায় কেহ স্বর্গেতে তোমা হইতে ভয় প্রাপ্ত হয় না আর ক্ষুধা তৃষ্ণা এই দুই হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আর মানস দুঃখ হইতে রহিত হইয়া সুখেতে স্বর্গে বাস করে। ১২। *। স ত্বমগ্নিং স্বর্গ্যমধ্যেষি মৃত্যো প্রব্রূহি তং শ্রদ্দধানায় মহ্যং। স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্ত এতদ্দ্বিতীয়েন বৃণে বরেণ। ১৩। *। এইরূপ স্বর্গের প্রাপ্তি যে অগ্নিতে হয় সেই অগ্নিকে হে যম তুমি জান অতএব শ্রদ্ধাযুক্ত যে আমি আমাকে সেই অগ্নির স্বরূপকে কহ যে অগ্নির সেবার দ্বারা যজমানসকল দেবতার স্বরূপকে পায়েন

এই দ্বিতীয় বর আমি তোমার স্থানে যাচ্ঞা করিতেছি। ১৩। এখন যম কহিতেছেন। *। প্র তে ব্রবীমি তদু মে নিবোধ স্বর্গ্যমগ্নিং নচিকেতঃ প্রজানন্। অনন্তলোকাপ্তিমথো [৯] প্রতিষ্ঠাং বিদ্ধি ত্বমেনং নিহিতং গুহায়াং। ১৪। হে নচিকেতা স্বর্গপ্রাপ্তির কারণ যে অগ্নি তাহাকে আমি সুন্দর প্রকারে জানি অতএব তোমাকে কহিতেছি তুমি সাবধান হইয়া বোধ কর অনন্ত স্বর্গলোকের প্রাপ্তির কারণ আর সকল জগতের আশ্রয় সেই অগ্নি হয়েন আর বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির বুদ্ধিতে স্থিতি করেন এইরূপ অগ্নির স্বরূপ আমি কহিতেছি তাহা তুমি জান। ১৪। *। লোকাদিমগ্নিং তমুবাচ তস্মৈ যা ইষ্টকা যাবতীর্বা যথা বা। স চাপি তৎ প্রত্যবদৎ যথোক্তমথাস্য মৃত্যুঃ পুনরেবাহ তুষ্টঃ। ১৫। *। সেই নচিকেতাকে সকল লোকের আদি যে অগ্নি তাঁহার স্বরূপকে যম কহিলেন আর অগ্নির চয়নের নিমিত্তে যেরূপ ইষ্টকসকল যোগ্য আর যত ইষ্টকের প্রয়োজন হয় আর যেরূপে অগ্নিচয়ন করিতে হয় সে সকল নচিকেতাকে কহিলেন। যমের কথিত বাক্যকে নচিকেতা সম্যক্ প্রকারে বুঝিয়াছেন যমের এমৎ প্রতীতি জন্মাইবার জন্য ঐ সকল বাক্যকে নচিকেতা যমকে পুনরায় কহিলেন তখন নচিকেতার এই প্রতিবাক্যের দ্বারা যম সন্তুষ্ট হইয়া [১০] তিন বরের অতিরিক্ত বর দিতে ইচ্ছা করিয়া পুনরায় কহিতেছেন। ১৫। *। তমব্রবীৎ প্রীয়মাণো মহাত্মা বরং তবেহাদ্য দদামি ভূয়ঃ। তবৈব নাম্না ভবিতায়মগ্নিঃ সৃঙ্কাঞ্চেমামনেকরূপাং গৃহাণ। ১৬। নচিকেতাকে শিষ্যের যোগ্য দেখিয়া মহানুভব যম প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি এ নিমিত্ত পুনরায় এখন তোমাকে অন্য বর দিতেছি। এই পূর্ব্বোক্ত যে অগ্নি তেঁহ তোমার নামে প্রসিদ্ধ হইবেন অর্থাৎ অগ্নির নাম নাচিকেত হইবেক। আর এই নানারূপবিশিষ্ট বিচিত্র রত্নময়ী মালা যে তোমাকে দিতেছি তাহা তুমি গ্রহণ কর। ১৬। *। ত্রিণাচিকেতস্ত্রিভিরেত্য সন্ধিং ত্রিকর্ম্মকৃৎ তরতি জন্মমৃত্যূ। ব্রহ্মজ-জ্ঞং দেবমীড্যং বিদিত্বা নিচায্যেমাং শান্তি-মত্যন্তমেতি। ১৭। *। মাতা পিতা আচার্য্যের অনুশাসনের দ্বারা যে ব্যক্তি তিন বার শাস্ত্রোক্ত অগ্নির চয়ন করেন সে ব্যক্তি যাগ বেদাধ্যয়ন এবং দানের কর্ত্তা যেমন জন্ম মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হয়েন সেইরূপ জন্ম মৃত্যুকে অতিক্রমণ করেন। আর ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং সর্ব্বজ্ঞ যে অগ্নি তেঁহ দীপ্তিবিশিষ্ট এবং [১১] স্তুতিযোগ্য হয়েন তাঁহাকে সেই ব্যক্তি শাস্ত্রত জানিয়া এবং আত্মভাবে দৃষ্টি করিয়া শান্তিকে অর্থাৎ বিরাট্ পদকে পায়েন। ১৭। এখন অগ্নিজ্ঞানের ফল এবং তাহার চয়নের ফল এই দুই প্রস্তাবকে সমাপ্তি করিতেছেন। ত্রিণাচিকেতস্ত্রয়মেতদ্বিদিত্বা

য এবং বিদ্বাংশ্চিনুতে নাচিকেতং। স মৃত্যুপাশান্ পুরতঃ প্রণোদ্য শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে। ১৮। যে ত্রিণাচিকেত পুরুষ যেরূপ ইষ্টক আর যত ইষ্টক আর যে প্রকারে অগ্নি চয়ন করিতে হয় এ তিনকে বিশেষরূপে বোধ করিয়া আত্মভাবে অগ্নিকে জানিয়া ধ্যান করেন তেঁহ অধর্ম্ম অজ্ঞান রাগদ্বেষাদিরূপ যে মৃত্যুপাশ তাহাকে মরণের পূর্ব্ব ত্যাগ করিয়া মানস দুঃখ হইতে রহিত হইয়া সুখেতে স্বর্গলোকে বাস করেন। ১৮। এষ তে অগ্নির্নচিকেতঃ স্বর্গ্যো যমবৃণীথা দ্বিতীয়েন বরেণ। এতমগ্নিং তবৈব প্রবক্ষ্যন্তি জনাসস্তৃতীয়ং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব ॥ ১৯ ॥ হে নচিকেতা তুমি দ্বিতীয় বরের দ্বারা স্বর্গের সাধন যে অগ্নির বর যাচ্ঞা করিয়াছিলে তাহা তোমাকে তুষ্ট হইয়া দিলাম। আর লোকসকল তোমার নামেতে অগ্নিকে বিখ্যাত করি[১২]বেন এখন হে নচিকেতা তৃতীয় বরকে তুমি যাচ্ঞা কর ॥ ১৯ ॥ এ পর্য্যন্ত ক্রিয়া কারক ফল এ তিনের আরোপ আত্মাতে করিয়া কর্ম্মকাণ্ড কহিলেন এখন তাহার অপবাদ অর্থাৎ বাধক যে আত্মজ্ঞান তাহা কহিতেছেন। যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে। এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ ॥ ২০ ॥ যমের বাক্য শুনিয়া নচিকেতা কহিতেছেন ইহলোকে এক সংশয় আছে সে এই যে মনুষ্য মরিলে পর শরীর ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি এ সকল ভিন্ন জীব আত্মা আছেন এরূপ কেহ কহেন আর এ সকল ভিন্ন জীবাত্মা নাই এরূপো কেহ কহেন আমি তোমার শিক্ষা দ্বারা ইহার নির্ণয় জানিতে চাহি বরের মধ্যে এই তৃতীয় বর আমার প্রতি প্রার্থনীয় ॥ ২০ ॥ এখন নচিকেতা জ্ঞানসাধনের বিষয়ে দৃঢ় কি না ইহা জানিবার নিমিত্ত যম নচিকেতাকে লোভ দেখাইয়া পরীক্ষা করিতেছেন। দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা ন হি সুবিজ্ঞেয়মণুরেষ ধর্ম্মঃ। অন্যং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব মা মোপরোৎসীরতি মা সৃজৈনং ॥ ২১ ॥ দেবতারাও পূর্ব্বে এই আত্মবিষয়ে সংশয়যুক্ত ছিলেন এ ধর্ম্ম শুনিলেও মনুষ্য সুন্দর প্রকারে বুঝিতে [১৩] পারেন না যেহেতু এ ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম হয় অতএব হে নচিকেতা তুমি অন্য কোন বর যাচ্ঞা কর আমি তিন বর দিতে স্বীকার করিয়াছি ইহা জানিয়া আমাকে এরূপ কঠিন বরের প্রার্থনার দ্বারা নিতান্ত বাধিত করিবে না আমার নিকট এ বর প্রার্থনা ত্যাগ কর ॥ ২১ ॥ এইরূপ যমের বাক্য শুনিয়া নচিকেতা কহিতেছেন। দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিল ত্বঞ্চ মৃত্যো যন্ন সুবিজ্ঞেয়মাত্থ। বক্তা চাস্য ত্বাদৃগন্যো ন লভ্যো নান্যো বরস্তুল্য এতস্য কশ্চিৎ ॥ ২২ ॥ দেবতারা এ আত্মবিষয়ে সংশয় করিয়াছেন ইহা

তোমার স্থানে নিশ্চিত শুনিলাম আর হে যম তুমিও আত্মতত্ত্বকে দুর্জ্ঞেয় করিয়া কহিতেছ অতএব এ ধর্ম্মের বক্তা অন্বেষণ করিলেও তোমার ন্যায় কাহাকে পাওয়া যাইবে না মোক্ষসাধন যে এ বর ইহার তুল্য অন্য বর নহে অতএব এই বর দেও ॥ ২২ ॥ পুনরায় যম নচিকেতাকে লোভ দেখাইতেছেন।' শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব বহূন্ পশূন্ হস্তিহিরণ্যমশ্বান্। ভূমের্মহদায়তনং বৃণীষ্ব স্বয়ঞ্চ জীব শরদো যাবদিচ্ছসি ॥ ২৩ ॥ এতত্তুল্যং যদি মন্যসে বরং বৃণীষ্ব বিত্তং চির-জীবিকাঞ্চ। মহাভূমৌ নচিকেতস্ত্বমেধি কামা[১৪]নাং ত্বা কামভাজং করোমি ॥ ২৪ ॥ যে যে কামা দুর্লভা মর্ত্যলোকে সর্ব্বান্ কামান্ চ্ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব। ইমা রামাঃ সরথাঃ সতূর্য্যাঃ ন হীদৃশা লম্ভনীয়া মনুষ্যৈঃ। আভির্মৎপ্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব নচিকেতো মরণং মানুপ্রাক্ষীঃ ॥ ২৫ ॥ শত বর্ষ পরমায়ু হয় এমৎ পুত্র পৌত্র সকলকে যাচ্ঞা কর আর গরু প্রভৃতি অনেক পশু আর হস্তী স্বর্ণ অশ্ব এ সকল প্রার্থনা কর আর পৃথিবীর মধ্যে অনেক দেশের অধিকার যাচ্ঞা কর আর তুমি আপনি যত বৎসর বাঁচিতে ইচ্ছা কর তত বৎসর বাঁচিবে এমৎ বর প্রার্থনা কর ॥ ২৩ ॥ এই পূর্ব্বোক্ত বরের তুল্য অন্য কোন বর যদি তুমি জান তবে তাহার প্রার্থনা কর আর রত্ন প্রভৃতি এবং চিরজীবিকা বৃত্তিকে যাচ্ঞা কর। আর সকল পৃথিবীতে হে নচিকেতা তুমি রাজা হও এমৎ করিব আর প্রার্থনীয় যে যে বস্তু আছে তাহার মধ্যে যাহা তুমি প্রার্থনা কর তাহার ভাজন তোমাকে করিব ॥ ২৪ ॥ আর মর্ত্ত্যলোকেতে যে যে বস্তু দুর্লভ আছে তাহাকে আপন ইচ্ছামতে প্রার্থনা কর আর বিমানসহিত এবং বাদ্যসহিত এই সকল অপ্সরাকে যাচ্ঞা কর যেহেতু মনুষ্যেরা এরূপ অপ্সরাসকলকে প্রাপ্ত হয়েন [১৫] না। কিন্তু আমার দত্ত এই সকল অপ্সরা দ্বারা আপনাকে সুখে রাখহ। হে নচিকেতা মরণের পর জীবসম্বন্ধি প্রশ্ন অর্থাৎ আত্মবিষয়ক প্রশ্ন আমার প্রতি করিও না ॥ ২৫ ॥ যম এ প্রকার লোভ নচিকেতাকে দেখাইলেও নচিকেতা ক্ষুব্ধ না হইয়া পুনরায় যমকে কহিতেছেন। শ্বোভাবা মর্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ। অপি সর্ব্বং জীবিতমল্পমেব তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে ॥ ২৬ ॥ ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো লপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্ম চেত্ত্বা। জীবিষ্যামো যাবদীশিষ্যসি ত্বং বরস্তু মে বরণীয়ঃ স এব ॥ ২৭ ॥ অজীর্য্যতাম-মৃতানামুপেত্য জীর্য্যন্মর্ত্যঃ ক্বধঃস্থঃ প্রজানন্। অভিধ্যায়ন্ বর্ণরতিপ্রমোদানতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমেত ॥ ২৮ ॥ যস্মিন্নিদং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো যৎ সাম্পরায়ে মহতি ব্রূহি নস্তৎ। যোহয়ং বরো গূঢ়মনুপ্রবিষ্টো নান্যং তস্মান্নচিকেতা

বৃণীতে ॥ ২৯ ॥ হে যম তুমি যে সকল ভোগ দিতে চাহিতেছ সে সকল সন্দিগ্ধপর অর্থাৎ কল্য হইবেক কি না এমৎ সন্দেহ সে সকল ভোগেতে আছে আর সেই সকল ভোগ যেমন অপ্সরাদি তাহার প্রাপ্তি হইলেও মনুষ্যের সকল ইন্দ্রিয়ের তেজকে তাহারা নষ্ট করিবেক আর [১৬] দীর্ঘ আয়ু যে দিতে চাহ সেও যথার্থ বিবেচনায় অল্প হয় অতএব তোমার রথাদি বাহন এবং নৃত্য গীত যত আছে সে তোমারি নিকট থাকুক। ২৬। ধনের দ্বারা মনুষ্যের যথার্থ তৃপ্তি হইতে পারে না অর্থাৎ ধনের উপার্জনে এবং রক্ষণে দুয়েতেই কষ্ট আছে আর যদিও ধনের ইচ্ছা হয় তবে তাহা পাইব যেহেতু তোমাকে দেখিলাম আর যদি অধিক কাল বাঁচিতে ইচ্ছা করি তবে তুমি যাবৎ যমরূপে শাসনকর্ত্তা থাকিবে তাবৎ বাঁচিব অতএব আত্মবিষয় যে বর তাহাই আমি বাঞ্ছা করি। ২৭। জরামরণশূন্য যে দেবতাসকল তাঁহাদের নিকট আসিয়া উত্তম ফল ঐ সকল দেবতা হইতে পাওয়া যায় এমত জানিয়া জরামরণবিশিষ্ট পৃথিবীস্থিত যে মনুষ্য সে কেন ইতর বরকে প্রার্থনা করিবেক আর গীত রতি প্রমোদ এ তিনের কারণ যে অপ্সরা সকল হইয়াছেন তাহাকে অত্যন্ত অস্থির জানিয়া কোন্ বিবেকী দীর্ঘ পরমায়ুতে আসক্ত হইবেক। ২৮। হে যম মরণের পর আত্মা থাকেন কি না থাকেন এই সন্দেহ লোকে করেন অতএব আত্মার নির্ণয়জ্ঞান মহৎ উপকারে আইসে তাহা তুমি কহ এই [১৭] দুর্জ্ঞেয় বর ব্যতিরেকে অন্য বর নচিকেতা প্রার্থনা করে না। ২৯। ইতি প্রথমবল্লী। *। এইরূপে শিষ্যের পরীক্ষা লইয়া এবং শিষ্যকে জ্ঞানের যোগ্য দেখিয়া যম কহিতেছেন অন্যৎ শ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়ঃ তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ। তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে ॥ ১ ॥ শ্রেয় অর্থাৎ মোক্ষসাধন যে জ্ঞান সে পৃথক্ হয় আর প্রেয় অর্থাৎ প্রিয়সাধন যে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম সেও পৃথক্ হয় সেই জ্ঞান ও কর্ম্ম এঁহারা পৃথক্২ ফলের কারণ হইয়া পুরুষকে আপন২ অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করেন। এ দুইয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি জ্ঞানানুষ্ঠানকে স্বীকার করে তাহার কল্যাণ হয় আর যে ব্যক্তি কর্ম্মানুষ্ঠানকে স্বীকার করে সে পরম পুরুষার্থ হইতে পরিভ্রষ্ট হয়। ১। শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতঃ তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। শ্রেয়ো হি ধীরোঽভি প্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্বৃণীতে ॥ ২ ॥ জ্ঞান আর কর্ম্ম এ দুই মিলিত হইয়া মনুষ্যকে প্রাপ্ত হয়েন তখন পণ্ডিত ব্যক্তি এ দুইয়ের মধ্যে কে উত্তম কে অধম [১৮] ইহা বিবেচনা করেন ঐ বিবেচনার দ্বারা জ্ঞানের উত্তমতায় নিশ্চয় করিয়া কর্ম্মের অনাদরপূর্ব্বক জ্ঞানকে আশ্রয় করেন

আর অপণ্ডিত ব্যক্তি শরীরের সুখনিমিত্তে প্রিয়সাধন যে কর্ম্ম তাহাকেই অবলম্বন করেন। ২। স ত্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাংশ্চ কামানভিধ্যায়ন্নচিকেতোঽত্য-স্রাক্ষীঃ। নৈতাং সৃঙ্কাং বিত্তময়ীমবাপ্তো যস্যাং মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ॥ ৩॥ হে নচিকেতা তুমি পুনঃ২ আমার লোভ দেখাইবার দ্বারা লুব্ধ না হইয়া পুত্রাদিকে এবং অপ্সরাদিকে অনিত্য জানিয়া এ সকলের প্রার্থনা ত্যাগ করিলে তোমার কি উত্তম বুদ্ধি যেহেতু ধনময় কর্ম্মপথেতে লুব্ধ হইলে না যে কর্ম্মপথেতে অনেক মনুষ্য মগ্ন হয়। ৩। জ্ঞানের অবলম্বন করিয়া ভালো হয় কর্ম্মের অবলম্বন করিলে ভালো হয় না ইহাতে কারণ কহিতেছেন। দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা। বিদ্যাভীপ্সিনং নচিকেতসং মন্যে ন ত্বা কামা বহবোঽলোলুপন্ত॥ ৪॥ জ্ঞান আর কর্ম্ম এ দুই পরস্পর অত্যন্ত বিপরীত হয়েন এবং পৃথক্২ ফলকে দেন এইরূপে বিদ্যাকে আর অবিদ্যাকে অর্থাৎ [১৯] জ্ঞান আর কর্ম্মকে পণ্ডিতসকলে জানিয়াছেন তুমি যে নচিকেতা তোমাকে জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী জানিলাম যেহেতু অপ্সরাদি নানাপ্রকার ভোগ তোমাকে জ্ঞানপথ হইতে নিবর্ত্ত করিতে পারিলেক না। ৪। অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতং মন্যমানাঃ। দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥ ৫॥ কর্ম্মান্ধকারের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি স্থিতি করিয়া আমরা বুদ্ধিমান্ হই শাস্ত্রেতে নিপুণ হই এরূপ অভিমান করে সেই সকল ব্যক্তি নানাপ্রকার পথেতে পুনঃ২ ভ্রমণ করিয়া নানাজাতীয় দুঃখকে প্রাপ্ত হয় যেমন অন্ধকে অবলম্বন করিয়া অপর অন্ধসকল দুর্গম পথ প্রাপ্ত হইয়া নানাপ্রকার দুঃখকে পায়। ৫। ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ং। অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতিমানী পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে॥ ৬॥ অবিবেকী প্রমাদবিশিষ্ট আর বিত্তনিমিত্ত অজ্ঞানেতে আচ্ছন্ন যে লোক তাহারা পরলোকসাধনের উপায়কে দেখিতে পায় না এই লোক যাহা দেখিতে পায় সেই সত্য আর ইহা ভিন্ন পরলোক নাই এই প্রকার জ্ঞান করে সে সকল লোক [২০] আমি যে মৃত্যু আমার বশে অর্থাৎ আমার শাসনে পুনঃ২ আইসে। ৬। শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ শৃণ্বন্তোপি বহবো যন্ন বিদ্যুঃ। আশ্চর্য্যোঽস্য বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥ ৭॥ সেই যে পরমাত্মা তাঁহার প্রসঙ্গকেও অনেকে শুনিতে পায় না আর অনেকে শুনিয়াও তাঁহাকে বোধগম্য করিতে পারে না আর আত্মজ্ঞানের বক্তা দুর্লভ হয়েন আর আত্মজ্ঞানকে শুনিয়াও অনেকের মধ্যে কোনো নিপুণ ব্যক্তি ইহাকে প্রাপ্ত হয়েন যেহেতু উত্তম আচার্য্য হইতে

শিক্ষা পাইলেও এ ধর্ম্মের জ্ঞাতা অতি দুর্লভ হয়। ৭। ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ। অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্ত্যণীয়ান্ হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ॥ ৮॥ অল্পবুদ্ধি আচার্য্য যদি আত্মার উপদেশ করেন তবে আত্মা জ্ঞেয় হয়েন না যেহেতু নানাপ্রকার চিন্তা আত্মবিষয়ে বাদীরা উপস্থিত করিয়াছে কিন্তু যদি ব্রহ্মজ্ঞানী সেই আত্মার উপদেশ করেন তবে নানাপ্রকার বিবাদ দূর হইয়া আত্মজ্ঞান উপস্থিত হয় এমৎ জ্ঞানীর উপদেশ না হইলে আত্মা সূক্ষ্ম [২১] হইতেও সূক্ষ্ম থাকেন অর্থাৎ অপ্রাপ্ত হয়েন যেহেতু তেঁহ কেবল তর্কের দ্বারা জ্ঞেয় নহেন। ৮। নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ। যাস্ত্বমাপঃ সত্যধৃতির্ব্বতাসি ত্বাদৃঙ্নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা॥ ৯॥ এই বেদগম্য যে আত্মজ্ঞান সে কেবল তর্কে পাওয়া যায় না কিন্তু কুতার্কিক ভিন্ন বেদান্তজ্ঞানী আচার্য্যের উপদেশ হইলে যে আত্মজ্ঞানকে তুমি পাইবে সেই আত্মজ্ঞানের তখন সুন্দররূপে প্রাপ্তি হয় হে প্রিয়তম নচিকেতা যেহেতু তুমি সত্যসঙ্কল্প হও অতএব তোমার ন্যায় প্রশ্নকর্ত্তা শিষ্য আমাদের হউক এই প্রার্থনা করি। ৯। জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যং ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ। ততো ময়া নাচিকেতশ্চিতোঽগ্নিরনিত্যৈর্দ্রব্যৈঃ প্রাপ্তবানস্মি নিত্যং॥ ১০॥ প্রার্থনীয় যে কর্ম্মফল সে অনিত্য আমি তাহা জানি যেহেতু অনিত্য বস্তু যে কর্ম্মাদি তাহা হইতে নিত্য যে পরমাত্মা তেঁহ প্রাপ্ত হয়েন না কিন্তু অনিত্য বস্তু যে কর্ম্মাদি তাহা হইতে অনিত্য বস্তু যে স্বর্গাদি ইহা প্রাপ্ত হয় এমৎ জানিয়াও আমি অনিত্য বস্তু দ্বারা স্বর্গফলসাধন যে [২২] অগ্নি তাহার উপাসনা করিয়া বহুকালস্থায়ী যে স্বর্গ তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি। ১০। কামস্যাপ্তিং জগতঃ প্রতিষ্ঠাং ক্রতোরনন্ত্যমভয়স্য পারং। স্তোমমহদুরুগায়ং প্রতিষ্ঠাং দৃষ্ট্বা ধৃত্যা ধীরো নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ॥ ১১॥ হিরণ্যগর্ভোপাসনার ফল যে হিরণ্যগর্ভের পদ তাহা প্রার্থনীয় বস্তুসকলেতে পরিপূর্ণ হয় আর সকল জগতের আশ্রয় সে পদ হয় আর ভূরিকালস্থায়ী ও সকল অভয়স্থান হইতে উত্তম এবং প্রশংসনীয় ও যাবদৈশ্বর্য্যবিশিষ্ট সেই পদ হয় ও সে পদ হইতে শীঘ্র চ্যুতি হয় না এমন স্থানকে হস্তগত দেখিয়াও ধৈর্য্য দ্বারা আত্মজ্ঞানকে আকাঙ্ক্ষা করিয়া হে নচিকেতা পণ্ডিত যে তুমি সেই হিরণ্যগর্ভ মহৎ পদকে ত্যাগ করিয়াছ। ১১। তং দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং। অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি॥ ১২॥ যে পরমাত্মাকে তুমি জানিতে চাহ অতিদুঃখে তাঁহার বোধ হয় আর মায়িক যে সংসার তাহাতে আচ্ছন্নভাবে ব্যাপ্ত

আছেন আর কেবল বুদ্ধির দ্বারা তাঁহাকে জানা যায় আর দুষ্প্রাপ্য স্থানেতে তিনি স্থায়ী অর্থাৎ অতিদুর্জ্ঞেয় এবং [২৩] অনাদি হয়েন আর অধ্যাত্ম যোগের দ্বারা তাহাকে জানিয়া পণ্ডিতসকল হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হয়েন। বিষয় হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া আত্মাতে অর্পণ করাকে অধ্যাত্ম যোগ কহি'। ১২। এতৎ শ্রুত্বা সংপরিগৃহ্য মর্ত্যঃ প্রবৃহ্য ধর্ম্ম্যমণুমেতমাপ্য। স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা বিবৃতং সদ্ম নচিকেতসং মন্যে॥ ১৩॥ যে মনুষ্য· এইরূপ উত্তম ধর্ম্ম আত্মজ্ঞানকে আচার্য্য হইতে শুনিয়া সুন্দররূপে গ্রহণ করিয়া শরীর হইতে আত্মাকে পৃথক্ ভাবিয়া সূক্ষ্মরূপ যে আত্মা তাঁহাকে জানে সে আনন্দময় আত্মার প্রাপ্তির দ্বারা সর্ব্বসুখবিশিষ্ট হয় হে নচিকেতা সেই ব্রহ্ম যেমন অবারিতদ্বার গৃহের ন্যায় তোমার প্রতি হইয়াছেন আমার এইরূপ বোধ হয়। ১৩। যমের এই বাক্য শুনিয়া নচিকেতা কহিতেছেন। অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ। অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎ পশ্যসি তদ্বদ॥ ১৪॥ শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম এবং ফল ও অনুষ্ঠান ও অনুষ্ঠাতা এ সকল হইতে যে ব্রহ্ম ভিন্ন হয়েন আর অধর্ম্ম হইতেও তিনি ভিন্ন হয়েন আর যিনি কার্য্য এবং প্রকৃত্যাদি যে কারণ তাহা হইতে এবং ভূত [২৪] ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কাল হইতে ভিন্ন হয়েন এইরূপ যে ব্রহ্ম তাহাকে তুমি জান অতএব আমাকে কহ। ১৪। এখন যম নচিকেতাকে কহিতেছেন। সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥ ১৫॥ সকল বেদ যে এক বস্তুকে প্রতিপন্ন করিতেছেন আর সকল তপস্যা করিবার প্রয়োজন যাঁহার প্রাপ্তি হইয়াছে আর যাঁহার প্রাপ্তি ইচ্ছা করিয়া লোকসকল ব্রহ্মচর্য্য করেন সেই বস্তুকে আমি সংক্ষেপে তোমাকে কহিতেছি ওঙ্কার শব্দে তাঁহাকে কহা যায় অথবা তেঁহ ওঁকারস্বরূপ হয়েন। ১৫। এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরং। এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥ ১৬॥ এই ওঁকার অপর ব্রহ্ম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভকে কহেন এবং হিরণ্যগর্ভস্বরূপ হয়েন আর এই ওঙ্কার পরব্রহ্মকে কহেন এবং পরব্রহ্মস্বরূপও হয়েন অতএব এই ওঙ্কারকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিয়া যে যাহা ইচ্ছা করে সে তাহা পায় অর্থাৎ অপর ব্রহ্মবুদ্ধিতে ওঙ্কারের উপাসনা করিলে হিরণ্যগর্ভকে পায় আর পরব্রহ্মরূপে উপাসনা করিলে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। ১৬। এতদা[২৫]লম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরং। এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ ১৭॥ ব্রহ্মপ্রাপ্তির যে যে অবলম্বন আছে তাহার মধ্যে প্রণবের

অবলম্বন অতি উত্তম হয় আর এই প্রণব অপরব্রহ্মের অবলম্বন এবং পরব্রহ্মেরও অবলম্বন হয়েন অতএব এই প্রণবস্বরূপ অবলম্বনকে জানিয়া মনুষ্য ব্রহ্মস্বরূপ হয় কিম্বা ব্রহ্মলোকে স্থিতি করে অর্থাৎ পরব্রহ্মের অবলম্বন করিলে ব্রহ্মস্বরূপ হয় আর অপরব্রহ্মের অবলম্বনের দ্বারা ব্রহ্মলোকে প্রাপ্ত হয়। ১৭। প্রণবের বাচ্য আত্মা হয়েন অর্থাৎ প্রণব শব্দে পরমাত্মাকে বুঝায় এমৎ জানিয়া প্রণবের উপাসনা করা এবং আত্মাকে প্রণবস্বরূপ জানিয়া প্রণবের উপাসনা করা দুর্ব্বলাধিকারীর প্রতি কহিলেন এক্ষণে আত্মার স্বরূপ কহিতেছেন। ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ নায়ং কুতশ্চিৎ ন বভূব কশ্চিৎ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ১৮ ॥ আত্মার জন্ম নাই এবং মৃত্যু নাই তেঁহ নিত্য জ্ঞানস্বরূপ হয়েন কোনো কারণের দ্বারা তাঁহার উৎপত্তি নাই এবং আপনিও আপনার কারণ নহেন অতএব এই জন্মশূন্য যে আত্মা তেঁহ নিত্য হয়েন [২৬] ঞেঁহার হ্রাস নাই সর্ব্বদা এক অবস্থাতে থাকেন এই হেতু খড়্গাদির দ্বারা শরীরে আঘাত করিলে শরীরস্থ আত্মাতে আঘাত হয় না যেমন শরীরে আঘাত করিলে শরীরস্থ আকাশেতে আঘাত না হয়। ১৮। হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতং। উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ১৯ ॥ যে ব্যক্তি শরীরমাত্রকে আত্মা জানিয়া আত্মাকে বধ করিব এমৎ জ্ঞান করে আর যে ব্যক্তি এমৎ জ্ঞান করে যে আমি পর হইতে হত হইব সে উভয় ব্যক্তি আত্মাকে জানে না যেহেতু আত্মা কাহাকে নষ্ট করেন না এবং কাহা হইতেও নষ্ট হয়েন না। ১৯। অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ানাত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াং। তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ ॥ ২০ ॥ এই আত্মা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম আর স্থূল হইতেও স্থূল হয়েন অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম যাবৎ বস্তু আত্মাকে আশ্রয় করিয়া আছে এই আত্মা ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত যাবৎ প্রাণীর হৃদয়েতে সাক্ষিরূপে আছেন এই আত্মার মহিমাকে নিষ্কাম ব্যক্তি মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা দ্বারা জানিয়া শোকাদি হইতে মুক্ত [২৭] হয়েন। ২০। আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ। কস্তং মদামদং দেবং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি ॥ ২১ ॥ এই আত্মা অচল হইয়াও মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দূরগতি দ্বারা যেন দূরে গমন করেন এমৎ অনুভব হয় আর সুপ্ত হইয়াও সর্ব্বত্র গমন করেন অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে সাধারণ জ্ঞানরূপে সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া থাকেন আমার ন্যায় জ্ঞানী ব্যতিরেক কোন্ ব্যক্তি সেই সুষুপ্ত কালে হর্ষযুক্ত আর জাগরণকালে হর্ষরহিত আত্মাকে জানিতে পারে অর্থাৎ উপাধির দ্বারা যাবৎ বিরুদ্ধ ধর্ম্মবিশিষ্ট আত্মাকে অজ্ঞানী ব্যক্তি কিরূপে

জানিতে পারে। ২১। অশরীরং শরীরেষু অনবস্থেষ্ববস্থিতম্। মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ ২২ ॥ আকাশের ন্যায় শরীররহিত যে আত্মা তেঁহ যাবৎ নশ্বর শরীতেতে থাকিয়াও স্বয়ং অবিনাশী হয়েন আর তেঁহ মহান্ এবং সর্ব্বব্যাপী হয়েন এইরূপ আত্মাকে জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি শোক প্রাপ্ত হয়েন না। ২২। নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাং ॥ ২৩ ॥ এই আত্মা অনেক বেদের দ্বারা জ্ঞেয় [২৮] হয়েন না আর পঠিত গ্রন্থের অভ্যাস করিলেও জ্ঞেয় হয়েন না আর কেবল বেদার্থশ্রবণেতেও আত্মা জ্ঞেয় হয়েন না যে ব্যক্তি এই আত্মাকে জানিতে চাহে সেই তাহাকে পায় কিরূপে পায় তাহা কহিতেছেন যে সেই আত্মা আপনার যথার্থ জ্ঞানকে সেই সাধকের প্রতি প্রকাশ করেন। ২৩। নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ। নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৪ ॥ দুষ্কর্ম্মেতে যে ব্যক্তি রত হয় আত্মাকে সে পায় না আর যে ইন্দ্রিয়ের বশে থাকে তাহারো আত্মা প্রাপ্য হয়েন না আর যাহার চিত্ত সর্ব্বদা অস্থির হয় তাহারো লভ্য আত্মা হয়েন না আর শান্তচিত্ত অথচ ফলার্থী এমৎ ব্যক্তিও আত্মাকে প্রাপ্ত হয়েন না কেবল আচার্য্য হইতে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির দ্বারা আত্মাকে প্রাপ্ত হয়েন। ২৪। যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনং। মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ ॥ ২৫ ॥ হিরণ্যগর্ভ ও প্রকৃতি এই দুই যে পরমাত্মার অন্ন হয়েন আর মৃত্যু যাঁহার অন্নের ঘৃত হয়েন অর্থাৎ এ সকলকে যে আত্মা সংহার করেন সেই আত্মাকে কোন্ অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি জ্ঞানীর [২৯] ন্যায় জানিতে পারে অর্থাৎ যে রূপে জ্ঞানীতে আত্মা প্রকাশিত হয়েন সে রূপে অজ্ঞানীতে আত্মা প্রকাশ হয়েন না। ২৫। ইতি দ্বিতীয়বল্লী। *। এখন অধ্যাত্মবিদ্যার অনায়াসে বোধগম্য হয় এ নিমিত্ত দেহকে রথরূপে কল্পনা করিয়া প্রাপ্য আর প্রাপ্তার ভেদানুসারে দুই আত্মার উপন্যাস করিয়া কহিতেছেন। ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে। ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ ॥ ১ ॥ এই শরীরেতে উপাধি অবস্থাতে বিম্ব প্রতিবিম্বের ন্যায় দুই আত্মাকে স্বীকার করিয়া কহিতেছেন। আপনার কৃত যে কর্ম্ম তাহর ফলকে দুই আত্মা ভোগ করেন অর্থাৎ বিম্বস্বরূপ যে পরমাত্মা তেঁহ ভোগের অধিষ্ঠাতা থাকেন আর প্রতিবিম্বস্বরূপ যে জীবাত্মা তেঁহ সাক্ষাৎ ভোগ করেন আর ঐ দুই আত্মা এই শরীরের হৃদয়াকাশে প্রবিষ্ট আছেন

তাহাদের মধ্যে জীবাত্মাকে ছায়ার ন্যায় আর আত্মাকে প্রকাশের ন্যায় ব্রহ্ম-জ্ঞানীরা এবং পঞ্চাগ্নিহোত্রী গৃহস্থেরা ও ত্রিণাচিকেত গৃহস্থেরা কহিয়া থাকেন অর্থাৎ উপাধি অবস্থাতে জীবাত্মার ও আত্মার অত্যন্ত প্রভেদ করিয়া[৩০]ছেন।১। যঃ সেতুরীজানানামক্ষরং ব্রহ্ম যৎ পরং। অভয়ং তিতীর্ষতাং পারং নাচিকেতং শকেমহি॥ ২॥ যে অগ্নি যজমানদের সেতুর ন্যায় সহায় হয়েন সেই অগ্নিকে জানিতে এবং স্থাপন করিতে পারি আর ভয়শূন্য মুক্তির ইচ্ছা করেন যাঁহারা তাঁহাদের পরমাশ্রয় যে নিত্য ব্রহ্ম তাঁহাকেও আমরা জানিতে পারি অর্থাৎ কর্ম্মী ব্যক্তির জ্ঞেয় যজ্ঞাদির দ্বারা হিরণ্যগর্ভ হইয়াছেন আর জ্ঞানী ব্যক্তির জ্ঞেয় পরব্রহ্ম হয়েন।২। আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু। বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥ ৩॥ ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্ব্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্। আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥ ৪॥ সংসারী যে জীব তাঁহাকে রথী করিয়া জান আর শরীরকে রথ আর বুদ্ধিকে সারথি করিয়া আর মনকে প্রগ্রহ অর্থাৎ অশ্ব চালাইবার নিমিত্তে সারথির হস্তের রজ্জু করিয়া জান আর চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কে অশ্ব করিয়া কহিয়াছেন আর শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পাঁচ বিষয়কে ঐ ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বের পথ করিয়া জান শরীর ইন্দ্রিয় মন এই সকল বিশিষ্ট যে জীব তাঁহাকে বিবেকী ব্যক্তিরা ফলের [৩১] ভোক্তা করিয়া কহিয়াছেন।৩।৪। যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা। তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ॥ ৫॥ যে বুদ্ধিরূপ সারথি ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বের প্রবৃত্তিনিবৃত্তিতে অপটু হয় আর মনরূপ রজ্জুকে আয়ত্ত করিতে না পারে তাহার ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বসকল বশে থাকে না যেমন ইতর সারথির অশিক্ষিত অশ্বসকল দুষ্টতা করে।৫। যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা। তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ॥ ৬॥ যে বুদ্ধিরূপ সারথি ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বের প্রবৃত্তিনিবৃত্তিতে পটু হয় আর মনোরূপ রজ্জুকে আয়ত্ত করিতে পারে তাহার ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বসকল বশে থাকে যেমন ইতর সারথির শিক্ষিত অশ্বসকল বশে থাকে।৬। যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাঽশুচিঃ। ন স তৎপদমাপ্নোতি সংসারঞ্চাধিগচ্ছতি॥ ৭॥ বুদ্ধিরূপ সারথি অপটু হয় আর মনোরূপ রজ্জু যাহার বশে না থাকে অতএব সে সর্ব্বদা দুষ্কর্ম্মান্বিত হয় এমন সারথির দ্বারা জীবরূপ রথী ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়েন না আর সংসাররূপ যে কষ্ট তাহাকে প্রাপ্ত হয়েন।৭। যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ [৩২]। স তু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে॥ ৮॥ যে বুদ্ধিরূপ সারথি

নিপুণ হয় আর মনোরূপ রজ্জু যাহার বশে থাকে অতএব সে সর্ব্বদা সৎকর্ম্মান্বিত হয় এমৎরূপ সারথি দ্বারা জীবরূপ রথী ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়েন যে পদ পাইলে পুনরায় জন্ম হয় না। ৮। বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ। সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং ॥ ৯ ॥ যে পুরুষের বুদ্ধিরূপ সারথি প্রবীণ হয় আর মনোরূপ রজ্জু যাহার বশে থাকে সে পুরুষ সংসাররূপ পথের পার যে সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের পদ তাহাকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ব্রহ্মত্বকে পায়। ৯। ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ ॥ ১০ ॥ মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥ ১১ ॥ চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় হইতে রূপ প্রভৃতি যে বিষয় সে সূক্ষ্ম হয় আর সেই সকল বিষয় হইতে মন সূক্ষ্ম হয় মন হইতে বুদ্ধি সূক্ষ্ম বুদ্ধি হইতে ব্যাপক যে সৃষ্টির প্রথম প্রকাশস্বরূপ মহত্তত্ত্ব সে সূক্ষ্ম হয় সেই মহত্তত্ত্ব হইতে সৃষ্টির আদি বীজ যে স্বভাব সে সূক্ষ্ম হয় সে স্বভাব হইতে সর্ব্বব্যাপী [৩৩] সদ্রূপ যে পরমাত্মা তেঁহ সূক্ষ্ম হয়েন সেই পরমাত্মা হইতে আর কেহ সূক্ষ্ম নাই আর তেঁহই প্রাপ্তব্য হইয়াছেন। ১০। ১১। এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে। দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥ ১২ ॥ এই আত্মা আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত ব্যাপী হইয়াও অবিদ্যা মায়াদ্বারা অজ্ঞানীর প্রতি আচ্ছন্ন হইয়া আছেন অতএব আত্মারূপে অজ্ঞানীতে প্রকাশ পায়েন না কিন্তু সূক্ষ্মদর্শি যে পণ্ডিতসকল তাঁহারা সূক্ষ্ম এবং একনিষ্ঠ যে বুদ্ধি তাহার দ্বারা সেই আত্মাকে দেখেন অর্থাৎ অজ্ঞানী কেবল ঘটপটাদি এবং আপনার শরীরকে দেখে অস্তিরূপে ঘটাদিতে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন যে আত্মা তাহাকে দেখিতে পায় না। ১২। যচ্ছেদ্বাঙ্মনসি প্রাজ্ঞস্তদ্যচ্ছেদ্জ্ঞান আত্মনি। জ্ঞান-মাত্মনি মহতি নিযচ্ছেত্তদ্যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি ॥ ১৩ ॥ যে বিবেকী ইন্দ্রিয়সকলকে মনেতে লয় করে মনকে বুদ্ধিতে বুদ্ধিকে মহত্তত্ত্বে মহত্তত্ত্বকে শান্তস্বরূপ পরমাত্মাতে লয় করে সে পরম শান্তিকে পায়। ১৩। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া [৩৪] দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥১৪॥ হে মনুষ্যসকল অজ্ঞানরূপ নিদ্রা হইতে উঠ অর্থাৎ আত্মজ্ঞানসাধনে প্রবর্ত্ত হও আর অজ্ঞানরূপ নিদ্রাকে ক্ষয় কর আর উত্তম আচার্য্যকে পাইয়া আত্মাকে জান তীক্ষ্ণ ক্ষুরের ধারের ন্যায় দুর্গম করিয়া জ্ঞানমার্গকে পণ্ডিতসকল কহিয়াছেন। ১৪। অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ১৫ ॥ ব্রহ্ম অতি সূক্ষ্ম হয়েন ইহাতে

কারণ দিতেছেন। ব্রহ্মেতে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পাঁচ গুণ নাই অতএব তাঁহাকে শুনিতে স্পর্শ করিতে দেখিতে আস্বাদন করিতে আঘ্রাণ করিতে কেহ পারে না। এই সকল গুণ যদি তাঁহার না রহিল তবে তেঁহ সুতরাং হ্রাসবৃদ্ধিশূন্য এবং নিত্য হয়েন আর তেঁহ আদি আর অন্তশূন্য হয়েন এবং অতি সূক্ষ্ম যে মহত্তত্ত্ব তাহা হইতেও ভিন্ন হয়েন এবং সর্ব্বথা নিরপেক্ষ নিত্য হয়েন এইরূপ আত্মাকে জানিলে লোক মৃত্যুহস্ত হইতে মুক্ত হয় অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়। ১৫। [৩৫] নাচিকেতমুপাখ্যানং মৃত্যুপ্রোক্তং সনাতনং। উক্ত্বা শ্রুত্বা চ মেধাবী ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ ১৬॥ যম হইতে কথিত এবং নচিকেতার প্রাপ্ত এই সনাতন উপাখ্যানকে যে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি পাঠ এবং শ্রবণ করেন তেহোঁ ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া পূজ্য হয়েন। ১৬। য ইমং পরমং গুহ্যং শ্রাবয়েদ্ব্রহ্মসংসদি। প্রযতঃ শ্রাদ্ধকালে বা তদানন্ত্যায় কল্পতে তদানন্ত্যায় কল্পতে॥ ১৭॥ যে ব্যক্তি শুচি হইয়া ব্রহ্মসভাতে এ আখ্যানকে শুনায় অথবা শ্রাদ্ধকালে পাঠ করে তাহার অনন্ত ফল হয়। ইতি তৃতীয় বল্লী প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ০॥ পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্। কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্ব-মিচ্ছন্॥ ১॥ স্বপ্রকাশ যে পরমাত্মা তেঁহ ইন্দ্রিয়সকলকে রূপ রস ইত্যাদি বাহ্য বিষয়ের গ্রহণের নিমিত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন এই হেতু লোকসকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্য বিষয়কে দেখেন অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায়েন না কোনো বিবেকী পুরুষ মুক্তির নিমিত্তে বাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়কে নিরোধ করিয়া অন্তরাত্মাকে দেখেন। ১। পরাচঃ কামাননুযন্তি বালাঃ তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশং। অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা ধ্রুব[৩৬]মধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে॥ ২॥ স্বভাবত ইন্দ্রিয়-সকলের বাহ্য বিষয়ে দৃষ্টি হয় এই হেতু অজ্ঞানী সকল প্রার্থনীয় বাহ্য বিষয়কে কামনা করে অতএব তাঁহারা সর্ব্বব্যাপী যে মৃত্যু তাহার বশে যান এই হেতু পণ্ডিতসকল যাবৎ অনিত্য সংসারের মধ্যে পরমাত্মাকে কেবল নিত্য জানিয়া তাঁহাকে প্রার্থনা করেন আর অন্য বস্তুর প্রার্থনা করেন না। ২। যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্। এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে॥ এতদ্বৈ তৎ॥ ৩॥ যে আত্মার অধিষ্ঠানে রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ আর মৈথুনজন্য সুখকে জড়স্বরূপ যে এই ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট দেহ সে অনুভব করে যেহেতু পঞ্চভূত দেহ ইন্দ্রিয় এ সমুদায় জড় অতএব চৈতন্যের অধিষ্ঠানেতেই এ জড়সকল বিষয়ের উপলব্ধি করে যেমন অগ্নিতে দগ্ধ যে লোহ সে অগ্নির অধিষ্ঠানেতে দাহ করে আত্মা না জানেন এমৎ বস্তু নাই। যাহার অধিষ্ঠানেতে এ সকল জানা

যায় আর যে আত্মার প্রশ্ন নচিকেতা করিয়াছেন তেহোঁ এই প্রকার হয়েন। ৩। স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তং চোভৌ যেনানুপশ্যতি। মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥৪॥ [৩৭] স্বপ্নাবস্থা আর জাগ্রদবস্থা এই দুই অবস্থাতে যাহার অধিষ্ঠানে লোক বিষয়ের উপলব্ধি করে সেই শ্রেষ্ঠ সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাকে জানিয়া পণ্ডিত ব্যক্তি শোককে প্রাপ্ত হয়েন না। ৪। য ইমং মধ্বদং বেদ আত্মানং জীবমন্তিকাৎ। ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে॥ এতদ্বৈ তৎ॥ ৫ ॥ যে ব্যক্তি এইরূপ করিয়া কর্ম্মের ফলভোক্তা জীবাত্মাকে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালত্রয়ের নিয়মকর্ত্তা যে পরমাত্মা তৎস্বরূপ করিয়া অতি নিকটস্থ জানে সে ব্যক্তি পুনরায় আত্মাকে গোপন করিতে চাহে না অর্থাৎ এক আত্মা সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া রহিয়াছেন কিরূপে তাঁহাকে গোপন করা যায়। যে আত্মার প্রশ্ন নচিকেতা করিয়াছেন সে এই হয়েন। ৫। যঃ পূর্ব্বং তপসো জাতমদ্ভ্যঃ পূর্ব্বমজায়ত। গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং যো ভূতেভির্ব্যপশ্যত॥ এতদ্বৈ তৎ॥ ৬॥ ব্রহ্ম হইতে জলাদির পূর্ব্ব উৎপন্ন হইয়াছেন যে হিরণ্যগর্ভ তাঁহাকে সকল ভূতের সহিত সকল প্রাণীর হৃদয়াকাশেতে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন এমৎ যে জানে সে হিরণ্যগর্ভের কারণ যে ব্রহ্ম তাহাকে জানে। ৬। যা প্রাণেন সম্ভবত্যদিতির্দেবতাময়ী [৩৮]। গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং যা ভূতেভির্ব্যজায়ত॥ এতদ্বৈ তৎ॥ ৭॥ সকল ভূতের সহিত হিরণ্যগর্ভরূপে যে দেবতাময়ী অদিতি ব্রহ্ম হইতে উৎপন্না হইয়া আছেন তাহাকে সকল প্রাণীর হৃদয়াকাশেতে প্রবিষ্ট করিয়া যে জানে সে অদিতির কারণ যে পরব্রহ্ম তাঁহাকে জানে যে আত্মার প্রশ্ন নচিকেতা করিয়াছেন সে এইপ্রকার হয়েন। ৭। অরণ্যোর্নিহিতো জাতবেদা গর্ভ ইব সুভৃতো গর্ভিণীভিঃ। দিবে দিব ঈড্যো জাগৃবদ্ভির্হবিষ্মদ্ভির্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ॥ এতদ্বৈ তৎ॥ ৮॥ যে অগ্নি যজ্ঞেতে ঊর্দ্ধ এবং অধ অরণিতে অর্থাৎ যজ্ঞকাষ্ঠেতে স্থিত হয়েন এবং ঘৃত ইত্যাদি সকল যজ্ঞদ্রব্যকে যিনি আহার করেন আর যেমন গর্ভিণীসকল যত্নপূর্ব্বক গর্ভকে ধারণ করেন সেইরূপ প্রমাদশূন্য যোগীরা এবং কর্ম্মীরা যাঁহাকে ঘৃতাদি দানের দ্বারা এবং ভাবনার দ্বারা কর্ম্মাঙ্গে এবং হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন আর যে অগ্নির স্তুতি ঐ কর্ম্মীরা আর যোগীরা সর্ব্বদা করিতেছেন সেই অগ্নি ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন। ৮। যতশ্চোদেতি সূর্য্যোঽস্তং যত্র চ গচ্ছতি। তং দেবাঃ সর্ব্বে অর্পিতাস্তদু নাত্যেতি কশ্চন॥ এতদ্বৈ তৎ॥ ৯॥ [৩৯] যে প্রাণ হইতে সূর্য্য প্রতিদিন উদিত হয়েন আর যাহাতে অস্ত হয়েন সেই প্রাণস্বরূপ আত্মাকে অবলম্বন করিয়া বিশ্বসংসার স্থিতি করেন তাঁহাকে আশ্রয় না করিয়া পৃথক্‌রূপে কেহ প্রকাশ পায় না যে

আত্মার প্রশ্ন নচিকেতা করিয়াছেন সে এই হয়েন অর্থাৎ আত্মা অগ্নি বায়ু প্রভৃতি সর্ব্বস্বরূপ হয়েন। ৯। যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥ ১০॥ যেঁহ এই শরীরব্যাপী আত্মা তেঁহই বিশ্বব্যাপী আত্মা হয়েন আর যেঁহ বিশ্বব্যাপী আত্মা তেঁহই শরীরব্যাপী আত্মা হয়েন অদ্বিতীয় আত্মাকে যে ব্যক্তি নানা করিয়া দেখে সে পুনঃ২ জন্ম মরণকে পায়। ১০। মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥ ১১॥ বিশুদ্ধ মনের দ্বারা আত্মা এক হয়েন ইহাই জানা উচিত এইরূপ অদ্বিতীয় জ্ঞান উপস্থিত হইলে ভেদজ্ঞান আর থাকে না কিন্তু অদ্বিতীয় আত্মাকে যে ব্যক্তি নানা করিয়া দেখে সে পুনঃ২ জন্ম মরণকে পায়। ১১। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্যে আত্মনি তিষ্ঠতি। ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে॥ এতদ্বৈ [৪০] তৎ॥ ১২॥ হৃদয়াকাশস্থিত সর্ব্বব্যাপী যে শরীরস্থ আত্মা তাঁহাকে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালের কর্ত্তা করিয়া জানিলে পর পুনরায় আত্মাকে গোপন করিতে চাহে না অর্থাৎ এক আত্মা সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া রহিয়াছেন কিরূপে তাঁহাকে গোপন করা যায়। ১২। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ। ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ॥ এতদ্বৈ তৎ॥ ১৩॥ হৃদয়াকাশস্থিত সর্ব্বব্যাপী নির্ম্মল জ্যোতির ন্যায় ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালের কর্ত্তা যে আত্মা তেঁহই সকল প্রাণীতে এখনো বর্ত্তমান আছেন। এবং পরেও সকল প্রাণীতে বর্ত্তমান থাকিবেন যে আত্মার প্রশ্ন নচিকেতা করিয়াছেন সে এই হয়েন। ১৩। যথোদকং দুর্গে বৃষ্টং পর্ব্বতেষু বিধাবতি। এবং ধর্ম্মান্ পৃথক্ পশ্যন্ তানেবানু-বিধাবতি॥ ১৪॥ যেমন উচ্চ স্থানেতে জল পতিত হইয়া নানা নিম্ন স্থানে গমন করিয়া নষ্ট হয়েন সেইরূপ প্রতি শরীরেতে আত্মাকে পৃথক্২ দেখিয়া শরীর-ভেদকে পুনঃ প্রাপ্ত হয়। ১৪। যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি। এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম॥ ১৫॥ যেমন সমান ভূমিতে জল [৪১] পতিত হইলে পূর্ব্বের ন্যায় নির্ম্মল থাকে সেইরূপ আত্মাকে এক করিয়া যে জ্ঞানী মনন করে হে নচিকেতা সে ব্যক্তির বিশ্বাসে আত্মা এক হয়েন। ১৫। ইতি চতুর্থী বল্লী। *। পুরমেকাদশদ্বারমজস্যাবক্রচেতসঃ। অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে॥ এতদ্বৈ তৎ॥ ১॥ জন্মাদিরহিত নিত্য চৈতন্যস্বরূপ যে পরমাত্মা তাঁহার বাসস্থান এই একাদশ দ্বারবিশিষ্ট শরীর হয় সেই আত্মাকে যে ব্যক্তি ধ্যান করে সে শোক পায় না এবং অবিদ্যাপাশ হইতে মুক্ত হয় আর পুনরায় শরীর গ্রহণ তাহার হয় না। প্রসিদ্ধ নব দ্বার আর ব্রহ্মরন্ধ্র ও নাভি এ দুই

লইয়া একাদশ দ্বার হয়। ১। হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথি-দুরোণসৎ। নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ॥ ২॥ আত্মা সর্ব্বত্র গমন করেন এবং সূর্য্যরূপে আকাশে গমন করেন আর সকল ভূতকে আপনাতে বাস করান এবং বায়ুরূপে আকাশে গমন করেন আর অগ্নির স্বরূপ হয়েন এবং পৃথিবীর অধিষ্ঠাতৃদেবতা হইয়া পৃথিবীতে গমন করেন আর সোম[৪২]লতার রস হইয়া যজ্ঞকলশে গমন করেন আর মনুষ্যেতে ও দেবতাতে গমন করেন আর যজ্ঞেতে গমন করেন আর আকাশের অধিষ্ঠাতৃদেবতারূপে আকাশে গমন করেন আর জলজন্তুরূপে জলেতে উৎপন্ন হয়েন আর ধান্য যবাদিরূপে পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়েন যজ্ঞের অঙ্গরূপে উৎপন্ন হয়েন আর নদ্যাদি-রূপে পর্ব্বতে উৎপন্ন হয়েন যদ্যপিও তেঁহ সর্ব্বস্বরূপ হয়েন তথাপি তাঁহার বিকার নাই আর সকলের কারণ সেই আত্মা এই হেতু তেঁহ মহান্ হয়েন। ২। ঊর্দ্ধং প্রাণমুন্নয়তি অপানং প্রত্যগস্যতি। মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে॥ ৩॥ যে চৈতন্যস্বরূপ আত্মা প্রাণবায়ুকে হৃদয় হইতে উপরে চালন করেন এবং অপান বায়ুকে অধোতে ক্ষেপণ করেন সেই হৃদয়াকাশস্থিত সকলের ভজনীয় আত্মাকে চক্ষুরাদি সকল ইন্দ্রিয় আপন২ বিষয়ের জ্ঞান দ্বারা উপাসনা করেন অর্থাৎ এক চৈতন্যস্বরূপ আত্মার অধিষ্ঠানেতে জড়রূপ ইন্দ্রিয়সকল আপন২ বিষয়ের জ্ঞান করেন। ৩। অস্য বিস্রংসমানস্য শরীরস্থস্য দেহিনঃ। দেহাদ্বিমুচ্যমানস্য কিমত্র পরিশিষ্যতে॥ [৪৩] এতদ্বৈ তৎ॥ ৪॥ এই শরীরস্থ চৈতন্যস্বরূপ শরীরের কর্ত্তা যে আত্মা তেঁহ যখন এ শরীরকে ত্যাগ করেন তখন এ শরীরেতে এবং ইন্দ্রিয়েতে কোন শক্তি থাকে না অর্থাৎ আত্মার ত্যাগ মাত্র শরীর এবং ইন্দ্রিয়-সকল স্বভাবত যেমন পূর্ব্বে জড় ছিলেন সেইরূপ হইয়া যান। ৪। ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্ত্যো জীবতি কশ্চন। ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ॥ ৫॥ প্রাণবায়ু ও অপান বায়ু এবং ইন্দ্রিয়সকল এঁহাদের অধিষ্ঠানে দেহীরা বাঁচিয়া থাকেন এমৎ নহে কিন্তু প্রাণাদি হইতে ভিন্ন যে চৈতন্যস্বরূপ আত্মা তাঁহার অধিষ্ঠানেতেই দেহীরা বাঁচিয়া থাকেন এবং প্রাণ আর অপান বায়ু ইন্দ্রিয়সহিত তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন অর্থাৎ প্রাণ অপান এবং ইন্দ্রিয়সকল মিশ্রিত হইয়া শরীর কহায় অতএব শরীরের অধিষ্ঠাতা এ সকল ভিন্ন অন্য কেহ চৈতন্য-স্বরূপ হয়েন। ৫। হন্ত ত ইদং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যং ব্রহ্ম সনাতনং। যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম॥ ৬॥ হে গৌতম এখন তোমাকে পরম গোপনীয় সনাতন ব্রহ্মকে কহিতেছি যে ব্রহ্মতত্ত্বকে না জানিলে জীব সংসারেতে বদ্ধ

হয়।৬।[৪৪] যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ। স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতং॥ ৭॥ শরীর গ্রহণের নিমিত্তে কোন২ মূঢ় আপনার কর্ম্মানুসারে এবং উপাসনানুসারে মাতৃগর্ভেতে প্রবেশ করেন কেহ অতি মূঢ় স্থাবরাদি জন্মকে প্রাপ্ত হয়েন।৭। য এষু সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ। তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে। তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন॥ এতদ্বৈ তৎ॥ ৮॥ ইন্দ্রিয়সকল নিদ্রিত হইলে যে আত্মা নানাপ্রকার বস্তুকে স্বপ্নে কল্পনা করেন তেঁহই নির্ম্মল অবিনাশী ব্রহ্ম হয়েন পৃথিব্যাদি যাবৎ লোক সেই ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া আছেন তাঁহার সত্তাকে আশ্রয় না করিয়া পৃথক্‌রূপে কেহ প্রকাশ পায়েন না।৮। অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥ ৯॥ এক অগ্নি যেমন এই লোকেতে প্রবিষ্ট হইয়া কাষ্ঠাদি বস্তুর যে পৃথক্‌২ রূপ সেই২ রূপে দৃষ্ট হয়েন অর্থাৎ বক্র কাষ্ঠে বক্রের ন্যায় আর চতুষ্কোণ কাষ্ঠে চতুষ্কোণের ন্যায় ইত্যাদিরূপে অগ্নি দৃষ্ট হয়েন সেইরূপ এক [৪৫] আত্মা সকল দেহেতে প্রবিষ্ট হইয়া নানা রূপেতে প্রকাশ পায়েন কেবল দেহেতেই প্রবিষ্ট হইয়া প্রকাশ পায়েন এমৎ নহে বরঞ্চ বাহ্যেতেও আকাশের ন্যায় ব্যাপিয়া থাকেন।৯। বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥ ১০॥ এক বায়ু যেমন এই দেহেতে প্রবিষ্ট হইয়া পৃথক্‌২ স্থানের দ্বারা পৃথক্‌২ নামে প্রকাশ পায়েন সেইরূপ একই আত্মা সকল দেহেতে প্রবিষ্ট হইয়া নানা রূপেতে প্রকাশ পায়েন কেবল দেহেতেই প্রবিষ্ট হইয়া প্রকাশ পায়েন এমৎ নহে বরঞ্চ বাহ্যেতেও আকাশের ন্যায় ব্যাপিয়া থাকেন।১০। সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ॥ ১১॥ সূর্য্য যেমন জগতের চক্ষু হইয়া অপরিষ্কৃত বস্তুসকলকে লোককে দেখাইয়া ও আপনি অপরিষ্কৃত বস্তুর সংসর্গ দ্বারা অন্তর্দ্দোষ অথবা বহির্দ্দোষ কোন দোষে লিপ্ত হয়েন না সেইরূপ এক আত্মা সকল দেহেতে প্রবেশ করিয়া লোকের দুঃখেতে লিপ্ত হয়েন না যেহেতু কাহারো [৪৬] সহিত তেঁহ মিশ্রিত নহেন অর্থাৎ যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে রজ্জু কোনো দোষ প্রাপ্ত হয় না সেইরূপ অজ্ঞানের দ্বারা জীবেতে যে সুখদুঃখের অনুভব হইতেছে তাহাতে বস্তুত আত্মা সুখী এবং দুঃখী নহেন।১১। একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি। তমাত্মস্থং

যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাং ॥ ১২ ॥ সেই এক পরমেশ্বর সকল ভূতের অন্তর্বর্ত্তী হয়েন অতএব যাবৎ সংসার তাঁহার বশেতে আছে আর আপনার এক সত্তাকে নানাপ্রকার স্থাবর জঙ্গমাদিরূপে অবিদ্যা মায়ার দ্বারা তেঁহ দেখাইতেছেন সেই বুদ্ধির অধিষ্ঠাতাস্বরূপ আত্মাকে যে ধীরসকল সাক্ষাৎ অনুভব করেন কেবল তাঁহাদের নির্ব্বাণ স্বরূপ নিত্য সুখ হয় আর ইতর অর্থাৎ বহির্দ্রষ্টা তাহাদের সে সুখ হয় না। ১২। নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্। তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং ॥ ১৩ ॥ সেই পরমেশ্বর যাবৎ অনিত্য নামরূপাদি বস্তুর মধ্যে নিত্য হয়েন আর যাবৎ চৈতন্যবিশিষ্টের চেতনার কারণ তেঁহ হয়েন [৪৭] তেঁহ একাকী অথচ সকল প্রাণীর কামনাকে দেন সেই বুদ্ধির অধিষ্ঠাতাস্বরূপ আত্মাকে যে ধীরসকল সাক্ষাৎ অনুভব করেন তাঁহাদেরই নির্ব্বাণস্বরূপ নিত্য সুখ হয় ইতর অর্থাৎ বহির্দ্রষ্টা তাহাদের সে সুখ হয় না। ১৩। তদেতদিতি মন্যন্তেঽনির্দ্দেশ্যং পরমং সুখং। কথং নু তদ্বিজানীয়াং কিমু ভাতি বিভাতি বা ॥ ১৪ ॥ যদি এমৎ কহ অনির্দ্দেশ্য পরাৎপর যে ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া জ্ঞানিসকলে অনুভব করেন কিরূপে আমি সেই ব্রহ্মানন্দকে জ্ঞানীদের ন্যায় প্রত্যক্ষ করি। সে ব্রহ্মসত্তা আমাদের বুদ্ধিতে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছেন কিন্তু তেঁহ বহিরিন্দ্রিয়ের গোচর হয়েন কি না। ১৪। ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥ ১৫ ॥ এখন ঐ প্রশ্নের উত্তর কহিতেছেন। জগতের প্রকাশক যে সূর্য্য তেঁহ ব্রহ্মের প্রকাশক হয়েন না এবং চন্দ্র তারা আর এ সকল বিদ্যুৎ ঞেহারাও ব্রহ্মের প্রকাশক নহেন সুতরাং আমাদের দৃষ্টিগোচর যে অগ্নি তেঁহ [৪৮] কিরূপে ব্রহ্মের প্রকাশক হয়েন সূর্য্য চন্দ্র তারা বিদ্যুৎ অগ্নি প্রভৃতি যাবৎ প্রকাশক বস্তু সেই পরমেশ্বরের প্রকাশের পশ্চাৎ প্রকাশিত হয়েন এবং তাঁহার প্রকাশের দ্বারা এ সকলের প্রকাশ হয় যেমন অগ্নির প্রকাশের দ্বারা অগ্নিসংযুক্ত কাষ্ঠ প্রকাশিত হয়। ১৫। ইতি পঞ্চমী বল্লী ॥ * ॥ ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ। তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে। তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন ॥ এতদ্বৈ তৎ ॥ ১ ॥ এই ষষ্ঠ বল্লীতে সংসারকে বৃক্ষের সহিত উপমা আর ব্রহ্মকে ওই বৃক্ষের মূলের সহিত উপমা দিতেছেন কারণ এই যে বৃক্ষ দেখিয়া তাহার মূল যদ্যপিও অদৃষ্ট হয় তথাপি লোকে সেই মূলকে অনুভব করে এখানে কার্য্যরূপ সংসারবৃক্ষকে দেখিয়া

তাহার কারণ যে পরব্রহ্ম তাঁহার নিশ্চয় হইতেছে। এই যে অশ্বত্থের ন্যায় অতি চঞ্চল অথচ অনাদি সংসারবৃক্ষ ইহার মূল উর্দ্ধে অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্ম হয়েন আর যাবৎ স্থাবর জঙ্গম এই বৃক্ষের বিস্তীর্ণ শাখা হইয়াছেন সেই সংসার-বৃক্ষের যে মূলস্বরূপ পরমাত্মা তেঁহো শুদ্ধ এবং ব্যাপক হয়েন [৪৯] তাঁহাকে কেবল অবিনাশী করিয়া কহা যায় যাবৎ সংসার সেই ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া আছেন তাঁহার সত্তাকে আশ্রয় না করিয়া পৃথক্‌রূপে কেহো প্রকাশ পায় না। ১। মূলস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে জগৎ উৎপন্ন না হইয়া আপনিই জন্মে এমত সন্দেহ বারণ করিবার নিমিত্ত পরের মন্ত্র কহিতেছেন। যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং। মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥ ২॥ চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদিবিশিষ্ট যে এই জগৎ ব্রহ্ম হইতেই নিঃসৃত হইয়া ব্রহ্মের অধিষ্ঠানের দ্বারা আপন২ নিয়মমতে চলিতেছেন অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র এবং স্থাবর জঙ্গমাদি যাবৎ বস্তু পৃথক্২ নিয়মে গমন করেন অতএব ইহার নিয়মকর্ত্তা কেহো অন্য আছেন সেই নিয়মকর্ত্তা তেঁহো শ্রেষ্ঠ এবং বজ্র হস্তে থাকিলে যেমন ভয়ানক হয় সেইরূপ তেঁহো সকলের ভয়ের কারণ হয়েন অতএব কেহ তিলার্দ্ধ নিয়মের অতিক্রম করিতে পারে না। যাঁহারা এইরূপে ব্রহ্মকে জগতের অধিষ্ঠাতা করিয়া জানেন তাঁহারা মোক্ষকে প্রাপ্ত হয়েন। ২। ভয়াদস্যাগ্নিস্ত[৫০]পতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥ ৩॥ সেই পরমেশ্বরের ভয়েতে অগ্নি যথানিয়ম প্রকাশ পাইতেছেন তাঁহারি ভয়েতে সূর্য্য যথানিয়ম প্রকাশ পাইতেছেন আর সেই পরমেশ্বরের ভয়েতে ইন্দ্র এবং বায়ু আর পঞ্চম যে যম তেঁহো যথানিয়ম আপন২ কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইতেছেন যেমন প্রভুকে বজ্রহস্ত প্রত্যক্ষ দেখিলে ভৃত্যসকল নিয়মের অন্যথা করিতে পারে না। ৩। ইহ চেদশকদ্বোদ্ধুং প্রাক্ শরীরস্য বিস্রসঃ। ততঃ সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে॥ ৪॥ এই সংসারে শরীরের পতনের পূর্ব্বে যদি এই ব্রহ্মতত্ত্বকে জানিতে পারে তবে সংসারবন্ধন হইতে জীব মুক্ত হয় আর যদি এরূপে আত্মাকে না জানে তবে সে এই লোকসকলেতে শরীরের গ্রহণ পুনঃ২ করে। ৪। যথাদর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে। যথাপ্সু পরীব দদৃশে তথা গন্ধর্ব্বলোকে ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে॥ ৫॥ যেমন দর্পণেতে স্পষ্ট আপনার দর্শন হয় সেইরূপ এই লোকে নির্ম্মল বুদ্ধিতে আত্মতত্ত্বের দর্শন হয় আর যেমন স্বপ্নে আচ্ছন্নরূপে আপনাকে দেখে সেইরূপ পিতৃলোকে আচ্ছন্নরূপে [৫১] আত্মতত্ত্বের দৃষ্টি হয় আর যেমন জলেতে আচ্ছন্নরূপে

আপনাকে দেখে সেই মত গন্ধর্ব্বাদি লোকেতে আত্মতত্ত্বের অনুভব হয় আর যেমন ছায়া আর তেজের পৃথক্ হইয়া উপলব্ধি হয় সেইরূপ ব্রহ্মলোকে স্পষ্টরূপে আত্মজ্ঞান জন্মে কিন্তু সেই ব্রহ্মলোক দুর্লভ হয় অতএব আত্মজ্ঞানের নিমিত্ত এই লোকেই যত্ন করিবেক। ৫। ইন্দ্রিয়াণাং পৃথগ্‌ভাবমুদয়াস্তময়ৌ চ যৎ। পৃথগুৎপদ্যমানানাং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥ ৬॥ আকাশাদি কারণ হইতে কর্ণাদি ইন্দ্রিয় যে উৎপন্ন হইয়াছেন তাহাদিগ্যে আত্মা হইতে পৃথক্ জানিয়া এবং শয়ন আর জাগরণ এ দুই অবস্থা ইন্দ্রিয়ের হয় আত্মার কদাপি না হয় এরূপ জানিয়া জ্ঞানবান্ ব্যক্তি শোককে প্রাপ্ত হয়েন না যেহেতু আত্মা অন্তঃকরণে স্থিত হইয়াও ইন্দ্রিয়াদিরূপ উপাধিতে মিশ্রিত না হয়েন। ৬। ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমং। সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমং॥ ৭॥ অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ। যজ্‌জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি॥ ৮॥ ইন্দ্রিয়সকল হইতে তাহাদের রূপ রস ইত্যাদি বিষয়সকল শ্রেষ্ঠ হয় আর এই [৫২] সকল চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ হয়েন যেহেতু মনের সংযোগ ব্যতিরেক ইন্দ্রিয়সকলের বিষয়ের অনুভব হয় না। মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ হয়েন যেহেতু সঙ্কল্প করা মনের কর্ম্ম কিন্তু নিশ্চয় করা বুদ্ধির কর্ম্ম হয় আর বুদ্ধি হইতে মহত্তত্ত্ব যাহা স্বভাব হইতে প্রথমত উৎপন্ন হয় সে শ্রেষ্ঠ ওই মহত্তত্ত্ব হইতে জগতের বীজস্বরূপ যে স্বভাব সে শ্রেষ্ঠ হয় সেই স্বভাব হইতে সর্ব্বব্যাপী ইন্দ্রিয়রহিত পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠ হয়েন যাঁহাকে মনুষ্য যথার্থরূপে জানিয়া জীবদ্দশাতে মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হয় এবং মৃত্যুর পরে মোক্ষকে পায়। ৭। ৮। ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চ নৈনং। হৃদা মনীষা মনসাভিকৢপ্তো য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥ ৯॥ এই সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার স্বরূপ দৃষ্টিগোচর হয় না অতএব চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কেহ তাঁহাকে অনুভব করিতে পারে না। সেই প্রকাশস্বরূপ আত্মাকে শুদ্ধ বুদ্ধির মননের দ্বারা জানিতে পারে। যে সকল ব্যক্তি এই প্রকারে তাঁহাকে জানেন তাঁহারাই মুক্ত হয়েন। ৯। যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহুঃ পরমাং গতিং [৫৩]॥ ১০॥ তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাং। অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগো হি প্রভবাপ্যয়ৌ॥ ১১॥ মনের সহিত যখন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বাহ্য বিষয় হইতে নিবর্ত্ত হইয়া আত্মাতে স্থির হইয়া থাকেন আর বুদ্ধিও কোনো বাহ্য ব্যাপারেতে আসক্ত না হয় সেই ইন্দ্রিয়নিগ্রহের উত্তম অবস্থাকে যোগ করিয়া কহিয়া থাকেন সেই ইন্দ্রিয়ের এবং বুদ্ধির নিগ্রহের

পূর্ব্বে সাধনেতে অত্যন্ত যত্নবান্ হইবেক যেহেতু যত্নেতে যোগের উৎপত্তি হয় আর যত্নহীন হইলে সেই যোগ নাশকে পায়। ১০। ১১। নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা। অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে॥ ১২॥ অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যঃ তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ। অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি॥ ১৩॥ সেই আত্মাকে বাক্যের দ্বারা মনের দ্বারা এবং চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায় না তত্রাপি জগতের মূল অস্তিস্বরূপ তেঁহো হয়েন এইরূপ তাঁহাকে জানিবেক অতএব অস্তিরূপ তাঁহাকে যে ব্যক্তি দেখিতে না পায় তাহার জ্ঞানগোচর তেঁহো কিরূপে হইবেন এই হেতু অস্তিমাত্র তাঁহাকে উপলব্ধি করিবেক অথবা সর্ব্বপ্রকারে [৫৪] তেঁহো অনির্ব্বচনীয় নির্ব্বিশেষ এমৎ করিয়া জানিবেক এই দুইয়ের মধ্যে অস্তিমাত্র করিয়া তাঁহাকে প্রথমত জানিলে পশ্চাৎ যথার্থ অনির্ব্বচনীয় প্রকারে তাঁহাকে জানা যায়। অস্তিরূপে তেঁহো জগৎকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন তাহার প্রত্যক্ষ এই যে আদৌ ঘট দেখিলে ঘট আছে এমৎ জ্ঞান হয় তাহার পর ঘট ভাঙ্গা গেলে তাহার খণ্ড আছে এমৎ জ্ঞান জন্মে সেই ঘটখণ্ডকে চূর্ণ করিলে পুনরায় চূর্ণ আছে এই প্রতীতি হয় অতএব অস্তি অর্থাৎ আছে ইহার নিশ্চয় পরে পূর্ব্বে সর্ব্বদা সমান থাকে। ১২। ১৩। যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥ ১৪॥ বুদ্ধিবৃত্তিতে যে সমুদায় কামনা থাকে তাহা যখন জ্ঞানীর বুদ্ধি হইতে দূর হয় তখন সেই ব্যক্তি মায়ারূপ মৃত্যু হইতে মুক্ত হইয়া এই লোকেই ব্রহ্মস্বরূপ হয়। ১৪। যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদনুশাসনং॥ ১৫॥ যখন পুরুষের এই লোকেই হৃদয়ের গ্রন্থিসকল অর্থাৎ এই শরীর আমি আমি সুখী আমি দুঃখী ইত্যাদি অজ্ঞান নষ্ট হয় তখন তাহার [৫৫] কামনাসকল দূর হইয়া জীবন্মুক্ত হয়েন। এই উপদেশকে সমুদায় বেদান্তের সিদ্ধান্ত জানিবে। ১৫। শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা। তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষ্বগন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি॥ ১৬॥ উত্তম জ্ঞানী ইহলোকেই ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন পূর্ব্বে কহিয়া দুর্ব্বল জ্ঞানীর ফল পরের এই মন্ত্রে কহিতেছেন। এক শ ও এক নাড়ী হৃদয় হইতে নিঃসৃত হয় তাহার মধ্যে সুষুম্না এক নাড়ী ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া নিঃসৃত হইয়াছে মৃত্যুকালে সেই সুষুম্না নাড়ীর দ্বারা জীব উর্দ্ধ গমন করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মার সহিত কালান্তরে মুক্তিকে পায়েন কিন্তু সুষুম্না ব্যতিরেক অন্য নাড়ীর দ্বারা জীব নিঃসৃত হইলে ব্রহ্মলোক না পাইয়া পুনরায় সংসারে

প্রবর্ত্ত হয়েন। ১৬। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্য্যেণ। তৎ বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তং। বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি॥ ১৭॥ অঙ্গুষ্ঠপরিমিত অথচ ব্যাপক আত্মা সর্ব্বদা ব্যক্তি সকলের হৃদয়াকাশে স্থিতি করেন তাঁহাকে সাব[৫৬]ধানে শরীর হইতে পৃথক্‌রূপে জ্ঞান করিবেক যেমন শরের মুংজ হইতে তাহার সূক্ষ্ম পত্রকে পৃথক্ করিয়া লয়। সেই আত্মাকেই বিশুদ্ধ অবিনাশী ব্রহ্ম করিয়া জানিবে। শেষ বাক্যের দুই বার কথন এবং ইতি শব্দের প্রয়োগ উপনিষৎসমাপ্তির সূচক হয়। ১৭। মৃত্যুপ্রোক্তাং নচিকেতোঽথ লব্ধ্বা বিদ্যামেতাং যোগবিধিঞ্চ কৃৎস্নং। ব্রহ্মপ্রাপ্তো বিরজোঽভূদ্বিমৃত্যুরন্যোপ্যেবং যো বিদধ্যাত্মমেবং॥ ১৮॥ যমের কথিত এই ব্রহ্মবিদ্যা এবং সমুদায় যোগবিধিকে নচিকেতা পাইয়া ধর্ম্মাধর্ম্মকে এবং অবিদ্যাকে উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইলেন অন্য ব্যক্তিও যে এইরূপ অধ্যাত্মবিদ্যাকে জানে সেও ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং অবিদ্যাকে উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়। ১৮। ইতি কঠোপনিষদি ষষ্ঠী বল্লী সমাপ্তা। দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

পরের মন্ত্রসকল দোষ নিবারণের নিমিত্ত এই উপনিষদের আদিতে এবং অন্তে পাঠ করিতে হয়। সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু সহ বীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বি নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ॥ ১॥ উপনিষদের প্রতিপাদ্য যে পরমেশ্বর তেঁহো আমাদের [৫৭] দুই জন অর্থাৎ গুরুশিষ্যকে একত্র এই আত্মবিদ্যা প্রকাশের দ্বারা রক্ষা করুন আর আমাদের দুই জনকে একত্র এই বিদ্যার ফল প্রকাশ দ্বারা পালন করুন। আর বিদ্যাজন্য যে সামর্থ্য তাহাকে আমরা দুই জনে একত্র হইয়া নিষ্পন্ন যেন করি আর বিদ্যা অভ্যাসের দ্বারা আমরা যে দুই তেজস্বী হইয়াছি আমাদের পঠিত বিদ্যাকে পরমেশ্বর সুপঠিত করুন আর যেন আমরা পরস্পর দ্বেষ না করি। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। তিন বার শান্তির পাঠ সকল দোষ নিবারণের নিমিত্ত হয় আর ওঁকার শব্দ উপনিষদের সমাপ্তির জ্ঞাপক হয়। সমাপ্তিঃ।—

ইতি সন ১২২৪ সাল তারিখ ১৬ ভাদ্র।—

বাঙ্গালি প্রেস।

মাণ্ডূক্যোপনিষৎ

[১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত]

॥ ভূমিকা ॥

ওঁ তৎ সৎ॥ পূর্ব্বের অথবা সম্প্রতিকের পুণ্যের দ্বারা যে কোনো ব্যক্তির ব্রহ্মতত্ত্বকে জানিতে ইচ্ছা হয় তাঁহার কর্ত্তব্য এই যে বেদান্তবাক্যের শ্রবণ ও তাহার অর্থের মনন প্রত্যহ করেন এবং তদনুসারে জগতের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গকে দেখিয়া তাহার কারণ যে পরব্রহ্ম তাঁহাতে দৃঢ়তর বিশ্বাস করেন যে এক নিত্য সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ কারণ বিনা জগতের এরূপ নানাপ্রকার আশ্চর্য্য রচনার সম্ভব হইতে পারে না। এইরূপে জগতের কারণ এবং ব্রহ্মাণ্ডের ও তাবৎ শরীরের চেষ্টার কারণ যে পরমেশ্বর তাঁহার চিন্তন পুনঃ পুনঃ করিলে সেই ব্যক্তির অবশ্য নিশ্চয় হইবেক যে এই নামরূপময় জগৎ কেবল সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিয়া সত্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে তাঁহার সত্তা অর্থাৎ তেঁহ আছেন এই মাত্র জানা যায় কিন্তু তাঁহার স্বরূপ কোনোমতে জানা যায় না যেমন এই শরীরে জীব সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া আছেন ইহাতে সকলের বিশ্বাস আছে কিন্তু জীবের স্বরূপ কি প্রকার হয় ইহা কেহ জানেন না এই প্রকারে মন বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্তের অধিষ্ঠাতা এবং সর্ব্বব্যাপি অথচ ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরব্রহ্ম হয়েন ইহাই নিত্য ধারণা করিবেন পরে মরণান্তে এইরূপ জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তির জীব অন্যত্র গমন না হইয়া উপাধি হইতে সর্ব্বপ্রকারে মুক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়। ছান্দোগ্যশ্রুতিঃ। ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে। ওই জ্ঞানির জীব ইন্দ্রিয়সহিত শরীর হইতে নিঃসৃত হয়েন না ইহলোকেই মৃত্যুপরে ব্রহ্মেতে লীন হয়েন। পরমেশ্বর জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তারূপেই কেবল বোধগম্য হয়েন-ইহাই বেদান্তে সর্ব্বত্র কহেন। তৈত্তিরীয়শ্রুতি। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্মেতি। যাহা হইতে বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ হইতেছে তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর তেঁহ ব্রহ্ম হয়েন। এবং পরমেশ্বরের স্বরূপ কোনোমতে জানা যায় না ইহা সকল উপনিষদে দৃঢ় করিয়া কহিয়াছেন। তৈত্তিরীয়শ্রুতিঃ। যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।

যে ব্রহ্মের স্বরূপকথনে বাক্য মনের সহিত অসমর্থ হইয়া নিবর্ত্ত হয়েন। কেনশ্রুতিঃ। যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতং। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥ যাঁহার স্বরূপকে মন আর বুদ্ধির দ্বারা লোকে সংকল্প এবং নিশ্চয় করিতে পারে না আর যিনি মন আর বুদ্ধিকে জানিতেছেন ইহা ব্রহ্মজ্ঞানিরা কহেন তাঁহাকেই কেবল ব্রহ্ম করিয়া তুমি জান অন্য যে পরিমিত যাহাকে লোকসকল উপাসনা করে সে ব্রহ্ম নহে। আর যে ব্যক্তির ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইয়া থাকে কিন্তু কোনো এক অবলম্বন বিনা কেবল বেদান্তের শ্রবণ মননের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরমাত্মার অনুশীলনেতে আপনাকে অসমর্থ দেখেন সেই ব্যক্তির কর্ত্তব্য এই যে প্রণবের অধিষ্ঠাতা কিম্বা হৃদয়ের অধিষ্ঠাতা ইত্যাদি অবলম্বনের দ্বারা সর্ব্বগত পরব্রহ্মের উপাসনাতে অনুরক্ত হয়েন। তাহাতে সকল অবলম্বনের মধ্যে প্রণবের অবলম্বনের দ্বারা যে পরমাত্মার উপাসনা তাহা শ্রেষ্ঠ হয় অতএব ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিদের প্রতি প্রথমাবস্থায় ওঙ্কারের অবলম্বনের দ্বারা ব্রহ্মোপাসনার বিধি সর্ব্বত্র উপনিষদে আছে। কঠোপনিষৎ। এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমিত্যাদি। ব্রহ্মপ্রাপ্তির যে যে অবলম্বন আছে তাহার মধ্যে প্রণবের অবলম্বন শ্রেষ্ঠ হয়। মুণ্ডকোপনিষৎ। প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে। অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥ প্রণবকে ধনুঃ করিয়া আর জীবাত্মাকে শর করিয়া আর পরব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া কহিয়াছেন অতএব প্রমাদশূন্য চিত্তের দ্বারা ঐ লক্ষ্যস্বরূপ পরব্রহ্মেতে শরস্বরূপ জীবাত্মাকে বিদ্ধ করিয়া শরের ন্যায় লক্ষ্যের সহিত মিলিত হইবেক অর্থাৎ প্রণবের অনুষ্ঠানের দ্বারা ক্রমে জীবকে ব্রহ্ম প্রাপ্ত করিবেক। ভগবান্ মনুঃ ২ অধ্যায় ৮৪ শ্লোকে কহেন। ক্ষরন্তি সর্ব্বা বৈদিক্যো জুহোতিযজতিক্রিয়াঃ। অক্ষরং তুক্ষরং জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম চৈব প্রজাপতিঃ॥ বেদোক্ত ক্রিয়া কি হোম কি যাগ সকলিই স্বভাবত এবং ফলত নাশকে পাইবেন কিন্তু জগতের পতি যে ব্রহ্ম তৎস্বরূপ ওঁকারের নাশ কদাপি হয় না। গীতাস্মৃতিঃ। ১৭ অধ্যায় ২৩ শ্লোক। ওঁতৎসদিতিনির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ। ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা॥ ওঁকার আর তৎ এবং সৎ এই তিন প্রকার শব্দের দ্বারা ব্রহ্মের নির্দ্দেশ হইয়াছে সৃষ্টির প্রথমে ঐ তিন প্রকারে যে পরমাত্মার নির্দ্দেশ হয় তেঁহো ব্রাহ্মণসকলকে এবং বেদসকলকে ও যজ্ঞসকলকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বিশেষত মাণ্ডূক্যোপনিষদে প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত কিরূপে দুর্ব্বলাধিকারি ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা ওঁকারের অবলম্বনের দ্বারা পরব্রহ্মের উপাসনা করিবেন তাহা বিস্তার

ও বিশেষ করিয়া কহিয়াছেন এই নিমিত্ত ওই মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভাষাবিবরণ ভগবান্ পূজ্যপাদের ভাষ্যানুসারে করা গেল। ওই উপনিষদের তাৎপর্য্য এই যে জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার অধিষ্ঠাতা এবং সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ যে এক অদ্বিতীয় ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরমাত্মা তেঁহ প্রণবের প্রতিপাদ্য হয়েন অর্থাৎ প্রণব তাঁহাকে কহেন অতএব কেবল ওঁকার জপের দ্বারা ওঁকারের অর্থ যে চৈতন্যমাত্র পরমাত্মা হইয়াছেন তাঁহার চিন্তন পুনঃ পুনঃ করিবেন যেহেতু বেদান্তের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদে প্রথম সূত্রে পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের উপদেশ করিয়াছেন। আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ। উপাসনাতে অনুষ্ঠান পুনঃ পুনঃ করিবেক যেহেতু আত্মা বা অরে শ্রোতব্য ইত্যাদি উপদেশ বেদে পুনঃ পুনঃ আছে। মনুস্মৃতি। ২ অধ্যায়। ৮৭ শ্লোক। জপ্যেনৈব তু সংসিদ্ধেৎ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ। কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যাৎ মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥ প্রণব জপের দ্বারাই ব্রাহ্মণ মুক্তি পাইবার যোগ্য হয়েন ইহাতে সংশয় নাই অন্য বৈদিক কর্ম্মকে করুন অথবা না করুন তাহাতে দোষ হয় না যেহেতু ঐ জপকর্ত্তা ব্যক্তি সকলের মিত্র হইয়া ব্রহ্মেতে লীন হয় ইহা বেদে কহেন। যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডে যেমন স্থান এবং কাল ইত্যাদির নিয়ম আছে সেরূপ নিয়মসকল আত্মোপাসনায় নাই যেহেতু বেদান্তে কহেন। ৪ অধ্যায় ১ পাদ ১১ সূত্র। যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ। যে কোনো দেশে যে কোনো কালে যে কোনো দিকে মনের স্থিরতা হয় তথায় উপাসনা করিবেক যেহেতু কর্ম্মের ন্যায় আত্মোপাসনাতে দেশ কাল দিক্ এসকলের নিয়ম নাই। আর ব্রহ্মোপাসক সর্ব্বদা কাম ক্রোধ লোভ ইত্যাদির দমনে যত্ন করিবেন এবং নিন্দা অসূয়া ঈর্ষা ইত্যাদি যে সকল মানস পীড়া তাহার প্রতিকারের চেষ্টা সর্ব্বদা করিবেন যেহেতু বেদান্তে কহিতেছেন। ৩ অধ্যায়। ৪ পাদ। ২৭ সূত্র। শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাত্তথাপি তু তদ্বিধেস্তদঙ্গতয়া তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ। যদি এমৎ কহ যে জ্ঞানসাধন করিতে যজ্ঞাদি কর্ম্মের অপেক্ষা করে না তথাপি জ্ঞানসাধনের সময় শমদমাদিবিশিষ্ট হইবেক যেহেতু জ্ঞানসাধনের প্রতি শমদমাদিকে অন্তরঙ্গ করিয়া কহিয়াছেন অতএব শমদমাদির অনুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য। শম অন্তরিন্দ্রিয়ের দমনকে কহি। দম বহিরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহকে কহি। আর সূত্রে যে আদি শব্দ আছে তাহার তাৎপর্য্য উপরতি তিতিক্ষা সমাধান এই তিন হয়। জ্ঞানসাধনের কালে বিহিত কর্ম্মের ত্যাগকে উপরতি কহা যায়। তিতিক্ষা শব্দে সহিষ্ণুতাকে কহি। আলস্য ও প্রমাদকে ত্যাগ করিয়া বুদ্ধিবৃত্তিতে পরমাত্মার চিন্তন করাকে সমাধান কহি। ভগবান্ মনুও এইরূপ

ইন্দ্রিয়নিগ্রহকে আত্মজ্ঞানের অন্তরঙ্গ করিয়া কহিয়াছেন। ১২ অধ্যায়। ৯২ শ্লোক। যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্‌বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্‌॥ শাস্ত্রোক্ত যাবৎ কর্ম্ম তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রাহ্মণ পরমাত্মোপাসনাতে আর ইন্দ্রিয়নিগ্রহেতে আর প্রণব উপনিষদাদির অভ্যাসেতে যত্ন করিবেক। যাহা জ্ঞানসাধনের পূর্ব্বে এবং জ্ঞানসাধনের সময় অত্যাবশ্যক ও যাহা ব্যতিরেকে জ্ঞানসাধন হয় না তাহা উপনিষদে দৃঢ় করিয়া কহিতেছেন কেনশ্রুতি। সত্যমায়তনং। জ্ঞানের আলয় সত্য হইয়াছেন অর্থাৎ সত্য বিনা উপনিষদের অর্থস্ফূর্ত্তি হয় না এবং মহাভারতে কহিতেছেন। অশ্বমেধ-সহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তূলয়া ধৃতং। অশ্বমেধসহস্রাত্তু সত্যমেকং বিশিষ্যতে॥ এক সহস্র অশ্বমেধ আর এক সত্য এ দুয়ের মধ্যে কে ন্যূন কে অধিক ইহা বিবেচনা করিয়াছিলেন তাহাতে এক সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষা করিয়া এক সত্য গুরুতর হইলেন অতএব ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি সত্য বাক্যের অনুষ্ঠান সর্ব্বদা করিবেন। আর ব্রহ্মোপাসকেরা এক সর্ব্বব্যাপি অতীন্দ্রিয় পরমেশ্বর ব্যতিরেক অন্য কাহা হইতেও কদাপি ভয় রাঁখিবেন না। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্‌ ন বিভেতি কুতশ্চন। আনন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে জানিলে কাহা হইতেও ভীত হয় না আর কেবল এক পরমেশ্বরকে সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্বনিয়ন্তা জানিয়া তাঁহারি কেবল শরণাপন্ন থাকিবেন। শ্বেতাশ্বতর। যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ। তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্ব্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে॥ ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গং। স কারণং কারণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ॥ তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং॥ যে পরমাত্মা সৃষ্টির প্রথমত ব্রহ্মাকে উৎপন্ন করিয়াছেন এবং ব্রহ্মার অন্তঃকরণে যিনি সকল বেদার্থকে প্রকাশিত করিয়াছেন সেই প্রকাশরূপ সকলের বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা পরব্রহ্মের শরণাপন্ন হই যেহেতু আমি মুক্তির প্রার্থনা করি। ইহ জগতে পরব্রহ্মের পালনকর্ত্তা এবং তাঁহার শাসনকর্ত্তা অন্য কেহ নাই ও তাঁহার শরীর এবং ইন্দ্রিয় নাই তেঁহ বিশ্বের কারণ এবং জীবের অধিপতি হয়েন আর তাঁহার কেহ জনক এবং প্রভু নাই। সেই পরমাত্মা যত ঈশ্বর আছেন তাঁহাদের পরম মহেশ্বর হয়েন আর যত দেবতা আছেন তাঁহাদের তেঁহ পরম দেবতা হয়েন এবং যত প্রভু আছেন তাঁহাদের তেঁহ প্রভু আর সকল উত্তমের

তেঁহ উত্তম হয়েন অতএব সেই জগতের ঈশ্বর ও সকলের স্তবনীয় প্রকাশ-স্বরূপ পরমাত্মাকে আমরা জানিতে ইচ্ছা করি। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা উপাসককে উচিত হয় যেহেতু জ্ঞানসাধনের সময়ে যজ্ঞাদি কর্ম্ম কর্ত্তব্য হয় এমৎ বেদান্তের ৩ অধ্যায়ের ৪ পাদের ২৬ সূত্রে লিখিয়াছেন। বর্ণাশ্রমাচার বিনাও জ্ঞানের সাধন হইতে পারে ইহা বেদান্তের ৩ অধ্যায়ের ৪ পাদের ৩৭ সূত্রে কহিতেছেন। অন্তরাচাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ। বর্ণাশ্রমধর্ম্মরহিত ব্যক্তিরও ব্রহ্মজ্ঞানসাধনের অধিকার আছে রৈক্ক বাচক্নবী প্রভৃতি যাঁহারা অনাশ্রমী ছিলেন তাঁহাদেরও জ্ঞানোৎপত্তি হইয়াছে এমৎ বেদে দেখা যাইতেছে। এবং গীতাস্মৃতিতে ভগবান্ কৃষ্ণ তাবৎ ধর্ম্মকে উপদেশ করিয়া গ্রন্থসমাপ্তিতে কহিতেছেন। সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ বর্ণাশ্রমবিহিত সকল ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হও আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব শোকাকুল হইও না। এই গীতাবচনের দ্বারাতেও ইহা নিষ্পন্ন হইতেছে যে উপাসনাতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের নিতান্ত অপেক্ষা নাই তথাপি বর্ণাশ্রমাচারত্যাগী যে উপাসক তাহা হইতে বর্ণাশ্রমাচারবিশিষ্ট উপাসক শ্রেষ্ঠ হয় ইহা বেদান্তে কহিয়াছেন। ৩ অধ্যায়। ৪ পাদ। ৩৯ সূত্র। অতস্ত্বিতরজ্জ্যায়ো লিঙ্গাচ্চ। আশ্রম ত্যাগ হইতে আশ্রমেতে স্থিতি শ্রেষ্ঠ হয় যেহেতু আশ্রমীর শীঘ্র জ্ঞানোৎপত্তি হয় এমৎ স্মৃতিতে কহিয়াছেন। যে কোন ব্যক্তি বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা যে চৈতন্যমাত্র সর্ব্বব্যাপি পরমাত্মা তাঁহাকে নিরবলম্বে অথবা ওঁকারের অবলম্বনের দ্বারা চিন্তন করেন সেই ব্যক্তির নামরূপবিশিষ্ট অন্যকে পরমাত্মা বোধ করিয়া আরাধনা করা সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য। বেদান্তের ৪ অধ্যায়ে ১ পাদে ৪ সূত্রে লিখেন। ন প্রতীকে ন হি সঃ। বিকারভূত যে নামরূপ তাহাতে পরমাত্মার বোধ করিবেক না যেহেতু এক নামরূপ অন্য নামরূপের আত্মা হইতে পারে না। বৃহদারণ্যকশ্রুতি। আত্মেত্যেবোপাসীত। কেবল আত্মারি উপাসনা করিবেক। আত্মানমেব লোকমুপাসীত। জ্ঞানস্বরূপ আত্মারি উপাসনা করিবেক। বৃহদারণ্যকশ্রুতি। তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে আত্মা হ্যেষাং স ভবতি যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে অন্যোঽসাবন্যোহমস্মি ন স বেদ যথা পশুরেবং স দেবানাং। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির অনিষ্ট করিতে দেবতারাও পারেন না যেহেতু সেই ব্যক্তি দেবতাদেরো আরাধ্য হয় আর যে কোনো ব্যক্তি আত্মা ভিন্ন অন্য কোনো দেবতার উপাসনা করে আর কহে যে এই

দেবতা অন্য আমি অন্য উপাস্য উপাসকরূপে হই সে অজ্ঞান ব্যক্তি দেবতাদের পশু মাত্র হয়। নামরূপবিশিষ্টকে ব্রহ্ম করিয়া বর্ণন যেখানে দেখিবেন সেই বর্ণনকে কল্পনা মাত্র জানিবেন যেহেতু বেদান্তের ৪ অধ্যায়ে ১ পাদে ৫ সূত্রে কহেন। ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ। আদিত্যাদি যাবৎ নামরূপেতে ব্রহ্মের আরোপ করিতে পারে কিন্তু ব্রহ্মেতে আদিত্যাদির কল্পনা করিবেক না যেহেতু আদিত্যাদির যাবৎ নামরূপ হইতে সদ্রূপ পরব্রহ্ম উৎকৃষ্ট হয়েন যেমন লোকেতে আরোপিত করিয়া রাজার দাসবর্গে রাজবুদ্ধি করিতে পারে কিন্তু রাজাতে দাসবুদ্ধি করিবেক না। আর নাম রূপ উপাধিবিশিষ্টের উপাসনা করিয়া নিরুপাধি হইবার বাসনা কদাপি করিবেন না যেহেতু আত্মজ্ঞান বিনা নিরুপাধি হইবার অন্য কোনো উপায় নাই বেদান্তের ৪ অধ্যায় ৩ পাদ ১৫ সূত্রে লিখেন। অপ্রতীকালম্বনান্নয়তীতি বাদরায়ণঃ উভয়থা অদোষাৎ তৎক্রতুশ্চ। অবয়বের উপাসক ভিন্ন যাঁহারা পরব্রহ্মের উপাসনা করেন তাঁহাদিগ্যেই অমানব পুরুষ ব্রহ্মপ্রাপ্তি নিমিত্ত ব্রহ্মলোককে লইয়া যান ইহা বেদব্যাস কহেন যেহেতু দেবতাদের উপাসক আপন আপন উপাস্য দেবতাকে প্রাপ্ত হয়েন আর ব্রহ্মোপাসক ব্রহ্মলোক গতিপূর্ব্বক পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন এমৎ অঙ্গীকার করিলে কোনো দোষ হয় না তৎক্রতুন্যায়ো ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন অর্থাৎ যে ব্যক্তি যাহার উপাসক সে তাহাকেই পায়। ঈশোপনিষৎ। অসুর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥ পরমাত্মার অপেক্ষা করিয়া দেবাদিও সকল অসুর হয়েন তাঁহাদের দেহকে অসুর্য্যলোক অর্থাৎ অসুরদেহ কহি সেই দেবতা অবধি করিয়া স্থাবর পর্য্যন্ত দেহসকল অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আবৃত আছে সেই সকল দেহকে আত্মঘাতী অর্থাৎ আত্মজ্ঞানরহিত ব্যক্তিসকল শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে এই শরীরকে ত্যাগ করিয়া প্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ শুভ কর্ম্ম করিলে উত্তম দেহ পায়েন আর অশুভ কর্ম্ম করিলে অধম দেহকে পায়েন এইরূপে ভ্রমণ করেন মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন না। ছান্দোগ্য। যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি তদল্পং যো বৈ ভূমা তদমৃতং অথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি। যে ব্রহ্মতত্ত্বে দর্শনযোগ্য এবং শ্রবণযোগ্য ও জ্ঞানগম্য কোনো বস্তু নাই তেঁহই সর্ব্বব্যাপক অপরিছিন্ন পরমাত্মা হয়েন আর যাহাকে দেখা যায় ও শুনা যায় ও জানা যায় সে পরিমিত অতএব সে অল্প সুতরাং সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর নহে এই নিমিত্ত যিনি অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বব্যাপি পরমাত্মা তেঁহ

অবিনাশী আর যে পরিমিত সে বিনাশী অতএব কেবল অপরিচ্ছিন্ন অবিনাশী পরমাত্মাকেই জানিতে ইচ্ছা করিবেক। কেনোপনিষৎ। ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাদেবীন্মহতী বিনষ্টিঃ। যদি এই মনুষ্যদেহেতে ব্রহ্মকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যে ব্যক্তি জানে তাহার ইহলোকে প্রার্থনীয় সুখ আর পরলোকে মোক্ষ এই দুই সত্য হয় আর এই মনুষ্যশরীরে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্রহ্মকে যে না জানে তাহার অত্যন্ত ঐহিক পারত্রিক ক্লেশ হয়। যে কোনো বস্তু চক্ষুগোচর হয় সে অনিত্য এবং অস্থায়ি ও পরিমিত অতএব পরমাত্মা রূপবিশিষ্ট হইয়া চক্ষুগোচর হয়েন এমৎ অপবাদ পরমেশ্বরকে দিবেন না তাঁহার জন্ম হইয়াছে এমৎ অপবাদও দিবেন না তাঁহার কাম ক্রোধ লোভ মোহ আছে এবং তেঁহ স্ত্রীসংগ্রহ ও যুদ্ধবিগ্রহাদি করেন এমৎ অপবাদও দিবেন না। শ্বেতাশ্বতর। নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং। অবয়বশূন্য ব্যাপাররহিত রাগদ্বেষশূন্য নিন্দারহিত এবং উপাধিশূন্য পরমেশ্বর হয়েন। কঠোপনিষৎ। অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসং নিত্যম-গন্ধবচ্চ যৎ। পরব্রহ্মতে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এ সব গুণ নাই অতএব তেঁহ হ্রাসবৃদ্ধিশূন্য নিত্য হয়েন। ছান্দোগ্য। তে যদন্তরা তদ্‌ব্রহ্ম। নামরূপের ভিন্ন ব্রহ্ম হয়েন। বেদান্তের। ৩ অধ্যায়ে। ২ পাদে। ১৪ সূত্র। অরূপবদেব হি তৎ-প্রধানত্বাৎ। ব্রহ্ম কোন প্রকারে রূপবিশিষ্ট নহেন যেহেতু নির্গুণপ্রতিপাদক শ্রুতির সর্ব্বথা প্রাধান্য হয়। প্রতিমাদিতে পরমেশ্বরের উপাসনা ব্রাহ্মেরা করিবেন না। শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি। ন তস্য প্রতিমাস্তি। সেই পরমেশ্বরের প্রতিমা নাই। বৃহদারণ্যক। স যোঽন্যমাত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং রোৎস্যতীতি ঈশ্বরো হ তথৈব স্যাৎ। যে ব্যক্তি পরমাত্মাভিন্নকে প্রিয় কহিয়া উপাসনা করে তাহার প্রতি আত্মোপাসক কহিবেন যে তুমি পরমাত্মাভিন্ন অন্যকে প্রিয় জানিয়া উপাসনা করিতেছ অতএব তুমি বিনাশকে পাইবে যেহেতু এরূপ উপদেশ করিতে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি সমর্থ হয়েন অতএব উপদেশ দিবেন। শ্রীভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে ঊনত্রিংশ অধ্যায়ে কপিলবাক্য। যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং। হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাৎ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥ ২২॥ সর্ব্বভূতব্যাপী আত্মার স্বরূপ ঈশ্বর যে আমি আমাকে যে ব্যক্তি ত্যাগ করিয়া মূঢ়তাপ্রযুক্ত প্রতিমাতে পূজা করে সে কেবল ভস্মেতে হোম করে। যে কোনো শাস্ত্রে সোপাধি উপাসনার এবং প্রতিমাদি পূজার বিধান ও তাহার ফল কহিয়াছেন সেই সকল শাস্ত্রকে অপরা বিদ্যা করিয়া জানিবেন এবং যাহাদের কোনো মতে ব্রহ্মতত্ত্বে মতি নাই এবং সর্ব্বব্যাপি করিয়া

পরমাত্মাতে যাহাদের বিশ্বাস নাই এমৎ অজ্ঞানীর নিমিত্ত ঐ সকল শাস্ত্রে কহিয়াছেন যেহেতু মুণ্ডকোপনিষদে কহিতেছেন। দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমিত্যাদি। বিদ্যা দুই প্রকার হয় জানিবে ব্রহ্মজ্ঞানিরা কহেন এক পরা বিদ্যা দ্বিতীয় অপরা বিদ্যা হয় তাহার মধ্যে ঋক্‌বেদ যজুর্ব্বেদ সামবেদ অথর্ব্ববেদ শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দ আর জ্যোতিষ এ সকল অপরা বিদ্যা হয় আর পরা বিদ্যা তাহাকে কহি যাহার দ্বারা অক্ষর অদৃশ্য ইন্দ্রিয়ের অগোচর যে পরব্রহ্ম তাঁহাকে জানা যায় সে কেবল বেদশিরোভাগ উপনিষদ্ হয়েন। কঠবল্লী। শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতঃ তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্বৃণীতে॥ জ্ঞান আর কর্ম্ম এ দুই মিলিত হইয়া মনুষ্যকে প্রাপ্ত হয়েন তখন পণ্ডিত ব্যক্তি এ দুইয়ের মধ্যে কে উত্তম কে অধম ইহা বিবেচনা করেন ঐ বিবেচনার দ্বারা জ্ঞানের উত্তমতার নিশ্চয় করিয়া কর্ম্মের অনাদরপূর্ব্বক জ্ঞানকে আশ্রয় করেন আর অপণ্ডিত ব্যক্তি শরীরের সুখ নিমিত্তে আপাতত প্রিয়সাধন যে কর্ম্ম তাহাকেই অবলম্বন করে। এবং শাস্ত্রে কহিতেছেন। অধিকারিবিশেষেণ শাস্ত্রাণ্যুক্তান্যশেষতঃ। অধিকারিপ্রভেদেতে শাস্ত্রে নানা-প্রকার বিধি উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ যে ব্যক্তির পরমাত্মতত্ত্বে কোনো মতে প্রীতি নাই এবং সর্ব্বদা অনাচারে রত হয় তাহাকে অঘোরপথের আদেশ করেন তদনুসারে সেই ব্যক্তি কহে যে অঘোরান্ন পরো মন্ত্রঃ। অঘোর মন্ত্রের পর আর নাই। আর যে ব্যক্তি পরমার্থ বিষয়ে বিমুখ এবং পানাদিতে রত তাহার প্রতি বামাচারের আদেশ করেন এবং সে কহে যে অলিনা বিন্দুমাত্রেণ ত্রিকোটিকুলমুদ্ধরেৎ। বিন্দুমাত্র মদিরার দ্বারা তিন কোটি কুলের উদ্ধার হয়। আর যে ব্যক্তির পরমেশ্বর বিষয়ে শ্রদ্ধা না হইয়া স্ত্রী সুখাদিবিষয়ে সর্ব্বদা আকাঙ্ক্ষা হয় তাহার প্রতি স্ত্রীপুরুষের ক্রীড়াঘটিত উপাসনার উপদেশ করিয়াছেন এবং সে কহে যে বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনু শৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্যঃ ইত্যাদি। যে ব্যক্তি ব্রজবধূদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই ক্রীড়াকে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শ্রবণ করে এবং বর্ণন করে সে ব্যক্তির শ্রীকৃষ্ণেতে পরম ভক্তি হইয়া অন্তঃকরণের দুঃখ ত্বরায় নিবৃত্তি হয়। আর যাহারা হিংসাদি কর্ম্মেতে রত হয় তাহার প্রতি ছাগাদি বলিদানের উপদেশ করিয়াছেন এবং সে

কহে যে স্বমেকমেকমুদরা তৃপ্তা ভবতি চণ্ডিকা। ইত্যাদি। মেষের রুধির দান করিলে এক বৎসর পর্য্যন্ত ভগবতী প্রীতা হয়েন। এ সকল বিধি অপরা বিদ্যা হয় কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য এই যে আত্মতত্ত্ববিমুখ সকল যাহাদের স্বভাবত অশুচি ভক্ষণে মদিরাপানে স্ত্রীপুরুষঘটিত আলাপে এবং হিংসাদিতে রতি হয় তাহারা নাস্তিকরূপে এ সকল গর্হিত কর্ম্ম না করিয়া পূর্ব্বলিখিত বচনেতে নির্ভর করিয়া ঈশ্বরোদ্দেশে এ সকল কর্ম্ম যেন করে যেহেতু নাস্তিকতার প্রাচুর্য্য হইলে জগতের অত্যন্ত উৎপাত হয় নতুবা যথারুচি আহার বিহার হিংসা ইত্যাদির সহিত পরমার্থসাধনের কি সম্পর্ক আছে। গীতাতে স্পষ্টই কহিতেছেন। যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ। বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি-বাদিনঃ॥ কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং। ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি॥ ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাং। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥ যে মূঢ়সকল বেদের ফলশ্রবণ-বাক্যে রত হইয়া আপাতত প্রিয়কারী যে ওই ফলশ্রুতিবাক্য তাহাকেই পরমার্থসাধক করিয়া কহেন আর কহেন যে ইহার পর° অন্য ঈশ্বরতত্ত্ব নাই ঐ সকল কামনাতে আকুলিতচিত্ত ব্যক্তিরা দেবতার স্থান যে স্বর্গ তাহাকে পরম পুরুষার্থ করিয়া জানেন আর জন্ম ও কর্ম্ম ও তাহার ফল প্রদান করে এবং ভোগ ঐশ্বর্য্যের লোভ দেখায় এমৎরূপ নানা ক্রিয়াতে পরিপূর্ণ যে সকল বাক্য আছে এমৎ বাক্যসকলকে পরমার্থসাধন কহেন অতএব ভোগ ঐশ্বর্য্যেতে আসক্তচিত্ত এমৎরূপ ব্যক্তিসকলের পরমেশ্বরে চিত্তের নিষ্ঠা হয় না আর ইহাও জানা কর্ত্তব্য যে যে শাস্ত্রে ঐ সকল আহার বিহার ও হিংসা ইত্যাদির উপদেশ আছে সেই সকল শাস্ত্রেই সিদ্ধান্তের সময় অঙ্গীকার করেন যে আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে অন্য যে উপদেশ সে কেবল লোকরঞ্জন মাত্র। কুলার্ণবে প্রথমোল্লাসে। তস্মাদিত্যাদিকং কর্ম্ম লোকরঞ্জনকারণং। মোক্ষস্য কারণং বিদ্ধি তত্ত্বজ্ঞানং কুলেশ্বরি॥ অতএব এ সকল কর্ম্ম লোকরঞ্জনের কারণ হয় কিন্তু হে দেবি মোক্ষের কারণ তত্ত্বজ্ঞানকে জানিবে। মহানির্ব্বাণ। আহারসংযমক্লিষ্টা যথেষ্টাহারতুন্দিলাঃ। ব্রহ্মজ্ঞানবিহীনাশ্চ নিষ্কৃতিং তে ব্রজন্তি কিং॥ যাঁহারা আহার নিয়মের দ্বারা শরীরকে ক্লিষ্ট করেন কিম্বা যাঁহারা যথেষ্ট আহার দ্বারা শরীরকে পুষ্ট করেন তাঁহারা যদি ব্রহ্মজ্ঞান হইতে বিমুখ হয়েন তবে কি নিষ্কৃতি পাইতে পারেন অর্থাৎ তাঁহাদের কদাপি নিষ্কৃতি হয় না। গৃহস্থ যে ব্রহ্মোপাসক তাঁহাদের বিশেষ ধর্ম্ম এই যে পুত্র ও

আত্মীয়বর্গকে জ্ঞানোপদেশ করেন এবং জ্ঞানির নিকট যাইয়া জ্ঞানশিক্ষার নিমিত্ত যত্ন করেন। ছান্দোগ্য। আচার্য্যকুলাৎ বেদমধীত্য যথাবিধানং গুরোঃ কর্ম্মাতিশেষেণাভিসমাবৃত্য কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ানঃ ধার্ম্মিকান্ বিদধদাত্মনি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সংপ্রতিষ্ঠাপ্যাহিংসন্ সর্ব্বভূতান্যন্যত্র তীর্থেভ্যঃ স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে ন চ পুনরাবর্ত্ততে ন চ পুনরাবর্ত্ততে। গুরুশুশ্রূষা করিয়া যে কাল অবশিষ্ট থাকিবেক সেই কালে যথাবিধি নিয়মপূর্ব্বক আচার্য্যের নিকটে অর্থসহিত বেদাধ্যয়ন করিয়া গুরুকুল হইতে নিবর্ত্ত হইয়া বিবাহ করিবেক পরে গৃহাশ্রমে থাকিয়া পবিত্র স্থানে যথাবিধি অবস্থিতি করিয়া বেদাধ্যয়নপূর্ব্বক পুত্র ও শিষ্যাদিকে জ্ঞানোপদেশ করিতে থাকিবেক এবং পরমাত্মাতে সকল ইন্দ্রিয়কে সংযোগ করিয়া আবশ্যকতা ব্যতিরেক হিংসা করিবেক না এই প্রকারে মৃত্যুপর্য্যন্ত এইরূপ কর্ম্ম করিয়া ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিপূর্ব্বক পরব্রহ্মেতে লীন হয় তাহার পুনরায় জন্ম হয় না। মুণ্ডকোপনিষৎ। শৌনকো হ বৈ মহাশালোঽঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে 'সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি।' মহাগৃহস্থ যে শৌনক তিনি ভরদ্বাজের শিষ্য যে অঙ্গিরা মুনি তাঁহার নিকটে বিধিপূর্ব্বক গমন করিয়া প্রশ্ন করিলেন যে কাহাকে জানিলে হে ভগবান্ সকলকে জানা যায়। এইরূপ ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদে অনেক আখ্যায়িকাতে পাইবেন যে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থসকল অন্য হইতে উপদেশ লইয়াছেন এবং অন্যকে জ্ঞানোপদেশ করিয়াছেন। ভগবান্ কৃষ্ণ অর্জ্জুনের প্রতিও এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন। তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ সেই জ্ঞানকে তুমি জ্ঞানির নিকট যাইয়া প্রণিপাত এবং প্রশ্ন ও সেবার দ্বারা জানিবে সেই তত্ত্বদর্শি জ্ঞানিসকল তোমাকে সেই জ্ঞানের উপদেশ করিবেন। ব্রহ্মকে আমি জানিব এই ইচ্ছা যখন ব্যক্তির হইবেক তখন নিশ্চয় জানিবেন যে সাধনচতুষ্টয় সে ব্যক্তির ইহ জন্মে অথবা পূর্ব্বজন্মে অবশ্যই হইয়াছে। বেদান্তের ৩ অধ্যায়ে ৪ পাদে ৫১ সূত্রে কহেন। ঐহিকমপ্যপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাৎ। যদি প্রতিবন্ধক না থাকে তবে যে জন্মে সাধনচতুষ্টয়ের অনুষ্ঠান করে সেই জন্মেতেই জ্ঞানের উৎপত্তি হয় আর যদি প্রতিবন্ধক থাকে তবে জন্মান্তরে জ্ঞান হয় যেহেতু বেদে কহিতেছেন যে গর্ভস্থিত বামদেবের জ্ঞান জন্মিয়াছে আর গর্ভস্থিত ব্যক্তির সাধনচতুষ্টয় পূর্ব্বজন্ম ব্যতিরেক ইহ জন্মে সম্ভাবিত নহে। জ্ঞানদাতা গুরুতে অতিশয় শ্রদ্ধা রাখিবেন কিন্তু শাস্ত্রে

কাহাকে গুরু কহেন তাহা আদৌ জানা কর্ত্তব্য হয় যেহেতু প্রথমত স্বর্ণ না জানিলে স্বর্ণের যত্ন করিতে কহা বৃথা হয়। অতএব গুরুর লক্ষণ মুণ্ডকোপনিষদে কহিতেছেন। তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং। জ্ঞানাকাঙ্ক্ষি ব্যক্তি ব্রহ্মকে জানিবার নিমিত্ত বিধিপূর্ব্বক বেদজ্ঞাতা ব্রহ্মজ্ঞানি গুরুর নিকটে যাইবেক। এবং গুরুর প্রণাম-মন্ত্রেই গুরু কিরূপ হয়েন তাহা ব্যক্তই আছে তাহাতে মনোযোগ করিবেন। অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং। তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ বিভাগরহিত চরাচরব্যাপি যে ব্রহ্মতত্ত্ব তাঁহাকে যিনি উপদেশ করিয়াছেন সেই গুরুকে প্রণাম করি। কিন্তু চরাচরের একদেশস্থ আকাশের অন্তর্গত পরিমিতকে যিনি উপদেশ করেন তাঁহাতে ঐ লক্ষণ যায় কি না কেন না বিবেচনা করেন। অতএব তন্ত্রে লিখেন। গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ। দুর্লভঃ সদ্গুরুর্দেবি শিষ্যসন্তাপহারকঃ॥ শিষ্যের বিত্তকে হরণ করেন এমৎ গুরু অনেক আছেন কিন্তু এমৎ গুরু দুর্লভ যে শিষ্যের সন্তাপ অর্থাৎ অজ্ঞানতাকে দূর করেন।

ব্রহ্মোপাসক ব্যক্তিরা জ্ঞানসাধনের সময় এবং জ্ঞানোৎপত্তি হইলে পরেও লৌকিক তাবৎ ব্যাপারকে যথাবিহিত নিষ্পন্ন করিবেন অর্থাৎ গুরুলোকের তুষ্টি এবং আত্মরক্ষা ও পরোপকার যথাসাধ্য করিবেন ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকল বলবান্ হইয়া যাহাতে আপনার ও পরের পীড়া জন্মাইতে না পারে এমৎ যত্ন সর্ব্বদা করিবেন কিন্তু অন্তঃকরণে সর্ব্বদা জানিবেন যে এই প্রপঞ্চময় জগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থসকল কেবল সদ্রূপ পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া সত্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে। যোগবাশিষ্ঠ। বহির্ব্যাপারসংরম্ভো হৃদি সঙ্কল্পবর্জ্জিতঃ। কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্তরেবং বিহর রাঘব॥ বাহ্যেতে ব্যাপারবিশিষ্ট হইয়া কিন্তু মনেতে সংকল্পবর্জ্জিত হইয়া আর বাহ্যেতে আপনাকে কর্ত্তা দেখাইয়া আর অন্তঃকরণে আপনাকে অকর্ত্তা জানিয়া হে রাম লোকযাত্রা নির্ব্বাহ কর। যদি সর্ব্বদা বেদান্তের শ্রবণে অসমর্থ হয়েন তবে প্রথমাধিকারি ব্যক্তিরা যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ইত্যাদি শ্রুতি আর যো ব্রহ্মাণং ইত্যাদি শ্রুতি যাহা এই ভূমিকাতে লিখা গিয়াছে ইহার শ্রবণ ও অর্থের আলোচনা সর্ব্বদা করিবেন। যে২ শ্রুতি এবং সূত্র এই ভূমিকাতে লেখা গেল তাহার ভাষাবিবরণ ভগবান্ পূজ্যপাদের ভাষ্যানুসারে করা গিয়াছে। হে পরমেশ্বর এই সকল শ্রুত্যর্থের স্ফূর্ত্তি আমাদের অন্তঃকরণে সর্ব্বদা হউক॥ ইতি ওঁ তৎ সৎ॥

ওঁ তৎ সৎ। অথ মাণ্ডূক্যোপনিষৎ। পরমাত্মতত্ত্বের জ্ঞানের উপায় ওঁকার হইয়াছেন সেই ওঁকারের ব্যাখ্যান এই উপনিষদে করিতেছেন যেহেতু বেদে ওঁকারকে ব্রহ্মের সহিত অভেদ করিয়া কহিয়াছেন কারণ এই যে ওঁকার ব্রহ্মকে কহেন আর ওঁকারের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম হয়েন। কঠশ্রুতিঃ। ওমিত্যেতৎ। এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠং। ছান্দোগ্য। ওমিত্যাত্মানং যুঞ্জীত। ওঁমিতি ব্রহ্ম। এই সকল শ্রুতির দ্বারা ইহা নিষ্পন্ন হয় যে যেমন মিথ্যা সর্পজ্ঞানের প্রতি সত্য রজ্জু আশ্রয় হইয়াছে সেইরূপ পরব্রহ্ম প্রপঞ্চময় বিশ্বের আশ্রয় হইয়াছেন সেই প্রকারে এই সকল প্রপঞ্চময় বাক্যের আশ্রয় ওঁকার হইয়াছেন ওই ওঁকার শব্দব্রহ্মকে কহেন এ নিমিত্ত ওঁকারকে ব্রহ্ম করিয়া অঙ্গীকার করা যায়। ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানং ভূতং ভবৎ ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব ॥ ১ ॥ যেমন পরব্রহ্মের বিকার এই বিশ্ব হয় সেইরূপ ওঁকারের বিকার যাবৎ শব্দকে জানিবে আর শব্দসকল আপন আপন অর্থকে কহেন এ প্রযুক্ত শব্দসকল আপন আপন অর্থস্বরূপ হয়েন অতএব তাবৎ শব্দ ও তাহার অর্থ এ দুয়ের স্বরূপ ওঁকার হইলেন আর পরব্রহ্মকে সাক্ষাৎরূপে ওঁকার কহেন এ নিমিত্ত ব্রহ্মস্বরূপও ওঁকার হইলেন সেই অক্ষরস্বরূপ ওঁকার যাহা ব্রহ্মজ্ঞানের মুখ্য সাধন হইয়াছেন তাঁহার স্পষ্টরূপে কথন এই উপনিষদে জানিবে আর ভূত ও বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ এই তিন কালেতে যে সকল বস্তু থাকে তাহাও ওঁকার হয়েন যে কোনো বস্তু ত্রিকালের অতীত হয় যেমন প্রকৃত্যাদি তাহাও ওঁকার হয়েন। ১। ওঁকার শব্দ ব্রহ্মবাচক এবং ব্রহ্ম ওঁকার শব্দের বাচ্য হয়েন অতএব ঐ দুয়ের ঐক্য জানাইবার জন্যে যেমন পূর্ব্বে ওঁকারকে বিশ্বময় এবং ব্রহ্মস্বরূপ করিয়া কহিয়াছেন এখন সেইরূপ পরের মন্ত্রে ব্রহ্মকে বিশ্বময় এবং ওঁকারস্বরূপ করিয়া কহিতেছেন। সর্ব্বং হ্যেতদ্ব্রহ্ম অয়মাত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ ॥ ২ ॥ যে সকল বস্তুকে ওঁকারস্বরূপ করিয়া কহা গেল সে সকল বস্তু ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন আর সেই ব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ আত্মা হয়েন জাগরণ স্বপ্ন সুষুপ্তি তুরীয় এই চারি অবস্থার ভেদে ঐ চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মাকে চারি প্রকার করিয়া কহা যায় তাহার তিন প্রকারের দ্বারা তাঁহাকে জানিয়া ঐ তিন প্রকারের অর্থাৎ জাগরণ স্বপ্ন সুষুপ্তি পূর্ব্বপূর্ব্বাবস্থাকে পর পর অবস্থাতে লীন করিলে পরে অবশেষ যে চতুর্থ প্রকার থাকেন সেই যথার্থ ব্রহ্মস্বরূপ এবং জ্ঞেয় হইয়াছেন। ২। এখন ঐ চারি প্রকারের মধ্যে প্রথম অবস্থার বিবরণ করিতেছেন। জাগরিতস্থানো বহিঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোন-

বিংশতিমুখঃ স্থূলভুক্ বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ ॥ ৩॥ সেই চৈতন্য যখন জাগ্রদবস্থার অধিষ্ঠাতা হয়েন তখন তাঁহাকে প্রথম প্রকার কহি তখন তেঁহ ঘটপটাদি প্রপঞ্চময় যাবদ্বস্তুকে বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা আপন মায়ার প্রভাবে প্রকাশ করিয়া ঐ সকল বস্তুকে অনুভব করেন সেই কালে পরমাত্মাকে বিরাট্ অর্থাৎ বিশ্বরূপ করিয়া কহা যায় সেই বিশ্বরূপকে বেদে সপ্তাঙ্গ কহিয়াছেন। ছান্দোগ্যশ্রুতিঃ। তস্য হ বা এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজাঃ চক্ষুর্বিশ্বরূপঃ প্রাণঃ পৃথগ্বর্ত্মাত্মা সন্দেহো বহুলো বস্তিরেব রয়িঃ পৃথিব্যেব পাদাবিত্যাদি। এই বিশ্বরূপ প্রসিদ্ধ পরমাত্মার মস্তক স্বর্গ হইয়াছেন আর সূর্য্য তাঁহার চক্ষু হয়েন আর বায়ু তাঁহার নিশ্বাসপ্রশ্বাসরূপ প্রাণ হয়েন আর আকাশ তাঁহার মধ্যদেশ হয়েন আর অন্ন জল তাঁহার উদর আর পৃথিবী তাঁহার দুই পাদ আর হবনযোগ্য অগ্নি তাঁহার মুখ হয়েন অর্থাৎ এ সকল বস্তু স্বতন্ত্র হইয়া স্থিতি করেন এমৎ নহে কেবল সেই সর্ব্বব্যাপি পরমাত্মার অবলম্বন করিয়া পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রকাশ পাইতেছেন যেমন রজ্জুর সত্তাকে অবলম্বন করিয়া মিথ্যা সর্পের এবং মিথ্যা দণ্ডের জ্ঞান হয়। সেই জাগ্রদবস্থার অধিষ্ঠাতা যে চৈতন্যস্বরূপ আত্মা তাঁহার উপলব্ধির দ্বার ১৯ উনিশ প্রকার হইয়াছে এ নিমিত্ত তাঁহাকে একোনবিংশতিমুখ কহি। চক্ষু ১ জিহ্বা ২ নাসিকা ৩ চর্ম্ম ৪ কর্ণ ৫। বাক্য ৬ হস্ত ৭ পাদ ৮ পায়ু ৯ সন্তান উৎপত্তির কারণ অঙ্গ ১০। প্রাণ ১১ অপান ১২ সমান ১৩ উদান ১৪ ব্যান ১৫। মন ১৬ বুদ্ধি ১৭ অহঙ্কার ১৮ চিত্ত ১৯। গন্ধ রস রূপ স্পর্শ শব্দ প্রভৃতি স্থূল বিষয়কে ঐ জাগরণ অবস্থার অধিষ্ঠাতা চৈতন্যস্বরূপ আত্মা এই চক্ষুঃ প্রভৃতি উনিশ প্রকাশ উপলব্ধিস্থানের দ্বারা গ্রহণ করেন এই হেতু তাঁহাকে স্থূলভুক্ শব্দে কহি। বিশ্বসংসারকে তেঁহ শুভাশুভ ফল প্রাপ্ত করান এ নিমিত্ত তাঁহাকে বৈশ্বানর শব্দে কহা যায় অথবা বিশ্বরূপ পুরুষ তেঁহ হয়েন এ নিমিত্ত তাঁহার নাম বৈশ্বানর হয়। ৩। এখন ঐ চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মার চারি প্রকারের মধ্যে দ্বিতীয় অবস্থার বিবরণ করিতেছেন। স্বপ্নস্থানোঽন্তঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৪ ॥ সেই চৈতন্য যখন স্বপ্নাবস্থার অধিষ্ঠাতা হয়েন তখন তাঁহাকে দ্বিতীয় প্রকার কহি জাগ্রদবস্থাতে বাহ্যেন্দ্রিয়ের দ্বারা যে যে বিষয়ের অনুভব হয় মনেতে তাহার সংস্কার থাকে ঐ মন নিদ্রাবস্থায় পূর্ব্বসংস্কারবশেতে বাহ্যেন্দ্রিয়ের সহায়তা ব্যতিরেকেও বিষয়ের অনুভব করেন মনকে অন্তরিন্দ্রিয় কহা যায় স্বপ্নে সেই অন্তরিন্দ্রিয় যে মন তাহার অনুভব কেবল থাকে এই হেতু

ঐ অবস্থার অধিষ্ঠাতাকে অন্তঃপ্রজ্ঞ কহা গেল স্বপ্নের অধিষ্ঠাতা আপন প্রভাবে বিশ্বকে স্বপ্নাবস্থায় রচনা করেন আর স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়সকল যে মনেতে মিলিত হইয়াছে সেই মনের দ্বারা বিশ্বের অনুভবও করেন এই নিমিত্ত ঐ স্বপ্নের অধিষ্ঠাতাকে জাগ্রদবস্থার অধিষ্ঠাতার ন্যায় সপ্তাঙ্গ এবং একোনবিংশতিমুখ এ দুই শব্দ কহা যায়। স্বপ্নাবস্থায় পূর্ব্বপূর্ব্বসংস্কারাধীন বিষয়সকলকে মন অনুভব করেন এই নিমিত্ত স্বপ্নের অধিষ্ঠাতাকে প্রবিবিক্তভুক্ শব্দে কহিলেন অর্থাৎ জাগ্রদবস্থার ন্যায় স্থূল বিষয়কে ভোগ না করিয়া সূক্ষ্মরূপে ভোগ করেন। জাগ্রদবস্থায় যে স্থূল বিষয়ের উপলব্ধি হয় সেই বিষয়রহিত যে বুদ্ধি তাহার দ্বারা স্বপ্নের অধিষ্ঠাতার অনুভব হয় এই নিমিত্ত স্বপ্নের অধিষ্ঠাতাকে তৈজস নামে কহা যায়। ৪। এখন ঐ চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মার তৃতীয় প্রকারের বিবরণ করিতেছেন। যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎ সুষুপ্তং। সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৫ ॥ যে সময়ে স্বপ্ন না দেখা যায় এবং কোনো কামনা না থাকে সেই সময়কে সুষুপ্তি অবস্থা কহি সেই অবস্থার অধিষ্ঠাতা যে চৈতন্য-স্বরূপ আত্মা তাঁহাকে সুষুপ্তিস্থান এই শব্দে কহিয়াছেন। জাগরণ এবং স্বপ্নাবস্থাতে প্রপঞ্চময় বিশ্বের পৃথক্ পৃথক্ বোধ থাকে কুহাসাতে যেমন নানা আকারবিশিষ্ট বস্তুসকল একাকারে প্রতীত হয় সেইরূপে ওই বিশ্ব সুষুপ্তি অবস্থাতে একীভূত হইয়া থাকে অতএব সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতাকে একীভূত শব্দে কহি। নানা প্রকার বস্তুর নানা প্রকার যে জ্ঞান তাহা মিশ্রিতের ন্যায় হইয়া সুষুপ্তিকালে থাকে এ নিমিত্ত সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতাকে প্রজ্ঞানঘন শব্দে কহা যায় অর্থাৎ সে অবস্থায় জাতি গুণ ক্রিয়া ইত্যাদির পৃথক্২ জ্ঞান থাকে না। বিষয় অনুভবের দ্বারা যে ক্লেশ তাহা সুষুপ্তি অবস্থায় থাকে না এ নিমিত্ত সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতাকে আনন্দময় অর্থাৎ আনন্দপ্রচুর কহি। আয়াসশূন্য হইয়া থাকিলে যেমন ব্যক্তিসকল সুখী কহায় সেইরূপ আয়াসশূন্য যে সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা তাঁহাকে আনন্দভুক্ অর্থাৎ সুখের ভোক্তা কহা যায়। স্বপ্ন এবং জাগরণ এই দুই অবস্থার চৈতন্যের দ্বার সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা হয়েন এ নিমিত্ত তাঁহাকে চেতোমুখ অর্থাৎ চেতনের দ্বার কহি। জাগরণাপেক্ষা ও স্বপ্নাপেক্ষা সুষুপ্তি অবস্থার অধিষ্ঠাতার নিরুপাধি জ্ঞান হয় এ নিমিত্ত তাঁহাকে প্রাজ্ঞ শব্দে কহেন। ৫। এখন ঐ তিন অবস্থাশূন্য যে তুরীয় পরমাত্মা তাঁহাকে তৃতীয় অবস্থার অধিষ্ঠাতার সহিত অভেদরূপে কহিতেছেন। এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ

এষোঽন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং॥ ৬॥ এই তৃতীয় অবস্থার অধিষ্ঠাতা যে পরমাত্মা তেঁহ তাবৎ বিশ্বের ঈশ্বর হয়েন ঐ পরমাত্মা সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া সকল বস্তুকে বিশেষরূপে জানেন ঐ পরমাত্মা সকলের অন্তরে স্থিত হইয়া সকলের নিয়মকর্ত্তা হয়েন তেঁহ সকলের উৎপত্তির কারণ এবং বিশ্বের উৎপত্তি ও লয় তাঁহা হইতেই হয়। ৬। এখন সাক্ষিস্বরূপ তুরীয়কে কহিতে প্রবর্ত্ত হইলেন। জাতি গুণ ক্রিয়া সংজ্ঞা সম্বন্ধ ইত্যাদির দ্বারা বস্তুকে বাক্য কহেন কিন্তু এ সকল সেই তুরীয় পরমাত্মাতে নাই সুতরাং বিশেষণ-সকলের নিষেধ দ্বারা সেই সর্ব্ববিশেষণশূন্য তুরীয় পরমাত্মাকে সংপ্রতি কহিতেছেন। নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞমদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপ-শমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ॥ ৭॥ নান্তঃপ্রজ্ঞং অর্থাৎ সেই আত্মা স্বপ্নের অধিষ্ঠাতা এই যে বিশেষণ তাহার ভিন্ন হয়েন ন বহিঃপ্রজ্ঞং অর্থাৎ জাগরণ অবস্থার অধিষ্ঠাতা এই যে বিশেষণ তাহারো ভিন্ন হয়েন নোভয়তঃপ্রজ্ঞং অর্থাৎ জাগরণ এবং স্বপ্ন এ দুয়ের মধ্য অবস্থার অধিষ্ঠাতা এই যে বিশেষণ ইহা হইতেও পরমাত্মা ভিন্ন হয়েন। ন প্রজ্ঞানঘনং অর্থাৎ সুষুপ্তি অবস্থার অধিষ্ঠাতা এই যে বিশেষণ ইহা হইতেও পরমাত্মা ভিন্ন হয়েন। ন প্রজ্ঞং অর্থাৎ এককালে সকল বিষয়ের জ্ঞাতা এই যে বিশেষণ ইহা হইতেও ভিন্ন পরমাত্মা হয়েন অর্থাৎ পরমাত্মা ভিন্ন অন্য বিষয় অপ্রসিদ্ধ সুতরাং ঐ বিষয় না থাকিলে তাহার জ্ঞান কিরূপে হইতে পারে। এই পূর্ব্বলিখিত বিশেষণের নিষেধ দ্বারা ইহা বুঝাইতেছিল যে পরমাত্মা অচৈতন্য হয়েন এই নিমিত্ত নাপ্রজ্ঞং অর্থাৎ পরমাত্মা অচৈতন্য নহেন এই শব্দের প্রয়োগ করিয়া পূর্ব্বসন্দেহ দূর করিলেন। পরমাত্মাকে অন্তঃপ্রজ্ঞঃ বহিঃপ্রজ্ঞঃ ইত্যাদি নানা বিশেষণের দ্বারা বেদে কহিয়াছেন তবে কিরূপে নিষেধের দ্বারা ঐ সকল বিশেষণকে মিথ্যা করিয়া জানা যায় এই আশঙ্কার সমাধান ভাষ্যে করিতেছেন যে রজ্জুতে যেমন এক বার সর্পভ্রম এক বার দণ্ডভ্রম হয় যে কালে সর্পভ্রম জন্মে সে কালে দণ্ডভ্রম থাকে না আর যে কালে দণ্ডভ্রম হয় সে কালে সর্পভ্রম থাকে না অতএব যথার্থে উভয় মিথ্যা হইয়া কেবল রজ্জুমাত্র সত্য থাকে সেইরূপ যখন স্বপ্নের অধিষ্ঠাতা করিয়া চৈতন্যকে কহেন তখন জাগরণের অধিষ্ঠাতারূপে তাঁহার প্রতীতি থাকে না আর যখন জাগরণের অধিষ্ঠাতা করিয়া চৈতন্যকে কহেন তখন স্বপ্নের অধিষ্ঠাতারূপে তাঁহার অনুভব হয় না অতএব স্বপ্ন জাগরণ ইত্যাদি উপাধিঘটিত

যে সকল বিশেষণ তাহা কেবল মিথ্যা কিন্তু উপাধিরহিত সর্ব্ববিশেষণশূন্য যে শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ তুরীয় তেঁহই সত্য হয়েন তবে বেদে যে এ সকল বিশেষণের দ্বারা কহেন সে উপাধিকে উপলক্ষ্য করিয়া বোধসুগমের নিমিত্ত কহিয়াছেন কিন্তু ঐ বেদে তুরীয়কে যখন কহেন তখন ঐ সকল উপাধির নিষেধের দ্বারাই' কহেন। অদৃষ্টং অর্থাৎ যেহেতু ব্রহ্ম সর্ব্ববিশেষণ হইতে ভিন্ন হয়েন এই নিমিত্ত তেঁহ দৃষ্টিগোচর হয়েন না। অব্যবহার্য্যং অর্থাৎ পরমাত্মা অদৃষ্ট এই নিমিত্ত তেঁহ ব্যবহার্য্য হইতে পারেন না। অগ্রাহ্যং অর্থাৎ হস্তাতি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা তেঁহ গ্রাহ্য হইতে পারেন না। অলক্ষণং অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ অনুমানের দ্বারা জানা যায় না। অচিন্ত্যং অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপের চিন্তা করা যায় না। অব্যপদেশ্যং অর্থাৎ শব্দের দ্বারা তাঁহার নির্দ্দেশ হইতে পারে না। একাত্মপ্রত্যয়সারং অর্থাৎ জাগরণ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতে একই চৈতন্যস্বরূপ আত্মা অধিষ্ঠাতা হয়েন এই জ্ঞানেতে যে ব্যক্তির নিশ্চয় থাকে তাহার প্রাপ্ত তেঁহ হয়েন। প্রপঞ্চোপশমং অর্থাৎ যাবৎ প্রপঞ্চময় উপাধি তাহার লেশ সেই আত্মাতে নাই।' শান্তং অর্থাৎ রাগদ্বেষাদিরহিত। শিবং অর্থাৎ শুদ্ধস্বরূপ তেঁহ হয়েন। অদ্বৈতং অর্থাৎ ভেদবিকল্পশূন্য তেঁহ হয়েন। চতুর্থং অর্থাৎ জাগরণ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার অধিষ্ঠাতারূপে তেঁহ প্রতীত হইয়াছিলেন এখন এই তিন উপাধি হইতে ভিন্নরূপে প্রতীতির নিমিত্ত তাঁহাকে চতুর্থ করিয়া কহিতেছেন। স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ অর্থাৎ সেই উপাধিরহিত যে তুরীয় তেঁহই আত্মা তেঁহই জ্ঞেয় হয়েন। ৭। সোঽয়মাত্মা অধ্যক্ষরমোঙ্কারোঽধিমাত্রং পাদা মাত্রাঃ মাত্রাশ্চ পাদা অকারোকারমকার ইতি॥ ৮॥ সেই তুরীয় আত্মা তেঁহ ওঁকার যে অক্ষর তৎস্বরূপে বর্ণিত হইয়াছেন সেই ওঙ্কারকে বিভাগ করিলে অধিমাত্র হয়েন অর্থাৎ ওঙ্কার তিন মাত্রা সহিত বর্ত্তমান হয়েন যেহেতু জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার নিদর্শনে আত্মার যে তিন প্রকার কহা গিয়াছে সেই তিন প্রকার ওঁকারের তিন মাত্রা হয়েন সেই তিন মাত্রা অকার উকার মকার হইয়াছেন॥ ৮॥ জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরোঽকারঃ প্রথমা মাত্রা আপ্তেরাদিমত্ত্বাদ্বা আপ্নোতি হ বৈ সর্ব্বান্ কামানাদিশ্চ ভবতি য এবং বেদ॥ ৯॥ জাগরণের অধিষ্ঠাতা যে বিশ্বরূপ আত্মা তেঁহ ওঙ্কারের অকাররূপ প্রথম মাত্রা হয়েন যেহেতু বিরাটের ন্যায় অকার সকল বাক্যকে ব্যাপিয়া থাকেন। শ্রুতিঃ। অকারো বৈ সর্ব্বা বাক্। অথবা যেমন প্রথম অবস্থার অধিষ্ঠাতা যে বিরাট্ তেঁহ অন্য অন্য অবস্থার অধিষ্ঠাতার প্রথমে

গণিত হইয়াছেন সেইরূপ ওঙ্কারের তিন মাত্রার মধ্যে অকার প্রথমে গণিত হয়েন এই নিমিত্ত অকারকে বিরাট্ করিয়া বর্ণন করেন। যে ব্যক্তি এইরূপ অকার আর বিরাট্ উভয়কে এক করিয়া জানে সে তাবৎ অভিলষিত দ্রব্যকে পায় আর উত্তম লোকের মধ্যে প্রথমে গণিত হয়। ৯। স্বপ্নস্থানস্তৈজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্রা উৎকর্ষাদুভয়ত্বাদ্বা উৎকর্ষতি হ বৈ জ্ঞানসন্ততিং সমানশ্চ ভবতি নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি য এবং বেদ॥ ১০॥ স্বপ্নের অধিষ্ঠাতা যে তৈজস পরমাত্মা তেঁহ ওঙ্কারের দ্বিতীয় মাত্রা যে উকার তৎস্বরূপ হয়েন বৈশ্বানর হইতে যেমন তৈজসকে উপাধির ন্যূনতা লইয়া উৎকৃষ্ট কহেন সেইরূপ অকার হইতে উকারকেও উৎকৃষ্ট কহিয়াছেন অথবা যেমন বিশ্ব এবং প্রাজ্ঞের মধ্যে অর্থাৎ জাগরণের অধিষ্ঠাতা এবং সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা এ দুইয়ের মধ্যেতে স্বপ্নের অধিষ্ঠাতা গণিত হইয়াছেন সেইরূপ ওঙ্কারের অকার আর মকারের মধ্যেতে উকার গণিত হইয়াছেন এই সাম্য লইয়া উকারকে তৈজস করিয়া বর্ণন করিলেন যে ব্যক্তি এইরূপে উকার আর তৈজসের অভেদ জ্ঞান করে সে যথার্থ জ্ঞানসমূহকে পায় আর সে ব্যক্তিকে শত্রু মিত্র উভয় পক্ষে দ্বেষ করে না এবং সে ব্যক্তির পুত্রপৌত্রাদিক্রমে সকলেই ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়েন অন্য প্রকার হয় না। ১০। সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকারস্তৃতীয়া মাত্রা মিতেরপীতের্বা মিনোতি হ বা ইদং সর্ব্বং অপীতিশ্চ ভবতি য এবং বেদ॥ ১১॥ সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা যে প্রাজ্ঞ পরমাত্মা তেঁহ ওঙ্কারের তৃতীয় মাত্রা যে মকার তৎস্বরূপ হয়েন যেমন সুষুপ্তি অবস্থাতে জাগরণ আর স্বপ্নের প্রবেশ হইয়া পুনরায় সুষুপ্তি হইতে নিঃসৃত হয়েন সেইরূপ ওঙ্কারের উচ্চারণের সমাপ্তিতে অকার এবং উকার মকারে প্রবেশ করিয়া পুনরায় ওঙ্কারের প্রয়োগের সময় ঐ দুই মাত্রা মকার হইতে নির্গত হয়েন অথবা যেমন বিশ্ব আর তৈজস অর্থাৎ জাগরণ আর স্বপ্নের অধিষ্ঠাতা সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতাতে লীন হয়েন সেইরূপ অকার আর উকার মকারে লয়কে পায়েন এই নিমিত্ত মকারকে সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা করিয়া বর্ণন করেন যে ব্যক্তি এইরূপে মকার আর প্রাজ্ঞকে অভেদ করিয়া জ্ঞান করে সে এই জগৎকে যথার্থমতে জানে আর জগতের কারণ যে পরমাত্মা তৎস্বরূপ হয়। ১১। অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈত এবমোঙ্কার আত্মৈব সংবিশতি আত্মনাত্মানং য এবং বেদ য এবং বেদ॥ ১২॥ মাত্রাশূন্য যে ওঙ্কার অর্থাৎ বর্ণরহিত প্রণব তেঁহ তুরীয় নির্বিশেষ পরমাত্মা হয়েন তেঁহ বাক্য মনের অগোচর এ নিমিত্ত অব্যবহার্য্য উপাধিরহিত এবং নিত্যশুদ্ধ ভেদশূন্য হয়েন

এইরূপ বিশেষ জ্ঞানের দ্বারা ওঙ্কারকে পরমাত্মাস্বরূপ করিয়া যে ব্যক্তি জানে সে আত্মস্বরূপেতে অবস্থিতি করে অর্থাৎ তাহার উপাধিজন্য ভেদবুদ্ধি আর থাকে না যেমন রজ্জুর যথার্থ জ্ঞান হইলে ভ্রম সর্পের জ্ঞান পুনরায় আর থাকে না। শেষ বাক্যে পুনরুক্তি উপনিষৎসমাপ্তির জ্ঞাপক হয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব তিন প্রকরণে ঐহিক ফলশ্রুতি লিখিলেন কিন্তু নির্ব্বিশেষ যে তুরীয় তাঁহার প্রকরণে উপাধিঘটিত কোনো ফলশ্রুতির লেশ নাই যেহেতু কেবল স্বরূপে অবস্থিতি ইহার প্রয়োজন হয় ইতি মাণ্ডুক্যোপনিষৎ সমাপ্তা। ওঁ তৎ সৎ। শন ১২২৪ শাল। ২১ আশ্বিন।

॥ ওঁ তৎ সৎ ॥

এই উপনিষদের ভাষ্যেতে যে যে আশঙ্কা করিয়া সমাধান করিয়াছেন তাহার মধ্যে যে যে আশঙ্কা এবং সমাধানকে জানিলে পরমার্থ বিষয়ে শ্রদ্ধার দৃঢ়তা জন্মে এবং বিচারের ক্ষমতা হয় তাহার সংক্ষেপ বিবরণ লিখিতেছি এই গ্রন্থের ২৫১ পৃষ্ঠের ৬ পংক্তিতে লিখেন যে জাতি গুণ ক্রিয়া সংজ্ঞা সম্বন্ধ ইত্যাদির দ্বারা বস্তুকে বাক্য কহেন কিন্তু এ সকলের কিছুই সেই তুরীয় পরমাত্মাতে নাই সুতরাং বিশেষণের নিষেধ দ্বারা অর্থাৎ তন্ন তন্ন রূপে তাঁহাকে বেদে কহিতেছেন এ স্থানে ভগবান্ ভাষ্যকার আপত্তি করিয়া সমাধান করিয়াছেন। আপত্তি। জাতি গুণ ক্রিয়া ইত্যাদি বিশেষণ যদি পরমাত্মার নাই তবে তেঁহ শূন্যের ন্যায় কোনো বস্তু না হয়েন অতএব তেঁহ আছেন এমৎ কেন স্বীকার করি। সমাধান। যদি পরমাত্মা কোনো বস্তু না হইতেন তবে তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া প্রপঞ্চময় জগৎ সত্যের ন্যায় দেখাইতো না যেমন বাস্তবিক মন না থাকিলে স্বপ্নেতে যে সকল বস্তু দেখা যায় তাহা কদাপি দেখা যাইতো না আর যেমন ভ্রম সর্প রজ্জু বিনা আর ভ্রমাত্মক জল জ্যোতির অবলম্বন বিনা প্রকাশ পায় না। যদি এ স্থলে এমৎ কহ যে পূর্ব্বসিদ্ধান্তের দ্বারা জানা গেল যে ব্রহ্ম প্রপঞ্চময় জগতের আশ্রয় হয়েন তবে যেমন জলের আধার এই বিশেষণের দ্বারা ঘটকে কহিতেছি সেইরূপ জগতের আশ্রয় এই বিশেষণের দ্বারা বেদে ব্রহ্মকে না কহিয়া তন্ন তন্ন এইরূপে বিশেষণের নিষেধ দ্বারা কেন কহেন। তাহার উত্তর। জল সত্য হয় এ নিমিত্ত জলের আধার এই বিশেষণের দ্বারা ঘটকে কহা যায় কিন্তু প্রপঞ্চময় জগৎ

সর্ব্বপ্রকারে অসৎ হয় অতএব অসতের সহিত সত্য যে পরমাত্মা তাঁহার বাস্তবিক সম্বন্ধের সম্ভাবনা নাই এ নিমিত্ত অসৎ যে জগৎ তদ্ঘটিত বিশেষণের দ্বারা বেদে সত্যস্বরূপ পরমাত্মাকে কিরূপে কহিতে পারেন। এ স্থলে পুনরায় যদি বল যে জগৎকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি অতএব কিরূপে তাহাকে সর্ব্বপ্রকারে মিথ্যা কহা যায়। উত্তর। স্বপ্নেতে যে সকল বস্তুকে দেখ এবং তৎকালে তাহাতে যে নিশ্চয় কর আর জাগরণেতে যে সকল বস্তু প্রত্যক্ষ দেখ ও তাহাতে যে নিশ্চয় করিতেছ এ দুই নিশ্চয়ের মধ্যে কিছুমাত্র ভেদ নাই কিন্তু স্বপ্নের জগৎকে স্বপ্নভঙ্গ হইলে মিথ্যা করিয়া জান এবং বিশ্বাস হয় যে বাস্তবিক মিথ্যা বস্তু কোনো সত্যের আশ্রয়েতে সত্যের ন্যায় দেখা দিয়াছিল সেইরূপ যথার্থ জ্ঞানের উদয় হইলে এই জাগরণের জগৎ যাহাকে এখন সত্য করিয়া জানিতেছ ইহাকেও মিথ্যা করিয়া জানিবে এবং বিশ্বাস হইবেক যে সেই সত্যস্বরূপ পরমাত্মার আশ্রয়েতে মিথ্যা জগৎ সত্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছিল। পুনরায় যদি কহ যে পরমাত্মা প্রপঞ্চময় জগতের আশ্রয় হয়েন ইহা স্বীকার করিলাম কিন্তু তাঁহার জ্ঞানে কোনো প্রয়োজন নাই। উত্তর। আত্মার জ্ঞান যে পর্য্যন্ত না হয় তাবৎ প্রপঞ্চময় জগতের সত্যজ্ঞান থাকিয়া নানাপ্রকার দুঃখ এবং দুঃখমিশ্রিত সুখের ভাজন জীব হয় কিন্তু আত্মজ্ঞান জন্মিলে অন্য বস্তুর আকাঙ্ক্ষা আর থাকে না যেমন রাঙ্গেতে রূপার ভ্রম যাবৎ থাকে সে পর্য্যন্ত তাহার প্রাপ্তির প্রয়াসে দুঃখ পায় সেই রূপার ভ্রম দূর হইয়া যথার্থ রাঙ্গের জ্ঞান হইলে তাহার প্রয়াস এবং তজ্জন্য দুঃখ আর থাকে না। যদি বল তিন প্রকার অর্থাৎ জাগরণ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই মায়িক বিশেষণের নিষেধ দ্বারা পরমাত্মাকে বেদে প্রতিপন্ন করিতেছেন তবে পৃথক্ করিয়া তুরীয়কে বর্ণন করিবার কি আবশ্যকতা আছে যেহেতু ঐ তিন প্রকার বিশেষণকে কহিলেই ঐ তিন প্রকার হইতে যে ভিন্ন তেঁহ তুরীয় হয়েন ইহা বোধগম্য সুতরাং হইতো। উত্তর। যদি তিন প্রকার অধিষ্ঠাতা হইতে বস্তুত তুরীয় ভিন্ন হইতেন তবে ঐ তিন প্রকারকে কহিলেই তাহা হইতে ভিন্ন যে তুরীয় তাঁহার প্রতীতি হইতো কিন্তু ঐ তিন অবস্থার যে অধিষ্ঠাতা তেঁহই তুরীয় হয়েন তবে তিন অবস্থা মায়িক এ নিমিত্ত তিন অবস্থার অধিষ্ঠাতাকেই তিন অবস্থা হইতে পৃথক্ করিয়া তুরীয় শব্দে কহিয়াছেন যেমন রজ্জুকে ভ্রম সর্পের অধিষ্ঠাতা করিয়া কখন উপলব্ধি করিতেছি কখন বা সর্পের নিষেধের দ্বারা কেবল রজ্জুকে উপলব্ধি করি অতএব বাস্তবিক উভয়ের ভেদ নাই ঐ বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষী নিষ্কল পরমাত্মা তেঁহই উপাস্য হইয়াছেন॥ ওঁ তৎ সৎ॥

মুণ্ডকোপনিষৎ

[১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে প্রকাশিত]

ওঁ তৎ সৎ। মুণ্ডকোপনিষৎ॥ ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা ; স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ॥ ১॥ অথর্ব্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মাথর্ব্বা তাং পুরোবাচাংগিরে ব্রহ্মবিদ্যাং। স ভারদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রাহ ভারদ্বাজোঽঙ্গিরসে পরাবরাং॥ ২॥ শৌনকো হ বৈ মহাশালোঽঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ। কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি॥ ৩॥ তস্মৈ স হোবাচ। দ্বে বিদ্যে বেদিতব্য ইতি হ স্ম যদ্ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ॥ ৪॥ তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা জয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥ ৫॥ যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদং নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ॥ ৬॥ যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি। যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বং॥ ৭॥ তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে। অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্ম্মসু চামৃতং॥ ৮॥ যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ। তস্মাদেতদ্ব্রহ্ম নাম রূপমন্নং চ জায়তে॥ ৯॥ ইতি প্রথমমুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ॥ তদেতৎ সত্যং মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি কবয়ো যান্যপশ্যংস্তানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্ততানি। তান্যাচরথ নিয়তং সত্যকামা এষ বঃ পন্থাঃ স্বকৃতস্য লোকে॥ ১॥ যদা লেলায়তে হ্যর্চ্চিঃ সমিদ্ধে হব্যবাহনে। তদাজ্যভাগাবন্তরেণাহুতীঃ প্রতিপাদয়েৎ॥ ২॥ যস্যাগ্নি-হোত্রমদর্শমপৌর্ণমাসমচাতুর্ম্মাস্যমনাগ্রয়ণমতিথিবর্জ্জিতঞ্চ। অহুতমবৈশ্বদেবমবিধিনা হুতমাসপ্তমাংস্তস্য লোকান্ হিনস্তি॥ ৩॥ কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা। স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বা॥ ৪॥ এতেষু যশ্চরতে ভ্রাজমানেষু যথাকালং চাহুতয়ো হ্যাদদায়ন্। তন্নয়ন্ত্যেতাঃ সূর্য্যস্য রশ্ময়ো যত্র দেবানাং পতিরেকোঽধিবাসঃ॥ ৫॥ এহ্যেহীতি তমাহুতয়ঃ সুবর্চ্চসঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভির্যজমানং বহন্তি। প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যোঽর্চ্চয়ন্ত্য এষ বঃ পুণ্যঃ সুকৃতো ব্রহ্মলোকঃ॥ ৬॥ প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম। এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপিযন্তি॥ ৭॥

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতং মন্যমানাঃ। জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥ ৮॥ অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ। যৎ কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাত্তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাঃ চ্যবন্তে॥ ৯॥ ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ। নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বেমং লোকং হীনতরঞ্চাবিশন্তি॥ ১০॥ তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষচর্য্যাং চরন্তঃ। সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি যত্রামৃতঃ স পুরোষো হ্যব্যয়াত্মা॥ ১১॥ পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন। তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং॥১২॥ তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়। যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাং॥ ১৩॥ ইতি প্রথমমুণ্ডকে দ্বিতীয়খণ্ডঃ। প্রথমমুণ্ডকং সমাপ্তং॥ তদেতৎ সত্যং যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ। তথাক্ষরাদ্বিবিধাঃ সৌম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি॥ ১॥ দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ। অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ॥ ২॥ এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥ ৩॥ অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ। বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা॥ ৪॥ তস্মাদগ্নিঃ সমিধো যস্য সূর্য্যঃ সোমাৎ পর্জন্য ওষধয়ঃ পৃথিব্যাং। পুমান্ রেতঃ সিঞ্চতি যোষিতায়াং বহ্বীঃ প্রজাঃ পুরুষাৎ সংপ্রসূতাঃ॥ ৫॥ তস্মাদৃচঃ সামযজূংষি দীক্ষা যজ্ঞশ্চ সর্ব্বে ক্রতবো দক্ষিণাশ্চ। সংবৎসরশ্চ যজমানশ্চ লোকাঃ সোমো যত্র পবতে যত্র সূর্য্যঃ॥ ৬॥ তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সংপ্রসূতাঃ সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি। প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং বিধিশ্চ॥ ৭॥ সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ সপ্তার্চ্চিষঃ সমিধঃ সপ্ত হোমাঃ। সপ্ত ইমে লোকা যেষু চরন্তি প্রাণা গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত॥ ৮॥ অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ সর্ব্বেঽস্মাৎ স্যন্দন্তে সিন্ধবঃ সর্ব্বরূপাঃ। অতশ্চ সর্ব্বা ওষধয়ো রসশ্চ যেনৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে হ্যন্তরাত্মা॥ ৯॥ পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম্ম তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্। এতদ্যো বেদ নিহিতং গুহায়ং সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সৌম্য॥ ১০॥ ইতি দ্বিতীয়মুণ্ডকে প্রথমখণ্ডঃ॥ আবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরন্নাম মহৎপদমত্রৈতৎ সমর্পিতং। এজৎ প্রাণন্নিমিষচ্চ যদেতজ্জানথ সদসদ্বরেণ্যং পরং বিজ্ঞানাদ্ যদ্বরিষ্ঠং প্রজানাম্॥ ১॥ যদর্চ্চিমদ্যদণুভ্যোঽণু যস্মিন্ লোকা

নিহিতা লোকিনশ্চ। তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণস্তত্ বাঙ্মনঃ। তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্বেদ্ধব্যং সৌম্য বিদ্ধি॥ ২॥ ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধয়ীত। আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সৌম্য বিদ্ধি॥ ৩॥ প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে। অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥ ৪॥ অস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ। তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ॥ ৫॥ অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাড্যঃ। স এষোঽন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ। ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং স্বস্তি বঃ পরায় তমসঃ পরস্তাৎ॥ ৬॥ যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্যস্যৈষ মহিমা ভুবি। দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ॥ মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা প্রতিষ্ঠিতোঽন্নে হৃদয়ং সন্নিধায়। তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি॥ ৭॥ ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥ ৮॥ হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং। তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্যদাত্মবিদো বিদুঃ॥ ৯॥ ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥ ১০॥ ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্‌ব্রহ্ম পশ্চাদ্ ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ। অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠং॥ ১১॥ ইতি দ্বিতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়খণ্ডঃ। দ্বিতীয়মুণ্ডকং সমাপ্তং॥ দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি॥ ১॥ সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥ ২॥ যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥ ৩॥ প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্ব্বিভাতি বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী। আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ॥ ৪॥ সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যক্‌জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যং। অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ম্ময়ো হি শুভ্রো যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ॥ ৫॥ সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ। যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানং॥ ৬॥ বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি। দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াং॥ ৭॥ ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দ্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা। জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে

নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ ॥ ৮ ॥ এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ। প্রাণৈশ্চিত্তং সর্ব্বমোতং প্রজানাং যস্মিন্ বিশুদ্ধে বিভবত্যেষ আত্মা ॥ ৯ ॥ যং যং লোকং মনসা সম্বিভাতি বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্। তং তং লোকং জায়তে তাংশ্চ কামাংস্তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চ্চয়েদ্ভূতিকামঃ ॥১০॥ ইতি তৃতীয়মুণ্ডকে প্রথমখণ্ডঃ ॥ স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্ম ধাম যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রং। উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামাস্তে শুক্রমেতদতিবর্ত্তন্তি ধীরাঃ ॥ ১ ॥ কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ স কামভির্জ্জায়তে তত্র তত্র। পর্য্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্তু ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ ॥ ২ ॥ নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাং ॥ ৩ ॥ নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাত্তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ। এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাংস্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম ॥ ৪ ॥ সংপ্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ। তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি ॥ ৫ ॥ বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাদ্‌যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ। তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে ॥ ৬ ॥ গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা দেবাশ্চ সর্ব্বে প্রতিদেবতাসু। কর্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা পরেঽব্যয়ে সর্ব্ব একীভবন্তি ॥ ৭ ॥ যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং ॥ ৮ ॥ স যোহ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি। নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি। তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি ॥ ৯ ॥ তদেতদৃচাভ্যুক্তং ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ স্বয়ং জুহ্বতে একর্ষিং শ্রদ্ধয়ন্তঃ। তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত শিরোব্রতং বিধিবদ্‌যৈস্তু চীর্ণং ॥ ১০ ॥ তদেতৎ সত্যমৃষিরঙ্গিরাঃ পুরোবাচ নৈতদচীর্ণব্রতোঽধীতে। নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ ॥ ১১ ॥ ইতি তৃতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়খণ্ডঃ ॥ মুণ্ডকং সমাপ্তং ॥

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেম অক্ষভির্যজত্রাঃ। স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ ॥

মুণ্ডকোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

॥ ওঁ তৎ সৎ ॥ মুণ্ডকোপনিষৎ ॥

সকল জগতের সৃষ্টি এবং পালনের প্রয়োজ্য কর্ত্তা ও সকল দেবতার প্রধান যে ব্রহ্মা তেঁহ স্বয়ং উৎপন্ন হয়েন সেই ব্রহ্মা সকল বিদ্যার আশ্রয় যে ব্রহ্মবিদ্যা তাহা অথর্ব্বনামে আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে উপদেশ করিয়াছিলেন। ১। যে বিদ্যার উপদেশ ব্রহ্মা অথর্ব্বাকে করিয়াছিলেন অথর্ব্বা সেই ব্রহ্মবিদ্যাকে অঙ্গির নামে ঋষিকে পূর্ব্বে উপদেশ করেন। সেই অঙ্গির ভরদ্বাজের বংশজাত যে সত্যবাহ তাঁহাকে ওই বিদ্যা কহিলেন এই প্রকারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্রেষ্ঠ হইতে পর পর কনিষ্ঠেতে উপদিষ্ট যে সেই ব্রহ্মবিদ্যা তাহা ভারদ্বাজ অঙ্গিরসকে উপদেশ করেন। ২। পরে মহাগৃহস্থ শৌনক যথাবিধানক্রমে অঙ্গিরসের নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে হে ভগবান্ এমৎরূপ কি কোনো এক বস্তু আছেন যে তাঁহাকেই জানিলে সমুদায় বিশ্বকে জানা যায়। ৩। শৌনককে অঙ্গিরস উত্তর করিলেন। বিদ্যা দুই প্রকার হয় ইহা জানিবে যাহা বেদার্থবিজ্ঞ পরমার্থদর্শী ব্যক্তিরা নিশ্চিতরূপে কহেন তাহার প্রথম পরা বিদ্যা দ্বিতীয় অপরা বিদ্যা। ৪। তাহাতে ঋক্‌বেদ যজুর্বেদ সামবেদ অথর্ব্ববেদ আর শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দ জ্যোতিষ অপরা বিদ্যা হয়। আর পরা বিদ্যা তাহাকে কহি যাহার দ্বারা সেই অবিনাশি ব্রহ্মের প্রাপ্তি হয়। ৫। সেই যে ব্রহ্ম তেঁহো অদৃশ্য অর্থাৎ চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগোচর হয়েন অগ্রাহ্য অর্থাৎ বাক্ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অপ্রাপ্য এবং গোত্ররহিত ও শুক্লকৃষ্ণাদি গুণরহিত ও চক্ষুকর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়রহিত এবং হস্তপাদ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়রহিত বিনাশশূন্য আর যিনি আব্রহ্মস্থাবরান্ত জগৎস্বরূপ হইয়া আছেন ও সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছেন আর তেহোঁ অতি সূক্ষ্ম এবং ব্যয়রহিত হয়েন আর সকল ভূতের কারণ করিয়া যাঁহাকে বিবেকি ব্যক্তিরা জানিতেছেন অর্থাৎ এইরূপ অবিনাশি ব্রহ্মকে যে বিদ্যার দ্বারা জানা যায় তাহার নাম পরাবিদ্যা। ৬। যেমন মাকড়ষা অন্য কাহাকে সহায় না করিয়া আপন হইতে সূত্রের সৃষ্টি করে ও পুনরায় গ্রহণ করে অর্থাৎ শরীরের সহিত এক করিয়া লয় আর যেমন পৃথিবী হইতে ব্রীহি যব ও গোধূম প্রভৃতি জন্মে আর যেমন জীবন্ত মনুষ্যের দেহ হইতে কেশলোমাদির উৎপত্তি হয় তাহার ন্যায় এই সংসারে সমুদায় বিশ্ব সেই অবিনাশি ব্রহ্ম হইতে জন্মিতেছে। ৭। সৃষ্টি বিষয়ের জ্ঞানেতে ব্রহ্ম পরিপূর্ণ হয়েন তখন সেই জ্ঞানে পরিপূর্ণ যে অবিনাশি ব্রহ্ম তাঁহা হইতে অব্যাকৃত অর্থাৎ জগতের সাধারণ

কারণ সূক্ষ্মরূপে উৎপন্ন হয় পরে সেই অব্যাকৃত হইতে প্রাণ অর্থাৎ অবিদ্যা বাসনা কর্ম্ম ইত্যাদির কারণ এবং সমুদায় জীবস্বরূপ যে হিরণ্যগর্ভ তেঁহ উৎপন্ন হয়েন পরে ঐ হিরণ্যগর্ভ হইতে সংকল্প বিকল্প রূপ মনের জন্ম হয় আর ঐ মন হইতে আকাশাদি পঞ্চ ভূতের উৎপত্তি হয় তাহা হইতে ক্রমে ভূরাদি সপ্ত লোকের জন্ম হয় সেই লোকেতে মনুষ্যাদির বর্ণাশ্রমাদিক্রমে কর্ম্মসকল জন্মে আর ঐ কর্ম্ম হইতে বহুকালস্থায়ি ফলের সৃষ্টি হয়।৮। যিনি সামান্যরূপে সকলকে জানিতেছেন এবং বিশেষরূপে সকলকে জানেন আর যাঁহার জ্ঞান মাত্র তাবৎ সৃষ্টির উপায় হইয়াছে সেই অবিনাশি ব্রহ্ম হইতে এই ব্রহ্মা অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ আর নাম রূপ এবং অন্ন অর্থাৎ ব্রীহিযবাদি সকল জন্মিতেছে।৯। ইতি প্রথম মুণ্ডকে প্রথমখণ্ডঃ।

যে সকল অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মকে বশিষ্ঠাদি পণ্ডিতেরা বেদে দেখিয়াছেন তাহা সকল সত্য অর্থাৎ সাঙ্গরূপে অনুষ্ঠান করিলে অবশ্য ফলদায়ক হয়। আর হোতা উদ্গাতা অধ্বর্য্যু এই তিন ঋত্বিকের দ্বারা সেই সকল কর্ম্ম বাহুল্যরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সেই সকল অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মকে তোমরা যথোক্ত ফলের কামনাপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিতে থাকহ কর্ম্মফল স্বর্গাদি ভোগের নিমিত্ত তোমাদের এই এক পথ আছে।১। অগ্নি উত্তমরূপে প্রজ্বলিত হইলে যখন শিখাসকল লেলায়মান হয় তখন হোমের স্থান যে সেই শিখার মধ্যদেশ তাহাতে দেবোদ্দেশে আহুতি প্রক্ষেপ করিবেক।২। যে ব্যক্তির অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম অমাবস্যা যাগে এবং পৌর্ণমাসী যাগে রহিত হয় আর চাতুর্মাস্য কর্ম্মে বর্জ্জিত হয় আর শরৎ ও বসন্তকালে নূতন শস্য হইলে যে যজ্ঞ করিতে হয় তাহার অনুষ্ঠান যে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে না করে এবং অতিথিসেবারহিত হয় ও মুখ্য কালে অনুষ্ঠিত না হয় আর বৈশ্বদেব কর্ম্মে বর্জ্জিত হয় কিম্বা অযথাশাস্ত্র কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে এইরূপ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম ঐ যাগকর্ত্তার সপ্ত লোককে নষ্ট করে অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারা যে ভূরাদি সপ্ত লোককে সে প্রার্থনা করিত তাহা প্রাপ্ত হয় না কেবল পরিশ্রম মাত্র হয়।৩। কালী করালী মনোজবা সুলোহিতা সুধূম্রবর্ণা স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী এই সাত প্রকার অগ্নির জিহ্বা আহুতি গ্রহণের নিমিত্ত লেলায়মান হয়।৪। যে ব্যক্তি এই সকল অগ্নির জিহ্বা প্রকাশমান হইলে বিহিত কালে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে সে ব্যক্তিকে ঐ যজমানের অনুষ্ঠিত যে আহুতিসকল তাহারা সূর্য্যরশ্মির দ্বারা সেই স্থানে লইয়া যান যেখানে দেবতাদের পতি যে ইন্দ্র তেঁহ শ্রেষ্ঠরূপে বাস করেন।৫। সেই

দীপ্তিমন্ত আহুতিসকল আগচ্ছ আগচ্ছ কহিয়া ঐ যজ্ঞকর্ত্তাকে আহ্বান করেন আর প্রিয়বাক্য কহেন এবং পূজা করেন আর কহেন যে উত্তম ধাম এই স্বর্গ তোমাদের স্বকৃত কর্ম্মের ফল হয় এ প্রকার কহিয়া সূর্য্যরশ্মির দ্বারা যজমানকে লইয়া যান। ৬। অষ্টাদশাঙ্গ যে জ্ঞানহীন যজ্ঞরূপ কর্ম্ম তাহা সকল বিনাশী হয় এই বিনাশী কর্ম্মকে যে সকল মূঢ় ব্যক্তি শ্রেয় করিয়া জানে তাহারা ফল ভোগের পর পুনঃ পুনঃ জন্ম জরা মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়। ৭। আর যে সকল ব্যক্তি আপনারা অজ্ঞানরূপ কর্ম্মকাণ্ডে মগ্ন হইয়া অভিমান করে যে আমরা জ্ঞানী এবং পণ্ডিত হই সেই মূঢ়েরা পুনঃ পুনঃ জন্ম জরা মরণাদি দুঃখে পীড়িত হইয়া ভ্রমণ করে যেমন এক অন্ধকে অবলম্বন করিয়া অন্য অন্ধসকল গমন করে অর্থাৎ পথে নানাপ্রকারে ক্লেশ পায়। ৮। যে সকল ব্যক্তি অজ্ঞানরূপ কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে বহু প্রকারে নিযুক্ত থাকিয়া কহে যে আমরাই কৃতকার্য্য হই সে সকল অজ্ঞানি কর্ম্মফলের বাসনাতে অন্ধ হইয়া ব্রহ্মতত্ত্বকে জানিতে পারে না অতএব সেই সকল ব্যক্তি কর্ম্মফলের ক্ষয় হইলে দুঃখে মগ্ন হইয়া স্বর্গ হইতে চ্যুত হয়। ৯। অতিমূঢ় যে সকল লোক শ্রুত্যুক্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম আর স্মৃতিতে উক্ত যে কূপোৎসর্গ প্রভৃতি কর্ম্ম তাহাকেই পরমার্থ সাধন ও শ্রেষ্ঠ করিয়া মানে আর কহে যে ইহা হইতে পুরুষার্থসাধন আর নাই সেই সকল ব্যক্তি কর্ম্মফল ভোগের আয়তন যে স্বর্গ তাহাতে ফল ভোগ করিয়া শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে এই মনুষ্য-লোককে কিম্বা ইহা হইতে হীন লোককে অর্থাৎ পশ্বাদি ও বৃক্ষাদি দেহকে প্রাপ্ত হয়। ১০। বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী ব্যক্তি যাহারা জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া ইন্দ্রিয়ের দমনপূর্ব্বক বনেতে ভিক্ষাচরণ করিয়া বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্ম ও হিরণ্যগর্ভাদির উপাসনা করেন এবং জ্ঞাননিষ্ঠ গৃহস্থ যাহারা ঐরূপে উপাসনা ও তপস্যা করে তাঁহারা পুণ্যপাপরহিত হইয়া উত্তরপথের দ্বারা সেই সর্ব্বোত্তম স্থানে যান যেখানে প্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী যে অমর হিরণ্যগর্ভ পুরুষ অবস্থিতি করেন। ১১। কর্ম্মজন্য যে সকল স্বর্গাদি লোক তাহার অস্থিরতা ও দোষগুণ পরীক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ তাহাতে বৈরাগ্য করিবেন যেহেতু তেঁহ বিবেচনা করিবেন যে ইহ সংসারে ব্রহ্ম ভিন্ন অকৃত বস্তু অর্থাৎ নিত্য বস্তু আর নাই এবং অনিত্য বস্তুর দ্বারা নিত্য ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইতে পারেন না তবে আয়াসযুক্ত কর্ম্মে আমার কি প্রয়োজন আছে এই প্রকারে বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া সেই পরম তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত হস্তে সমিৎ লইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ বেদজ্ঞ গুরুর নিকট যাইবেন। ১২। সেই বিদ্বান্ গুরু এই প্রকারে অনুগত এবং দর্পাদিদোষরহিত ও ইন্দ্রিয়দমনশীল যে সেই শিষ্য তাহাকে

যে প্রকারে সেই অক্ষর পর ব্রহ্মকে জানিতে পারে সেইরূপে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ যথার্থ মতে করিবেন। ইতি প্রথমমুণ্ডকং।

পরা বিদ্যার বিষয় যে সেই অবিনাশি ব্রহ্ম তেঁহ কেবল পরমার্থত সত্য হয়েন। যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে অগ্নির সমানরূপ সহস্র২ স্ফুলিঙ্গ সকল নির্গত হয় তাহার ন্যায় হে প্রিয়শিষ্য সেই অবিনাশি ব্রহ্ম হইতে নানা প্রকার জীবসকল উৎপন্ন হয় এবং পরে তাঁহাতেই লীন হয়। ১। ব্রহ্ম অলৌকিক হয়েন এবং মূর্ত্তিরহিত ও পরিপূর্ণ হয়েন আর বাহ্যেতে ও অন্তরেতে সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছেন ও জন্মরহিত আর প্রাণাদি বায়ু ও মনঃ প্রভৃতি ইহা সকল ব্রহ্মেতে নাই অতএব তেঁহ নির্ম্মল হয়েন আর স্বভাব অর্থাৎ জগতের সূক্ষ্মবস্থারূপ যে অব্যাকৃত তাহা হইতে ব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ হয়েন। ২। হিরণ্যগর্ভ এবং মন ও সকল ইন্দ্রিয় আর তাহাদের বিষয় এবং আকাশ বায়ু জ্যোতি জল আর বিশ্বের ধারণকর্ত্রী পৃথিবী ইহাঁরা সকল সেই ব্রহ্ম হইতে জন্মিয়াছেন। ৩। স্বর্গ যাঁহার মস্তক আর চন্দ্র সূর্য্য যাঁহার দুই চক্ষু হয়েন দিক্‌সকল কর্ণ আর যাঁহার প্রসিদ্ধ বাক্য বেদ হয়েন এবং বায়ু যাঁহার প্রাণ আর এই বিশ্ব যাঁহার মন আর পৃথিবী যাঁহার পা হয়েন অতএব তেঁহো সকল ভূতের অন্তরাত্মারূপে আছেন। ৪। সূর্য্য যাহাকে প্রকাশ করেন এমৎরূপ স্বর্গ সেই ব্রহ্ম হইতে জন্মিয়াছেন আর ঐ স্বর্গেতে উৎপন্ন যে সোমরস তাহা হইতে মেঘের জন্ম হয় সে মেঘ হইতে ভূমিতে ব্রীহিযবাদি জন্মে আর ঐ ব্রীহিযবাদি ভক্ষণ করিয়া পুরুষেরা স্ত্রীতে রেতঃসেক করে এই প্রকারে জন্মিতেছে যে বহুবিধ প্রজা তাহাও সেই পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হইতেছে। ৫। সেই পুরুষ হইতে ঋক্ সাম যজু এই তিন প্রকার বৈদিক মন্ত্র আর মেখলাদি ধারণরূপ নিয়ম ও অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ এবং ক্রতু অর্থাৎ পশুবন্ধনার্থ যূপবিশিষ্ট যে যজ্ঞ আর দক্ষিণা ও কর্ম্মের অঙ্গ সম্বৎসরাদি কাল আর কর্ম্মকর্ত্তা যজমান এবং কর্ম্মফল স্বর্গাদি লোক জন্মিতেছে যে লোক সকলকে চন্দ্র কিরণ দ্বারা পবিত্র করেন আর সূর্য্য যাহাতে রশ্মি দেন। ৬। বসু রুদ্র আদিত্যাদি দেবতা সকল সেই পরমেশ্বর হইতে জন্মিয়াছেন আর সাধ্যগণ ও মনুষ্যগণ এবং পশুপক্ষি ও প্রাণ এবং অপানবায়ু আর ব্রীহিযব এবং তপস্যা শ্রদ্ধা সত্য ব্রহ্মচর্য্য এবং বিধি ইহা সকল সেই পরমেশ্বর হইতে জন্মিয়াছেন। ৭। আর মস্তকসম্বন্ধি সাত ইন্দ্রিয় সেই পরব্রহ্ম হইতে হইয়াছেন এবং আপন আপন বিষয়েতে তাহাদের সাত প্রকার স্ফূর্ত্তি ও রূপাদি সাত প্রকার বিষয় আর ঐ বিষয়ভেদে সাত প্রকার জ্ঞান আর সাত ইন্দ্রিয়ের স্থান যাহাতে প্রতি প্রাণিভেদে

ইন্দ্রিয়সকল নিদ্রাকাল ব্যতিরিক্ত স্থিতি করে ইহা সকল সেই ব্রহ্ম হইতে জন্মিতেছে। ৮। আর সেই পরমাত্মা হইতে সমুদ্রসকল পর্ব্বতসকল জন্মিয়াছে আর গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি নদীসকল জন্মিয়াছেন আর সর্ব্বপ্রকারে ব্রীহি যব প্রভৃতি ও তাহার মধুরাদি ছয় প্রকার রস যে রসের দ্বারা পাঞ্চভৌতিক স্থুল শরীরের মধ্যে লিঙ্গশরীর অবস্থিত হইয়া আছে তাহা সকল সেই অক্ষর পর ব্রহ্ম হইতে জন্মিয়াছে। ৯। কর্ম্ম তপস্যা ও তাহার ফল ইত্যাদিরূপ যে বিশ্ব তাহা সেই ব্রহ্মাত্মক হয় সেই ব্রহ্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং অবিনাশী হয়েন যে ব্যক্তি সেই ব্রহ্মকে হে প্রিয়শিষ্য হৃদয়ে চিন্তন করে সে গ্রন্থির ন্যায় দৃঢ় যে অবিদ্যাবাসনা তাহাকে ছিন্ন করে অর্থাৎ সে ব্যক্তি মুক্ত হয়। ইতি দ্বিতীয়মুণ্ডকে প্রথমখণ্ডঃ।

সেই ব্রহ্ম সকল প্রাণির হৃদয়ে আবির্ভূতরূপে অন্তঃস্থ হইয়া আছেন অতএব তাঁহার নাম গুহাচর অর্থাৎ সকল প্রাণির হৃদয়েতে চরেন এবং তেঁহ সকল হইতে মহৎ ও সর্ব্বপদার্থের আশ্রয় হয়েন আর সচল পক্ষি প্রভৃতি ও প্রাণাপানাদিবিশিষ্ট মনুষ্য ও পশু প্রভৃতি আর নিমেষাদি ক্রিয়াবিশিষ্ট যে সকল জীব ও নিমেষশূন্য জীব ইহারা সকলেই সেই পরমেশ্বরেতে অর্পিত হইয়া আছেন এইরূপে সকলের আশ্রয় ও স্থুল সূক্ষ্মময় জগতের আধার এবং সকলের প্রার্থনীয় তেঁহো হয়েন ও প্রজাদিগের জ্ঞানের অগোচর ও সকলের শ্রেষ্ঠ যে সেই ব্রহ্ম তাঁহাকে জানহ অর্থাৎ তেঁহই আমাদের অন্তর্যামী হয়েন। ১। যিনি দীপ্তিবিশিষ্ট আর সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম এবং স্থুল হইতেও স্থুল আর ভূরাদি সপ্ত লোক এবং ঐ লোকনিবাসী মনুষ্য দেবাদি ইহারা সকল যাহাতে অবস্থিত আছেন এইরূপে যিনি সকলের আশ্রয় তেঁহ সেই অবিনাশী ব্রহ্ম এবং তেঁহ প্রাণ ও সকল ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় হয়েন অর্থাৎ প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের অন্তরে যে চৈতন্য তেঁহ তৎস্বরূপ হয়েন যে ব্রহ্ম প্রাণাদির অন্তরে চৈতন্যরূপে আছেন তেঁহই কেবল সত্য অব্যয় এবং তাঁহাতেই চিত্তের সমাধি কর্ত্তব্য হয় অতএব হে প্রিয় শিষ্য তুমি সেই ব্রহ্মাতে চিত্তের সমাধি করহ। ২। উপনিষদে উক্ত যে মহাস্ত্ররূপ ধনুক তাহাকে গ্রহণ করিয়া উপাসনার দ্বারা শাণিত শরকে ঐ ধনুকেতে যোগ করিবেক তুমি সেইরূপে পরমেশ্বরে অর্পিত যে মন তাহার সহিত ইন্দ্রিয়সকলকে আকর্ষণ করিয়া লক্ষ্য যে সেই অবিনাশি ব্রহ্ম তাঁহাকে বিদ্ধ করহ। ৩। এ স্থলে প্রণব ধনুঃস্বরূপ হয়েন আর জীবাত্মা শরস্বরূপ আর লক্ষ্য সেই ব্রহ্ম হয়েন অতএব প্রমাদশূন্য চিত্তের দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া শর যেরূপ লক্ষ্যে বিদ্ধ হইয়া মিলিত হয় তাহার ন্যায় জীবাত্মাকে ব্রহ্মের সহিত ঐক্য করিবেক। ৪।

স্বর্গ পৃথিবী আকাশ আর সকল ইন্দ্রিয়ের সহিত মন যে ব্রহ্মতে সমর্পিত হইয়া আছেন সেই এক এবং সকলের আত্মস্বরূপ যে ব্রহ্ম তাঁহাকেই কেবল তোমরা জানহ আর কর্ম্মজাল যে অন্য বাক্য তাহা পরিত্যাগ করহ যেহেতু সেই আত্মজ্ঞান কেবল মোক্ষপ্রাপ্তির দ্বার হইয়াছেন। ৫। যেমন রথচক্রের নাভিতে অর্থাৎ চক্রের মধ্যস্থিত কাষ্ঠেতে চতুঃপার্শ্ববর্ত্তি কাষ্ঠসকল সংলগ্ন হইয়া আছে তাহার ন্যায় যে হৃদয়েতে শরীরব্যাপি নাড়ীসকল সংলগ্ন আছে সেই হৃদয়ের মধ্যে অহঙ্কারাদির আশ্রয় এবং শ্রবণ দর্শন চিন্তনাদি উপাধিধর্ম্মবিশিষ্ট হইয়া পরব্রহ্ম অবস্থিত আছেন সেই আত্মাকে ওঁকারের অবলম্বন করিয়া চিন্তা করহ (শিষ্যের প্রতি গুরুর আশীর্ব্বাদ এই) যে অজ্ঞানরূপ অন্ধকারসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তির নিমিত্ত তোমাদের বিঘ্ন দূর হউক। ৬। যিনি সামান্যরূপে সকলকে জানিতেছেন এবং বিশেষরূপে সকলকে জানেন ও যাঁহার শাসনে নানাবিধ নিয়মরূপ মহিমা পৃথিবীতে বিখ্যাত আছে সেই আত্মা দীপ্তিবিশিষ্ট যে হৃদয়স্থিত শূন্য তাহাতে অবস্থিত আছেন এবং মনোময় হয়েন ও স্থূল শরীরের হৃদয়ে সন্নিধানপূর্ব্বক প্রাণ ও সূক্ষ্ম শরীরকে অন্যত্র চালন করিতেছেন। আনন্দস্বরূপ অবিনাশি এবং স্বয়ং প্রকাশিত হয়েন যে সেই আত্মা তাঁহাকে বিবেকি ব্যক্তিরা শাস্ত্র ও গুরূপদিষ্ট জ্ঞানের দ্বারা পরিপূর্ণরূপে সর্ব্বত্র জানিতেছেন। ৭। কারণস্বরূপে শ্রেষ্ঠ আর কার্য্যরূপে ন্যূন যে সেই সর্ব্বস্বরূপ আত্মা তাঁহাকে জানিলে হৃদয়ের গ্রন্থি অর্থাৎ গ্রন্থির ন্যায় দৃঢ় যে বুদ্ধিস্থিত অজ্ঞানজন্য বাসনা তাহা নষ্ট হয়। আর সর্ব্বপ্রকার সংশয়ের ছেদ হয় আর ঐ জ্ঞানি ব্যক্তির শুভাশুভ কর্ম্মের ক্ষয় হয়। ৮। অবিদ্যাদি দোষরহিত এবং অবয়বশূন্য অতএব নির্ম্মল আত্মা প্রকাশস্বরূপ যে সূর্য্যাদি তাঁহাদের প্রকাশক ও সকলের আত্মাস্বরূপ তেঁহ জ্যোতির্ম্ময় কোষ অর্থাৎ হৃদয়ের মধ্যে অবস্থিতি করেন তাঁহাকে এরূপে যাঁহারা জানিতেছেন তাঁহারাই যথার্থ জানেন। ৯। সূর্য্য সেই ব্রহ্মের প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়েন না এবং চন্দ্র তারা ও এই সকল বিদ্যুৎ ইহারাও ব্রহ্মের প্রকাশক নহেন সুতরাং অগ্নি কি প্রকারে তাঁহার প্রকাশক হইবেন আর ওই সমুদায় যে প্রকাশিত হইতেছে তাহাকে স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্মের পশ্চাৎ প্রকাশিত জানিবে এবং সেই ব্রহ্মের প্রকাশ দ্বারা সূর্য্যচন্দ্রাদি এই জগতে দীপ্তিবিশিষ্ট হইতেছেন। ১০। সম্মুখে স্থিত যে এই জগৎ তাহাতে ঐ অবিনাশি ব্রহ্মই ব্যাপ্ত হয়েন এইরূপ পশ্চাৎভাগে ও দক্ষিণভাগে আর উত্তরভাগে এবং অধোদিকে ও ঊর্দ্ধদিকে ব্রহ্মই কেবল ব্যাপ্ত

হইয়া আছেন আর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেই ব্রহ্ম এ সমুদায় বিশ্বরূপ হয়েন অর্থাৎ নামরূপ মাত্র বিকারসকল মিথ্যা ব্রহ্ম কেবল সত্য হয়েন। ইতি দ্বিতীয়মুণ্ডকং সমাপ্তং।

সর্ব্বদা সহবাসি এবং সমানধর্ম্ম এমৎরূপ দুই পক্ষী অর্থাৎ জীবাত্মা আর পরমাত্মা শরীররূপ এক বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া আছেন তাহার মধ্যে এক যে জীবাত্মা তেঁহ নানাবিধ স্বাদুযুক্ত কর্ম্মফলের ভোগ করেন আর অন্য যে পরমাত্মা তেঁহ ফল ভোগ না করিয়া কেবল সাক্ষীরূপে দর্শন মাত্র করেন। ১। জীবাত্মা ঐ শরীররূপ বৃক্ষের সহিত মগ্ন হইয়া দীনতাপ্রযুক্ত অজ্ঞানে মোহিত হইয়া শোক প্রাপ্ত হইতেছেন কিন্তু যে সময়ে জগতের নিয়ন্তা ও সকলের সেব্য পরমাত্মাকে এবং এই জগৎস্বরূপ তাঁহার মহিমাকে জানেন সে সময়ে জ্ঞান দ্বারা পুনরায় শোক প্রাপ্ত হয়েন না। ২। যখন সেই সাধক ব্যক্তি স্বয়ংপ্রকাশ এবং জগতের কর্ত্তা আর হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তিস্থান সর্ব্বব্যাপী যে ঈশ্বর তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জানেন তখন ঐ জ্ঞানিব্যক্তি পুণ্য পাপের পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্লেশরহিত হইয়া পরমসমতা অর্থাৎ অদ্বয় ভাবকে প্রাপ্ত হয়েন। ৩। এবং সর্ব্বভূতস্থ হইয়া বিবিধ প্রকারে প্রকাশ পাইতেছেন যে সেই পরমাত্মা তাঁহাকে জানিয়া ঐ জ্ঞানি ব্যক্তি কাহাকে অতিক্রম করিয়া কহেন না অর্থাৎ দ্বৈতভাব ত্যাগ করেন। বৈরাগ্যাদিবিশিষ্ট যে ঐ সাধক তাঁহার কেবল আত্মাতেই ক্রীড়া এবং প্রীতি হয় অর্থাৎ বাহ্য বিষয়ে প্রীতি থাকে না এইরূপ যে জ্ঞানি সে সকল ব্রহ্মজ্ঞানির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়। ৪। সর্ব্বদা সত্যকথন আর ইন্দ্রিয়দমন ও চিত্তের একাগ্রতা এবং সম্যক্ প্রকার বুদ্ধি আর ব্রহ্মচর্য্য এই সকল সাধনের দ্বারা সেই আত্মার লাভ হয় যিনি শরীরের মধ্যে অর্থাৎ হৃদয়াকাশে জ্যোতির্ম্ময় এবং নির্ম্মলরূপে অবস্থিত আছেন এবং কামক্রোধাদিরহিত যত্নশীল ব্যক্তিরা যাঁহার উপলব্ধি করিতেছেন। ৫। সত্যবান্ যে ব্যক্তি তাহারি জয় অর্থাৎ কর্ম্মসিদ্ধি হয় মিথ্যাবাদির জয় কদাপি না হয় আর সত্যবাদির প্রতি দেবযানাখ্যেয় পথ তাহা অনাবৃতদ্বার হইয়া আছে যে পথের দ্বারা দম্ভাহঙ্কাররহিত এবং স্পৃহাশূন্য ঋষিসকল সেই স্থানে আরোহণ করেন যেখানে সত্যের দ্বারা প্রাপ্য সেই পরম তত্ত্ব আছেন। ৬। সেই ব্রহ্ম সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হয়েন আর তেঁহ স্বয়ংপ্রকাশ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ্য নহেন অতএব তাঁহার স্বরূপ চিন্তার যোগ্য নহে তেঁহ সূক্ষ্ম বস্তু যে আকাশাদি তাহা হইতেও অতি সূক্ষ্ম হয়েন অথচ সর্ব্বত্র তেঁহ প্রকাশিত হয়েন আর অজ্ঞানির সম্বন্ধে দূর হইতেও অতি দূরে আছেন আর জ্ঞানির অতি নিকটে তেঁহ আছেন আর চেতনাবন্ত প্রাণিদের হৃদয়েতে অবস্থিতি

করিতেছেন জ্ঞানিরা তাঁহাকে এইরূপে উপলব্ধি করেন। ৭। সেই আত্মা চক্ষুঃদ্বারা দৃশ্য নহেন এবং বাক্য ও বাক্যভিন্ন ইন্দ্রিয় ইহাদেরো গ্রাহ্য নহেন এবং তপস্যা ও অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞেয় নহেন কিন্তু যখন জ্ঞানের প্রসন্নতা হইয়া নির্ম্মলান্তঃকরণ হয় তখন সর্ব্বোপাধিরহিত পরমাত্মাকে সর্ব্বদা চিন্তনপূর্ব্বক তাঁহাকে জানিতে পারে। ৮। যে শরীরে প্রাণবায়ু প্রাণাপানাদি ভেদে পাঁচ প্রকার হইয়া প্রবেশ করিয়াছেন সেই শরীরের হৃদয়েতে এই সূক্ষ্ম আত্মা সেই চিত্তের দ্বারা জ্ঞেয় হয়েন আর প্রজাদের ইন্দ্রিয়ের সহিত সর্ব্বপ্রকার চিত্তকে যে আত্মা চৈতন্যরূপে ব্যাপিয়া আছেন তেঁহো রাগদ্বেষাদিরহিতচিত্ত হইলে হৃদয়েতে স্বয়ং প্রকাশ হয়েন। ৯। এইরূপ নির্ম্মলান্তঃকরণ আত্মজ্ঞানী কি আপনার নিমিত্ত কি অন্যের নিমিত্ত পিতৃলোক স্বর্গলোক প্রভৃতি যে যে লোককে মনেতে সংকল্প করেন আর যে যে ভোগ্য বিষয়কে প্রার্থনা করেন তেঁহ সেই লোককে এবং সেই সেই ভোগ্য বিষয়কে প্রাপ্ত হয়েন অতএব ঐশ্বর্য্যের আকাঙ্ক্ষি ব্যক্তি আত্মজ্ঞানির পূজা করিবেক। ১০। ইতি তৃতীয়মুণ্ডকে প্রথমখণ্ডঃ।

সকল কামনার আশ্রয় ও সমস্ত জগতের আধার এবং নিরুপাধি হইয়া আপন দীপ্তির দ্বারা প্রকাশিত যে এই ব্রহ্ম তাঁহাকে জ্ঞানি ব্যক্তি জানিতেছেন যে সকল লোকে নিষ্কাম হইয়া সেই আত্মজ্ঞানির পূজা করে তাহারা শরীরের কারণ যে এই শক্র তাহাকে অতিক্রম করে অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম তাহাদের হয় না। ১। যে ব্যক্তি কাম্য বিষয় স্বর্গ ও পুত্রপশ্বাদির বিবিধ গুণকে চিন্তা করিয়া সে সকল বস্তুকে প্রার্থনা করে সে ব্যক্তি তাদৃশ কামনাতে বেষ্টিত হইয়া সেই সেই বিষয় ভোগের নিমিত্ত জন্ম গ্রহণ করে আর যে ব্যক্তি অবিদ্যাদি হইতে পৃথক্ করিয়া আত্মাকে জানিয়া তন্নিষ্ঠ হয় সুতরাং সর্ব্বতোভাবে কাম্য বিষয়েতে তাহার স্পৃহা থাকে না এমংরূপ ব্যক্তির শরীর বিদ্যমান থাকিতেই সকল কামনার নিবৃত্তি হয়। ২। এই আত্মা বহু বেদের অধ্যয়ন দ্বারা কিম্বা গ্রন্থের অভ্যাস দ্বারা কি বহুবিধ উপদেশ শ্রবণ দ্বারা প্রাপ্ত হয়েন না কিন্তু বিদ্বান্ ব্যক্তি তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত যে প্রার্থনা করেন সেই প্রার্থনার দ্বারা তাঁহার লাভ হয় এবং সেই আত্মা ঐ ব্যক্তির সম্বন্ধে আপন স্বরূপকে স্বয়ং প্রকাশ করেন। ৩। নিষ্ঠাহীন ব্যক্তিদের লভ্য পরমাত্মা নহেন এবং বিষয়াসক্তিজন্য অনবধানতার দ্বারা ও বিবেকশূন্য কেবল জ্ঞানের দ্বারা লভ্য নহেন কিন্তু এই সকল উপায় দ্বারা যে বিবেকি ব্যক্তি তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত যত্ন করেন সেই ব্যক্তির

জীবাত্মা পরব্রহ্মে লীন হয়। ৪। রাগাদিদোষশূন্য ইন্দ্রিয়দমনশীল এবং জীবকে পরমাত্মা স্বরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন যে ঋষিসকল তাঁহারা এই আত্মাকে জানিয়া কেবল ঐ জ্ঞানের দ্বারা তৃপ্ত হইয়াছেন এবং সমাধিনিষ্ঠচিত্ত যে ঐ জ্ঞানিসকল তাঁহারা সর্ব্বব্যাপি পরমাত্মাকে সর্ব্বত্র জানিয়া দেহত্যাগসময়ে অবিদ্যাকৃত সর্ব্বপ্রকার উপাধিকে পরিত্যাগ করিয়া মুক্ত হইয়াছেন। ৫। যে সকল যত্নশীল ব্যক্তি বেদান্তজন্য জ্ঞানের দ্বারা নিশ্চিতরূপে পরমাত্মাতে নিষ্ঠা করেন আর সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মনিষ্ঠার দ্বারা নির্ম্মল হইয়াছে অন্তঃকরণ যাঁহাদের তাঁহারা অন্যাপেক্ষা উত্তম মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে অবিনাশি ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন। ৬। দেহের কারণ যে প্রাণ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি পঞ্চদশ অংশ তাহারা আপন আপন কারণেতে তাঁহাদের মৃত্যুর সময় লীন হয় আর চক্ষুরাদি যে ইন্দ্রিয় তাহারাও আপন আপন প্রতিদেবতা সূর্য্যাদিকে প্রাপ্ত হয়েন। আর শুভাশুভ কর্ম্ম এবং অন্তঃকরণরূপ উপাধিতে প্রতিবিম্বস্বরূপে প্রবিষ্ট যে আত্মা অর্থাৎ জীব ইহারা সকল অব্যয় অদ্বিতীয় পরব্রহ্মেতে ঐক্যভাব প্রাপ্ত হয়েন। ৭। যেমন গঙ্গা,যমুনা প্রভৃতি নদীসকল সমুদ্রে গমন করিয়া আপন আপন নাম রূপের পরিত্যাগপূর্ব্বক সমুদ্রের সহিত ঐক্যভাব প্রাপ্ত হয় তাহার ন্যায় জ্ঞানিব্যক্তি নাম রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া জগতের সূক্ষ্মাবস্থারূপ যে অব্যাকৃত তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং স্বয়ংপ্রকাশ সেই সর্ব্বত্রব্যাপি পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হয়েন। ৮। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কোনো ব্যক্তি সেই পরব্রহ্মকে জানেন তেঁহ সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন আর সে ব্যক্তির বংশে কেহ ব্রহ্মজ্ঞানহীন হয় না এবং সে ব্যক্তি শোক হইতে উত্তীর্ণ হয় ও পাপ হইতে ত্রাণ পায় এবং অজ্ঞানরূপ হৃদয়গ্রন্থি যাহা দ্বৈতজ্ঞানের কারণ তাহা হইতে মুক্ত হইয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ৯। মন্ত্রের দ্বারা প্রকাশিত যে এই আত্মজ্ঞানের উপদেশবিধি তাহা সেই সকল ব্যক্তির প্রতি কহিবেক যাহারা যথাবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন এবং বেদজ্ঞ হয়েন ও পরব্রহ্ম জানিতে ইচ্ছা করেন আর শ্রদ্ধান্বিত হইয়া একর্ষি নামে অগ্নি স্থাপনপূর্ব্বক স্বয়ং হোমের অনুষ্ঠান করেন এবং যাহারা প্রসিদ্ধ যে শিরোঙ্গারব্রত তাহার অনুষ্ঠান করেন তাহাদের প্রতিও এই ব্রহ্মবিদ্যারূপ উপনিষদের উপদেশ করিবেন। ১০। সেই যে অবিনাশি ব্রহ্ম তেঁহই সত্য ইহা পূর্ব্বকালে অঙ্গিরা ঋষি আপন শিষ্য শৌনককে কহিয়াছেন আর ব্রতোপাসনার অনুষ্ঠান যাহারা না করিয়া থাকেন তাঁহারা এ উপনিষদের পাঠ করিবেন না ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রতি নমস্কার পুনরায় তাঁহাদের প্রতি নমস্কার দুই বার কথনের তাৎপর্য্য এই যে মুণ্ডকোপনিষদের সমাপ্তি হইল॥

ইতি মুণ্ডকোপনিষৎ সমাপ্তা॥

সম্পাদকীয়

বেদান্ত গ্রন্থ

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলা দেশে বেদান্তের চর্চা মন্দীভূত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু একেবারে লোপ পায় নাই। এ কথার প্রমাণ—১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বেদান্তচন্দ্রিকা'। ১৮২৪ সনের জানুয়ারি মাসে প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজেও প্রথমাবধি প্রায় ২০ বৎসর কাল পর্য্যন্ত বেদান্ত অধ্যাপনার জন্য একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী ছিল।

এ দেশে বেদান্তচর্চার পুনঃপ্রসারকল্পে রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে স্মরণীয়; তিনিই সর্ব্বপ্রথম বাংলা ভাষায় বেদান্তের ব্যাখ্যা প্রচার করিয়াছিলেন; ১৮১৫ সনে তাঁহার 'বেদান্ত গ্রন্থ' বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত হয়।

"ইহার অন্য নাম ব্রহ্মসূত্র, শারীরক মীমাংসা বা শারীরক সূত্র। যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্মসমাপ্লুত এই ভারতবর্ষে যদবধি ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইয়াছে, তদবধি আর্য্যদিগের মধ্যে ঐ কর্ম্ম ও জ্ঞান সম্বন্ধে একটি বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে। ঋষিগণ ঐ দুই বিষয়ের বিস্তর বিচার করিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ব্রহ্মজ্ঞানপক্ষীয় ছিলেন। তিনি যে সকল বিচার করিয়াছিলেন, প্রচলিত ব্যাকরণের সূত্রের ন্যায় তিনি ঐ সকল বিচারোদ্বোধক কতকগুলি সূত্র রচনা করিয়া যান। বহু কালের পর শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য সেই সকল সূত্রের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাপূর্ব্বক ব্রহ্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ পণ্ডিতমণ্ডলীমধ্যে প্রচার করেন। ঐ সকল সূত্রে এবং শঙ্করাচার্য্যকৃত তাহার ব্যাখ্যানে বা ভাষ্যে বেদব্যাসের সমস্ত ব্রহ্মবিচার প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় উক্ত বেদান্তসূত্র গ্রন্থের ঐরূপ গৌরব ও মাহাত্ম্য প্রতীতি করিয়া প্রথমে ঐ গ্রন্থখানি বাঙ্গালা অনুবাদ সমেত প্রকাশ করেন। উহাতে ব্যাসমতে সমগ্র বেদ ও সকল শাস্ত্রের মর্ম্ম ও মীমাংসা থাকাতে এবং সর্ব্বলোকমান্য শঙ্করাচার্য্য-কৃত ভাষ্যে সেই সকল মর্ম্ম সুস্পষ্টরূপে বিবৃত থাকাতে রামমোহন রায়ের ব্রহ্মবিচার পক্ষে উহা ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ হইয়াছিল। তাঁহার পূর্ব্বাপর এই লক্ষ্য ছিল যে তিনি সকল জাতির সম্মানিত শাস্ত্র দ্বারাই প্রতিপন্ন করিবেন যে একমাত্র নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।" (রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্ত-বাগীশ কর্ত্তৃক পুনঃপ্রকাশিত 'রামমোহন-গ্রন্থাবলি,' পৃ. ৮০২)

রামমোহন সমগ্র শাঙ্কর ভাষ্যও পৃথক্ মুদ্রিত করিয়াছিলেন—এ সংবাদ বসু-বেদান্তবাগীশ কর্তৃক পুনঃপ্রকাশিত 'রামমোহন-গ্রন্থাবলি'র ৮১২ পৃষ্ঠায় আছে। আমরা সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরিতে আখ্যাপত্রবিহীন দুই খণ্ড 'শারীরক মীমাংসা' দেখিয়াছি। গ্রন্থখানি বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৩৭৭। ইহা লল্লূলাল কবির সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত এবং ১৭৪০ শক বা ১৮১৮ সনে প্রকাশিত—গ্রন্থের পুষ্পিকায় এইরূপ উল্লেখ আছে।

'বেদান্ত গ্রন্থ'ই রামমোহন রায় কর্তৃক প্রকাশিত প্রথম বাংলা গ্রন্থ; তিনি ইহার হিন্দুস্থানী অনুবাদও প্রচার করিয়াছিলেন।

বেদান্তসার

দুরূহ 'বেদান্ত গ্রন্থ' সাধারণের বোধগম্য না হইতে পারে, এই বিবেচনায় রামমোহন উহার তাৎপর্য্য বা সার সঙ্কলন করিয়া 'বেদান্তসার' ও উহার একটি স্বতন্ত্র ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইংরেজী অনুবাদটি *Translation of an Abridgment of the Vedant* নামে ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে প্রচারিত হয় (১ ফেব্রুয়ারি ১৮১৬ তারিখের *The Government Gazette*এ ইহার সমালোচনা দ্রষ্টব্য)। 'বেদান্তসার' যে ইহার পূর্ব্বেই বাংলায় রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল, এই ইংরেজী সংস্করণের ভূমিকায় তাহার উল্লেখ আছে। এই কারণে 'বেদান্তসারে'র আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল মুদ্রিত না থাকিলেও উহা যে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত, এরূপ মনে করাই সঙ্গত হইবে; সকলেই ইহার প্রকাশকাল "১৮১৬" বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।

রামমোহন 'বেদান্তসারে'রও হিন্দুস্থানী অনুবাদ প্রচার করিয়াছিলেন।

ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বেদান্তচন্দ্রিকা' ইংরেজী অনুবাদ সহ প্রচারিত হইলে রামমোহনও প্রত্যুত্তরে ইংরেজী ও বাংলায় দুইখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। বাংলাখানি—'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার'; ইহা এ যাবৎ কোন রামমোহন-গ্রন্থাবলীতে স্থান পায় নাই। বসু-বেদান্তবাগীশ কর্তৃক পুনঃ-প্রকাশিত 'রামমোহন-গ্রন্থাবলি'তে 'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার' নামে যাহা

মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় (পৌষ-চৈত্র ১৭৬৫ ও বৈশাখ ১৭৬৬ শকে) প্রকাশিত রামমোহন-কৃত গ্রন্থের "চূর্ণক" মাত্র। আমরা মূল গ্রন্থখানি পুনর্মুদ্রিত করিলাম। রামমোহন এই বিচারগ্রন্থে সাকার উপাসনার অনৌচিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

পঞ্চোপনিষৎ

বেদান্ত গ্রন্থ ও বেদান্তসার প্রকাশের পর রামমোহন মূল বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষদ্‌গুলি প্রচারে যত্নবান্ হন। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক কালে—ইংরেজ আমলে ব্যাখ্যা ও অনুবাদ সহ বঙ্গভাষায় উপনিষদ্ প্রচার তাঁহার দ্বারাই প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। ইং ১৮১৬ হইতে ১৮১৯—এই তিন বৎসরের মধ্যে তিনি পাঁচখানি উপনিষৎ, ভাষাব্যাখ্যা সহ, প্রকাশ করিয়াছিলেন ; এগুলি—

১। **তলবকার উপনিষৎ** (বা কেনোপনিষৎ), সামবেদের অন্তর্গত। জুন ১৮১৬।

২। **ঈশোপনিষৎ** (বা বাজসনেয়সংহিতোপনিষৎ), যজুর্ব্বেদীয়। জুলাই ১৮১৬।

৩। **কঠোপনিষৎ,** যজুর্ব্বেদীয়। আগষ্ট ১৮১৭।

৪। **মাণ্ডূক্যোপনিষৎ।** অক্টোবর ১৮১৭।

৫। **মুণ্ডকোপনিষৎ,** অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত। ফেব্রুয়ারি (?) ১৮১৯।

অন্যান্য উপনিষদ্‌গুলির শেষে যেমন মুদ্রাঙ্কন-কালের উল্লেখ আছে, মুণ্ডকোপনিষদে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। বসু-বেদান্তবাগীশ 'রামমোহন-গ্রন্থাবলি'র ৮০৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "ইহা যে মাণ্ডূক্যোপনিষদের পূর্ব্বে [অর্থাৎ ১৮১৭, অক্টোবরের পূর্ব্বে] প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার ভূমিকাতে এমন উল্লেখ আছে।" আমরা কিন্তু এরূপ কোন উল্লেখ খুঁজিয়া পাই নাই। প্রকৃতপক্ষে মুণ্ডকোপনিষৎ যে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে প্রকাশিত, ২৭ মার্চ ১৮১৯ তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্রে প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞপ্তি হইতে তাহা অনায়াসে প্রতীয়মান হইবে :—

> "নূতন পুস্তক।—শ্রীযুত রামমোহন রায় অথর্ব্ব বেদের মণ্ডুকোপনিষদ ও শঙ্করাচার্য্য কৃত তাহার টীকা বাঙ্গালা ভাষাতে তর্জমা করিয়া ছাপাইয়াছেন।" ('সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৭)

পাদরি লঙ্‌ও তাঁহার মুদ্রিত-বাংলা-পুস্তকের তালিকায় লিখিয়াছেন:—
"*Mundak Upanishad*, by R. Ray, 1819."

আমরা 'মাণ্ডুক্য' ও 'মুণ্ডক' উপনিষদের প্রথম সংস্করণের পুস্তক সংগ্রহ করিতে পারি নাই। সুতরাং বসু-বেদান্তবাগীশ-প্রকাশিত 'রামমোহন-গ্রন্থাবলি'র পাঠই গ্রহণ করিয়াছি; "মুণ্ডকোপনিষদের মূল ও ভাষা পৃথক্ দুইখানি গ্রন্থের ন্যায় ছিল এবং উভয়ের মধ্যে কাহাতেও শ্লোক অঙ্ক ছিল না। আমরা পাঠকদিগের বোধসৌকর্য্যার্থে উভয়ের একত্র সংস্থান এবং উভয়ের শ্লোকসকল অঙ্কিত করিয়াছি।" বসু-বেদান্তবাগীশ যে আদর্শ পুস্তকের সাহায্যে মুণ্ডকোপনিষৎ পুনর্মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তাহার শেষ কয়েক পংক্তি খণ্ডিত ছিল। সুখের বিষয়, আমরা খণ্ডিত অংশটুকু উদ্ধার করিতে পারিয়াছি।

"এতদ্ভিন্ন রাজা রামমোহন রায়···ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক প্রভৃতি কয়েকখানি উপনিষৎ ও তাহার সংস্কৃত বৃত্তি বা টীকা মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন।··· কিন্তু তাহাতে রামমোহন রায়ের রচিত কিছু নাই। উপনিষদের বৃত্তিগুলি ভিন্ন ভিন্ন লোকের রচিত; শিবপ্রসাদ শর্ম্মা তাহা সঙ্কলন করিয়াছেন, এরূপ নির্দ্দেশ আছে, যথা ঈশোপনিষদে—

'বেদান্তভাস্করৌ দেবৌ সদ্‌গুরূ ব্যাসশঙ্করৌ।
শিবপ্রসাদঃ সংস্তৌতি শাকদ্বীপীয়বংশভূঃ।
আলোক্যোপনিষদ্ভাষ্যং তত্ত্বতোঽহং যথামতি।
তস্মাদাকৃষ্য মন্ত্রার্থান্ লিখামি পরহেতবে॥'

সুতরাং এ সকলকে রামমোহন রায়প্রণীত গ্রন্থের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। কিন্তু ঐ সকল সংস্কৃত গ্রন্থের পাঠ ও মুদ্রাঙ্কন অতি পরিশুদ্ধ; অন্ততঃ সে জন্যও তৎসমুদায় রক্ষণীয় বিবেচনা হয়।" ('গ্রন্থাবলি,' পৃ. ৮১২)

দ্রষ্টব্য: এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত 'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচারে' (পৃ. ১৮০, পংক্তি ২৯) "একাদশ িoocা" মুদ্রিত হইয়াছে; উহা "একাদশমি কচা" পড়িতে হইবে।

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

মূল্য ৪॥০

প্রথম পরিষৎ-সংস্করণ : শ্রাবণ ১৩৫৮

মুদ্রাকর—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭
[illegible]